ভক্তিকুসুম পূর্ণ। ভক্তগণ বিভিন্ন উপায়ে ভগবান্‌কে পাইয়া থাকেন। গোপীজন কামে, নন্দযশোদা স্নেহে, কংস ভয়ে, বৃন্দাবনবাসী পুণ্যফলে, রাবণশিশুপালাদি দ্বেষে, প্রহ্লাদাদি ভক্তিতে ও শুকদেবাদি জ্ঞানে নারায়ণকে লাভ করিয়াছিলেন।১

সকল শাস্ত্রেই হরিভক্ত বৈষ্ণবের মহিমাদি ও আরাধনাবিধি উক্ত হইয়াছে। হরিভক্তকে নীচজাতি বলিয়া জ্ঞান করিলে তাহার নরকে গতি হয়। পবিত্রচেতা গুহককেও ভগবান্ রামচন্দ্র কোল দিয়াছিলেন। বামন অবতারে তিনি অসুর-শ্রেষ্ঠ বলিরাজের দাসত্ব স্বীকার করেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখারূপে অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন এবং পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। যে ভক্তপ্রেমে তিনি বৃষভানুসুতা শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন করিয়াছিলেন, সেই ভক্তপ্রেমেই তিনি পালয়িত্রী যশোমতীর বন্ধন ও গোপপতি নন্দের বাধাবহন-ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। ভক্তরাজ অক্রূর ও বিদুর ভক্তি-সাধনায় তাঁহাকে লাভ করেন। ভক্তের মনোরথ পূর্ণ-করণমানসে তিনি ভক্তবর প্রহ্লাদের প্রার্থনায় স্ফটিকস্তম্ভ মধ্যে নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে দেখা দিয়াছিলেন।

মহাভারতের রাজধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়ে তিনি বলিকে বলিতেছেন,

"নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাঞ্চ কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে॥" (ভারত)

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের নামগুণকীর্ত্তন-কারীই কলিতে ভাগবত ও কৃষ্ণতুল্য বিবেচিত হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥' অতএব ভগবান্ স্বীয় মুখেই স্বীকার করিতেছেন, 'ভক্তের অপার মহিমা, যাহারা বিষ্ণুভক্তের দাস ও বৈষ্ণবান্নভোজী, তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে যজ্ঞভুক্‌দিগের গতি লাভ করেন'।২ বিষ্ণুভক্তের অর্চ্চনা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর, যিনি তাহার বিপরীতাচরণ করেন, তিনি দাম্ভিক বা বিষ্ণুবঞ্চক। পাদ্মোত্তর খণ্ডে এই ভাগবত-পূজন প্রশংসিত হইয়াছে ৩। অন্যত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আরও ভক্তপূজার আধিক্য ও অবশ্য কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন১। হরিভক্তগণের প্রিয়-ব্যক্তি সকলের বন্দনীয় ২।

যাহার গৃহে বৈষ্ণব ভোজন করেন, বৈষ্ণবসঙ্গলাভে তাহার শরীর নিষ্পাপ হয়; সেখানে কৃতান্তেরও অধিকার নাই ৩। স্বয়ং ভগবান্ ভক্তের রসনায় রসাস্বাদন করিয়া থাকেন ৪। নারদপুরাণেও বিষ্ণুভক্তের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ৫। শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"ভগবদ্ভক্তপাদাব্জ-পাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিলমুত্তমম্।" (হরিভক্তি বিঃ)

পদ্যাবলীতেও ভগবদ্ভক্তগণের পাদত্রাণ অবলম্বনের কথা আছে ৬। কৃষ্ণভক্তের দর্শনে বা স্পর্শনে সাক্ষাৎ পুক্কশও পবিত্র হইয়া থাকে ৭। হরিভক্তের পূজা করিলে ব্রহ্মরুদ্রাদিও তাহার প্রতি প্রসন্ন হন ৮। ভগবান্ ভক্তরূপেই লোকসমূহের বিধান করিয়া থাকেন ৯। হরিভক্তের নামও মহৎ এবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি পদ হইতেও উৎকৃষ্ট ১১। সেই হরিভক্তিপরায়ণ মহাত্মা

---

(১) "গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো।" (শাণ্ডিল্য সূত্রভা০)

(২) "বিষ্ণুভক্তস্য যে দাসা বৈষ্ণবান্নভুজশ্চ যে।
তেঽপি ক্রতুভুজাং বৈশ্য গতিং যান্তি নিরাকুলাঃ॥" (পদ্ম)

(৩) "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"
"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"
"তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥" (লঘুভাগবত০ উ০খণ্ড)

(১) "বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ॥"(ভাগ১১।১১।৪৪)
"আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥" (ভাগ ১১।১৯।২১)

(২) "হরিকীর্ত্তনশীলো বা তদ্ভক্তানাং প্রিয়োঽপি বা।
শুশ্রূষুর্বাপি মহতাং স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ॥" (হরিভক্তি বিঃ)

(৩) "বৈষ্ণবো যদ্‌গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণব-সঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ॥"(হরিভক্তিবিঃ)

(৪) "নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্টৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ॥" (ব্রহ্মপুরাণ)

(৫) "সর্ব্বত্র বৈষ্ণবা পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যানাং তথৈবোরগরক্ষসাম্॥"
"যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥" (হরি০ বি০)

(৬) "জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্ম্মাবলম্বকাঃ।
বয়ং তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥" (পদ্যাবলী ৫৮)

(৭) "দর্শনস্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশম্॥" (ব্রহ্মপুরাণ)

(৮) "হরিভক্তিরতান যস্তু হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ড)

(৯) "অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥" (ইতিহাসসমুচ্চয়)

(১০) "হরিভক্তিপরাণাঞ্চ সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥" (বৃ০ নারদীয়)

(১১) "কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম॥" (হরিভক্তি বি০)

সর্ব্বধর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ১। কেশব যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, সে চণ্ডাল হইলেও ব্রহ্মময় হইয়া থাকে ২। সেই ভক্ত ব্রহ্মঘাতী হইলেও পবিত্র হন ৩। যাঁহাদের গাত্রে তপ্তমুদ্রাদি ভাগবত চিহ্ন দেখা যায় এবং যাহারা সদাই হরিগুণগানে রত, তাঁহারাই কলিতে দেবতা বলিয়া গণ্য হন ৪।

উপরে ভক্তের লক্ষণ ও মহিমাদি কীর্ত্তিত হইল। সাধন-পরম্পরা-সিদ্ধ মহিমসম্পন্ন ভক্তগণের মধ্যে যে সামান্ত প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহাই নিম্নে বিবৃত হইতেছে। যাহাদিগের অন্তঃকরণ স্বীয় অভীষ্টভাবে ভাবিত, তাহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত বলে। সাধক ও সিদ্ধ ভেদে কৃষ্ণভক্ত দ্বিবিধ।

"তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ।
তে সাধকাশ্চ সিদ্ধাশ্চ দ্বিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥"

বিল্বমঙ্গলঠাকুর একজন সাধকভক্ত ছিলেন। তত্তুল্য ভক্তগণই সাধকভক্ত নামে কথিত।

"বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

আবার যাঁহারা কোন ক্লেশই জানেন না, যাঁহাদিগের কৃষ্ণার্থই সমস্ত ক্রিয়া এবং যাঁহারা নিরন্তর প্রেমসুখাস্বাদনে রত, তাঁহারাই সিদ্ধভক্ত।

"অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতাক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্তত-প্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ ॥"

সিদ্ধ ভক্ত দুই প্রকার—সংপ্রাপ্তসিদ্ধি ও নিত্যসিদ্ধ। তন্মধ্যে সংপ্রাপ্তসিদ্ধি—সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ।

সাধন সিদ্ধ—

"যে ভক্তিপ্রভবিষ্ণুতাকবলিতক্লেশোর্ম্ময়ঃ কুর্ব্বতে
দৃক্‌পাতেঽপি ঘৃণাং কৃতপ্রণতিষু প্রায়েণ মোক্ষাদিষু।
তান্ প্রেমপ্রসরোৎসবস্তবকিতস্বান্তান্ প্রমোদাশ্রুভিঃ
নির্ধৌতাস্য তটামুহুঃ পুলকিনো ধন্যান্নমস্কুর্ম্মহে ॥

যাঁহারা ভক্তিপ্রভাবে ক্লেশপরম্পরা কবলিত করিয়া স্বয়ং চরণে প্রণত হন, যাঁহারা মোক্ষাদিতে দৃক্‌পাতেও ঘৃণা বোধ করেন, যাঁহাদিগের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান প্রেমোৎসবে অন্তঃকরণ স্তবকিত হয় এবং আনন্দাশ্রুজলে বদনমণ্ডল আর্দ্র ও শরীর অতিশয় পুলকিত হয়, সেই ধন্য পুরুষদিগকে নমস্কার করি। মার্কণ্ডেয়াদি সাধনদ্বারা প্রাপ্তসিদ্ধি হইয়াছিলেন।

"মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ প্রোক্তাঃ সাধনৈঃ প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে কৃপাসিদ্ধের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে :—

"নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ।
তথাপি হ্যুত্তমশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥"

ইহাদিগের দ্বিজোচিত সংস্কার হয় নাই, ইহারা গুরুগৃহে বাস করে নাই, তপস্যা ও আত্মবিচার করে নাই, এবং শৌচ ও শুভ কর্ম্ম করে নাই, তথাপি উত্তমশ্লোক যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ইহাদিগের গাঢ়ভক্তি সমুৎপন্ন হইয়াছে। আমরা সংস্কারাদি সত্ত্বেও তাদৃশ ভক্তিতে বঞ্চিত। যজ্ঞপত্নী, বলিদৈত্য ও শুকদেবাদি কৃপাসিদ্ধ। "কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী বৈরোচনি-শুকাদয়ঃ।" যাদব ও গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়। ইহারাই নিত্যসিদ্ধ ভক্ত বলিয়া কথিত।

"আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ ॥
* * কথিতা নিত্যপ্রিয়া যাদববল্লবাঃ।
এষাং লৌকিকবচ্চেষ্টা লীলা মুররিপোরিব ॥"

সুধী ভক্ত অপরাধদ্বয়ে সাবধান থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিলে শীঘ্রই প্রেম উৎপন্ন হইয়া থাকে। নামগ্রহণে সেবাপরাধ বিদূরিত হয়, কিন্তু নামাপরাধে মানবের নরকভোগ ভিন্ন অন্য গতি নাই।

[নামাপরাধ ও সেবাপরাধ দেখ।]

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীবিষ্ণুর নামগুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁহার পাদপরিচর্য্যা ও পূজা, তাঁহাকে বন্দনা বা নমস্কার, তাঁহার দাস্য বা সেবকত্ব, সখ্য বা বন্ধুজ্ঞান এবং আত্মনিবেদন অর্থাৎ দেহ হইতে শুদ্ধাত্মা পর্য্যন্ত সমুদায় আত্মা তাঁহাকে নিবেদন, এই নয়টীই ভক্তের প্রধান ভক্তি লক্ষণ। এতদ্ভিন্ন গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুসেবা, সদ্ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও শিক্ষা, সন্মার্গাবলম্বন, কৃষ্ণপ্রিয় বস্তুতে ভোগলালসা বর্জ্জন, একাদশী, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি ব্রতানুষ্ঠান, গো-বিপ্র-বৈষ্ণব সেবা, অপরাধ-বর্জ্জন, অশ্বত্থসেবন, লোভসম্বরণ, অন্য দেবতা

---

(১) "স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত ॥
ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে ॥" (স্কন্দ•রেবা)

(২) "ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈবহি।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব ॥" ঐ

(৩) "নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যতে ॥" (স্কন্দ• রেবা)

(৪) "যস্য ভাগবতং চিহ্নং দৃশ্যতে তু হরির্মুনে।
গীয়তে চ কলৌ দেবা জ্ঞেয়াস্তে নাস্তি সংশয়ঃ ॥" (হরিভ বি•)

বা শাস্ত্রে অভেদজ্ঞান, মথুরামণ্ডলে বাস, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-শ্রবণ প্রভৃতি আরও চৌষট্টি প্রকার ভক্তিলক্ষণ সূচিত হইয়াছে। [বিস্তৃত বিবরণ ভক্তি শব্দে দেখ।]

ভক্তকংস (পুং ক্লী) ভক্তার্থং কংসঃ। ভক্তাহরণার্থ পাত্র।

ভক্তকর (পুং) ভক্তং ভজনং করোতীতি কৃ-ট। ১ কৃত্রিম ধূপ।
'বৃকধূপে ভক্তকরো গিরিঃ স্যাৎ সমগন্ধকঃ।' (শব্দচন্দ্রি০)
(ত্রি) ২ ভক্তিকারক।

ভক্তকার (ত্রি) ভক্তমন্নং করোতীতি কৃ-(কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইত্যণ্। পাচক। পর্য্যায়—সূদ, ঔদনিক, গুণ, ভক্ষকার, সূপকার, আরালিক, বল্লব। (হেম)

ভক্তকৃত্য (ক্লী) ভোজ্যাদির আয়োজন। (দিব্যা ১৮৫।২১)

ভক্তচ্ছন্দ (পুং) ১ ক্ষুধা। ২ আকাঙ্ক্ষা।

ভক্তজা (স্ত্রী) অমৃত। (বৈদ্যকনি০)

ভক্ততা (স্ত্রী) ভক্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভক্তত্ব, ভক্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভক্ততূর্য্য (ক্লী) ভক্তস্য তদ্‌ভোজনকালস্য আবেদকং বা ভক্তে তদ্‌ভোজনকালে বাদনীয়ং তূর্য্যং। ভোজনকালে বাদনীয় তূর্য্য। পর্য্যায়—নৃপমান। (ত্রিকা০)

ভক্তদাস (পুং) ভক্তেন অন্নমাত্রেণ দাসঃ। পঞ্চদশ দাসের অন্তর্গত দাস বিশেষ। সুভিক্ষ অবস্থায়ও যাহারা ভাতের জন্য দাসত্ব করে।

"ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ।
সুভিক্ষেঽপি ভক্তেনাঙ্গীকৃতদাস্যঃ।" (দায়ক্রমস০)

মনুতে ৭ প্রকার দাসের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ভক্তদাস দ্বিতীয়। (মনু ৮।৪১৫)

২ একজন রাজা। ইনি অতিশয় রামভক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদাই রামায়ণ শ্রবণ করিতেন। একদা সীতাহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আবেগে সীতার উদ্ধারের জন্য অসিহস্তে সমুদ্রে পতিত হন, এমন সময়ে স্বয়ং রামচন্দ্র সীতার সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া বলেন, আমি রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াছি। পরে আবার তাহাকে রাজ্যে পুনঃ প্রেরণ করেন। (ভক্তমাল)

ভক্তদ্বেষ (পুং) ভক্তে দ্বেষঃ। ১ অন্নে অরুচি। ২ ভগবদ্-ভক্তের প্রতি দ্বেষ।

ভক্তদ্বেষিন্ (ত্রি) ভক্ত-দ্বিষ-ণিনি। ভক্তদ্বেষযুক্ত।

ভক্তনিষ্ঠ, (ত্রি) ১ নিষ্ঠাবান্ ভক্ত। ২ ভক্তসেবন বিষয়ে বিশেষ নিষ্ঠাযুক্ত।

৩ একজন রাজা। আদি পুরাণে তাঁহার সাধুতা ও ভক্ত বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠার বিবরণ লিখিত আছে।

একদা দুই চোর বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া চুরির উদ্দেশে এই রাজার নিকট উপস্থিত হয়। রাজা পরম ভক্তিভাবে তাহাদের পাদপ্রক্ষালন করাইলেন, এমন কি চরণসেবার নিমিত্ত রাণীগণকে নিযুক্ত রাখিলেন। রাত্রিযোগে গৃহবাসী সকলে নিদ্রাগত হইলে বৈষ্ণববেশী প্রতারক দস্যুগণ রাণীকে মারিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি অপহরণপূর্ব্বক পলায়ন করে, কিন্তু ধর্ম্মের কর্ম্ম, পথভ্রম হইয়া তাহারা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রাতে রাজভৃত্যগণ সেই দুই চোরকে ধৃত করিয়া রাজসন্নিধানে আনয়ন করিল। পরম ভক্তিমন্ত রাজা বৈষ্ণবের এরূপ বন্ধনদশা দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ক্রমে রাণীর হত্যাবার্ত্তাও তাঁহার কর্ণগোচর হইল। রাণীর হত্যাকারক জানিয়াও রাজা বৈষ্ণব দস্যুদ্বয়কে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং তাহাদের পাদোদক লইয়া রাণীর মুখে দিতে কহিলেন। ভক্তের সহায় ভগবান্, রাজার ভক্তিফলে রাণী জীবন পাইলেন। অনন্তর রাজা ঐ বৈষ্ণব-দ্বয়কে স্তবে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। (ভক্তমাল)

৪ অন্য একজন মহারাজ। ইনি বিখ্যাত হরিভক্ত ছিলেন। একদা এক ভক্তপ্রধান আসিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা যথাবিধানে সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অতিথির অর্চ্চনাদি করি-লেন। একবৎসর রাজার সংসর্গে থাকিয়া সেই সাধুভক্ত প্রস্থানে উদ্যত হইলে রাজা প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন। ইহা দেখিয়া রাণী স্বীয় পুত্রকে বিষ খাওয়াইলেন। রাজপুত্রের মৃত্যুতে অন্তঃপুরবাসিগণ কাঁদিয়া উঠিল। ঐ সময়ে সাধু যাইবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন, রাজরাণীকে এ দশায় ফেলিয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া অন্তঃপুরে তাহাদের সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। রাণী ভক্তের সমক্ষে পুত্রের নিধনকারণ জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে দিনচারি থাকি-বার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন, সাধু সঙ্গে রাজা ও রাণীর প্রীতি দেখিয়া ভক্ত চমৎকৃত হইলেন। তৎপরে রাণী সেই সাধুর চরণা-মৃত দানে পুত্রের জীবন দান করিলেন। বৈষ্ণবচরণামৃতে রাণীর অটুট বিশ্বাস দেখিয়া সাধু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তদ-বধি তিনি আর রাজারাণীর সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। (ভক্তমাল)

ভক্তপুলাক (পুং) ভক্তস্য পুলাক ইব। ১ সিক্থ। অন্নমণ্ড, চলিত ভাতের মাড়। ২ গ্রাসাচ্ছাদনযোগ্য অন্নপিণ্ড।

ভক্তপ্রিয়, জনৈক মহারাজ। বৈষ্ণবে তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রীতি ছিল। ডোম ভাঁড় প্রভৃতি বৈষ্ণবের বেশ ধরিয়া তাঁহার সমক্ষে নৃত্যগীত করিত। তিনিও প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া তাহাদিগকে কখন দণ্ডবৎ (প্রণাম) কখন বা আলিঙ্গন দিতেন। (ভক্তমাল)

ভক্তমণ্ড (পুং ক্লী) ভক্তস্য অন্নস্য মণ্ডঃ। অন্নাগ্ররস। চলিত ভাতের মাড়। পর্য্যায় মাসর, আচাম, নিঃস্রাব,

ভক্তমল্ল, নূরপুরের জনৈক রাজা। ইনি ৯৬৫ হিজিরায় মানকোট অবরোধের সময় সম্রাট্ অকবর শাহের শত্রু সিকেন্দর সুরের সহায়তা করিয়াছিলেন। সিকেন্দরের দুর্গতি দেখিয়া তিনি মোগলসম্রাটের শরণাপন্ন হন। মোগল বাহিনীর সহিত লাহোর নগরে উপনীত হইলে, তিনি বৈরাম খাঁর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

ভক্তমাল, একখানি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ। বৈষ্ণব কবি লালদাস ইহার বাঙ্গালা পয়ার রচনা করেন। ভক্তগণের জীবনী এই গ্রন্থে মালাকারে গ্রথিত বলিয়া ইহার ভক্তমাল নাম হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বীয় রচনা মধ্যে ভক্তচরিত্র ও দেবতত্ত্বাদি বহুতর তাত্ত্বিক বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন। ভগবত্তত্ব, জীবতত্ব, মায়াতত্ব, সৃষ্টিতত্ব ও সাধনতত্ব প্রভৃতি বিষয় ভক্ত-চরিত্রের আনুষঙ্গিক। এই বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা থাকায় ভক্তমাল গ্রন্থকে সাধারণতঃ চরিত্র ও তাত্ত্বিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়। চরিত্র বিভাগটী প্রধানতঃ নাভাজীকৃত হিন্দীভক্তমাল ও প্রিয়দাসকৃত তৎটীকা হইতে এবং তাত্ত্বিক বিভাগটী উক্ত গ্রন্থদ্বয় ও শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীলঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত-গীতা, ব্রহ্ম, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড, পদ্ম, স্কন্দাদিপুরাণ ও অপরাপর বহুতর ভক্তিশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে ২৭টী মালা বা পরিচ্ছেদ আছে। ঐ সপ্তবিংশ মালার শেষে গ্রন্থকার স্বকৃত গ্রন্থের ফলশ্রুতিবর্ণন ও নিজ দৈন্যাদি জ্ঞাপন করিয়া, সর্ব্বশেষে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক একটী গীতে গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি অমার্জ্জনীয় দোষ থাকিলেও তাহা ইহার গুণরাশির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

এই বাঙ্গালা ভক্তমাল গ্রন্থ হইতেই বাঙ্গালীর হৃদয়ে বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, তুলসীদাস, রঘুনাথ দাস, প্রবোধানন্দ সরস্বতী রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী, শ্রীধরস্বামী বোপদেব, শঙ্কর, রামানুজ, মীরাবাই, করমেতিবাই ও কবীর প্রভৃতি তত্ত্বরস-নিমগ্ন মহানুভবগণের জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের বৈচিত্রময়ী জীবলীলা জাগরূক রহিয়াছে।

প্রমাণ প্রয়োগাদি দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের দৃঢ়তা সংস্থাপনের জন্য এই গ্রন্থে ২৫৭টী শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকাবলী ব্যতীত ইহাতে নাভাজীকৃত হিন্দী মূল ও তাহার টীকা সন্নিবিষ্ট আছে।

ভক্তরাজ (পুং) ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

ভক্তরুচি (স্ত্রী) ১ ক্ষুধা। ২ ভোজনের বলবতী ইচ্ছা।

ভক্তরোচন (ত্রি) ক্ষুধার উদ্রেক।

ভক্তবৎসল (ত্রি) ভক্তেষু বৎসলঃ ৭তৎ। ভক্তের প্রতি বৎসল বা প্রীতিযুক্ত। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৭৯।৯১)

ভক্তবিপাকবটী (স্ত্রী) বটিকৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী :—কজ্জলী ২ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, মনছাল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, মুতা, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজিরা, হিঙ্গু, গুড়, কাঁউলী, সৈন্ধব, বনযমানী, জায়ফল, যবক্ষার ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য আদার রস, নিসিন্দপত্র রস, হড়হড়ে পাতার রস, লতা-ফট্‌কী পাতার রস ও চিতারসে তিন দিন ভাবনা দিয়া বটী করিবে। অনুপান লবঙ্গচূর্ণ ৪ মাষা। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্যাদি অচিরাৎ প্রশমিত হয়। (রসকৌ০)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে 'ভক্তপাকবটী'র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী :—অভ্র, পারা, গন্ধক, হিঙ্গুল, তাম্র, হরিতাল, মনঃশিলা, বঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিষ, নৈপালী, দন্তী, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, চিতা, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সোহাগা, এলাচ, তেজপত্র, লবঙ্গ, হিঙ্, কট্‌কী, জায়ফল, সৈন্ধব প্রত্যেকে তিন ভাগ। এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ আদা, চিতা, দণ্ডী, তুলসী, বাসক ও বেলপাতা প্রত্যেকের স্বরসে সাতবার ভাবনা দিয়া তিন রতি পরিমাণ বটী করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে কোষ্ঠবদ্ধ, কফ ও ত্রিদোষজনিত মলবদ্ধ, মন্দাগ্নি, বিষমজ্বর ও ত্রিদোষজনিত বিষমজ্বর নাশ হয়। (রসেন্দ্র-সারসংগ্রহ অজীর্ণ চিকি০)

ভক্তশালা (স্ত্রী) ১ রন্ধন বা ভোজনগৃহ। ২ আবেদনকারীদিগের সম্বর্দ্ধনাগৃহ। ৩ ভক্ত শ্রোতৃগণের ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার স্থান।

ভক্তসিকৃথ (পুং) ভক্তস্য সিকৃথঃ ৬তৎ। ভাতের মাড় বা ফেন।

ভক্তাগ্র (ক্লী) ভোজনশালা। (দিব্যা ৩৩৫।২৪)

ভক্তাদায় (পুং) ধান্যাদির দ্বারা সংগৃহীত কর।

ভক্তাভিলাষ (পুং) ভক্তে অভিলাষঃ ৭তৎ। অন্নের প্রতি অভিলাষ। ২ ভক্তস্য অভিলাষঃ। ভগবদ্ভক্তের ইচ্ছা।

ভক্তি (স্ত্রী) ভজ্যতে ইতি ভজ-ক্তিন্। ১ বিভাগ। ২ সেবা। ৩ গৌণবৃত্তি। ৪ ভঙ্গী। ৫ উপচার। ৬ অবয়ব। ৭ শ্রদ্ধা। ৮ রচনা। ৯ অনুরাগ বিশেষ। পূজ্য বিষয়ে অনুরাগ ভক্তি। শাণ্ডিল্যসূত্রে ভক্তি লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" (শা০ সূ০)

ঈশ্বরে পরানুরক্তির নাম ভক্তি।

আরাধ্য-বিষয়ে যে অনুরাগ, তাহাই ভক্তি। 'আরাধ্য-বিষয়করাগত্বমেব ভক্তিত্বং' ভক্তিসূত্রে ঈশ্বরে পরানুরক্তিই

ভক্তি। পরা এই পদ দ্বারা পরা এবং গৌণী এই দুই প্রকার ভক্তি বুঝিতে হইবে। পরমেশ্বর-বিষয়ে অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষই পরানুরাগ নামে অভিহিত, তাহাই ভক্তি। উপাসনা, পরমেশ্বর বিষয়ে পরমপ্রেম, 'নহীষ্টদেবাৎ পরমস্তি কিঞ্চিৎ' ইষ্টদেব হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে, এইরূপ বুদ্ধি-পূর্ব্বিকা চিত্তবৃত্তির নাম ভক্তি। ইহা প্রীতির অধীন।

"নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥" (বিষ্ণু১।২০।১৯-২০)
'ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥' (বিষ্ণু১।২০।২৭)

হে ভগবন্! আমি যে কোন জন্ম পরিগ্রহ করি না কেন, তোমাতে যেন আমার ভক্তি নিশ্চলা থাকে, অবিবেকীদিগের বিষয়ে যেরূপ প্রীতি থাকে, তোমাতে যেন আমার তাদৃশী প্রীতিই অবিচলিত হয়। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত কৃষ্ণে যাঁহার স্থিরা ভক্তি থাকে, তাঁহার মুক্তি করস্থিত। ধর্ম্মার্থকামে তাঁহার আর কোন প্রয়োজন নাই।

এই স্থলে যে প্রীতিপদের উল্লেখ হইয়াছে, ঐ প্রীতি সুখনিরত রাগ বুঝিতে হইবে। যে হেতু উহা সুখনিরত না হইলে উহাতে আসক্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহার মূলে সুখ হইবে, এইরূপ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, অতএব ঐ যে প্রীতি উহাই সুখনিরত রাগ। পাতঞ্জলে উহার লক্ষণ এইরূপ অভিহিত হইয়াছে—"সুখানুশয়ী রাগঃ" (পাতঃ ২।৩৯) উহা স্মরণ ও কীর্ত্তনাদির দ্বারা হইয়া থাকে। ভক্ত ভগবন্নাম কীর্ত্তনে বা ভগবন্নামস্মরণে সুখ বোধ করে বলিয়া পুনঃ পুনঃ ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ভক্তির বেগ যতই বৃদ্ধি পায়, ভক্তের ততই কীর্ত্তনাদিতে আসক্তি জন্মে। তখন ভক্ত অনন্যকর্ম্মা হইয়া ভগবচ্চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহারই নামাদি কীর্ত্তনে নিরত থাকে। ভক্ত তদ্গতচিত্ত হইয়া কেবল তাঁহারই ভজনা করে।

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"(গীতা১০।৯-১০)

'যাহারা মচ্চিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ হইয়া পরস্পরে আমার তত্ত্ব আলাপনপূর্ব্বক পরস্পরকে বুঝাইয়া দেয় ও সেই হেতু অধিকতর আনন্দ লাভ করে এবং আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে ও সেইরূপ যোগযুক্ত হইয়া ভক্তিসহকারে আমাকে (ঈশ্বরকে) আরাধনা করে, আমিই তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করি। এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাহারা আমাকে পাইয়া থাকে। আমি সেই ভজনকারী ব্যক্তি-বর্গের প্রতি অনুকম্পার্থ তাহাদের অন্তঃকরণে থাকিয়া তত্ত্ব-জ্ঞানস্বরূপ উজ্জ্বল প্রদীপ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া থাকি।' অতএব ভক্তির ফল মুক্তি, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 'তৎসংস্থস্যামৃতত্বোপদেশাৎ' তৎসংস্থা 'তস্মিন্ ঈশ্বরে সংস্থা ভক্তির্যস্য' যাঁহাদের ঈশ্বরে অবিচলিত ভক্তি আছে, তাঁহাদের অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়।

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥" (গীতা ১২।৭)

যাহাদের চিত্ত আমাতেই নিবিষ্ট থাকে, আমি তাহাদিগকে মৃত্যুরূপ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। তৈত্তিরীয় মন্ত্রভাগেও লিখিত আছে—

"ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥"

'অত্র যজনং ভক্তিঃ' ইহাতেও অভিহিত হইল যে, ভক্তির ফল মুক্তি। শাণ্ডিল্যসূত্রে জ্ঞানও ভক্তির অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভক্তির ফল মুক্তি তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি না হইলে, মুক্তি হইতে পারে না, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। অনুরাগবিশেষই অজ্ঞানের কার্য্য। তাহা হইলে সেই অন্তঃকরণবৃত্তিরূপা ভক্তি হইতে কিরূপে মুক্তি আসিতে পারে? ইহার মীমাংসা এইরূপঃ—যেহেতু সেই ভক্তিরূপ-অন্তঃকরণবৃত্তিতে অজ্ঞানের কার্য্য আছে, অতএব তাহা অজ্ঞান-জড়িত। অজ্ঞান থাকিলে মুক্তি অসম্ভব। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, মুক্তির প্রধান কারণ ভক্তি নহে, জ্ঞান। অতএব ভক্তির গৌণ ফল মুক্তি, তাহা নিশ্চয়। ভক্তি অবিচলিত হইলে জ্ঞান হয়, জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, অজ্ঞানের কার্য্য যে অনুরাগবিশেষ, তাহাও তখন থাকে না; সুতরাং মুক্তির আর কোন বাধা থাকে না। অতএব ভক্তির অঙ্গ জ্ঞান না বলিয়া জ্ঞানের অঙ্গ ভক্তি বলাই সঙ্গত। এইজন্য শাস্ত্রেও অভিহিত হইয়াছে,—'ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে' ঈশ্বরে প্রণিধান, তপস্যা ও স্বাধ্যায়াদি ক্রিয়াযোগ দ্বারা ভক্তি উৎপন্ন হয়, পরে ভক্তি দৃঢ়া হইলে জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞানেই মুক্তি লাভ হয়।

বৈষ্ণবগণ ভক্তির ফল মুক্তি ইহা স্বীকার করেন না, তাহারা বলেন, ভক্তির ফল প্রেম। তাঁহারা মুক্তি প্রার্থনা

করেন না। তাঁহাদের মতে প্রেমই পরমপুরুষার্থ। 'উপায়-পূর্ব্বং ভগবতি মনঃ স্থিরীকরণং ভক্তিঃ' উপায়পূর্ব্বক ভগবানে মনঃস্থিরীকরণের নাম ভক্তি। বিহিতা ও অবিহিতা ভেদে ইহা দ্বিবিধ।

"দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥" (শাণ্ডিল্যসূত্রভাঃ)

কোন কারণ ব্যতীত দৈব ও বৈদিক কর্ম্মে মনের যে স্বাভাবিক সাত্ত্বিক বৃত্তি জন্মে, তাহাই বিহিতা ভক্তি। মিশ্রা ও শুদ্ধা ভেদে ইহা দুই প্রকার :—

মিশ্রা ভক্তি ত্রিবিধ—কর্ম্মমিশ্রা, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা। তন্মধ্যে কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তি তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী ভেদে তিন প্রকার। তামসী ভক্তিরও আবার হিংসার্থা, দম্ভার্থা ও মাৎসর্য্যার্থাদি ভেদ আছে১। হিংসা, দম্ভ, ও মাৎসর্য্য অভিসন্ধান করিয়া যিনি কার্য্য করেন, তিনিই তামস ভক্ত। বিষয়ার্থা, যশোঽর্থা ও ঐশ্বর্য্যার্থা ভেদে রাজসী-ভক্তি তিন প্রকার২। যিনি বিষয়, যশ ও ঐশ্বর্য্যের জন্য ভগবানে ভক্তি-পরায়ণ হন, তিনি রাজসিক ভক্ত। কর্ম্মক্ষয়ার্থা, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থা ও বিধিসিদ্ধ্যর্থা প্রভৃতি সাত্ত্বিকী ভক্তির লক্ষণ৩। কর্ম্মক্ষয়ের জন্য বা বিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে অথবা শাস্ত্রে ভগবানের আরাধনা অভিহিত হইয়াছে, ইত্যাদি কারণে যিনি ভগবানের আরাধনা করেন, তিনিই সাত্ত্বিক ভক্ত। কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তিন প্রকার—উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা।

উত্তমা ভক্তি—যিনি সর্ব্বভূতে আপনার ভগবদ্ভাব অবলোকন করেন এবং যিনি আপনাতে ও ভগবানে সর্ব্ব-ভূতের অবস্থান দর্শন করেন, তিনি উত্তমভক্ত। মধ্যম ও অধম ভক্তের বিষয় ভক্ত শব্দে বিবৃত হইয়াছে৪।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—

"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" ইত্যাদি।
(শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্য)

আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই আমাতে যাঁহার অবিচ্ছিন্না মতি হয় এবং পুরুষোত্তম বিষ্ণুতে যাঁহার অহৈতুকী ভক্তি হয়, যিনি আমার সেবা ব্যতীত সালোক্যাদি মুক্তি পাইলেও তাহার অভিলাষ করেন না, তাঁহারাই জ্ঞানমিশ্র ভক্ত।

অবিহিতাভক্তি কামজা, দ্বেষজা, ভয়জা ও স্নেহজা ভেদে চারিপ্রকার।

"কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদর্থং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥" (শাণ্ডিল্যসূত্রভা০)

গোপীগণ কামে, কংস ভয়ে, চৈদ্যাদি নৃপ দ্বেষে, সম্বন্ধ ও স্নেহে বৃষ্ণি-নরপতিগণ ভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি নয় প্রকার, গৃহস্থগণ এই নয় প্রকার ভক্তির অধিকারী। কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তিন প্রকার, বনবাসীরা এই তিন প্রকার ভক্তির অধিকারী। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এক, একমাত্র ভিক্ষুগণই এই ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন।

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতঃ স্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥"
(শাণ্ডিল্যসূত্রভা০)

কায়মনোবাক্যাদি দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা যাউক না কেন, ভক্ত সেই সকলই ভগবান্নারায়ণে সমর্পণ করিবেন। এই ভক্তি একোনবিংশতি প্রকার, যথা—১ ষট্‌ত্রিংশদ্ বর্গ, ২ ত্রিংশদ্ বর্গ, ৩ ষড়্‌বিংশতিবর্গ, ৪ পঞ্চবিংশতিবর্গ, ৫ চতুর্বিং-শতিবর্গ, ৬ বিংশতিবর্গ, ৭ একোনবিংশতিবর্গ, ৮ অষ্টাদশবর্গ, ৯ পঞ্চদশবর্গ, ১০ ত্রয়োদশবর্গ, ১১ দ্বাদশবর্গ, ১২ একাদশবর্গ,

---

১ তামসী ভক্তি—"অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবমপি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥"

২ রাজসী ভক্তি—"বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চায়ামর্চ্চয়েৎ যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ॥"

৩ সাত্ত্বিকী ভক্তি—"কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম।
যজেৎ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥"

৪ কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা উত্তমা ভক্তি—
"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা মধ্যমা ভক্তি—
"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃতোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"

কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা অধমা ভক্তি—
"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"
(শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্য)

১৩ দশবর্গ, ১৪ নববর্গ, ১৫ সপ্তবর্গ, ১৬ ষড়্‌বর্গ, ১৭ পঞ্চবর্গ, ১৮ চতুর্বর্গ, ১৯ ত্রিবর্গ।

এই উনবিংশতিবর্গ ভক্তির বিষয় ভাগবতে বিশেষরূপে লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। ভাগবতের দ্বিতীয়, সপ্তম, দশম ও একাদশ স্কন্ধে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত অভিহিত হইয়াছে।

নারদকৃত ভক্তিসূত্রে ভক্তির বিষয় যেরূপ আলোচিত হইয়াছে, তাহাও অতিসংক্ষিপ্তভাবে পর্য্যালোচিত হইল। "ওঁ পূজ্যাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ", ওঁ কথাদিষ্বিতি গার্গঃ", "ওঁ আত্মরত্যাবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ", "ওঁ নারদস্তদর্পিতাখিলাচারতাতদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি।"

(নারদভক্তিসূ° ১৬-১৯)

ভগবৎ পূজাদিতে অনুরাগের নামই ভক্তি, ইহা মহর্ষি বেদব্যাসের মত। ইন্দ্রিয়গণকে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিধিপূর্ব্বক পূজাদির প্রয়োজন। এইরূপে পূজা করিতে করিতে প্রেমের উদয় হইবে। সম্পূর্ণ প্রেমাবেশ হইলে বাহ্য ও মানস-পূজা নিবৃত্তি পায় এবং ক্রমে বিশুদ্ধা ভক্তি আসিয়া দেখা দেয়।

ভগবৎকথাদিতে অনুরাগের নাম ভক্তি, ইহা গর্গাচার্য্যের মত। ভগবদ্‌গুণানুবাদ শ্রবণ ও কীর্ত্তনই সমস্ত সাধনার সার জানিয়া তাহাতেই গাঢ়াভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা করাই ভক্তি নামে অভিহিত হইয়াছে।

শাণ্ডিল্যের মতে, আত্মরতির অবিরোধীবিষয়ে অনুরাগের নাম ভক্তি। জগদ্বোধ পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র আত্মচৈতন্যে অন্যান্য সমস্ত অস্তিত্বের আহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণানন্দে বিভোর থাকাই আত্মরতি। দ্বৈতভাবেই হউক অথবা অদ্বৈত ভাবেই হউক, আত্মরতির অনুকূল, অনুরাগ বৃত্তির প্রবাহই ভক্তিনামে অভিহিত। লৌকিক ও পারমার্থিক ভেদে কর্ম্ম দুই প্রকার, মানব যাগ-যজ্ঞাদি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, তৎসমস্তই ঈশ্বরার্থ বা তৎপূজা বিবেচনা করিলেই ভক্তি সাধিত হয়।

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতঃ! তদেব তব পূজনম্ ॥"

প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যত কিছু লৌকিক ও পারমার্থিক কার্য্য করি, হে জগন্মাতঃ! তৎসমস্ত তোমারই পূজা মাত্র। "ওঁ যথা ব্রজগোপিকানাং" (নারদ ভক্তিসূ° ২১) বৃন্দাবন বিহারিণী গোপরমণীগণই প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ প্রেমে বিভোর হইয়া মদ্যপায়ী মাতালের ন্যায় যাঁহারা গৃহ, সংসার, ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, লোকলজ্জা প্রভৃতি সমস্তই বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারাই পরমভক্ত। ভগবান্ নিজমুখেই উদ্ধবকে বলিয়াছেন, হে উদ্ধব! গোপীগণ আমাতেই মন সমর্পণ করিয়াছে, আমি তাহাদের প্রাণ, আমার জন্য তাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে। যাহারা আমার জন্য সকল ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমিই রক্ষা করিব। গোপীগণ আমাকে প্রিয় হইতেও প্রিয়তম বলিয়া জানে। আমি দূরে থাকিলে আমাকে স্মরণ করিয়া তাহারা নিদারুণ বিরহব্যথায় ব্যাকুল হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। আমি ভিন্ন তাহারা কায়ক্লেশে প্রাণ ধারণ করে। বৃন্দাবনে আমার পুনর্গমনের শুভসংবাদেই তাহারা জীবিত আছে, আমিই সেই গোপীদিগের আত্মা এবং তাহারাই আমার প্রেমভক্তির বিস্তারকর্ত্তা।*

"ওঁ সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা" (নারদসূ° ২৫) ঐ ভক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান এবং যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

ভগবদ্গীতায়ও উক্ত হইয়াছে,—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥" (গীতা)

এই বাক্যে ভগবান্ জ্ঞান ও কর্ম্ম অপেক্ষা যোগের প্রাধান্য দেখাইয়া ভক্তকে যোগীদিগের মধ্যে প্রধান করিয়াছেন। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানসাধনকালে বর্ণ, আশ্রম, অধিকার ও অনধিকার আদির বিচার দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভক্তিসাধনে এ সকলের কিছুমাত্র বিচার নাই। যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও দুর্লভ। "ওঁ ফলরূপত্বাৎ।" (নারদসূ° ২৬) কেন না উহা ফলস্বরূপ, জ্ঞানাভিমানিগণ বলিয়া থাকেন যে, ভক্তিসাধন দ্বারা জ্ঞানরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু নারদের মতে জ্ঞান সাধনের দ্বারা ভক্তিরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। গীতায় কথিত হইয়াছে,—

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

---

* "তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণাঃ মদর্থে ত্যক্তদেহিকাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহম্ ॥
ময়ি তা প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহোৎকণ্ঠবিহ্বলা ॥
ধারয়ন্তি কৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈ বল্লভ্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥" (ভাগবত ১০)

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" (গীতা)

এই বাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন যে, জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগ সাধন দ্বারা মনুষ্য, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল, শান্ত ও ব্রহ্মাত্মজ্ঞানসম্পন্ন হয়। তখন পরমানন্দপূর্ণ হইয়া শোক ও কামনাদিবিহীন এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইলে তাহার পরা-ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। সকল সাধনের লক্ষ্য ভগবৎকৃপালাভ। কিন্তু ভগবৎ কৃপা-দৃষ্টি না হইলে ভক্তির সঞ্চার হয় না, এইজন্য ভক্তি সকল সাধনের ফলস্বরূপ। "ওঁ ঈশ্বরস্যাপ্যভিমানদ্বেষিত্বাৎ দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ।" (নারদসূ° ২৭) ভগবানেরও অভিমানের প্রতি বিদ্বেষ ও দীনতার প্রতি প্রিয়ভাব আছে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ সাধনকালে সাধকের তত্তৎ সাধনাভিমান উদয় হইলে ভগবান্ প্রসন্ন হন না। অভিমানী তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারে না, প্রাণ ভরিয়া ভাল না বাসিলে—আপনাকে তাঁহার চরণে সমর্পণ না করিলে, 'আমি তোমার ও তুমি আমার' এইরূপ ভাবে বিগলিত না হইলে, ভগবৎ-প্রীতি লাভ করা যায় না।

"ওঁ তস্যাঃ জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে" (নারদভক্তিসূ° ২৮) কোন কোন পণ্ডিতের মতে জ্ঞানই ভক্তির সাধন।

ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিলে এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কেন না গৃধ্রগজেন্দ্রাদি জ্ঞানলাভ না করিয়াও ভক্তি-সহকারে ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিল এবং তাঁহার দর্শনও পাইয়াছিল। "ওঁ অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যন্যে" (নারদভক্তিসূ° ২৯) অন্য কেহ কেহ বলেন, ভক্তি ও জ্ঞান পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া আছে। এ কথাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কেন না ভক্তি উদয় হইলে আর জ্ঞানতত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তিই হয় না। "ওঁ স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ" (নারদসূ° ৩০) সনৎকুমারাদি ও নারদের মতে ভক্তি স্বয়ংই ফলস্বরূপ। কেন না, কোন চেষ্টা বা কৌশল দ্বারা ভক্তি লাভ করা যায় না।

"ওঁ তস্মাৎ সৈব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ" (নারদসূ° ৩১)

মুমুক্ষুগণ একমাত্র ভক্তিই গ্রহণ করিবেন। সূত্রকার নারদ বহুবিধ যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে, কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান মুক্তির সাধন হইলেও উহাতে বিপুল বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। মুক্তিলাভের নিমিত্ত ও ভগবান্‌কে দেখিবার জন্য ভক্তিই নির্ম্মল পথ। এইজন্য তিনি জীবের প্রতি করুণা করিয়া ভক্তিসাধনে প্রবৃত্তি দান করিয়াছেন। মুক্তি ভক্তির লক্ষ্যার্থ ফল নহে। তবে ভক্তিসাধনপথে অগ্রসর হইবার সময় পথিমধ্যে মুক্তি আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। মুক্তিলাভের পরেও ভক্তির পথ সুদূর বিস্তৃত। মুক্তির জন্য মুমুক্ষু পুরুষকে স্বতন্ত্র সাধন করিতে হয়। ভক্তিই সমস্ত পরমার্থ-প্রদাত্রী।

"ওঁ তত্তুবিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ" (নারদসূ° ৩৫)

ভক্তি বিষয় ও সঙ্গত্যাগ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়বর্গ বিষয়াস্বাদে বিব্রত থাকিলে মন তাহাতেই মগ্ন হইয়া থাকে। বিষয়রুচি মনকে সর্ব্বদা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আসক্ত করে, এইরূপে বিষয়ের সঙ্গ, কিংবা লোকের সঙ্গ সর্ব্বদা মনকে বিহ্বল করিয়া রাখিলে মন বিক্ষিপ্ত,চঞ্চল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ একাগ্র না হইলে ভক্তি-আবেশের সম্ভাবনা নাই। ভক্তি সাধন করিতে হইলে প্রথমেই বৈরাগ্যবান্ ও নিঃসঙ্গ হওয়া আবশ্যক। জীবন-ধারণের আবশ্যকীয় কার্য্য কাল ভিন্ন যখনই অবকাশ পাইবে, তখনই ভগবানের নাম জপ ও গুণগান করিবে। কেন না হরিচিন্তন হইতে বিশ্রাম পাইলেই মন রজ ও তমোগুণের আবেশে আমোদিত হয়,অমনি বিষয়চিন্তা মনকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। সকল কার্য্যে ও সকল অবস্থায় যদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত মন ভগবৎপদে বিলগ্ন থাকে, তাহা হইলে ক্রমশঃ ভক্তির আবেশ বর্দ্ধিত হয়। যে পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে ভগবৎ-ভজন সাধনের সামর্থ্য না জন্মে, ততদিন অবকাশ মত লোকের নিকট ভগবৎ কথা শ্রবণ ও স্বয়ং উহা লোকের নিকট কীর্ত্তন করা ভাল ; কেন না এইরূপে চিত্ত ক্রমশঃ ভগবদভিমুখে আকৃষ্ট হয়।

"ব্যাবৃত্তোঽপি হরৌ চিত্তং শ্রবণাদৌ যজেৎ সদা।
ততঃ প্রেম যথাশক্তি ব্যসনঞ্চ যদা ভবেৎ॥"

যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভক্তিভাবের উদয় না হয়, ততদিন সময়ে সময়ে হরিকথা শ্রবণাদি করিলে ক্রমে ক্রমে উহাতে আসক্তি বাড়িবে ও ক্রমশঃ ভক্তির বীজ দৃঢ় হইবে। মহাত্মগণের কৃপা বা ভগবানের কৃপাকণাদৃষ্টিই ভক্তির মুখ্য সাধন। "ওঁ মহৎসঙ্গস্তু দুর্ল্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ।" (নারদসূ° ৩৯) মহৎসঙ্গ দুর্লভ, অগম্য এবং অমোঘ। নিজের শুভাদৃষ্ট ব্যতীত সাধুকে চিনিতে পারা যায় না, সাধু সম্মুখে আসিলেও নিজ মনোমালিন্য জন্য তাঁহাকে সাধু বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য মহৎসঙ্গ দুর্লভ। সাধুকে চিনিতে পারিলেও তাহার সাধনসিদ্ধভাবের মধ্যে প্রবেশ করাও কঠিন। এই জন্য মহৎসঙ্গ অগম্য। কিন্তু সাধু-সমাগম কখনও ব্যর্থ হয় না, নিজ অধিকারানুরূপ ফল অবশ্যই লাভ হইয়া থাকে ; অতএব মহৎসঙ্গ অমোঘ। "ওঁ লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব" (নারদসূ° ৪০) ভগবানের কৃপা হইলেই মহতের সঙ্গ হইয়া থাকে। "ওঁ তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ" (নারদসূ°৪১)

ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভগবান্ ভক্তাধীন, ভক্তিযুক্ত সাধুর ক্রিয়াকলাপই তাঁহার লীলা। ভক্তগণের দ্বারাই জগতে তাঁহার মহিমা প্রচারিত হয়। ভক্ত তাঁহাতে এবং তিনি ভক্তেতে বিরাজমান থাকেন।

"ওঁ তদেব সাধ্যতাং তদেব সাধ্যতাং" (নারদসূ° ৪২) তাঁহারই সাধনা কর, তাঁহারই সাধনা কর। নারদ ভক্তিলাভের অন্য উপায় না দেখিয়া এবং অন্য কোন প্রকারেই জীবের গতি হইবে না জানিয়া তপঃপ্রভাবে একমাত্র ভক্তিকেই সাধনসমুদ্রের অমূল্যনিধি বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই জীবের কল্যাণের জন্য তিনি বার বার ভক্তি-সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

কি কি কারণে ভক্তির বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে পারে না, এক্ষণে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। দূষিত জনসহবাসে প্রকৃতি দূষিতা হয়, এইজন্য ভক্তি লাভেচ্ছুক প্রথমতঃ কুসঙ্গ পরিহার করিবেন। "ওঁদুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ" "ওঁ কামক্রোধমোহস্মৃতিভ্রংশবুদ্ধিনাশসর্ব্বনাশকারণত্বাৎ"

(নারদসূ° ৪৩,৪৪)

ঐ কুসঙ্গই কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ ও সর্ব্বনাশের কারণ। কুসঙ্গীর কুপরামর্শে ও অসৎ আদর্শে জীবের ইন্দ্রিয়ভোগবাসনা বৃদ্ধি হয়, কোন কারণে ভোগেচ্ছাতৃপ্তির বাধা জন্মিলে ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধোদয় হইলেই চিত্ত চঞ্চল ও সদসদ্‌বুদ্ধিবিচারহীন হইয়া পড়ে। তাহাতেই মোহের উৎপত্তি হয়। মোহবশতঃ চিত্ত তমসাচ্ছন্ন হইলে চিত্তে সংস্কারাবস্থ বিষয়গুলি আর লক্ষিত হয় না। সুতরাং নিজ মঙ্গলসাধনের উপায়ও আর স্মৃতিপথারূঢ় হয় না ; স্মৃতিভ্রংশের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকলতা জন্মে এবং বুদ্ধি বৈকল্যই মনুষ্যকে ইহ-পরলোকের কল্যাণমার্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। পরাভক্তির ফল অনির্ব্বচনীয় প্রেম।

"ওঁ অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপং। ওঁ মূকাস্বাদনবৎ। ওঁ প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে। ওঁ গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্দ্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্ ॥"

(নারদভক্তিসূ° ৫১-৫৪)

প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। মূকের রসাস্বাদনের ন্যায়। বোবা যেরূপ মিষ্টরস আস্বাদন করিয়া আনন্দে গদ্‌গদ হয়, জিজ্ঞাসা করিলেও রসের ব্যাখ্যা করিতে পারে না, মানব সেইরূপ প্রেমাবির্ভাব কালে আনন্দে গদ্‌গদ হয়, কিন্তু সে ভাব নিজে অনুভব করিয়াও অন্যকে বুঝাইয়া দিতে পারে না, এইজন্য অনির্ব্বচনীয়। ইহা গুণবর্জ্জিত, কামনাতীত, প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমান, অবিচ্ছিন্ন, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং কেবল অনুভবস্বরূপ। ভক্ত উহা প্রাপ্ত হইয়া উহাই দর্শন করেন, উহাই শ্রবণ করেন, উহাই বলেন এবং উহাই চিন্তন করিয়া থাকেন। প্রেমিকের সম্মুখে প্রেমময় ভগবানের স্বরূপ এবং প্রেমের স্বরূপ একই পদার্থ। যিনি প্রেম লাভ করিয়াছেন, তিনি ভগবান্‌কেও লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তদ্ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই দেখিতে, শুনিতে, বলিতে বা চিন্তা করিতে ইচ্ছা হয় না।

"ওঁ তৎপ্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি তদেব ভাষয়তি তদেব চিন্তয়তি" (নারদসূ° ৫৫)

পরাভক্তির বিষয় আলোচিত হইল। এইক্ষণ গৌণীভক্তির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"ওঁ গৌণীং ত্রিধা গুণভেদাদার্ত্তাদিভেদাদ্বা" (নারদসূ°৫৬)

গুণভেদ বা আর্ত্তাদিভেদে গৌণীভক্তি তিন প্রকার। এই ভক্তির মধ্যে তমোগুণ অপেক্ষা রাজসিকী এবং রজোগুণ হইতে সাত্ত্বিকী ভক্তি শ্রেষ্ঠ। অর্থার্থী অপেক্ষা জিজ্ঞাসু এবং জিজ্ঞাসু অপেক্ষা আর্ত্তভক্ত শ্রেষ্ঠ। কেন না জিজ্ঞাসু বা আর্ত্তব্যক্তির উপাসনায় বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা।

অন্য সাধন অপেক্ষা ভক্তিসাধন সুলভ। কেন না ইহাতে আচার, বিচার, বর্ণ প্রভৃতির কিছুই বিচার করিতে হয় না। ভক্তির গুণে গণিকা বিদ্যাবতী না হইয়াও উদ্ধার পাইল। গোপীগণ বেদাধ্যয়ন না করিয়া, গৃধ্র ও গজ মনুষ্য না হইয়া এবং গুহক উচ্চবর্ণ না হইয়াও কেবল ভক্তিগুণে ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিল। ভক্তিসাধনে কায়ক্লেশ ও কাতরতা নাই। ভক্তির ন্যায় সুলভ সাধন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তিরাজ্যে বাদবিসম্বাদ প্রভৃতি কিছুই নাই। "ওঁ অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ। ওঁ প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ। ওঁ শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ" (নারদভক্তিসূ° ৫৮-৬০)

ইঁহার অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই, কেন না ইহা স্বয়ংই প্রমাণস্বরূপ। ভগবানে ভক্তি করিতে যে কোনরূপ পরিশ্রম ও ক্লেশ হয় না, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক নাই। যিনিই ভক্তির উপাসক, তিনি স্বয়ংই ইহা অনুভব করিতে পারেন। ভক্তি হইল কি না, বাদবিবাদের দ্বারা ইহার সংশয়চ্ছেদ করিতে হয় না। ভক্তিসাধনে ক্লেশের উদয় হওয়া দূরে থাকুক, বরং সকল ক্লেশের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ভক্তি শান্তি ও পরমানন্দস্বরূপ। যেখানে বাদ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, সংশয়, সংকল্প, বিকল্প ও সুখদুঃখাদি তরঙ্গের লেশ মাত্র নাই, তাহাই শান্তিনিকেতন, শান্তি ভবনেই পরমানন্দের প্রকাশ হইয়া থাকে।

"ওঁ ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী" (নারদসূ° ৮১)

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলসময়েই সত্যস্বরূপ ভগবানে ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রে যতপ্রকার সাধন কথিত হইয়াছে, সেই সকলের মধ্যে একমাত্র ভক্তিসাধনই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য সকল সাধনাই কৃচ্ছ্র-সাধ্য ও বহুল যত্নসুলভ এবং তাহার সকল গুলিতে আবার সকলের অধিকারও নাই। কেবল দীনবেশে ভক্তির আবেশে তাঁহাকে ডাকিতে পারিলেই তিনি হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকেন। যোগসাধনায় যুগযুগান্তে যাহা হয় না, ভক্তি-সাধনায় মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা হইতে পারে। যোগরাজ্যে যিনি বাঙ্‌মনের অতীত, ভক্তিরাজ্যে তিনিই হৃদয়ের পরতে পরতে গ্রথিত ও বিজড়িত। এইজন্য নারদ জগতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, 'ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই।'

এই ভক্তি একরূপ হইয়াও একাদশ প্রকার। যথা,—গুণ-মাহাত্ম্যাসক্তি, রূপাসক্তি, পূজাসক্তি, স্মরণাসক্তি, দাস্যাসক্তি সখ্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি, আত্মনিবেদনাসক্তি, তন্ময়তাসক্তি এবং পরমবিরহাসক্তি।

যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহার সকল চেষ্টা ও সকল অঙ্গকে ভালই দেখে, কিন্তু কেহ কেহ কোন কোন অঙ্গের সৌন্দর্য্য বা কোন কোন ভাবে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তগণ ভগবানে সর্ব্বতোভাবে আসক্ত হইলেও কোন কোন ভক্ত তাহার কোন কোন ভাবে বিশেষ আসক্ত হইয়া থাকেন। ইহা কেবল রুচিবৈচিত্র্যেরই ফল বলিতে হইবে। রাজা পরীক্ষিৎ, নারদ, হনুমান্, পৃথুরাজা প্রভৃতি গুণমহাত্ম্যাসক্ত ভক্ত। কৃষ্ণের বালরূপে নন্দ, উপনন্দ ও যশোদাদি এবং কিশোররূপে ব্রজনারী প্রভৃতি ভজনা করিয়াছিল, এইজন্য ইহারা রূপাসক্ত ভক্ত। পৃথুরাজা পূজাসক্ত, প্রহ্লাদ স্মরণাসক্ত, হনুমান্, অক্রূর ও বিদুরাদি দাস্যাসক্ত, অর্জ্জুন, সুগ্রীব, উদ্ধব, কাবের, সুবল, শ্রীদামাদি সখ্যাসক্ত, ব্রজগোপিকাগণ কান্তাসক্ত, নন্দ, যশোদা, কৌশল্যা, দশরথ, কশ্যপ, অদিতি প্রভৃতি বাৎসল্যাসক্ত, বলিরাজা আত্মনিবেদনাসক্ত এবং কৌণ্ডিন্য, শুকদেবাদি তন্ময়তাসক্ত ভক্ত ছিলেন। শুকদেব ভক্তিশিক্ষার একজন প্রধানতম আচার্য্য ছিলেন, যেহেতু ভক্তিরসপ্রধান সেই 'শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং' শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থখানি কথিত হইয়াছিল। (নারদভক্তি সূত্র)

"ভক্ত্যা ভজনোপসংহারাদ্‌গৌণ্যা পরায়ৈ তদ্ধেতুত্বাৎ"

(শাণ্ডিল্যসূ° ৫৬)

ভজন বা সেবাই গৌণীভক্তি। এই গৌণীভক্তিই পরা-ভক্তির ভিত্তিস্বরূপ। পরাভক্তি সাধন করিতে হইলে যে নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া সাধককে ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়, গৌণী ভক্তি সেই বিঘ্নরাশিকে বিনষ্ট করে, এবং পরাভক্তি লাভের পথ প্রস্তুত করিতে থাকে। এইস্থলে যে ভক্তিপদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা গৌণী-ভক্তির প্রতিপাদক

"রাগার্থপ্রকীর্ত্তিসাহচর্য্যাচ্চেতরেষাম্" (শাণ্ডিল্যসূ° ৫৭)

নমস্কার, নামকীর্ত্তনাদির ফল কেবল অনুরাগ। ভগবানের লীলাভূমি দর্শন, ভগবৎমূর্ত্তির সেবা, অঙ্গরাগ, প্রভৃতি সমস্ত প্রকার সেবাই কেবল ঐকান্তিক অনুরাগ লাভ করিবার জন্য। গৌণী-ভক্তি দ্বারা পবিত্রতা লাভ হয়, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভাগবৎ-সেবা করিতে করিতে অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ পরিশুদ্ধ হইয়া আইসে, চিত্তশুদ্ধি হইলে তখন নির্ম্মলা ভক্তির অভ্যুদয় হইয়া থাকে। এইজন্য কোন কোন আচার্য্য গৌণীভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।

অনেকেই জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড় এই বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করিয়া থাকেন, শাণ্ডিল্যসূত্রে ইহার সিদ্ধান্ত এইরূপ লক্ষিত হয়। জ্ঞানাদি সকল সাধনই ভক্তিসাধনের উপাদান স্বরূপ। জ্ঞান ও ভক্তি—উভয়েই সাধন ও সাধ্য ভেদে দুই প্রকার। যে জ্ঞান দ্বারা বস্তুর পরিচয় উপলব্ধি হয়, তাহা 'সাধনজ্ঞান' এবং জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অতীত যে জ্ঞান, তাহা 'সাধ্যজ্ঞান', এই জ্ঞানস্বরূপই ব্রহ্ম। যে ভক্তি দ্বারা শাস্ত্রাদি পাঠে ও দেবার্চ্চনাদিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই সাধন-ভক্তি বা গৌণীভক্তি নামে অভিহিত, এবং জ্ঞানযোগাদি দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের পর মুক্তিলাভ করিলে ভগবানের কৃপা-দৃষ্টিতে যে প্রীতির সঞ্চার হয়, তাহার নাম পরাভক্তি বা সাধ্য-ভক্তি। সাধন দ্বারা সাধ্য-ভক্তিলাভ এবং সাধন-ভক্তি দ্বারা সাধ্য-জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। অবস্থাভেদে উভয়েরই লাঘব ও গৌরব আছে। বস্তুতঃ সাধ্যজ্ঞান ও পরাভক্তিতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এই ভক্তি ও জ্ঞান দুইই এক।

"হেয়া রাগত্বাদিতি চেন্নোত্তমাস্পদত্বাৎ সঙ্গবৎ"

(শাণ্ডিল্যসূ° ২১)

অনুরাগের নাম ভক্তি। কোন কোন ঋষির মতে অনুরাগ দুঃখের হেতু স্বরূপ; সুতরাং অনুরাগ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কেন না সৎসঙ্গের ন্যায় ইহার আশ্রয় উত্তম। মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরে যে অনুরাগের সঞ্চার হয়, তাহাতে বিয়োগজন্য দুঃখ হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরানুরাগে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না ঈশ্বরের বিয়োগও নাই বিচ্ছেদও নাই। কুসঙ্গ করিলে দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সৎসঙ্গে দুঃখ পাইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। স্ত্রীপুরুষের অনুরাগের ন্যায় দুঃখের আশঙ্কা আছে বলিয়া

উহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ঈশ্বরানুরাগ পরম সুখকর এবং মানবের একান্ত প্রার্থনীয়। অতএব ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ।

"নৈব শ্রদ্ধা তু সাধারণ্যাৎ" "তস্যাং তত্ত্বোচানবস্থানাৎ"

(শাণ্ডিল্যসূ° ২৪,২৫)

ভক্তি ও শ্রদ্ধা এক নহে, কেন না শ্রদ্ধার সাধারণত্ব দৃষ্ট হয়। কর্ম্মে শ্রদ্ধা, উপাসনায় শ্রদ্ধা, শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা ইত্যাদি প্রকারে শ্রদ্ধার সাধারণত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তি ভগবান্‌কে ছাড়িয়া অন্য কুত্রাপি থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা ও ভক্তির একতা সম্পাদন করিতে গেলে অনবস্থা দোষও ঘটিয়া থাকে। অমুক ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবপূজা করিতেছে, এই কথা বলিলে শ্রদ্ধা দেবপূজার একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু ভক্তি তাহা নহে, উহা সকল সাধনের একমাত্র শেষ ফল। অতএব সকল সাধন অপেক্ষা ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, জ্ঞান ও কর্ম্ম হইতে আমার ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(শাণ্ডিল্য সূ°)

হরিভক্তিবিলাসে ভক্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

ভক্তির সামান্য লক্ষণ—যে সকল ইন্দ্রিয় বাহিরে প্রকাশিত এবং যাহাদের সাহায্যে শব্দ, রূপ ও রস প্রভৃতি অনুগত হইয়া থাকে, সত্ত্বমূর্ত্তি হরির প্রতি তাহাদের যে স্বাভাবিক বৃত্তিস্ফুরণ, তাহাই ভগবদ্ভক্তি। ইন্দ্রিয়াদির ঐ বৃত্তিস্ফুরণ বেদপ্রতিপাদিত কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে প্রাদুর্ভূত হয় না।

সাধনভক্তি লক্ষণ—ভগবদ্ভক্তদিগের প্রতি বাৎসল্য, তাঁহার অর্চ্চনায় অনুমোদন, দম্ভবর্জ্জিত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার পূজা, তাঁহার লীলাদি শ্রবণে আনুরক্তি, তদগ্রে নৃত্যগীতাদি, প্রতিদিন তাঁহার নামস্মরণ ও তাঁহার নামে জীবনধারণ, যিনি এই ৮ প্রকার ভক্তি যোগ অনুষ্ঠান করেন, তিনি নীচ হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাহার দেবতায়, মন্ত্রে ও মন্ত্রদাতা গুরুতে অষ্টবিধ ভক্তি আছে, ভগবান্ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। বিষ্ণুর নাম, লীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, কর্ম্মার্পণ, সখ্য এবং আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণান্বিতা ভক্তি যদি ভগবানে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে ভক্ত কৃতকৃতার্থ হন। হরির শঙ্খচক্র লিখন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ, তাঁহার অর্চ্চনা, জপ, ধ্যান, স্মরণ, নামকীর্ত্তন, শ্রবণ, বন্দন, পদসেবা, পাদোদক ধারণ,তাঁহার নিবেদিত প্রসাদগ্রহণ, বৈষ্ণবদিগের সেবা, দ্বাদশীব্রতে নিষ্ঠাভাব ও তুলসীরোপণ, ভগবান্ বিষ্ণুতে এই যোড়শ প্রকার ভক্তিব্যবস্থা অভিহিত হইয়াছে। ভগবানের মূর্ত্তিসন্দর্শন, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে গমন, ভ্রমণ ও অবস্থিতি, ধূপাবশেষাদির আঘ্রাণ, নির্ম্মাল্যগ্রহণ, ভগবানের অগ্রে নৃত্য, তদগ্রে বীণাবাদন, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতির অভিনয়, ভগবানের নামশ্রবণে তৎপরতা, পদ্ম ও তুলসীমালা ধারণ, একাদশী প্রভৃতিতে রাত্রি জাগরণ, ভগবানের উদ্দেশে গৃহনির্ম্মাণ এবং যাত্রামহোৎসব প্রভৃতিও ভক্তির লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

শ্রবণাদিবিষয়ক যে সকল ভক্তি লক্ষণ লিখিত হইল, এই সকল লক্ষণের মধ্যে কতকগুলি প্রধান এবং কতকগুলিন অপ্রধান লক্ষণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কারণ প্রেমসাধন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহের মধ্যে কতকগুলিকে বহিরঙ্গ ও কতকগুলিকে অন্তরঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। যেরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণভেদে জীবের ভিন্নতা লক্ষিত হয়,তদ্রূপ ভক্তের ভক্তির অনুষ্ঠানেরও বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে।* প্রেমভক্তির সিদ্ধি ঘটিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ সকল প্রকার পুরুষার্থ সেবকের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রেমভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, যে কার্য্যে আমি আমার এরূপ ভাব না থাকে, যাহাতে ভগবৎ প্রেমরস-মমতা অর্থাৎ ভগবানই আমার এরূপ জ্ঞানের পরিচয় থাকে, ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি ভক্তগণ তাহাকেই প্রেমভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য ভক্তির মাহাত্ম্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

প্রেমভক্তির চিহ্ন—যখন আনন্দাতিশয্যনিবন্ধন পুলক ও প্রেমাশ্রু প্রকাশ পায়, যৎকালে লোকে গদ্‌গদস্বরে ঊর্দ্ধকণ্ঠে কখনও আনন্দধ্বনি, গীত, রোদন ও নৃত্য করিতে থাকে, কখনও গ্রহাভিভূতের ন্যায় হাস্য,রোদন, ধ্যান ও বন্দনা করে, কখনও বা মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হে হরে! হে জগৎপতে! হে নারায়ণ! এই নাম উচ্চারণ করিয়া লজ্জা পরিহারপূর্ব্বক অবস্থিতি করে, সেই সময়ে ভক্তের সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়। ভগবদ্ভাবে তাঁহার অন্তঃকরণ ও বাহ্য শরীর প্রধাবিত হইয়া থাকে, অন্য কথা কি, তৎকালে সাতিশয় ভক্তিনিবন্ধন সেই ব্যক্তির অজ্ঞানভাব ও বাসনা একেবারে নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া ভক্তিপথে গমনপূর্ব্বক ভগবান্‌কে লাভ করিয়া থাকে।

(হরিভক্তিবিলাস ১১ বি°)

* ভাগবতে ভক্তিসম্বন্ধে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিনপ্রকার ভেদের উল্লেখ আছে। তাহাও উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে সাত্ত্বিকাদি তিন সংখ্যা ক্রমে ৯টী। ফলকথা ভাগবতের বর্ণনায় শ্রবণকীর্ত্তনাদি ৯ প্রকার ভক্তিতে ৯ দ্বারা গুণ করিয়া সাকল্যে ভক্তির সংখ্যা ৮১ হইয়া থাকে।

উত্তমা ভক্তির লক্ষণ—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানু-শীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" (ভক্তির০সি)

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী অনুকূল অনুশীলনকে ভক্তি কহে। এই অনুশীলন জ্ঞান ও কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত এবং অন্য বস্তুর প্রতি স্পৃহাশূন্য হইলেই উত্তমা ভক্তি বলা যায়।

"সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।

হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" (নারদপঞ্চরাত্র)

ইন্দ্রিয় দ্বারা তৎপরত্বরূপে অর্থাৎ অনুকূলতারূপে হৃষীকেশের সেবনকে ভক্তি কহে। এই সেবন সর্ব্বোপাধি রহিত অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্মাদিতে অনাবৃত হওয়া আবশ্যক। ভক্তি-শাস্ত্রে ইহা ষড়গুণান্বিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষ-লঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।

সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা॥"

ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ, সুদুর্ল্লভা সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী, এই কয়টী উত্তমা ভক্তি।

"ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তৎত্রিধা।"

পাপ, পাপের বীজ এবং অবিদ্যাভেদে ক্লেশঘ্নী ত্রিবিধ। ভক্তি অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ পাপরূপ ক্লেশসমূহ নষ্ট করেন বলিয়াই ক্লেশঘ্নী নামে অভিহিতা হন।

সমুদায় জগতের প্রীতিবিধান, সকলের অনুরাগ, সদ্‌গুণ ও সুখ ইত্যাদি শুভ দান করেন বলিয়া ভক্তি শুভদা নামে কথিতা হন। ভক্তি হইতে 'সুখং বৈষয়িকং ব্রাহ্মমৈশ্বরঞ্চেতি তৎত্রিধা।' বৈষয়িক সুখ, ব্রহ্মসুখ, এবং ঐশ্বরসুখ লাভ করা যায়।

"শুভানি প্রীণনং সর্ব্ব-জগতামনুরক্ততা।

সদ্‌গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ॥"

যাহার হৃদয়ে অল্পমাত্রও ভগবদ্রতি উদিত হইয়াছে, তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয়কে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন। ভক্তের মোক্ষকামনা না থাকাতেই ভক্তির মোক্ষলঘুকারিতা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

"মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।

পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥"

ভক্তি সুদুর্ল্লভা যথা—

"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।

হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা।"

সঙ্গরহিত হইয়া চিরকাল সাধন করিলেও অলভ্যা এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃকও আশু-অদেয়া ভেদে সুদুর্ল্লভা দুই প্রকার। সাধনসমূহ দ্বারাও ভক্তি লাভ হয় না। জ্ঞান হইতে মুক্তি, লাভ করা যায় এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকার্য্য হইতেই ভক্তি লভ্য হইয়া থাকে, কিন্তু সহস্রসহস্র সাধনদ্বারাও হরিভক্তি লাভ করা সুকঠিন। ইহাই অলভ্যা ভক্তি।

"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।

সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥"

ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অদেয়া ভক্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং

দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।

অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো

মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং॥"(ভা০৫।১৬।১৮)

শুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের এবং যাদবদিগের পতি, গুরু, দৈব, প্রিয়, কুলপতি এবং কখন কখনও কিঙ্কর হইয়া দৌত্য কার্য্যও করিয়াছেন, তাহা করুন; কিন্তু তিনি ভজনশীল ব্যক্তিকে কখন মুক্তি দেন বটে; কিন্তু ভক্তি দেন না। ইহাতে ভক্তির সুদুর্ল্লভতাই প্রতিপাদিত হইল।

প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে কহিলেন,—

"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।

সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো॥"

হে জগদ্‌গুরো! আমি তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছি, এখন ব্রহ্মানন্দ সুখও আমার কাছে গোষ্পদ তুল্য বোধ হইতেছে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মানন্দ সুখ হইতে সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা ভক্তিসুখের প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

হে উদ্ধব! মদ্বিষয়িণী বিশুদ্ধ ভক্তি যেরূপ আমাকে বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও দান প্রভৃতি আমায় সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না। ইহাই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী ভক্তি।

ভক্তিতে ভগবান্ আকৃষ্ট হন, তাহা তাঁহার শ্রীমুখেই ব্যক্ত হইয়াছে।

"সা ভক্তিসাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা।"

সেই উত্তমা ভক্তি সাধন, ভাব ও প্রেম ভেদে তিন প্রকার। "কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্য-ভাবা সা সাধনাভিধা।" ইন্দ্রিয় প্রেরণা দ্বারা সাধ্যা ভক্তিকে সাধনভক্তি বলে। সেই সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগাভেদে আবার দ্বিবিধ।

'বৈধীরাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা'
চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের সনাতন-শিক্ষায় লিখিত হইয়াছে,—

এবে সাধন ভক্তি কহি শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ প্রেম মহাধন॥
শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণ উপজায় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥
এইত সাধন ভক্তি দুইত প্রকার।
এক বৈধীভক্তি রাগানুগাভক্তি আর॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্র আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়॥

সাধন ভক্তির অঙ্গ যথা—

বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার॥
গুরুপাদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা পৃচ্ছা সাধু-মার্গানুগমন॥
কৃষ্ণ প্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্রী অশ্বত্থ গো বিপ্র বৈষ্ণব পূজন।
সেবা নামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন॥
অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ বহু শিষ্য না করিব।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব॥
হানি লাভ সম শোকাদি বশ না হইব।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা গ্রাম্য-বার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন।
পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন॥
অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থ গৃহে গতি॥
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সংকীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তিদর্শন।
নিজ প্রিয়দান ধ্যান তদীয় সেবন॥
তদীয়—তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থ অখিলচেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥
সাধু-সঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায়ে সেবন॥
সকল প্রধান শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবর্ণিত উক্ত ৬৪ প্রকার বৈধীভক্তি যথা—

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণং।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনং॥
সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা ভোগাদিত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে।
নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ॥
ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।
হরিবাসরসম্মানো ধাত্র্যশ্বথাদিগৌরবং॥
এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা।
সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জ্জনৈঃ॥
শিষ্যাদ্যনুবন্ধিত্বং মহারম্ভাদ্যনুদ্যমঃ।
বহুগ্রন্থকলাভ্যাস-ব্যাখ্যাবাদবিবর্জ্জনং॥
ব্যবহারেঽপ্যকার্পণ্যং শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা।
অন্যদেবানবজ্ঞা চ ভূতানুদ্বেগদায়িতা॥
সেবানামাপরাধানামুদ্ভবাভাবকারিতা।
কৃষ্ণতদ্ভক্তবিদ্বেষবিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা॥
ব্যতিরেকতয়ামীষাং দশানাং স্যাদনুষ্ঠিতিঃ।
অস্যাস্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেঽপ্যঙ্গ বিংশতেঃ॥
ত্রয়ং প্রধানমেবাত্র গুরুপাদাশ্রয়াদিকং।
ধৃতির্বৈষ্ণবচিহ্নানাং হরের্নামাক্ষরস্য চ॥
নির্ম্মাল্যাদেশ্চ তস্যাগ্রে তাণ্ডবং দণ্ডবন্নতিঃ।
অভ্যুত্থানমনুব্রজ্যা গতিস্থানে পরিক্রমাঃ॥
অর্চ্চনং পরিচর্য্যা চ গীতং সঙ্কীর্ত্তনং জপঃ।
বিজ্ঞপ্তিঃ স্তবপাঠশ্চ স্বাদো নৈবেদ্যপাদ্যয়োঃ॥
ধূপমাল্যাদিসৌরভ্যাং শ্রীমূর্ত্তিস্পৃষ্টিরীক্ষণং।
আরত্রিকোৎসবাদেশ্চ শ্রবণং তৎকৃপেক্ষণং॥
স্মৃতির্ধ্যানং তথা দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।
নিজপ্রিয়োপহরণং তদর্থেঽখিলচেষ্টিতং॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তিস্তদীয়ানাঞ্চ সেবনং।
তদীয়াস্তুলসীশাস্ত্রমথুরাবৈষ্ণবাদয়ঃ॥
যথা বৈভবসামগ্রী সদ্গোষ্ঠীভির্মহোৎসবঃ।
ঊর্জ্জাদরবিশেষেণ যাত্রা জন্মদিনাদিষু॥
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
নামসঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥
বৈধীভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদামার্গ উচ্যতে।"

এই বৈধী ভক্তিকে কেহ কেহ মর্য্যাদা মার্গ বলেন।

রাগানুগা ভক্তি,—

"বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।
রাগানুগা বিবেকার্থমাদৌ রাগাত্মিকোচ্যতে॥"

ব্রজবাসিজনাদিতে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমানা যে ভক্তি, তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। এই রাগানুগা ভক্তি বিবেকের নিমিত্ত। প্রথমতঃ রাগাত্মিকাভক্তির বিষয় কথিত হইতেছে।

"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে॥" (চৈতন্য চরি°)

"ইষ্টে স্বারসিকীরাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেৎ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে॥"

অভিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী আবেশপরাকাষ্ঠা, তাহার নাম রাগ। সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি।

"ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।" (চৈতন্য চরি°)

সেই রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা এবং সম্বন্ধরূপা ভেদে দ্বিবিধ। "সা কামরূপা সম্বন্ধ-রূপা চেতি ভবেদ্দ্বিধা॥"

যে ভক্তি সম্ভোগ তৃষ্ণাকে প্রেমময় রূপে পরিণত করে, তাহার নাম কামরূপা ভক্তি, যেহেতু এই কামরূপা ভক্তিতে কেবল কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত উদ্যম দেখিতে পাওয়া যায়।

"সা কামরূপা সম্ভোগ-তৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাং।
যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ।
ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।"

শ্রীকৃষ্ণে পিতৃত্বাদি অভিমানই অর্থাৎ আমি কৃষ্ণের পিতা, আমি কৃষ্ণের জননী, আমি কৃষ্ণের ভ্রাতা, ইত্যাদি অভিমানের নামই সম্বন্ধরূপা ভক্তি।

"সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।"

রাগাত্মিকা ভক্তি দুই প্রকার বলিয়া রাগানুগা ভক্তি ও কামানুগা ও সম্বন্ধানুগাভেদে দুই প্রকার।

"রাগাত্মিকায়া দ্বৈবিধ্যাদ্দ্বিধা রাগানুগা চ সা।
কামানুগা চ সম্বন্ধানুগা চেতি নিগদ্যতে॥"

কেবল রাগানুগাভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসিজনের ভাবপ্রাপ্তির জন্য যাহাদের চিত্ত লুব্ধ হয়, তাহাদের ভক্তিকেই কামানুগা বা সম্বন্ধানুগা বলে।

"কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা॥"

কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্ণা, তাহার নাম কামানুগা ভক্তি। ইহা সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও সেই সেই ভাবেচ্ছাময়ী ভেদে দুই প্রকার।

আপনাতে যে পিতৃত্ব, মাতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ব মনন, তাহাকেই পণ্ডিতগণ সম্বন্ধানুগা ভক্তি কহিয়াছেন।

"সা সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি।
যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধমননারোপণাত্মিকা॥"

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণসাদৃশ্যশালী এবং ভগবৎপ্রাপ্ত্যভিলাষ, তদীয় আনুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দ্দাভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতাসম্পাদক যে ভক্তিবিশেষ,তাহার নাম ভাবভক্তি।

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য-কৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥"

প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাব বলে।

"প্রেম্নস্ত প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।"

ভক্তহৃদয়ে এই ভাবভক্তি অঙ্কুর মাত্র উৎপন্ন হইলে,—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ।
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥"

চৈতন্যচরিতামৃতেও কথিত হইয়াছে—

"এই নব প্রত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নাম গানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণে গুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥"

প্রেমভক্তি—

"সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥"

যাহা হইতে সমীচীনরূপে চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে এবং যাহা অতিশয় মমতাসম্পন্ন, এরূপ ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতেরা তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির (ভাবভক্তির) উদয়।
রতিগাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয় ॥" (চৈতন্য চরি°)

সাধকদিগের প্রেমভক্তি প্রাচুর্ভাবের ক্রম সম্বন্ধে ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে এইরূপ লিখিত আছে।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাচুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥"

'কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণকীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজায় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম ॥

[বিশেষ বিবরণ প্রেমশব্দে দ্রষ্টব্য]

উপরে ঈশ্বরানুগ পরানুরক্তিকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। আরাধ্যদেবতার প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ এবং তাঁহার ভজনসাধনরূপ সেবাদিতে আন্তরিক প্রীতিই ভক্তির লক্ষণ। শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির এক একটী অঙ্গেরও রসাস্বাদন এবং গুরুপাদাশ্রয়াদি চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের পালনও ভক্তের একান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-সমর্পণ, সর্ব্ববিষয়ে তৎকৃপাবলোকন, জন্ম ও যাত্রাদি মহোৎসব-পালন, তাঁহার প্রতি একান্ত শরণাপন্ন হওন ও নিয়মপূর্ব্বক কার্ত্তিকেয়ব্রতাদি সমাপন, সাধুসঙ্গ, ভাগবত আস্বাদন, মথুরামণ্ডলে বাস, নামসঙ্কীর্ত্তন, শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে শ্রীমূর্ত্তিসেবন প্রভৃতি পঞ্চ ভক্ত্যঙ্গের অশেষবিধ মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে *।

ভক্ত কবি নাভাজী মূর্ত্তিমতী ভক্তির যে স্বরূপ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, প্রিয়দাসের টীকা হইতে আমরা তাহার আভাস পাই। সেই দেবীপ্রতিমার শ্রীঅঙ্গে শ্রদ্ধা, দয়া, নিষ্ঠা, মন, হরিসেবা, সাধুসেবা, স্মরণ ও অনুরাগাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় *। এতদ্দ্বারা কেবল ভক্তিরই উপাঙ্গ নির্ণয় করা হইল। উপরি উক্ত আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলি পরস্পর সন্নিবিষ্ট না হইলে মনুষ্যের হৃদয়ে কিছুতেই ভক্তির উদয় হইতে পারে না। ভক্তি উৎপন্ন হইলে আসঙ্গাদিতে পরিলিপ্সা দূরীভূত হয় এবং অজ্ঞানানর্থ নিবৃত্তি পাইলে নিষ্ঠা হেতু শ্রবণাদিতে রুচি জন্মে। ক্রমশঃ সেই রুচির বিকাশে হৃদয়ে আসক্তি বলবতী হইলে রতির অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, আবার সেই রতি গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণতি পায়। এই চৈতন্যাত্মক প্রেমালোকই অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণে একমাত্র সমর্থ। অজ্ঞানমূলক সেই অনুরক্তি-সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া প্রেমমার্গে উপনীত হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ভক্তির সংমিশ্রণ ব্যতীত কেবলমাত্র কর্ম্ম বা জ্ঞান দ্বারা সাযুজ্যলাভ হইতে পারে না। যাহার জ্ঞান ভক্তিমিশ্র, তাঁহার মুক্তি করতলগত হয় †।

অভীষ্ট ও আরাধ্য দেবতার প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তি একমাত্র সাধুসঙ্গ প্রভাবে প্রবল হইয়া থাকে। নিরন্তর সাধুসেবারূপ বারিসেচনে নবলক্ষণাক্রান্ত ভক্তিবৃক্ষের শাখাপ্রশাখা হৃদয়াকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া স্নিগ্ধচ্ছায়া বিতরণ করে। তখন হৃদয়ে একটী সার্ব্বজনীন কোমলতা আসিয়া উপস্থিত হয়, উহা ঈশ্বরপ্রেম ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই একমাত্র ভগবৎ-প্রেম জীবের পাপ, তাপ, মায়া ও দুঃখ দূরীকরণে সমর্থ।

উপাদানভূত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভিন্ন ভক্তিতে শান্তি, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই পঞ্চরসাত্মক ভাব বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রে ভক্তির প্রভেদ কল্পিত হইয়াছে :—

* একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদন ও সমজাতীয় বাসনাবিশিষ্ট সাধু-সঙ্গই ভক্তিসাধনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে ॥" (ভক্তির° সি° পূঃ ২।৪৩)

* "শ্রদ্ধাই ফুলেল ঔ উবটনো শ্রবণ কথা মৈল অভিমান অঙ্গ অঙ্গনি ছুটাইয়ে।
মনন সুনীর অন্‌হবায় অঁগুছায় দয়া নবনি বসন প্রনসোঁ ধোলে লগাইয়ে ॥
আভরণ নাম হরি সাধুসেবা কর্ণফূল মানসী সুনথ সঙ্গ অঞ্জন বনাইয়ে।
ভক্তি মহারাণীকো শৃঙ্গার চারু বীরী চাহ রঙ্গ যো নিহারি লহে লাল প্যারী পাইয়ে ॥

† "শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥"
(ভাগবত ১০।১৪।৪)

"ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা* যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ।"
(গরুড়পু° পূর্ব্বখ° ২১৯।১০-১১)

ম্লেচ্ছেও যদি এই অষ্টবিধা ভক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনি, শ্রীমান্, যতি ও পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়। সেই ব্যক্তি শ্রীহরির ন্যায় পূজনীয়। যাহার হৃদয়ে হরিভক্তি বিদ্যমান, সে মুনি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ †।

উপরে ভক্তি প্রকরণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তৎসমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিমত। সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে মানবহৃদয়ে কিছুতেই ভক্তির উদ্রেক হয় না। সাধক গুরুপাদ ও সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবেন; নচেৎ তাঁহার দীক্ষা নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইবে। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে, কলিকালে শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র ও সনক নামে চারিটী সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের আবির্ভাব হইবে। ঐ বৈষ্ণব সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ই পৃথিবীর পবিত্রতাবিধায়ক ‡। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী কৃষ্ণনিষ্ঠ ভক্তিবহ পুণ্যাত্মাই কেবলমাত্র ভক্তির অধিকারী। অসাম্প্রদায়িক ও অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রগৃহীতার হৃদয়ে ভক্তি আসিতে পারে না, বরং তাহাতে তাহার দীক্ষাবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে §। কৃষ্ণনিষ্ঠ কখনও ব্যভিচারী হয়েন না। ভক্তিমার্গারোহী ভাগবতগণ স্ব স্ব সিদ্ধি পথের আশ্রয় করিয়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন *। শ্রীধর স্বামী তৎকৃত ভাগবতটীকায় এই সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন †। [সম্প্রদায় দেখ]

পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ভক্তির ফল জ্ঞান এবং তাহা হইতে মানবের মুক্তি লাভ হয়। বৈষ্ণব সাধকগণ একমাত্র প্রেমকেই ভক্তির মুখ্য-সোপান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাধনা ও ভজনা দ্বারা যাহা না হয়, ভক্তি থাকিলে অনায়াসেই সেই ইষ্টবস্তু লভ্য হইতে পারে। তবে সাধনা-পরম্পরা ভক্তি সোপানারোহণের অবলম্বিকা মাত্র। একজন বৈষ্ণব কবি জ্ঞান ও যুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তির প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বলিয়াছিলেন, "ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর" এ কথা সত্য এবং সকল গ্রন্থের সারতত্ত্ব।

ভক্তিকর (ত্রি) ১ ভক্তিযোগ্য। ২ যাহাতে ভক্তির উদয় হয়।

ভক্তিচ্ছেদ (পুং) ১ বিষ্ণুভক্তের বিশিষ্ট চিহ্ন, তিলকাদি। ২ রচনা বা রেখাভঙ্গীবিশেষ।

"ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য"
(মেঘদূ° পূ° ১৯ শ্লোক)

'ভক্তয়ো রচনা রেখা ইতি যাবৎ তাসাং ছেদৈঃ ভক্তিভিঃ'
(মল্লিনাথ)

ভক্তিপূর্ব্বম্ (অব্য) ভক্তি বা সম্মানের সহিত।

ভক্তিভাজ্ (ত্রি) ভক্তিং ভজতে ভজ্-ণ্বি। ১ ভক্তির পাত্র।

ভক্তিমৎ (ত্রি) ভক্তিরস্যাস্তীতি ভক্তি-মতুপ্। ভক্তিযুক্ত।

"গুণবান্ পুত্রবান্ শ্রীমান্ কীর্ত্তিমান্ ভক্তিমান্ ভবেৎ।
ঐহিকে পরমৈশ্বর্য্যমন্তেনাথপদং ব্রজেৎ ॥"
(শাম্ভবীতন্ত্র মহাকালভৈরবস্তোত্র)

ভক্তিমহৎ (ত্রি) অশেষ ভক্তিসম্পন্ন। ২ নিষ্ঠাবান্ ভক্ত।

ভক্তিযোগ (পুং) ভক্তের্যোগঃ ভক্ত্যা যো যোগঃ। পরমেশ্বরে ভজন সম্বন্ধ।

---

* অষ্টবিধ ভক্তি ১ বিষ্ণুর নাম ও কর্ম্মাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুবিসর্জ্জন, ২ শ্রীহরির চরণযুগলই আমার নিত্যকর্ম্ম এইরূপ নিশ্চয় ও তদনুরূপ অনুষ্ঠান, ৩ প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে ভগবৎকথিত শাস্ত্রের কীর্ত্তন, ৪ ভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণের পূজাপূর্ব্বক অনুমোদন, ৫ ভগবৎ-কথা শ্রবণে প্রীতি, ৬ বিষ্ণুতে ভাবনিবেশ, ৭ স্বয়ংই বিষ্ণুর অর্চ্চনা, ৮ বিষ্ণুই আমার উপজীব্য এইরূপ জ্ঞান।

† "চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥" (মহাভারত)

এই হরিভক্তি যাহার হৃদয়স্থল স্পর্শ করিয়াছে, সেই ভক্ত মুনিজনেরও নমস্য, স্বয়ং সূত এই কথা বলিয়াছেন—

"হরিভক্তিরসাস্বাদমুদিতা যে নরোত্তমাঃ।
নমস্করোম্যহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগ্ যতঃ ॥
হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ।
দুর্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥" (হরি ভ° বি°)

‡ "কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীমাধ্বীরুদ্রসনকা বৈষ্ণবা ভূমিপাবকাঃ ॥" (পদ্মপু°)

অন্যত্র 'শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥' (প্রমেয়রত্না°) এইরূপ নামের পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

§ "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।" (নারদপঞ্চরাত্র)

* "সম্প্রদা সর্ব্বত্র পূর্ব্বাপর যে প্রসিদ্ধ।
যোগে জ্ঞানে ভক্তিমার্গে সাধু শাস্ত্রে সিদ্ধ ॥
শ্রুতিপ্রবর্ত্তক ভাগবতপ্রবর্ত্তক।
যতি প্রবর্ত্তক হরিভক্তির সাধক ॥
ইত্যাদি করিয়া সর্ব্বমতের সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র প্রকট হয় স্ব স্ব সিদ্ধিপ্রদা ॥" (ভক্তমাল ১৮)

† "সম্প্রদায়ানুরোধেন পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ।
শ্রীভাগবতভাবার্থ-দীপিকেয়ং প্রতন্যতে ॥"
(ভাগবত ১।১।১ টীকার উপক্রমণিকায় স্বামী)

"ভক্তিযোগপ্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধৃক্ ॥" (চৈতন্যভা॰)

গীতার ১২ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

"এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥"(গীতা১২।১)

অর্জ্জুন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এবং সাত্বিক-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার সগুণ-স্বরূপের আরাধনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সগুণ বা সাকাররূপে যাঁহার চিত্তের একাগ্র আবেশ হয় অর্থাৎ যিনি একমাত্র 'গতিস্ত্বং' বলিয়া অনন্যভাবে প্রীতি-পূর্ণচিত্তে ভগবানের শরণাগত হন, তিনিই ভগবৎ-স্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন। 'আমি ভগবানের উপাসনা করিতেছি, ইনি নিশ্চয়ই আমাকে উদ্ধার করিবেন' এইরূপ আস্তিক্য বুদ্ধিতে যাঁহার সাত্বিক-শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং যিনি নিজ আরাধ্য-রূপকে সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বকল্যাণবিধাতা জানিয়া ভক্তিপূর্ণচিত্তে তাঁহারই ভজনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ভক্তযোগী।

যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সমাহিত চিত্ত, সংযতাত্মা ও দৃঢ়নিশ্চয় এবং যিনি নিজ মনোবুদ্ধি কৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ যিনি প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে, সম্পদে বা বিপদে সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সর্ব্বদাই ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাঁহার স্ববশ হইয়াছে, যাঁহার ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস অর্থাৎ কোন প্রকার কুতর্কে যাহার চিত্ত ভগবদ্-ভাব হইতে বিচলিত হয় না ও যিনি সংকল্প-বিকল্প ছাড়িয়া মন ও বুদ্ধিকে ভগবানেই সমর্পণ করিয়াছেন, সেইরূপ ভক্তই ভগবানের প্রিয়। যাঁহার দ্বারা কোন লোক সন্তপ্ত হয় না অথবা যিনি অন্য কর্ত্তৃক নিজেও সন্তপ্ত হন না এবং যিনি হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই ভগবানের প্রিয়। যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবর্জ্জিত ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী এবং যিনি ইষ্ট লাভে সন্তোষ বা দুঃখ হেতু দ্বেষ প্রকাশ করেন না, যিনি শোক বা আকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য এবং শুভাশুভ পরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তই ভগবানের প্রিয়। যাঁহার শত্রু ও মিত্র, শীত ও উষ্ণ, মান ও অপমান, সুখ ও দুঃখ সমস্তই সমান, তাদৃশ ভক্তিবিশিষ্ট ভক্তই ভগবানের প্রিয়।*

* ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥
(গীতা ভক্তিযোগোনাম ১২ অধ্যায় ২, ১৪-১৯ শ্লোক)

ভক্তিরস (পুং) ভক্তিঃ ঈশ্বরবিষয়া রতিরেব রসঃ। তৎস্থায়িভাবক রসভেদ। যে রসের স্থায়িভাব ভক্তি।

"বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ ॥
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়িভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥"
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

ঈশ্বরে রতি স্থায়িভাব প্রাপ্ত হইলে ভক্তিরসের উদয় হইয়া থাকে। এই স্থায়িভাব বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক ও সঞ্চারিভাব সহযোগে ভক্তিরসরূপে পরিণতি পায়। তখন ভক্ত এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসের স্বাদ পাইয়া থাকেন। ঈশ্বর ও তাঁহার ভক্ত আলম্বন-বিভাব, ঈশ্বরের গুণাদি এবং ভক্তের ঈশ্বরজন্য চেষ্টাদি উদ্দীপন-বিভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় (সুখদুঃখাদি বোধ-শূন্যতা) এই সকল সাত্বিক-ভাব। নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি প্রভৃতি তেত্রিশটী সঞ্চারী-ভাব। ঈশ্বরে রতি পাত্র ভেদে ভিন্ন হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, প্রিয়তা, এই পাঁচপ্রকারে উহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন সাধকে ইহার এক একটী মাত্র প্রকাশ পাইলে, তাহাকে কেবলা-রতি কহে এবং উহা বিমিশ্রভাবে উপস্থিত হইলে, সঙ্কুলা-রতি নামে পরিচিত হয়। কিন্তু এতন্মধ্যে যেটী প্রধানতঃ প্রকাশ পায়, তদনুসারে সাধকের ভাব নিরূপিত হইয়া থাকে।
(ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা)

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিত আছে—

বিভাব, অনুভাব, সাত্বিকভাব ও সঞ্চারিভাব দ্বারা অভিব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ি-স্থায়িভাব, শ্রবণাদি দ্বারা ভক্তগণের হৃদয়ে আস্বাদাঙ্কুরতা প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিরস রূপে পরিণত হয়।

ভক্তিরসের অধিকারী—

"প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা।
এষ ভক্তিরসাস্বাদস্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥"

যাহার হৃদয়ে প্রাক্তনী এবং আধুনিকী সদ্ভক্তিবাসনা বিরাজ করে, তাহারই অন্তরে এই ভক্তিরসের আস্বাদন জন্মিয়া থাকে।

ভক্তিরসের বিভাব—

"তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ।
তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে॥"

রতি আস্বাদনের কারণগুলিকে বিভাব বলে, এই বিভাব আলম্বন এবং উদ্দীপন ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তগণ আলম্বন-বিভাব।

'কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈ রালম্বনা মতাঃ।'
শ্রীকৃষ্ণ বিষয় এবং ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন।

যে ভাবকে প্রকাশ করে, তাহাকে উদ্দীপনবিভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা প্রসাধন, স্মিত, অঙ্গসৌরভ, বংশ, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদাঙ্ক, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত এবং তদ্বাসরাদি উদ্দীপন বিভাব।

"উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে।
তে তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য গুণাশ্চেষ্টা প্রসাধনম্।
স্মিতাঙ্গসৌরভে বংশশৃঙ্গনূপুরকম্ববঃ।
পদাঙ্কক্ষেত্রতুলসী ভক্তত্তদ্বাসরাদয়ঃ॥"

ভক্তিরসের অনুভাব—

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।"

চিত্তগত ভাবের বোধককে অনুভাব বলে। সেই অনুভাব গুলি কিরূপ তাহাই নিম্নশ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

"নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্।
হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা।
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োঽপি চ।"

সাত্বিকভাব—

"কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥"

সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় কৃষ্ণসম্বন্ধিভাব দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে পণ্ডিতেরা সত্ত্ব বলেন। এই সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাবের নাম সাত্বিকভাব। এই সাত্বিকভাব স্নিগ্ধ, দিগ্ধ এবং রুক্ষ ভেদে তিন প্রকার।

"চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটম্।
প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলং।
তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী॥"

যে কালে ভগবদ্ভাবে আক্রান্ত চিত্ত অধীর হইয়া আপনাকে প্রাণবায়ুতে অর্পণ করে, তখন প্রাণ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া দেহকে অতিশয় ক্ষোভিত করিয়া তুলে, সেই কালে ভক্ত দেহে স্তম্ভাদি ভাব সকল উদ্ভূত হয়।

স্তম্ভাদি ভাব—

"তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃস্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥"

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয়, এই আটটী সাত্বিকভাবের লক্ষণ।

ভক্তিরসের ব্যভিচারী ভাব,—

"নির্ব্বেদোঽথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্ব্বৌ।
শঙ্কাত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ॥
মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াঽবহিত্থা চ।
স্মৃতিরথ বিতর্কচিন্তামতিধৃতয়ো হর্ষ উৎসুকত্বঞ্চ॥
ঔগ্র্যাঽমর্ষাঽসূয়শ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ।
সুপ্তির্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ॥"

নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি, এবং বোধ এই তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতিকে স্থায়ীভাব বলে। এই সকল বিষয় বিশেষরূপে জানিতে হইলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও হরিভক্তি বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত গ্রন্থবিশেষ। এই গ্রন্থ চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম পূর্ব্ববিভাগ। এই পূর্ব্ববিভাগে চারিটী লহরী আছে। যথা সামান্যভক্তি-লহরী, সাধনভক্তিলহরী, ভাবভক্তিলহরী এবং প্রেমভক্তি-লহরী।

দ্বিতীয়ের নাম দক্ষিণবিভাগ। ইহাতে পাঁচটী লহরী—বিভাব লহরী, অনুভাবলহরী, সাত্বিকলহরী, ব্যভিচারিলহরী এবং স্থায়িভাবলহরী।

তৃতীয় ভাগের নাম পশ্চিমবিভাগ। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই পঞ্চ মুখ্যভক্তিরস পাঁচটী লহরীতে বর্ণিত আছে।

চতুর্থ ভাগের নাম উত্তরবিভাগ। ইহাতে নয়টী লহরী। প্রথম হইতে সাতটী লহরীতে হাস্যাদি সপ্ত গৌণরস বর্ণিত আছে। অষ্টম লহরীতে রসের মৈত্রবৈরস্থিতি এবং নবম লহরীতে রসাভাস বর্ণিত আছে।

এই গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা মূল ৩৩২৫, টীকা ৩৬৪৪। ইহার টীকাকার শ্রীজীবগোস্বামী। গ্রন্থরচনার কাল—

"রামাঙ্গশক্রগণিতে শাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনায়ং।
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর্বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ ॥"

আমি রূপ অতি ক্ষুদ্র হইয়াও রাম (৩) অঙ্গ (৬) শক্র (১৪) অর্থাৎ ১৪৬৩ শকে গোকুলে অবস্থিত থাকিয়া এই ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুকে উত্তমরূপে উট্টঙ্কিত করিলাম।

ভক্তিরাগ (পুং) ভক্তির পূর্ব্বানুরাগ।

ভক্তিল (পুং) ভক্তিং ভঙ্গীং লাতীতি লা-ক। সাধুঘোটক, উত্তম ঘোটক।

"প্রভুভক্তা ভক্তিলাশ্চ কুলীনেষু কুলোৎকটাঃ।" (শব্দচন্দ্রিকা)

(ত্রি) ২ ভক্তিদাতা।

ভক্তিবাদ (পুং) ভক্তিবিষয়িণী কথা।

ভক্তিসূত্র (ক্লী) 'অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা, ইত্যাদি সূত্রা-ত্মক শাণ্ডিল্যমুনিপ্রণীত গ্রন্থ বিশেষ।

ভক্তোত্তরীয় (ক্লী) ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,— অভ্র, গন্ধক, পিপুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, ত্রিফলা, হরিতাল, মনছাল, পারদ, বনযমানী, যমানী, শুল্‌ফা, জীরা, হিঙ্গু, মেথী, চিতামূল, চই, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ী, মুতা, শিলাজতু, লৌহ, রসাঞ্জন, নিম্ববীজ, পটোলপত্র ও বিদ্ধড়ক এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা ও শোধিত ধুতুরা ১০০ টা সমস্ত চূর্ণ করিয়া আহারের পর সেবনীয়। এই ঔষধ সেবনে অগ্নি বৃদ্ধি এবং শ্লীপদ ও অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না॰)

ভক্তোদ্দেশক (পুং) বৌদ্ধ সঙ্ঘারামাদিতে নিযুক্ত কর্ম্মচারিবিশেষ, ইঁহারা কে কি ভোজন করিবে, তাহার তত্ত্বাবধান করেন।

ভক্তোপসাধক (পুং) ১ পাচক। ২ পরিবেশক।

ভক্ষ, অদন। চুরাদি॰ উভয়॰ সক॰ সেট্। লট্ ভক্ষয়তি-তে। লোট্ ভক্ষয়তু-তাং। লিট্ ভক্ষয়াঞ্চার-চক্রে। লুঙ্ অব-ভক্ষৎ-ত। দুর্গাদাস এই ধাতু ভ্বাদি ও চুরাদি উভয়গণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভ্বাদি পক্ষে লট্ ভক্ষতি-তে। লোট্ ভক্ষতু-তাং। লিট্ বভক্ষ-ক্ষে। লুঙ্ অভক্ষীৎ-অভক্ষিষ্ঠ।

ভক্ষ (পুং) ভক্ষ ভাবে কর্ম্মণি বা ঘঞ্। ১ অশন। ২ ভক্ষ্য, ভক্ষণীয় বস্তু।

ভক্ষক (ত্রি) ভক্ষয়তীতি ভক্ষ (ণ্বুল্‌তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ১ খাদক, ভোজনকারী। পর্য্যায়—ঘস্মর, অদ্মর। (অমর)

"ভক্ষ্যভক্ষকয়োঃ প্রীতির্বিপত্তেঃ কারণং মহৎ।
শৃগালাৎ পাশবদ্ধোহসৌ মৃগঃ কাকেন রক্ষিতঃ ॥"
(হিতোপদেশ ১।১৩৫)

ভক্ষকার (পুং) ভক্ষং করোতি কৃ-অন্। ভক্ষ্যপিষ্টকোপজীবী, পর্য্যায়—আপূপিক। (ভরত)

ভক্ষটক (পুং) ভক্ষ-অটন্, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। ক্ষুদ্রগো-ক্ষুরক। (রাজনি॰)

ভক্ষণ (ক্লী) ভক্ষ ভাবে ল্যুট্। দ্রবেতরদ্রব্য গলাধঃকরণ, ভোজন। পর্য্যায়,—স্বাদ, স্বদন, খাদন, অশন, নিঘস, বল্‌ভন, অভ্য-বহার, জগ্ধি, জক্ষণ, লেহ, প্রত্যবসান, ঘসি, আহার, প্সান, অবধান, বিঘাণ, ভোজন, জেমন, অদন। (হেম)

"শণশাকং বৃথামাংসং করেণ মথিতং দধি।
তর্জ্জন্যা দন্তধাবশ্চ সদ্যো গোমাংসভক্ষণম্ ॥" (কর্ম্মলো॰)

ভক্ষণীয় (ত্রি) ভক্ষ-অনীয়র্। ১ ভক্ষ্য দ্রব্য। ২ ভক্ষণ যোগ্য। ভক্ষণীয় দ্রব্য কোন স্থলে কিরূপে স্থাপন করিতে হয়, পাকরাজেশ্বরে তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। সম্মুখে ভোজন পাত্র, তাহার মধ্যভাগে অন্ন, সূপ, সর্পিঃ,মাংস, শাক, পিষ্ট, মৎস্য দক্ষিণ দিকে রাখিতে হইবে। প্রলেহাদি দ্রব্য,পানীয়,পানক ও চোষ্য প্রভৃতি বামপার্শ্বে এবং ইক্ষুবিকার, পক্বান্ন, পায়স ও দধি অগ্রে স্থাপন করিতে হয়। এই প্রকারে ভক্ষণীয় দ্রব্য রাখিয়া ভোজন করা বিধেয়।

"পুরস্তাদ্বিমলং পাত্রং সুবিস্তীর্ণং মনোরমম্।
তত্র ভক্তং পরিন্যস্তং মধ্যভাগে সুসংযুতম্ ॥
সূপং সর্পিঃ পলং শাকং পিষ্টমন্নস্ত মৎস্যকম্।
স্থাপয়েদ্দক্ষিণে পার্শ্বে ভুঞ্জানস্য যথাক্রমম্ ॥
প্রলেহাদ্যা দ্রবাঃ সর্ব্বে পানীয়ং পানকং পয়ঃ।
চোষ্যং সন্ধানকং লেহ্যং সব্যপার্শ্বে নিধাপয়েৎ ॥
সর্ব্বান্ ইক্ষুবিকারাংশ্চ পক্বান্নং পায়সং দধি।
পুরতঃ স্থাপয়েদ্ভোক্তুর্দ্বয়োঃ পঙ্‌ক্ত্যোশ্চ মধ্যতঃ ॥"
(পাকরাজেশ্বর)

ভক্ষপত্রা (স্ত্রী) ভক্ষং ভক্ষণীয়ং পত্রমস্যাঃ। নাগবল্লী।

ভক্ষয়িতৃ (ত্রি) ভক্ষি-তৃণ্। ভক্ষণকারী, ভক্ষিতা।

ভক্ষয়িতব্য (ত্রি) ভক্ষ-ণিচ্ তব্য। ভক্ষণীয়। খাদ্যোপযোগী।

ভক্ষালি (পুং) ভক্ষাণামালির্যত্র। ১ দেশভেদ। ততো ভবার্থে বুঙ্। ভক্ষালিক তদ্দেশভব। (পা ৪।২।১২৭)

ভক্ষিতৃ (ত্রি) ভক্ষ-তৃচ্। ভক্ষক

ভক্ষিতব্য (ক্লী) ভক্ষ-তব্য। ভক্ষ্য, ভক্ষণীয় বস্তু।

ভক্ষিন্ (ত্রি) ভক্ষ-অস্ত্যর্থে ইনি। ভক্ষণকারী।

"হিংস্রা ভবন্তি ক্রব্যাদাঃ কৃময়ো ভক্ষ্যভক্ষিণঃ।" (মনু ১২।৫৯)

ভক্ষিবস্ (ত্রি) ভক্ষ-ক্বসু বেদে ন দ্বিত্বং। ভক্ষণ। বৈদিক প্রয়োগেই এই পদ সিদ্ধ হয়, লৌকিক প্রয়োগে 'বিভক্ষিবস্' পদ হয়। (অথর্ব্ব॰ ৬।৭৩।৩)

ভক্ষিত (ত্রি) ভক্ষ্যতে স্মেতি ভক্ষ-কর্ম্মণি ক্ত। কৃত-ভক্ষণ বস্তু, যে বস্তু খাওয়া হইয়াছে। পর্য্যায়—চর্ব্বিত, লিপ্ত, প্রত্যবসিত, গিলিত, খাদিত, প্সাত, অভ্যবহৃত, অন্ন, জগ্ধ, গ্রস্ত, গ্লস্ত, অশিত, ভুক্ত, জক্ষিত।

ভক্ষ্য (ত্রি) ভক্ষতে ইতি ভক্ষ-ণ্যৎ। ভক্ষিতব্য, ভক্ষণীয়, ভক্ষণযোগ্য। 'প্রতিপদি কুষ্মাণ্ডং ন ভক্ষ্যং দশম্যাং কলম্বী ন ভক্ষ্যা' (স্মৃতিসর্ব্বস্ব)

সুশ্রুতে ভক্ষ্যদ্রব্য ও তাহার গুণাদির উল্লেখ আছে।

"বক্ষ্যাম্যতঃ পরং ভক্ষ্যান্ রসবীর্য্যবিপাকতঃ।
ভক্ষ্যাঃ ক্ষীরকৃতা বল্যা বৃষ্যা হৃদ্যাঃ সুগন্ধিনঃ ॥"

(সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬অ০)

রস, বীর্য্য ও বিপাক অনুসারে ভক্ষ্যদ্রব্যসমূহের গুণাদি লিখিত হইল।

ক্ষীরজাত ভক্ষ্যদ্রব্যসকল—বলকর, শুক্রবৃদ্ধিকর, মুখপ্রিয়, সুগন্ধী, অগ্নিকর এবং পিত্তনাশক। ইহাদের মধ্যে ঘৃতপক্ক পিষ্টকাদি বলকর, মুখপ্রিয়, কফকর, বাতপিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরুপাক এবং রক্তমাংসবর্দ্ধক।

গুড়জাত ভক্ষ্য দ্রব্য সকল—পুষ্টিকর, গুরুপাক, বায়ুনাশক, অদাহী, পিত্তনাশক, শুক্র ও কফবর্দ্ধক। ঘৃতাদি দ্বারা পক্ক গোধূমচূর্ণজাত পিষ্টকসকল ও মধুমিশ্রিত পিষ্টক বিশেষরূপ গুরুপাক ও বলকর। মোদক সকল অতি দুর্জ্জর, অর্থাৎ সহজে জীর্ণ হয় না। সট্টক—রুচি, অগ্নি, ও স্বরের হিতকর, পিত্ত ও বায়ুনাশক, গুরুপাক এবং বলবৃদ্ধিকারক। বিষ্যন্দন অর্থাৎ কাঁচা গোধূমচূর্ণ ঘৃত ও দুগ্ধ সহ প্রস্তুত খাদ্য—মুখপ্রিয়, সুগন্ধী, মধুর, স্নিগ্ধ, কফকর, গুরুপাক, বায়ুনাশক, তৃপ্তি এবং বলকর। গোধূম চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত ভক্ষ্যদ্রব্যসকল বৃংহণ, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং বলকর; ইহাদের মধ্যে ফেনক অর্থাৎ গুড়মিশ্রিত খাদ্য-দ্রব্য অতিশয় মুখপ্রিয়, হিতকারক ও লঘুপাক। মুদ্গ প্রভৃতি বেসবার—বিষ্টম্ভী, এবং বেসবার মাংসের সহিত হইলে গুরুপাক ও বৃংহণ। পালল অর্থাৎ তিলগুড়াদি দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক শ্লেষ্মজনক, শষ্কুলি কফ ও পিত্তের প্রকোপকর, বিদাহী ও অতিশয় গুরুপাক। বৈদল (পিষ্টকভেদ) লঘুপাক, কষায়রসবিশিষ্ট এবং বায়ুসঞ্চারক; মাষকলাই সংক্রান্ত পিষ্টক সকল বিষ্টম্ভী, পিত্তগুণবিশিষ্ট, শ্লেষ্মনাশক, মলবৃদ্ধিকর, বল ও শুক্রবর্দ্ধক এবং গুরুপাক। কূর্চ্চিকা অর্থাৎ দুগ্ধ বিকারজাত খাদ্যদ্রব্যসকল গুরুপাক এবং নাতিপিত্তকর। ঘৃতপক্ক খাদ্যদ্রব্যসকল,—হৃদ্য সুগন্ধী, শুক্রবর্দ্ধক, লঘুপাক, পিত্ত ও বায়ুনাশক, বলকর, বর্ণ ও দৃষ্টির প্রসন্নতাকারক। তৈলপক্ক খাদ্যদ্রব্যসকল,—বিদাহী, গুরুপাক, পরিপাকে কটুরস বিশিষ্ট, বায়ু ও দৃষ্টিনাশক, পিত্তকর এবং ত্বকের দোষজনক। ফল, মাংস, চিনি, তিল ও মাষকলাই দ্বারা প্রস্তুত তৈল সংস্কৃত ভক্ষ্যদ্রব্যসকল বলকর, গুরুপাক বৃংহণ, হৃদ্য ও প্রিয়। সুপ ভক্ষদ্রব্যসকল,—অতিশয় লঘুপাক। কিলাট (ছানা) প্রভৃতি দুগ্ধবিকারজাত ভক্ষ্যদ্রব্য সকল গুরুপাক ও কফবর্দ্ধনকর। কুল্মাষ অর্থাৎ অৰ্দ্ধসিদ্ধ যব গোধূমাদি বাতকর, রূক্ষ, গুরুপাক এবং মলের হিতকর, ভৃষ্টযব ও গোধূমাদির মণ্ড উদাবর্ত্তরোগনাশক এবং কাস, পীনস ও মেহপ্রতিষেধক। সকল প্রকার শক্তু বৃংহণ, বৃষ্য, তৃষ্ণা, পিত্ত ও কফনাশক, গলাধঃকরণমাত্রে বলকর, ভেদক, ও বায়ুনাশক। ঐ শক্তু তরল ও পিণ্ডাকৃতি হইলে গুরুপাক এবং কঠিন হইলে লঘুপাক হয়। শক্তুর অবলেহ মৃদুতা প্রযুক্ত শীঘ্র জীর্ণ হয়। লাজ—ছর্দ্দি ও অতিসার নাশক, অগ্নিকর, কফনাশক, বলকর, কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, লঘুপাক, তৃষ্ণা ও মলনাশক। লাজ শক্তু—তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, দাহ, ঘর্ম্ম, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক। পৃথুক—গুরুপাক, স্নিগ্ধ বৃংহণ ও কফবর্দ্ধনকর। দুগ্ধ মিশ্রিত পৃথুক বলকর, বায়ুনাশক এবং মলভেদক। নূতন তণ্ডুল অতিশয় দুর্জ্জর, মধুররসবিশিষ্ট ও বৃংহণ, পুরাতন তণ্ডুল ভগ্নসন্ধানকর ও মেহনাশক। চিকিৎসক ভক্ষ্যদ্রব্যের এইরূপ গুণাগুণ স্থির করিয়া ভোক্তার ইচ্ছামত ভক্ষ্যদ্রব্যসকল নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ৪৬অ০)

ভক্ষ্যকার (ত্রি) ভক্ষ্যং ভক্ষ্যদ্রব্যং করোতীতি কৃ(কর্ম্মণ্যন্। পা ৩।২।১) ইতি অন্। পিষ্টকবিক্রয়জীবী, পিষ্টকশিল্পী (ভরত) পর্য্যায়—আপূপিক, কান্দবিক, পূপিক, পূপবিক্রয়ী, মোদকাদিবিক্রয়ী। (শব্দরত্না০)

ভক্ষ্যাভক্ষ্য (ক্লী) ভক্ষ্যমভক্ষ্যঞ্চ। খাদ্যাখাদ্যদ্রব্য, খাদ্য ও অখাদ্য।

"ভক্ষ্যাভক্ষ্যাণ্যনেকানি ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
অত্র শিষ্টা যথা ব্রূয়ুস্তথা কার্য্যবিনির্ণয়ঃ ॥" (একাদশীতত্ত্ব)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের এইরূপ নির্দ্দেশ আছে—

লৌহপাত্রে পয়ঃ, গব্য, সিদ্ধান্ন, মধু, গুড়, নারিকেলোদক, ফল ও মূল অভক্ষ্য। দগ্ধান্ন, তপ্তসৌবীর, কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক, তাম্রপাত্রে মধু ও গব্য অভক্ষ্য। কিন্তু তাম্রপাত্রে ঘৃত ভক্ষ্য। তাম্রপাত্রে পয়ঃপান, উচ্ছিষ্ট ঘৃত ভোজন, সলবণ দুগ্ধ, মধুমিশ্র ঘৃত বা তৈল ও গুড়যুক্ত আর্দ্রক, পীতশেষ জল, মাঘমাসে মূলক অভক্ষ্য। শ্বেতবর্ণ তাল, প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়াতে বৃহতী, তৃতীয়াতে পটোল, তৃতীয়া ও চতুর্থীতে মূলক, পঞ্চমীতে বিল্ব, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে

নারিকেল, নবমীতে তুম্বী, দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিম্বী, দ্বাদশীতে পূতিকা,ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু, চতুর্দ্দশীতে মাষ, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় মাংস। এবং রবিবারে আর্দ্রক অভক্ষ্য। ব্রাহ্মণদিগের হবিষ্যান্ন ভক্ষ্য। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের ২৭ অধ্যায়ে এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের ৮৪ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ভক্ষ্যালাবু (স্ত্রী) ভক্ষ্যা ভক্ষার্হা অলাবুঃ। রাজালাবু।

ভগ (পুং ক্লী) ভজ্যতেঽনেনাস্মিন্ বেতি এতদাশ্রিত্যৈব কন্দর্পং সেবতে ইতি ভাবঃ। ভজ সেবায়াং (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ২।৩।১১৮) ইতি ঘ। ১ স্ত্রীচিহ্ন। পর্য্যায়—যোনি, বরাঙ্গ, উপস্থ, স্মরমন্দির, রতিগৃহ, জন্মবর্ত্ম, অধর, অবাচ্যদেশ, প্রকৃতি, অপথ, স্মরকূপ, অপ্রদেশ, পুষ্পী, সংসারমার্গ, গুহ্য, স্মরাগার, স্মরধ্বজ, রত্যঙ্গ, রতিকুহর, কলত্র, অধঃ। (শব্দরত্নাবলী)

ভগশব্দে লিঙ্গ ও যোনি এই উভয়কেই বুঝায়।

ভজন্ত্যনেনেতি ভগো মেহনং, ভজন্ত্যস্মিন্নিতি ভগং যোনিঃ। (ভাবপ্র০ মধ্যখ০)

রতিমঞ্জরীতে বিস্তীর্ণ ও গভীর এই দুই প্রকার ভগের উল্লেখ আছে—

"বিস্তীর্ণঞ্চ গভীরঞ্চ দ্বিবিধং ভগলক্ষণম্।" (রতিম০)

কূর্ম্মপৃষ্ঠ, গজস্কন্দ, পদ্মগন্ধ অথচ সুকোমল, অকোমল, ও সুবিস্তীর্ণ এই পাঁচপ্রকার ভগ উত্তম।

"কূর্ম্মপৃষ্ঠং গজস্কন্ধং পদ্মগন্ধং সুকোমলম্।
অকোমলং সুবিস্তীর্ণং পঞ্চৈতে চ ভগোত্তমাঃ॥" (রতিম০)

ভগ শীতল, নিম্ন, অত্যুষ্ণ ও গোজিহ্বাসদৃশ হইলে নিন্দিত।

"শীতলং নিম্নমত্যুষ্ণং গোজিহ্বাসদৃশং পরম্।
ইত্যুক্তং কামশাস্ত্রজ্ঞৈর্ভগদোষচতুষ্টয়ম্" (রতিম০)

ভগের শুভাশুভ লক্ষণাদি সামুদ্রিকে লিখিত হইয়াছে—

কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় বিস্তৃত এবং হস্তীর স্কন্ধের ন্যায় উন্নত ভগই স্ত্রীলোকের মঙ্গলদায়ক। ভগের বামভাগ উন্নত হইলে কন্যা এবং দক্ষিণভাগ উন্নত হইলে পুত্র হইয়া থাকে। যে ভগ দৃঢ়,অবয়বে বিস্তৃত, পরিমাণে বৃহৎ ও উন্নত, উপরিভাগে মুষিক গাত্রবৎ বিরল লোমযুক্ত, মধ্যভাগে অপ্রকাশিত, দুই পার্শ্বে মিলিত প্রায়,গঠন ও বর্ণে কমলদলের ন্যায়,ক্রমশঃ অধোদিকে সূক্ষ্ম ও সুন্দর এবং আকৃতিতে অশ্বত্থপত্রের ন্যায় ত্রিকোণ, তাহাই মঙ্গলাবহ ও প্রশস্ত। যে ভগ হরিণের ক্ষুরের ন্যায় অল্পায়ত, উনানের অভ্যন্তর ভাগের ন্যায় গহ্বরবিশিষ্ট, লোমপূর্ণ এবং মধ্যভাগে প্রকাশিত ও অনাবৃতপ্রায় তাহা অশুভদায়ক। এইরূপ যোনিবিশিষ্ট স্ত্রীর গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে।*

(পুং) ভজ্যতে ইতি ঘ। ২ রবি। (মেদিনী) সূর্য্যার্থে ভগ শব্দ ক্লীবলিঙ্গও হয়।

'জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্যোনৌ ভগমস্ত্রী তু ভাস্করে।' (রুদ্র)

(ত্রি) ৩ ভজনীয়।

"ইন্দ্রো ভগো বাজদা অস্য গাবঃ" (ঋক্ ৩।৩৬।৫)

'ভগঃ সর্ব্বৈর্ভজনীয়ঃ স ইন্দ্রঃ' (সায়ণ)

৪ দ্বাদশাদিত্যভেদ। (ঋক্ ২।২৭।১)

৫ ঐশ্বর্য্যাদি ষট্‌ক। অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্রযশ, সমগ্রশ্রী, সমগ্রজ্ঞান এবং সমগ্রবৈরাগ্য এই ষড়ৈশ্বর্য্যের নাম ভগ।

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরিতঃ॥" (গীতা১টীকা)

৬ ভোগাস্পদত্ব।

"প্রাগ্‌লভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ॥"(ভা১।১৬।২৯)

'ভগঃ ভোগাস্পদত্বং' (স্বামী)

৭ স্থূলমণ্ডলাভিমানী। (রামায়ণ ৩।১২।১৮) ৮ ইচ্ছা। ৯ মাহাত্ম্য। ১০ যত্ন (মেদিনী) ১১ ধর্ম্ম। ১২ মোক্ষ। ১৩ সৌভাগ্য। ১৪ কান্তি। ১৫ চন্দ্র। ১৬ জ্যোতিষোক্তযোনি নক্ষত্রদৈবত পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র।

(ক্লী) ১৭ ধন। ১৮ পদ। (নিঘণ্টু) ১৯ গুহ্যদেশ।

ভগঘ্ন (পুং) ভগং তন্নেত্রং হন্তি টক্। মহাদেব। দক্ষযজ্ঞ কালে রুদ্র ভগের চক্ষু নষ্ট করেন, এইজন্য ইহার নাম ভগঘ্ন।

"নমস্তে ত্রিপুরঘ্নায় ভগঘ্নায় নমোনমঃ।" (ভারত ৭।২০২ অ০)

ভগণ (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং গণঃ সমূহঃ। নক্ষত্রসমূহ। কোন গ্রহের একবার দ্বাদশরাশি ভ্রমণের নাম এক ভগণ অর্থাৎ কোন গ্রহের মেষাদি দ্বাদশরাশি অতিক্রম করিতে যে সময় লাগে, তাহাই ভগণ নামে প্রসিদ্ধ। সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত হইয়াছে যে, ষাটি বিকলাতে এক কলা, ষাটিকলাতে এক অংশ, ত্রিশ অংশে একরাশি এবং দ্বাদশরাশিতে এক ভগণ হয়।

---

* "শুভঃ কমঠপৃষ্ঠাভো গজস্কন্ধোপমো ভগঃ।
বামোন্নতশ্চেৎ কন্যাজঃ পুত্রজো দক্ষিণোন্নতঃ
আখুরোমা গূঢ়মণিঃ সুশ্লিষ্টঃ সংহতঃ পৃথুঃ।
তুঙ্গঃ কমলপর্ণাভঃ শুভোঽশ্বত্থদলাকৃতিঃ॥
কুরঙ্গখুররূপো যশ্চুল্লিকোদরসন্নিভঃ।
রোমশো বিবৃতাস্যশ্চ গর্ভনাশোঽতিদুর্ভগঃ॥"(শিবোক্ত সামুদ্রিক)

"বিকলানাং কলাষষ্ট্যা তৎষষ্ট্যা ভাগ উচ্যতে।
তত্রিংশতা ভবেদ্রাশির্ভগণা দ্বাদশৈব তে॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

এইরূপে এক একটী গ্রহ সমুদয় নক্ষত্রে থাকিয়া দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়া থাকে। নক্ষত্রে ভোগ হয় বলিয়া উহা ভগণ নামে অভিহিত।

"শীঘ্রগন্তান্যথাল্পেন কালেন মহতাল্পগঃ।
তেষান্তু পরিবর্ত্তেন পৌষ্ণান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ॥" (সূর্য্যসি°)

গ্রহার্ণবে লিখিত আছে,—প্রথমে দেশান্তর স্থির করিয়া পরে ভগণ নিরূপণ করা আবশ্যক। সুমেরু পর্ব্বত ও লঙ্কার মধ্যগত ভূমির উপর দিয়া উত্তরদক্ষিণ বিস্তীর্ণ যে একটী রেখা কল্পিত হইয়াছে, তাহার নাম মধ্যরেখা, ঐ রেখা হইতে স্বীয়দেশ যত যোজন অন্তর হইবে, সেই যোজনকে দশ দিয়া পূরণ করিয়া তের দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা পল; ঐ পল যদ্যপি ৬০র অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড করিয়া মধ্যরেখার পূর্ব্বদেশে যোগ ও মধ্যরেখার পশ্চিমদেশে হীন করিতে হইবে। আমাদের দেশ কলিকাতা, মধ্যরেখার ২০০ শত যোজন পূর্ব্বে আছে, অতএব এ দেশে দেশান্তর দণ্ড ২।৩৪ পল, ইহা বিষুব সংক্রান্তির বারধ্রুবে যোগ করিতে হইবে।

বিষুব দিনের দিনার্দ্ধ ১৫ দণ্ড হইতে যত অধিক হইবে, তাহা যুক্ত-চরার্দ্ধ এবং যত ন্যূন হইবে, তাহা হীন-চরার্দ্ধ। যুক্ত-চরার্দ্ধ যত হইবে, তাহা বিষুবসংক্রান্তির বারাদিতে যোগ করিতে হইবে এবং হীনচরার্দ্ধ যত হইবে, তাহা বিষুব সংক্রান্তির বারাদিতে হীন করিতে হইবে, তাহা হইলেই চরার্দ্ধ সংস্কৃত বিষুবধ্রুব হইবে। যে বার যত দণ্ড সময়ে বিষুবধ্রুব হইবে, সেই সময় সূর্য্য মেষে গমন করিবেন। এইরূপে সূর্য্য দ্বাদশমাসে মেষাদি ক্রমে এক এক রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। এইদ্বাদশ রাশি ভোগ করিলে এক ভগণ হয়।

চতুর্যুগে সূর্য্য, বুধ, ও শুক্রের মধ্য (গ্রহদিগের যথার্থ গতির নাম মধ্য) এবং মঙ্গল, শনি ও বৃহস্পতির শীঘ্র ৪৪২০০০০ ভগণ, চন্দ্রের ৫৭৭৫৩৩৬ ভগণ, চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য ৫৭২৬৫১৩৭ ভগণ। মঙ্গলের মধ্য ২২৯৬৮৩২ ভগণ। বুধের শীঘ্র ১৭৯৩৭০৭৬, বৃহস্পতির মধ্য ৩৬৪২১২ ভগণ। শুক্রের শীঘ্র ৭০২২৩৬৪ ভগণ। শনির মধ্য ১৪৬৫৮০ ভগণ। রাহুর মধ্য ২৩২২৪২ ভগণ।

গ্রহদিগের স্বীয় স্বীয় মধ্যভগণ ও শীঘ্র-ভগণ যাহা অভিহিত হইল, তাহাকে কল্যব্দ দ্বারা পূরণ করিয়া তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়িহাজার দিয়া ভাগ করিলে ভগণ লব্ধ হইবে। ভাগাবশিষ্ট অঙ্ককে ১২ দিয়া পূরণ করিয়া উক্ত ভাজকাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহা রাশি, এবং ভাগাবশিষ্ট অঙ্ককে ৩০ দিয়া পূরণ করিয়া ভাজক অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে অংশ লব্ধ হইবে। পরে অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দিয়া পূরণ করিয়া ভাজক অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে কলা হইবে। পরে এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা বিকলাদিও পাওয়া যাইবে। এই লব্ধাঙ্কের মধ্যে ভগণ ত্যাগ করিতে হইবে। পরে রাশ্যাদিতে আপন আপন মধ্য, শীঘ্র, ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিলে যে সময়ে সূর্য্য মেষরাশিতে গমন করিবেন, সেই সময়ের মধ্য শীঘ্র হইবে।

স্বীয় শীঘ্র ক্ষেপাঙ্ক স্বীয় শীঘ্রে যোগ করিলে স্বীয় শীঘ্র হইবে। ক্ষেপাঙ্ক রাশ্যাদি—রবির মধ্য ১১।২৭।৫১।৪১।০, চন্দ্রের মধ্য ১১।১।২৪।৩৩।২২, চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য ৮।১।৩৯।৩।২৫, মঙ্গলের মধ্য ১১।২৮।৫১।৪৬।৩৮, বুধের শীঘ্র ১১।২১।৭।১২।৫৮, বৃহস্পতির মধ্য ১১।২৯।৪৯।১০।৫৯, শুক্রের শীঘ্র ১১।২৬।৩১।২৪।৫৪, শনির মধ্য ১১।২৯,৫৫।৩৮।৪৬, রাহুর মধ্য ৫।২৯।৫৩।৬।৩৭, এই ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিলে সূর্য্য যে সময়ে মেষে গমন করিবেন, সেই সময়ের মধ্য হইবে।

যে বৎসরের যে দিনের যে সময়ের মধ্য আনিতে হইবে, প্রথমতঃ সেই বৎসরের বিষুবদিনের মধ্য স্থির করিয়া বিষুব-দিন হইতে সেই অভীষ্ট দিনসংখ্যা যত হইবে, তাহাকে গ্রহ-গণের স্বীয় স্বীয় ভগণ দ্বারা পূরণ করিয়া কুদিন অর্থাৎ চতুর্যুগ পরিমিত দিন ১৫৭৭৯১৭৮২৮ এই অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই ভগণ। পরে পূর্ব্বমত রাশ্যাদি আনয়ন করিয়া ভগণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাশ্যাদি পূর্ব্বাঙ্কে যোগ করিলে বিষুব দিনে যত দণ্ডাদিতে সূর্য্য মেষে গমন করিয়াছেন, সেই দিবসেরও তত দণ্ডাদির মধ্য হইবে *।

গ্রহস্ফুট ও গ্রহণাদি গণনাতে ভগণ স্থির করিয়া গণনা করিতে হয়। (গ্রহার্ণব) [খগোল দেখ]

ভগদত্ত (পুং) ভগমৈশ্বর্য্যং দত্তমস্মৈ ইতি। নরকরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ছিলেন।

---

* "যুগে সূর্য্যজ্ঞশুক্রাণাং খচতুষ্করদার্ণবাঃ।
কুজার্কিগুরুশীঘ্রাণাঃ ভগণাঃ পূর্ব্বযায়িনাম্॥
ইন্দোঃ রসাগ্নিত্রিত্রীষু সপ্তভূধরমার্গণাঃ।
চন্দ্রকেন্দ্রেহদ্রিরামৈক বাণাঙ্গাশ্বিনগেষবঃ॥
কুজস্য দন্তনাগর্ত্তু নন্দলোচনদস্রকাঃ।
বুধ শীঘ্রেহঙ্গসপ্তাভ্রশৈলাগ্নিনন্দমৈত্রকাঃ॥" ইত্যাদি
(গ্রহার্ণব ৬,৭,৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরককে নিহত করিয়া ইঁহাকে রাজা করেন। রাজসূয়যজ্ঞের সময় অর্জ্জুনের সহিত ইঁহার ৮ দিন যুদ্ধ হইয়াছিল। তৎপরে ইনি যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইন্দ্রেরসহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধস্থলে ইনি বিরাট, ভীম, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ ও অর্জ্জুন প্রভৃতির সহিত ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখান। দ্রোণ কুরুসৈন্যের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলে, একদা ভীমের সহিত তাঁহার যুদ্ধারম্ভ হয়। সেইদিন কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর ভীম অঞ্জলিকাবিদ্যাপ্রভাবে তাঁহার গজশরীরে লীন হইয়া গজকে যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করেন। এদিকে পাণ্ডবসৈন্যগণ ভীম নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া, ভগদত্তের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করে। পরে যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, অভিমন্যু প্রভৃতির সহিতও তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বহুতর সৈন্য নাশ হইতেছে দেখিয়া মহাবীর অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবেশ করেন। সেই সময় দুর্য্যোধন ও কর্ণ দুইদিক হইতে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। অর্জ্জুন অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ভগদত্তকে আক্রমণ করেন, ভগদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি বৈষ্ণবাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা নিজবক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনহস্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

(কালিকা পু° ৩৯ অ°, ভারত সভা ও দ্রোণপ°)

২ জনৈক রাজা। ইনি গৌড়, ওঁড্র, কলিঙ্গ ও কোশলরাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

ভগনেত্রঘ্ন(হন্) (পুং) শিবের নামান্তর।

ভগন্দর (পুং) ভগং গুহ্যমুষ্কস্থানং দারয়তীতি দৃ-ণিচ্ (পুঃ সর্ব্বয়োর্দারি সহোঃ। পা ৩।২।৪১) ইত্যত্র 'ভগে চ দারেরিতি বক্তব্যম্' ইতি কাশিকোক্তেঃ খচ্ (খচি হ্রস্বঃ। পা ৬।৪।৯৬) ইতি হ্রস্বঃ, মুমচ। 'অপানদেশে ব্রণরোগ বিশেষ (Fistula in Ano.)। বৈদ্যকশাস্ত্রে এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

গুহ্যদেশের দুই অঙ্গুলি পরিমিত পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে নাড়ী ব্রণের ন্যায় যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভগন্দর কহে। কুপিত বাতাদিদোষ প্রথমতঃ ঐ স্থানে একটী ব্রণশোথ উৎপাদন করে, পরে তাহা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে অরুণবর্ণের ফেন ও পুয়াদি স্রাব হইতে থাকে। ক্ষত অধিক হইলে সেই পথ দিয়া মল ও মূত্রাদি নির্গত হয়। গুহ্যদেশে কোন রূপে ক্ষত হইয়া ক্রমে পাকিয়া উঠিলে তাহাও ভগন্দর রূপে পরিণত হইতে দেখা যায়। সুশ্রুত পাঠে জানা যায়,—বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, সান্নিপাত ও আগন্তু এই পঞ্চকারণে শতপোনক, উষ্ট্রগ্রীব, পরিস্রাবী, শম্বুকাবর্ত্ত ও উন্মার্গী এই পঞ্চপ্রকার ভগন্দর উৎপন্ন হয়। ভগ, মলদ্বার ও বস্তিদেশ বিদীর্ণ করে বলিয়া উহা ভগন্দর নামে অভিহিত। ভগদ্বারে যে ব্রণ হয়, তাহা না পাকিয়া উঠিলে পীড়কা এবং পাকিয়া উঠিলে ভগন্দর আখ্যা পাইয়া থাকে। কটি ও কপালদেশে বেদনা এবং মলদ্বারে কণ্ডু, দাহ ও শোথ এইগুলি ভগন্দরের পূর্ব্বলক্ষণ।

শতপোনক-ভগন্দর লক্ষণ—অপথ্য সেবনশীল ব্যক্তির বায়ু কুপিত হইয়া মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে এক অঙ্গুলি বা দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মাংস ও শোণিত দূষিত করিয়া রক্তবর্ণ পীড়কা জন্মায়। তদ্দ্বারা মলদ্বারে তোদ প্রভৃতি যাতনা হয়, সত্বর ইহার প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। মূত্রাশয়ের সহিত সংযোগ থাকায় ব্রণ ক্লেদযুক্ত এবং শতপোনকের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের দ্বারা ব্রণ ক্লেদ পূর্ণ হয়। ঐ সময়ে সেই সকল ছিদ্র হইতে ফেনযুক্ত অজস্র আস্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে এবং সুচিবিদ্ধের ন্যায় যাতনাও অনুভূত হয়। পরে মলদ্বার বিদীর্ণ হইলে সেই সকল ছিদ্র দিয়া বাত, মূত্র, পুরীষ ও রেতঃ নির্গত হইতে দেখা যায়।

উষ্ট্রগ্রীব-ভগন্দর লক্ষণ—পিত্ত কুপিত ও বায়ু কর্ত্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মলদ্বারে অবস্থিত হইয়া রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম, উন্নত উষ্ট্রগ্রীবা সদৃশ পীড়কা জন্মায়। তাহাতে উষ্ণতা, দাহ প্রভৃতি যাতনা হয় ও প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। ঐ ব্রণে অগ্নি ও ক্ষারের দ্বারা দগ্ধ হওনের ন্যায় দাহ এবং উষ্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত আস্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে। উহা উপেক্ষিত হইলে বাত, মূত্র, পুরীষ ও রেতঃ নিঃসরণ হয়।

পরিস্রাবী-ভগন্দর লক্ষণ—শ্লেষ্মা কুপিত ও বায়ু কর্ত্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া পূর্ব্ববৎ গুহ্যদেশে অবস্থানপূর্ব্বক শুক্লবর্ণ কণ্ডুযুক্ত পীড়কা উৎপাদন করে। প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। প্রথমে ব্রণ কঠিন ও কণ্ডুযুক্ত থাকে, পরে তাহা হইতে বহু পরিমাণে পিচ্ছিল আস্রাব নিঃসরণ হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় উপেক্ষিত হইলে ব্রণ হইতে বাত, মূত্র, পুরীষ ও রেতঃ নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। উহাকে পরিস্রাবী ভগন্দর বলা যায়।

শম্বুকাবর্ত্ত-ভগন্দর—বায়ু কুপিত হইয়া কুপিত পিত্ত ও শ্লেষ্মা গ্রহণপূর্ব্বক অধোভাগে গমন করত তথায় পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হইয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ও বিভিন্ন প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট পীড়কা জন্মায়। তাহাতে তোদ, দাহ ও কণ্ডু প্রভৃতি উপস্থিত হয়। উপযুক্ত প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে এবং ব্রণ হইতে নানা বর্ণের আস্রাব নিসৃত হইতে থাকে।

উন্মার্গী-ভগন্দর— মাংসলোলুপ ব্যক্তি যদি অন্নের সহিত

অস্থিশল্য ভোজন করে,তবে তাহা মলের সহিত মিশ্রিত হয় ও অপানবায়ু কর্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া নির্গমন কালে মলদ্বার ক্ষত করে। আর্দ্রভূমিতে যেরূপ কৃমি হয়, তদ্রূপ সেই ক্ষতস্থানেও কৃমি জন্মে। সেই সকল কৃমি কর্তৃক মলদ্বারের পার্শ্বসকল ভক্ষিত হইয়া বিদীর্ণ হয়। সেই কৃমিকৃত ছিদ্রসমূহ হইতে ক্রমে বাত, মূত্র, পুরীষ ও রেতঃ নিঃসৃত হইয়া থাকে। উহা উন্মার্গী-ভগন্দর নামে খ্যাত।

সকল প্রকার ভগন্দরই অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক এবং কষ্টসাধ্য। যে সকল ভগন্দর দিয়া অধোবায়ু, মল, মূত্র ও কৃমি নির্গত হয়, তাহাতে রোগীর প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যে ভগন্দর প্রথমে গোস্তনের ন্যায় উন্নত হইয়া উৎপন্ন হয় এবং পরে বিদীর্ণ হইলে নদীজলের আবর্ত্তের ন্যায় আকার ধারণ করে, তাহা অসাধ্য।

বায়ু-নির্গমন স্থানে যে সকল অল্প অল্প উপদ্রব ও শোফ বিশিষ্ট রোগ জন্মিয়া শীঘ্র নিবৃত্তি হয়,তাহাদিগের নাম'পীড়কা'। পীড়কা ভগন্দর হইতে ভিন্ন। যে পীড়কা হইতে ভগন্দর জন্মে, তাহা ইহার বিপরীত। যে পীড়কায় ভগন্দর হয়, তাহা পায়ুর দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে জন্মে। ইহা গূঢ়মূল, বেদনা ও জ্বরবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যানে গমন কালে বা মলত্যাগ করিলে পায়ুদেশে কণ্ডূ, বেদনা, দাহ, শোফ ও কটিতে বেদনা হওয়া ভগন্দরের পূর্ব্বলক্ষণ। সকল প্রকার ভগন্দরই ঘোর দুঃখের কারণ। তাহাদিগের মধ্যে ত্রিদোষ ও ক্ষত জন্য ভগন্দর অসাধ্য। (সুশ্রুত নিদানস্থা° ৪ অ°)

ভাবপ্রকাশে এই রোগের উৎপত্তিকারণ ও চিকিৎসাপ্রকরণ এবং পূর্ব্বরূপ ও লক্ষণ লিখিত হইয়াছে—ভগন্দর হইবার পূর্ব্বে কটীফলকে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা এবং গুহ্যে দাহ, কণ্ডূ ও বেদনাদি উপস্থিত হইয়া থাকে। গুহ্যের এক পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানে বেদনান্বিত পীড়কা হইয়া ভিন্ন হইলে তাহাকে ভগন্দর কহে। এই ভগন্দর ৫ প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক ও শল্যজ। বাতজন্য শতপোনক নামক ভগন্দর, পিত্তজন্য উষ্ট্রগ্রীব নামক ভগন্দর, শ্লেষ্মজ পরিস্রাবী নামক ভগন্দর, শম্বুক নামক সন্নিপাতজ এবং উন্মার্গী নামক শল্যজ ভগন্দর। ইহাদের লক্ষণ সুশ্রুতোক্ত ভগন্দরেরই তুল্য। কেবলমাত্র শল্যজ ভগন্দরলক্ষণে একটু বিশেষ আছে। গুহ্যদ্বারে কণ্টকাদি দ্বারা বা নখ দ্বারা ক্ষত হইয়া যে শোষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অবহেলা পূর্ব্বক চিকিৎসা না করাইলে ক্রমশই বর্দ্ধিত হয় এবং তাহাতে কৃমি জন্মে। ঐ কৃমিসমূহ মাংসকে বিদারণ করত বহু ছিদ্র বিশিষ্ট ব্রণ উৎপাদন করে বলিয়া উহা উন্মার্গী-ভগন্দর নামে কথিত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার ভগন্দররোগই ভয়ঙ্কর ও অতিকষ্টদায়ক। তন্মধ্যে সান্নিপাতক ও ক্ষতজ ভগন্দর সর্ব্বতোভাবে অসাধ্য। এবং যে ভগন্দর হইতে মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও কৃমি বহির্গত হয়, তাহাও অসাধ্য।

ইহার চিকিৎসা—গুহ্যদেশে পীড়কা হইলে অতি যত্নের সহিত চিকিৎসা করাইবে। ঐ পীড়কা যাহাতে পাকিতে না পারে, তাহার প্রতি বিশেষ চেষ্টা করা বিধেয় এবং যাহাতে বহুল পরিমাণে রক্তস্রাব হয়, তাহা করাও আবশ্যক।

বটপত্র, ইষ্টক, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্ণবা এই সকল পেষণ করিয়া পীড়কাবস্থায় গুহ্যে প্রলেপ দিলে ভগন্দর রোগ নষ্ট হয়। পীড়কার অপক্ব অবস্থায় প্রথমতঃ অতিতর্পণ, তৎপরে ক্রমান্বয় বিরেচন পর্য্যন্ত একাদশটী ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

[বিরেচনাদি একাদশক্রিয়ার বিষয় ব্রণশব্দে দ্রষ্টব্য]

ঐ পীড়কা পাকিয়া ভিন্ন হইলে এষণী দ্বারা শোষের অন্বেষণ, ছেদন, ক্ষারপ্রয়োগ, ও অগ্নিকর্ম্ম প্রভৃতি ক্রিয়া করিয়া দোষানুসারে বিবেচনার সহিত ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। তিল, নিম্ব ও যষ্টিমধু, সমভাগে দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া শীতল প্রলেপ দিলে সরক্ত বেদনাসংযুক্ত ভগন্দর রোগ নষ্ট হয়। জাতিপত্র, বটপত্র, গুলঞ্চ, শুঁঠ, ও সৈন্ধব এই সকল তক্র দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর আশু প্রশমিত হয়, তেউড়ী, তিল, হাতীশুড়া, ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল পেষণ করিয়া ঘৃত মধু ও সৈন্ধব সহযোগে প্রলেপ দিলে ভগন্দর রোগ নিরাকৃত হয়। খদিরকাষ্ঠের কাথ, ত্রিফলা, গুগ্‌গুলু বা বিড়ঙ্গের কাথ পান করিলে ভগন্দর রোগ সারিয়া যায়। শম্বুকের মাংস একমাস পাক করিয়া ভোজন করিলে অজীর্ণ ও ভগন্দর রোগ নষ্ট হয়। ন্যগ্রোধাদি গণের কাথ ও উহার কল্ক যোগে তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে ঐ রোগ প্রশমিত হয়। তিল, লতা ফট্‌কিরী, কুড়, বিষলাঙ্গলা, হাপরমালী, শুল্‌ফা, তেউড়ী ও দন্তী এই সকলের প্রলেপেও ভগন্দররোগ বিনষ্ট হয়। এই রোগের শোধন ও রোপণার্থ তিল, হরিতকী, লোধ, নিমপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেড়েলা, লোধ এবং গৃহধূম এই সকল প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। সিজের আটা বা আকন্দের আটা দ্বারা দারুহরিদ্রার চূর্ণ পাক করিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক শোষের মধ্যে প্রবেশ করাইলে ভগন্দর বা সর্ব্বশরীরগত শোষ নিবারিত হয় এবং ত্রিফলার কাথ বিড়ালাস্থির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও ভগন্দর আরোগ্য হইয়া থাকে। বিড়ঙ্গসার, ত্রিফলা, ছোটএলাচ, ও পিপ্পলীচূর্ণ এই সকল মধু ও তৈলের সহিত লেহন করিলে ভগন্দর রোগ শীঘ্র প্রশমিত হয়।

ইহা ভিন্ন বিষ্যন্দন তৈল, নিশাদ্য তৈল, করবীরাদি তৈল ও নবকার্ষিক গুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধও বিশেষ উপকারক।

শতপোনক ভগন্দররোগে নাড়ীর পার্শ্বে ক্ষত করিয়া দূষিত রক্তাদি স্রাব করাইবে। পরে ঐ ক্ষত পুরিয়া উঠিলে নাড়ীব্রণের ন্যায় চিকিৎসা বিধেয়। বহুছিদ্র-বিশিষ্ট শতপোনকরোগে চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া অর্দ্ধলাঙ্গলক, লাঙ্গলক, সর্ব্বতোভদ্রক বা গোতীর্থক ছেদ করিবে। মলদ্বারের উভয় পার্শ্বে সমভাগে ছেদ করিলে তাহাকে লাঙ্গলক ছেদ এবং এক পার্শ্বে হ্রস্বছেদ করিলে তাহাকে অর্দ্ধ-লাঙ্গলক ছেদ বলে। সেবনীস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুহ্যদ্বার চারিখণ্ডে ছেদ করাকে সর্ব্বতোভদ্রক ছেদ কহে। মল-নির্গম-মার্গের দিকে না দিয়া পার্শ্ব হইতে ছেদ করিলে তাহাকে গোতীর্থক ছেদ বলা যায়। শতপোনকরোগে পূয়াদি স্রাবের সমস্ত মুখই অগ্নি কর্ম্ম দ্বারা দগ্ধ করিবে।

উষ্ট্রগ্রীব ভগন্দররোগে শোষের মধ্যে এষণী প্রবেশ করাইয়া ছেদন করিবে, পরে তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ কর্ত্তব্য এবং পূতিমার্গ নিবারণার্থে অগ্নিকর্ম্মও হিতকর। স্রাবমার্গ শস্ত্রদ্বারা ছেদ করিয়া ক্ষার বা অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা দগ্ধ করিবে। শোষের অন্বেষণ করিয়া শস্ত্রদ্বারা ছেদ করিবে। ছেদনার্থ খর্জ্জূরপত্রিক, অর্দ্ধচন্দ্র, চন্দ্রবর্গ, সূচীমুখ, ও অবাঙ্মুখ শস্ত্র প্রয়োগ হিতকর। ছেদনের পর অগ্নি বা ক্ষার দ্বারা দগ্ধ করিতে হয়।

শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা যদি অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়, তবে উষ্ণ তৈল পরিষেচন করিবে। শল্যজ ভগন্দরে যন্ত্রের সহিত শোষ ছেদন করিয়া অগ্নিবর্ণ জম্বোষ্ঠ বা তপ্ত লোহশলাকা দ্বারা দগ্ধ করিবে। ভগন্দররোগী আরোগ্য হইলেও এক বৎসরকাল ব্যায়াম, স্ত্রীসংসর্গ, যুদ্ধ, অশ্বাদির পৃষ্ঠে আরোহণ এবং গুরু দ্রব্যভোজন পরিত্যাগ করিবেন। (ভাবপ্র° ভগন্দর রোগাধি°)

সুশ্রুতেও ভগন্দররোগের চিকিৎসা-প্রণালী লিখিত হইয়াছে। এই পঞ্চপ্রকার ভগন্দরের মধ্যে শম্বূকাবর্ত্ত ও শল্যজ ভগন্দর দ্বয়ই অসাধ্য। অবশিষ্ট তিন প্রকার কষ্টসাধ্য। ভগন্দর হইলে অপক্ক অবস্থায় রোগীকে অতিতর্পণ হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত একাদশ প্রকার প্রতীকার করা বিধেয়। পীড়কা পাকিয়া উঠিলে স্নেহমর্দ্দন ও অবগাহন করাইবে। স্নেহ বা ক্বাথ প্রভৃতি কোন প্রকার তরল পদার্থে শরীর নিমগ্ন করাকে অবগাহন কহে। পরে রোগীকে শয্যাতে শয়ন করাইয়া অর্শরোগীর ন্যায় সূত্রে বা শাটকযন্ত্রে বন্ধন পূর্ব্বক ভগন্দর অধোমুখ, উর্দ্ধমুখ, অন্তর্মুখ, কি বহির্মুখ তাহা উত্তমরূপে দেখিয়া এষণী প্রদান পূর্ব্বক ক্ষতস্থান উন্নত করিয়া পূয়াশয় সহিত ছেদন করিয়া তুলিয়া লইবে। অন্তর্মুখ ভগন্দর হইলে রোগীকে যন্ত্রের দ্বারা সম্যক্‌রূপে বন্ধন করিয়া প্রবাহণ করিতে অর্থাৎ মলদ্বারে বেগদিতে বলিবে। এরূপ প্রক্রিয়ায় ভগন্দরের মুখ দৃষ্ট হইলে, এষণী প্রদানপূর্ব্বক শস্ত্রপাত করিবে। অগ্নি বা ক্ষার সকল ভগন্দররোগেই প্রয়োগ করা যায়।

শতপোনক ভগন্দরে মলদ্বার মধ্যে অগ্রে ক্ষুদ্র ব্রণ সমস্ত ছেদ করিবে। সেই সকল ঘা পুরিয়া উঠিলে তবে মলদ্বারের মূল নাড়ীর চিকিৎসা করিবে। যে সকল শিরা পরস্পর সম্বদ্ধ, তাহাদিগের প্রত্যেকটীকে বাহ্যদেশে স্বতন্ত্রভাবে ছেদ করা কর্ত্তব্য। যে নাড়ী পরস্পর সম্বদ্ধ নহে, তাহাও একত্র ছেদন করিলে ব্রণের মুখ অতিশয় বিবৃত হয়; সুতরাং সেই প্রশস্তমুখ দিয়া মলমূত্র নির্গমন হইয়া থাকে এবং বায়ু কর্ত্তৃক আটোপ ও মলদ্বারে কন্‌কনানি জন্মে। এইরূপ ভগন্দরে মুখ প্রশস্ত করিয়া কখনও ছেদ করিবে না।

এই বহু ছিদ্রবিশিষ্ট ভগন্দররোগে সার্দ্ধলাঙ্গলক, লাঙ্গলক, সর্ব্বতোভদ্র অথবা গোতীর্থক ছেদ করা যাইতে পারে। রক্তাদিস্রাবের পথ সকল অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা বিধেয়। ভীরু বা কোমলপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির শতপোনক-ভগন্দর হইলে আরোগ্য হওয়া দুষ্কর। এই রোগে শীঘ্র বেদনা ও আস্রাবনাশক স্বেদ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। কৃশরা বা পায়সের স্বেদ অথবা লাব, তিত্তির প্রভৃতি গ্রাম্য ও সজলদেশজাত পশুর মাংস সহযোগে বৃক্ষাদনী, এরণ্ড ও বিশ্বাদিগণের ক্বাথ বা চূর্ণ স্নেহ কুম্ভে নিহিত করিয়া ব্রণে স্বেদ দিবে। তিল, এরণ্ড, তিসি, মাষকলাই, যব, গোধূম, সর্ষপ, লবণ ও অম্লবর্গ, এই সকল স্থালীমধ্যে রাখিয়া রোগীকে স্বেদ দিতে হইবে। স্বেদ দেওয়া হইলে কুষ্ঠ, লবণ, বচ, হিঙ্গু ও অজমোদা প্রভৃতি দ্রব্য সমভাগে ঘৃত, দ্রাক্ষা বা অম্লরস, সুরা অথবা কাঞ্জীসহযোগে সেবন করাইবে। তৎপরে ব্রণে মধুকতৈল সেচন এবং মলদ্বারে বায়ুরোগনিবারক তৈল পরিষেচন করিবে। এইরূপ প্রতীকার করিলে মলমূত্র স্ব স্ব পথে নিঃসৃত হইয়া, অন্যান্য তীব্র উপদ্রবেরও শান্তি প্রদান করে।

উষ্ট্রগ্রীব নামক ভগন্দর এষণী দ্বারা ছেদনপূর্ব্বক ক্ষার পাত করিবে। পরে ইহা হইতে পূতি মাংস সকল নিষ্কাশিত করিতে হয়। সেইজন্য উহাকে অগ্নিদগ্ধ করা আবশ্যক। পূতিমাংস সকল নির্গত হইলে তিল পিষিয়া ঘৃতসংযোগে ইহাতে প্রলেপ দিবে ও তাহা বন্ধন করিয়া ঘৃতে পরিষেচন করিবে। তিন দিনের পর বন্ধন খুলিয়া যদি ব্রণে কোন দোষ দেখা যায়, তবে অগ্রে তাহার সংশোধন করা আবশ্যক। সংশোধিত হইলে যথাবিধি রোপণ বিধেয়।

পরিস্রাবী ভগন্দরে রসরক্তাদি আস্রাব হইতে থাকিলে তাহার পথ ছেদনপূর্ব্বক ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে এবং পরে তাহাতে ঈষদুষ্ণ অণুতৈল প্রয়োগ করিয়া বমনীয় ঔষধ দ্বারা অল্প পরিমাণে পরিষেচন করিবে। এইরূপ প্রতীকারে ব্রণ কোমল এবং বেদনা ও আস্রাব হ্রাস হইলে তাহার মুখশোষ অন্বেষণপূর্ব্বক ছেদন করিয়া অগ্নিদ্বারা সম্যক্ দগ্ধ করিবে। খর্জ্জূরপত্র, অর্দ্ধচন্দ্র, চন্দ্রচক্র, সূচীমুখ ও অবাঙ্মুখ প্রভৃতি আকারে ভগন্দর ছেদন করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে পুনর্ব্বার ক্ষারের দ্বারাও দগ্ধ করা যায়। তৎপরে ব্রণ কোমল হইলে সংশোধন করিবে।

বালকের বাহ্যমুখ বা অন্তর্মুখ কোন প্রকার ভগন্দর হইলে বিরেচন, অগ্নি, ক্ষার বা শস্ত্র হিতকর নহে। যে সকল ঔষধ কোমল ও তীক্ষ্ণ তাহাই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। আরগ্বধ হরিদ্রা ও নীলচূর্ণ মধু ও ঘৃতে আপ্লুত করিয়া বর্ত্তির আকারে ব্রণে প্রয়োগ করিয়া শোধন করিবে। এই যোগের দ্বারা ব্রণের নালী শীঘ্র আরোগ্য হয়। আগন্তুক ভগন্দরে নালী হইলে শস্ত্রের দ্বারা ছেদ করিয়া জাম্বোষ্ঠ শলাকা দাহনপূর্ব্বক অগ্নিবর্ণ করিয়া সেই ব্রণের স্থান দগ্ধ এবং প্রয়োজন হইলে ক্রিমিনাশক ও শল্য-অপনয়ন বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। ভ্রমণশীল ব্যক্তির এই রোগ অসাধ্য। ভগন্দরে শস্ত্রপাতজন্য যদি বেদনা হয়, তবে তাহাতে উষ্ণ অণুতৈল পরিষেচন করা কর্ত্তব্য, অথবা স্থালীতে বাতঘ্ন ঔষধ পূর্ণ করিয়া তাহার মুখে ছিদ্রযুক্ত শরাব আচ্ছাদিত করিবে। পরে রোগীকে উপবেশন করাইয়া ও তাহার মলদ্বারে ঘৃত সেচন করিয়া তাহাতে স্থালীস্থ দ্রব্যের উষ্ণ স্বেদ দিতে হইবে। অথবা রোগীকে শয়ন করাইয়া নলের দ্বারা বেদনা শান্তিকর নাড়ীস্বেদ প্রয়োগ করিবে।

ত্রিকটু, বচ, হিঙ্গু, লবণ, শ্যামা, দন্তী, ত্রিবৃৎ, তিল, কুষ্ঠ, শতমূলী, গোলোমী, গিরিকর্ণিকা, কাসীস, কাঞ্চনবৃক্ষ এবং ক্ষীরীবর্গ, এই সকলের দ্বারা ভগন্দর ব্রণ সংশোধিত করিতে হয়। ত্রিবৃৎ, তিল, নাগদন্তী, ও মঞ্জিষ্ঠা দুগ্ধসহ মধুসৈন্ধব যোগে প্রয়োগ করিলে ভগন্দর ব্রণের উৎসাদন হইয়া থাকে। রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম্বপত্র, ত্রিবৃৎ, গজপিপ্পলী ও দন্তী একত্র ইহাদের কল্কের প্রলেপে ভগন্দরের নালীব্রণ আরোগ্য হয়। কুষ্ঠ, ত্রিবৃৎ, তিল, দন্তী, পিপুল, সৈন্ধব, মধু. হরিদ্রা, ত্রিফলা, ও তুথ প্রভৃতি ব্রণ শোষণের পক্ষে হিতকর। পিপুল, যষ্টিমধু, লোধ, কুড়, এলাইচ, রেণুকা, মঞ্জিষ্ঠা, ধাতকীপুষ্প, শ্যামালতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, সর্জ্জরস, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, কলিচূণ, বচ, লাঙ্গলকী, মোম ও সৈন্ধব প্রভৃতি যোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ভগন্দররোগ আশুপ্রশমিত হয়। (সুশ্রুত চিকি০ ৮ অ০)

ভৈষজ্য-রত্নাবলীতে ভগন্দররোগাধিকারে সপ্তবিংশতিক গুগ্‌গুলু, বিষ্যন্দন তৈল, করবীরাদ্য তৈল, নিশাদ্য তৈল, সৈন্ধবাদ্য তৈল, নারায়ণ রস, চিত্রবিভাণ্ডক রস, তাম্র প্রয়োগ এবং বিবিধ মুষ্টিযোগ লিখিত আছে। রসেন্দ্র-সারসংগ্রহে— এই রোগাধিকারে বারিতাণ্ডব রস ও ভগন্দরহর রস অভিহিত হইয়াছে। [ইহার প্রস্তুত প্রণালী তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য]

গরুড়পুরাণে অর্শ ও ভগন্দর রোগোপশমের এইরূপ ঔষধ ব্যবস্থিত হইয়াছে ;—

"অটরূষকপত্রেণ ঘৃতং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
চূর্ণং কৃত্বা তু লেপোঽয়ং অর্শোরোগহরঃ পরঃ ॥
গুগ্‌গুলু ত্রিফলাযুক্তং পীত্বা নশ্যেদ্ভগন্দরম্ ॥" (গ০ ১৮৮।৩-৪)

ভগন্দরহররস (পুং) রসৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী ;— পারা একভাগ ও গন্ধক দুইভাগ ঘৃতকুমারির রসে তিনদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক তাম্র ও লৌহ তুল্যরূপে মিশ্রিত করিয়া একটী পাত্রে স্থাপনানন্তর দুই প্রহরকাল স্বেদ দিবে, পরে ঐ ভস্ম উত্তমরূপে মাড়িয়া কাগ্‌চী নেবুর রসে সাতবার ভাব্‌না দিয়া পুটপাক করিবে। একরতি পরিমাণ বটি সেবনে ভগন্দর আশুপ্রশমিত হয়। চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবেন। (রসেন্দ্রসারস০ ভগন্দর চিকি০)

ভগপুর (স্ত্রী) মুলতানের অন্তর্গত একটী নগর।

ভগভক্ত (ত্রি) ভগে ধনে ভক্তঃ। ধনরত। (ঋক্ ১।২৪।২৫)

ভগভক্ষক (পুং) ভগং যোনিস্তামুপাশ্রিত্য ভক্ষয়তি জীবিকাং নির্ব্বাহয়তীতি ভক্ষ-ণ্বুল্। নায়ক ও নায়িকার মেলক, কুণ্ডাশী চলিত কোটনা। ইহাদের অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

"যো বান্ধবৈঃ পরিত্যক্তঃ সাধুভির্ব্রাহ্মণৈরপি।
কুণ্ডাশী যশ্চ তস্যান্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥"
(মার্কণ্ডেয় পু০ সদাচারাধ্যা০)

ভগল (ত্রি) ভগং তদ্ব্যাপারং লাতি লা-ক। ভগব্যাপার-গ্রাহক।

ভগবৎ (পুং) ভগঃ ষড়ৈশ্বর্য্যং অস্ত্যস্য নিত্যযোগে মতুপ্, মস্য ব। ১ ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত বা ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরমেশ্বর। ২ বুদ্ধ। (অমর) পরমেশ্বরই ভগবচ্ছব্দ বাচ্য। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে। বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বকারণের কারণ মহাবিভূতিশালী পরব্রহ্মেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভগবৎ শব্দের ভকারের দুইটী অর্থ, প্রথম তিনিই সকলের ভরণকর্ত্তা ও সমস্তের আধার, গকারের অর্থ গময়িতা, সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞান-

ফলের প্রাপক এবং স্রষ্টা। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ৬টীর নাম ভগ। পরব্রহ্মেই এই ভগবৎ শব্দ সার্থক হইয়া থাকে। অন্যত্র ইহা প্রযুক্ত হইলে নিরর্থক হয়। ভূতসমূহের উৎপত্তি, প্রলয়, আগতি, গতি, বিদ্যা ও অবিদ্যাকে তিনি জানেন, এই জন্য তাঁহাকে ভগবান্ বলা যায়। জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি ভগবৎ শব্দের বাচ্য। ব্রহ্ম—শব্দাদির অগোচর, তাঁহার পূজার জন্যই কেবল তাঁহাকে ভগবৎ শব্দ দ্বারা কীর্ত্তন করা যায়। অতএব একমাত্র পরব্রহ্মই ভগবৎশব্দের বাচ্য *। সর্ব্বদা ভগবন্নামকীর্ত্তন, ভগবৎসেবা প্রভৃতি করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১২৭)

৪ বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়, জিনেন্দ্র, সূর্য্য, ব্যাসদেব ও পূজনীয় গুরুপুরোহিতকে ভগবৎ শব্দে অভিহিত করা যায়।

ভগবৎ, বারাণসীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত একটী পরগণা। গৌতমদিগের আক্রমণ কালে এইস্থান জামিয়াৎ খাঁ গহরবাড়ের অধিকারে ছিল। জামিয়াৎ প্রজাবর্গের সাহায্যে এখানকার পটাট্ দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানকার প্রাচীন নাম হনোয়া।

ভগবৎ, বিষ্ণূপাসক বেনিয়া সম্প্রদায়বিশেষ। [ভকৎ দেখ]

ভগবতী (স্ত্রী) ভগ-মতুপ্, ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ পূজ্যা। ২ গৌরী। (মেদিনী) ইনি প্রকৃতিস্বরূপিণী মহামায়া দেবী।

"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মোহমায়া প্রযচ্ছতি॥"(মার্ক পু০ ৮১।৪২)

৩ সরস্বতী। ৪ গঙ্গা। ৫ দুর্গা।

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব কৃত্রিমম্।
দুর্গা সত্যস্বরূপা সা প্রকৃতির্ভগবান্ যথা॥
সিদ্ধৈশ্বর্য্যাদিকং সর্ব্বং যস্যামস্তি যুগে যুগে।
সিদ্ধ্যাদিকে ভগো জ্ঞেয়স্তেন ভগবতী স্মৃতা॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু০ প্রকৃতি০ ৫৪ অ০)

৬ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ভগবতীচিত্রাঙ্কিত পাগোদা স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ।

ভগবতীপুর বর্দ্ধমান জেলার মনোহরশাহী পরগণার অন্তর্গত একখানি গণ্ডগ্রাম। অক্ষা০ ২৩০৪২´উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৮°৫´৩০´´পূ

ভগবত্ত্ব (ক্লী) ভগবতো ভাবঃ, ত্ব। ভগবানের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভগবৎপদী (স্ত্রী) গঙ্গার নামান্তর। বিষ্ণুপদ হইতে তাঁহার উদ্ভব বলিয়া তিনি এই নামে অভিহিত। ভাগবতে লিখিত আছে যে, বলিযজ্ঞে দানগ্রহণ কালে ভগবানের বামপদাঙ্গুষ্ঠনখে অণ্ডকটাহ ভিন্ন হইয়া যে জলধারা নির্গত হয়, তাহাই জাহ্নবী, ভাগিরথী প্রভৃতি নামে কথিত। (ভাগ০ ৫।১৭।১)

ভগবৎপাদাচার্য্য, তন্ত্রসার ও প্রাতঃস্মরণস্তোত্র নামক গ্রন্থদ্বয়-প্রণেতা।

ভগবৎপুর, একটী প্রাচীন জনপদ। পরমারবংশীয় মহারাজ বাক্‌পতিরাজদেবের রাজ্যভুক্ত ছিল।

ভগবৎপুরাণ, অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক একখানি মহাপুরাণ। বৈষ্ণবগণের মতে বিষ্ণুভাগবত ও শাক্তগণের মতে দেবীভাগবতই এই নামে প্রসিদ্ধ। [বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ]

ভগবদানন্দ, ১ গৌড়পাদীব্যাখ্যা প্রণেতা। ইহার অপর নাম আনন্দতীর্থ। ২ স্বপ্রকাশরহস্য প্রণেতা।

ভগবদীয় (পুং) বিষ্ণুর উপাসক। (ভাগ০ ৫।৬।১৭)

ভগবদ্গীতা (স্ত্রী) ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত অষ্টাদশাধ্যায়াত্মক, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগসূচক গ্রন্থ। [গীতা দেখ]

ভগবদ্দাস, রসকদম্বকল্লোলিনী নামে গীতগোবিন্দটীকা প্রণেতা।

ভগবদ্দৃশ্য (ত্রি) ভগবানিব দৃশ্যতে দৃশ-কর্ম্মণি ক্যপ্। ভগবৎ-তুল্য।

"শ্রুতং মে ভগবদ্দৃশ্যেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিৎ"
(ছান্দোগ্য০ উপ০)

ভগবদ্দ্রুম (পুং) মহাবোধি বৃক্ষ। (মেদিনী)

ভগবদ্ভক্ত (পুং) ভগবতো ভগবত্যা বা ভক্তঃ। ১ শ্রীকৃষ্ণ অথবা ভগবতী-ভক্তিযুক্ত। ভগবানের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন। ২ দাক্ষিণাত্যবাসী বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ।

ভগবদ্ভট্ট, নূতনতরিরসতরঙ্গিণীটীকা প্রণেতা।

ভগবদ্ভাবক, ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌বৃত্তি রচয়িতা।

ভগবন্ত, মুকুন্দ-বিলাসকাব্য প্রণেতা।

ভগবন্তদেব, ভরেহ নগরের অধিপতি। ইনি সেঙ্গর (শৃঙ্গিবর) জাতীয় এবং স্মৃতিভাস্কর গ্রন্থের রচয়িতা নীলকণ্ঠের প্রতি-

---

* "শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে॥
সংভর্ত্তেতি ততো ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ।
তেনাগমন্বিতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথামুনে॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
স চ ভূতেষশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ।
এবমেব মহাবাহো ভগবানিতি সত্তম।
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ॥
উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিং।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ গুণাদিভিঃ॥"(বিষ্ণুপু০৬ অ০৫ অ০)

পালক। উক্ত গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থমধ্যে এই সেঙ্গর রাজবংশের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। রাজা কর্ণের পুত্র বিশোক, তৎপুত্র অষ্টশত্রু, তৎসুত রায়, তৎপুত্র বৈরাটরাজ, তৎপুত্র বীঢ়রাজ, তৎসুত নরব্রহ্মদেব, তৎপুত্র মন্থ্যদেব, তৎপুত্র চন্দ্রপাল, তৎপুত্র শিবগণ, শিবের পুত্র রোলিচন্দ্র, তৎপুত্র কর্ম্মসেন, তৎসুত রামচন্দ্র, রামের পুত্র যশোদেব, তৎপুত্র তারাচন্দ্র, তারাচন্দ্রের পুত্র চক্রসেন, পৌত্র রাজসিংহ এবং প্রপৌত্র সাহিদেব। এই সাহিদেবের পুত্র ভগবন্তদেব বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ও সজ্জনপ্রতিপালক ছিলেন।

ভগবন্তনগর, অযোধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটী নগর। প্রায় দুই শতাব্দী হইল, সম্রাট অরঙ্গজেবের হিন্দু-দেওয়ান রাজা ভগবন্ত রায় স্বনামে এই নগর স্থাপনা করিয়া যান।

ভগবন্তসিংহ খীচর, গাজীপুরের জনৈক হিন্দু নরপতি। ইনি রাজদ্রোহী হইয়া কোরা অধিকার পূর্ব্বক তথাকার শাসনকর্ত্তা জান্নিসর খাঁকে তাড়াইয়া দেন এবং পরিশেষে তাহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে রাজমন্ত্রী কামরুদ্দীন খাঁ স্বীয় ভগিনীপতির হত্যাপরাধের প্রতিশোধার্থ তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। মন্ত্রিবরের আদেশে ফরুখাবাদের বঙ্গশ নবাব মহম্মদ খাঁ কোরা অবরোধ করেন, কিন্তু তিনিও বিফলমনোরথ হইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আইসেন। অবশেষে দিল্লীশ্বর কর্তৃক এই রাজ্য বুর্হান্-উল্-মুলুকের হস্তে অর্পিত হইলে, নবাব ও রাজসৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। রণক্ষেত্রে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া ভগবন্ত কোরার চৌকীদার দুর্জ্জনসিংহের হস্তে নিহত হন।

ভগবন্ময় (ত্রি) কৃষ্ণার্পিতচিত্ত। যিনি তদ্গতচিত্তে ভগবানের ধ্যানে নিরত।

ভগবানগঞ্জ, আরাজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে একটী সুপ্রাচীন ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ ও ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরাদির নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এই স্তূপকে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দনির্ম্মিত দ্রোণস্তূপ বলিয়া অনুমান করেন।

ভগবান গোলা, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গঙ্গা নদীতীরবর্ত্তী একটী বাণিজ্য স্থান। কলিকাতা হইতে ৬০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৪° ২০´ উঃ এবং ৮৮° ২০´ ৩৮´´ পূঃ। নূতন ও পুরাতনভেদে ভগবান গোলা গ্রাম দুইটী ২॥০ ক্রোশ ব্যবধান মধ্যে স্থাপিত। মুসলমান অধিকারে পুরাতন গ্রামাংশ মুর্শিদাবাদের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। গঙ্গা বন্যাপ্লাবিত হইলে এখনও এখানে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। এখানে পুলিশ স্থাপিত আছে। অপর সময়ে নদীর জলগতি পরিবর্ত্তিত হইলে লোকে নূতন নগরে আসিতে বাধ্য হয়, কারণ তখন আর পুরাতন ভাগে পণ্য-দ্রব্যবাহী নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে না।

শোভাসিংহের বিদ্রোহ দমনার্থ বাদশাহী সৈন্য যখন বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন বিদ্রোহিদলনেতা রহিম শাহ এই ভগবান গোলার নিকটে সৈন্য সমাবেশ করিয়া জবরদস্ত খাঁ ও বাদশাহী সৈন্যের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ভগবান দাস জনৈক নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব সাধু। একদা রাজাদেশ প্রচারিত হইল যে, যে কোন বৈষ্ণব তিলক ও তুলসী মালা ধারণ করিবে, তিন দিবস পরে তাহার মস্তকচ্ছেদ করা হইবে। এই কঠিন দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে অনৈষ্ঠিকদিগের মনে ভয় উপস্থিত হইল, তাহারা কণ্ঠী ও তিলক ছাড়িয়া দিল; কিন্তু ভগবান দাস এ প্রমাদকালে মৃত্যুকে নিশ্চয় জানিয়া সর্ব্বাঙ্গে তিলকছাব ধারণ করিল। দিবসত্রয় পরে রাজভৃত্যগণ তাহাকে ধৃত করিয়া রাজসকাশে আনয়ন করে। রাজা তাঁহার বিমল ভক্তি-নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। (ভক্তমাল ২৫)

ভগবান দাস (রাজা) অম্বরাধিপতি রাজা বেহারীমল্লের পুত্র ও মোগলসেনাপতি রাজা মানসিংহের পিতা। ইঁহারা কচ্ছবাহ বংশীয়। ৯৬৯ হিঃ সম্রাট্ অকবর শাহ যখন আজমীর পরিদর্শনে গমন করেন, তখন ইঁহারা পিতাপুত্রে সম্রাটের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন *।

৯৮০ হিঃ সর্ণালের নিকট ইব্রাহিম-হুসেন-মীর্জার সহিত যুদ্ধকালে তিনি সম্রাট্ অকবর শাহের জীবন রক্ষা করেন। পরে ইদারের রাণা অমর সিংহকে দিল্লীতে ধৃত করিয়া আনায় তাঁহার যশঃখ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সম্রাটের রাজ্যকালের ত্রয়োবিংশ বর্ষে কচ্ছবাহগণ তাহাদের তুজুল পঞ্জাবে লইয়া যায়, তদনুসারে রাজা ভগবান দাসও উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হন। ২৯শ বর্ষে ভগবানের কন্যার সহিত সম্রাট-পুত্র যুবরাজ সেলিমের শুভ-পরিণয় সম্পাদিত হয় †। ৩৩শ বর্ষে তিনি ৫ হাজারী সেনানায়ক ও জাবুলীস্থানের শাসনকর্তৃপদে আসীন হইয়াছিলেন। খয়রা-

---

* রাজা বিহারীমল্ল স্বীয় কন্যাদানে অকবর শাহের সহিত কুটুম্বিতা দৃঢ় করেন। রাজপুতের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম মোগলরাজের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [বেহারীমল্ল দেখ]

† রাজপুত্র খুস্রুই এই রাজপুত-বালার একমাত্র পুত্র।

বাদে অবস্থিতি কালে তাঁহার মস্তিষ্ক-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তখন আত্মনাশের জন্য তিনি নিজ দেহে অস্ত্রাঘাত করেন। তৎপরে আরোগ্যলাভ করিলে তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য সম্রাট্ (৩২শ বর্ষে) বিহারে জায়গীর প্রদান করেন এবং মানসিংহ তথাকার রাজপ্রতিনিধিরূপে অবস্থিত হন।

৯৯৮ হিঃ রাজা টোডরমল্লের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লাহোর নগরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। প্রবাদ টোডরমল্লের অন্ত্যেষ্টি সমাপনপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইয়াই তিনি মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত হন এবং তাহার ৫ দিন পরে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই নবেম্বর তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়।

তাঁহার মৃত্যু সময়ে সম্রাট্ কাবুলে ছিলেন, তিনি সেখান হইতেই বঙ্গবিহারের অধিপতি কুমার মানসিংহের উপর রাজা উপাধি ও ৫ হাজারী সেনানায়কের পদ অর্পণ করেন। রাজা ভগবান্ দাস জীবিতকালে লাহোর নগরের জামি-মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ভগবান মিত্র বঙ্গের প্রথম ও প্রধান কানুনগো। কাঁটোয়ার নিকটবর্ত্তী খাজুরডিহির মিত্রবংশে এবং উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কুলে তাঁহার জন্ম হয়। ভগবানের পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্গবিনোদ বহুকাল কানুনগো পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বঙ্গবিনোদ উদার-প্রকৃতির লোক ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন-প্রতিপালন তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। তাঁহারই নামগুণে এই মিত্রবংশ 'বঙ্গাধিকারী' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার স্বনামচিহ্নিত বিনোদনগর ও অরঙ্গাবাদ পরগণাই বঙ্গাধিকারীবংশের প্রাচীন ভূসম্পত্তি।

ভগবানলাল ইন্দ্রজী স্বনামখ্যাত জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিৎ। ইনি স্বীয় বিদ্যাপরাকাষ্ঠার জন্য পণ্ডিত ও ডাক্তার উপাধি লাভ করেন। শিলালিপিসমূহের পাঠোদ্ধার দ্বারা তিনি অনেক ঐতিহাসিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

পণ্ডিত ভগবানলাল জুনাগড়ের কোন সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সোরাটের (সৌরাষ্ট্র ?) নবাবসরকারে কার্য্য করিয়া অথবা দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্য লাভ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী হইয়াছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণবংশের চিরন্তন প্রথানুসারে অতি শৈশবাবস্থা হইতেই বালক ভগবান্‌কে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যগুলিও অধ্যয়ন করিতে হইত। স্বীয় ধীশক্তি প্রভাবে এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ে তিনি শীঘ্রই সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ও শাস্ত্রমূলক সংস্কৃত গ্রন্থাদি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঐতিহাসিক-অনুশীলনী-শক্তিও দিন দিন উন্মুখীন হইতে ছিল। স্বদেশস্থ গির্ণর পর্ব্বতবক্ষে লুকাইত প্রাচীনতম গৌরবকীর্ত্তিসমূহের ঐতিহাসিক শ্রুতি অবলম্বনে তিনি প্রত্নতত্ত্ববিষয়িণী বহুল অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

অতি বাল্যকালেই তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে এই অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। বাল্যকালের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিনিবন্ধন তিনি গির্ণর-পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক প্রায়ই ইতস্তত পর্য্যবেক্ষণে ভ্রমণসময় অতিবাহিত করিতেন। ঐ সময়ে পর্ব্বতোপরি সম্রাট্ অশোকের প্রশস্তি এবং রুদ্রদাম ও স্কন্দগুপ্তের সাময়িক শিলালিপি খোদিত দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে মহান্ কৌতূহল উদ্দীপিত হয়। প্রস্তরগাত্রে খোদিত এই বিচিত্র লেখমালার সমাবেশ দেখিয়া প্রথমে তিনি চমৎকৃত হন। উহার পাঠোদ্ধার হইলে সম্ভবতঃ উহা হইতে কোন অলৌকিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে, এই চিন্তা তাঁহার সুকুমার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক ছিল। ক্রমে তিনি প্রিন্সেপ সাহেবকৃত একখানি 'ভারতীয়-অক্ষরতালিকা' সংগ্রহ করিয়া তাহারই সাহায্যে উহার পাঠোদ্ধারপূর্ব্বক সাধারণের বোধগম্য করিতে সমর্থ হন। বালকের এই অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া, ফর্বিশ সাহেব (Mr. Kinloch Forbes) ভগবান্‌কে পণ্ডিতকার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য ডাঃ ভাউদাজীকে বিশেষ অনুরোধ করেন; তদনুসারে তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভাউদাজী পণ্ডিতের অধীনে কর্ম্মে ব্রতী হইয়া প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসার প্রশস্তক্ষেত্রে অগ্রসর হন। যে ১২ বর্ষাধিককাল তিনি ঐ পণ্ডিতবরের আশ্রয়ে ছিলেন, সেই সময় তাঁহার জীবনের শিক্ষানবিশী ও ভ্রমণকাল বলিতে হইবে। ডাঃ ভাউদাজী ও পণ্ডিত গোপালপাণ্ডুরঙ্গ পড্যে একযোগে যে সকল শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদির প্রতিলিপি পাঠ করিতেন, তাহার ভ্রমনিরাকরণের জন্য ভগবানলাল মূলফলকের পাঠ মিলাইতে যাইতেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্ডিত ভগবানলাল গুজরাত, কাঠিয়াবাড়, উজ্জয়িনী, বিদিশা, আলাহাবাদ, ভিতরী, সারনাথ ও নেপাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন*। তিনি যে কেবল ঐ কয়টী স্থানে গিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে; কার্য্য ব্যপদেশে তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম রাজপুতনা, জয়শালমীর পর্য্যন্ত সমগ্র মরুভূমি, মধ্যভারত, মালব, ভোপাল, সিন্দে-

* রুদ্রদাম ও স্কন্দগুপ্তের শিলালিপি প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় Jour. Bom. Br R. A. S. Vol vii. p113 ও Vol VIII, IX, XI. ভাগে এই এই কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজ্য, মধ্যপ্রদেশ, আগ্রা, মথুরা ও বারাণসী প্রভৃতি স্থান বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং উত্তরভারতের যুসুফজৈ জেলার শাহবাজগড় হইতে পূর্ব্বে নেপাল পর্য্যন্ত হিমালয় প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানাস্থানের শিলাফলক ও মুদ্রাদির প্রতিলিপি পাঠ এবং পুথি ও মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ভ্রমণ সময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ধ্বংসপ্রায় সুপ্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের আমূল বৃত্তান্ত তিনি স্বীয় পুস্তক মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজী ও প্রাকৃতভাষা শিক্ষা করেন। ইংরাজি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ না হইলেও তিনি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিতেন।

এইরূপ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি শিলালিপি পাঠবিষয়ে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নেপালের কার্য্য সমাধা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মে ডাঃ ভাউদাজীর মৃত্যু হওয়ায় এবং তদ্বংশধরগণ তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি স্বতন্ত্রভাবে ও পাণ্ডিত্য-সহকারে ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহের আলোচনার অবসর পাইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি' এবং 'বোম্বে ব্রাঞ্চ অব রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায়' তাঁহার লিখিত প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইতে থাকে। তিনি ঐ পত্রিকাদ্বয়ে যে ২৮টী প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতে অনেক মূল্যবান্ ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ডাঃ ক্যানিংহামের 'আর্কিওলজিকাল সার্ভে রিপোর্ট' ও 'বোম্বাই গেজেটিয়ার' নামক পুস্তকেও তাঁহার কএকটী মহামূল্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁহার সুপারা-স্তূপ আবিষ্কার প্রবন্ধ তাঁহাকে চিরদিন প্রত্নতত্ত্ব-সম্প্রদায়ের সুদক্ষ ও সৌভাগ্য-সূর্য্য বলিয়া ঘোষণা করিবে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লিডেন ইউনিভার্সিটী হইতে Doctor of Philosophy আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি Koninklijk Institut vor de Taal Landen Volken Kunde van Nederlandsch Indie ও Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland নামক সভাদ্বয়ের অবৈতনিক সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ডাঃ বার্গেশ, ডাঃ কাম্বেল,ডাঃ সেনার্ট,ডাঃ কোড্রিংটন,ডাঃ বুলার ও প্রোফেসার কার্ণ প্রভৃতি মহামনা য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের সহিত তিনি সর্ব্বদাই পত্রযোগে প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধে মতামত নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। বোম্বাই নগরস্থ তাঁহার বালকেশ্বর প্রাসাদে সংস্কৃতজ্ঞ য়ুরোপীয় অতিথির সমাগমে তিনি পরম প্রীত হইতেন এবং তাঁহাদের সন্দেহপূর্ণ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানফলের প্রকৃত উত্তরদানে তাঁহাদিগকে বিশেষ উপকৃত ও তুষ্ট করিতেন। দুঃখের বিষয়, এরূপ উদ্যমশীল ভারতসন্তান, ভারতেতিহাসের গভীর গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া যে বৃক্ষ রোপণ করিয়া যান, সে বৃক্ষের মধুর ফল তাঁহাকে আর অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ মে ৪৯ বর্ষ বয়সে তিনি ভবলীলা শেষ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন*।

আজীবন পরিশ্রম করিয়াও তিনি কখনও সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অবস্থা ততদূর স্বচ্ছল ছিল না। ঐতিহাসিক গবেষণায় তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইলেও তাঁহাকে উদরপূর্ত্তির জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। বুলার সাহেব (G. Buhler) বলেন, তাঁহার সহিত ভগবানলালের পরিচয় কালে ভগবানলাল কোন দেশীয় বণিকের আপিসে কর্ম্ম করিতেন অথবা তিনি ঐ বণিকের অংশীদার ছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া তিনি স্বীয় সাংসারিক ব্যয় সংগ্রহ করিতেন। স্বভাবতঃ স্বাধীন প্রকৃতির পক্ষপাতী হওয়ায় তিনি কখনও গবর্মেণ্টের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করেন নাই। কএকবার মাত্র তিনি বার্গেশ ও কাম্বেলের অনুরোধে বোম্বাই-গেজেটীয়ার পত্রিকার সংগ্রহকার্য্যে লিপ্ত হন মাত্র। এতদ্ভিন্ন কাঠিয়াবাড় প্রভৃতি দেশীয় রাজন্যগণের বদান্যতায় তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রাদি বৃটীশ মিউজিয়মে দান করিয়া যান।

ভগবান সিংহ, নাভাবংশের জনৈক রাজা। [নাভা দেখ]

ভগবেদন (ত্রি) ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক।

ভগশাস্ত্র (ক্লী) ভগব্যাপারবোধকং শাস্ত্রং মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা০। কামশাস্ত্র।

ভগস্ (ক্লী) ভগ। "ভর্গো মে বোচো ভগো মে বোচো যশো মে বোচঃ।" (আশ্ব০ গৃহ্য ১২৩।১৫) [ভগ দেখ]

ভগহন্ (পুং) ভগং ঐশ্বর্য্যং সংহারকালে হন্তি হন-ক্বিপ্। বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭৩)

ভগহারিন্ (ত্রি) শিব।

ভগাক্ষিহন্ (ত্রি) শিব।

ভগাঙ্কুর (পুং) ভগে গুহ্যস্থানে অঙ্কুর ইব। অর্শোরোগ।

ভগাধান (ক্লী) ভগস্য আধানং। ১ মাহাত্ম্যাধান। ২ সৌভাগ্য।

---

* মৃত্যুর ৪ মাস পূর্ব্বে ২৭শে জানুয়ারী তিনি বুলার সাহেবকে নিজের দৈন্য ও শারীরিক অসুস্থতা জ্ঞাপন করিয়া একপত্র লিখেন, তাহাতে তিনি জুনাগড়ের দেওয়ানের নিকট হইতে মাসহরা পাইবার প্রত্যাশায় অনুরোধের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন।

ভগাল (ক্লী) ভজতি সুখদুঃখাদিকং কর্ম্মজন্মনেনেতি ভজ্যতেঽনেনেতি বা ভজ (পীঙুকণিভ্যাং কালনিতি। উণ্০ ৩।৭৬) ইতি বাহুলকাৎ ভজেরপীতি উজ্জ্বলদত্তঃ ইতি কালন্, ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ কুত্বঞ্চ। নৃ-করোটি, নরকপাল। (জটাধর)

ভগালিন্ (পুং) ভগালং নৃকপালং ভূষণত্বেনাস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ নৃকপালধারী। ২ শিব। (ত্রিকা০)

ভগিনী (স্ত্রী) ভগং যত্নঃ পিত্রাদিতো দ্রব্যাদানে বিদ্যতেঽস্যা ইতি ইনি, ততো ঙীপ্। ১ সোদরা, সহোদরা, স্বসা। ভগং যোনিরস্যা অস্তীতি ভগ-ইনি ঙীপ্। ২ স্ত্রীমাত্র। মনুতে লিখিত আছে, পরস্ত্রী অথবা যে স্ত্রীর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ নাই; তাহাকে ভবতি, সুভগে বা ভগিনি বলিয়া সম্বোধন করা উচিত।

"পরস্ত্রী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রূয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ ॥" (মনু২।১২৯)

ভগিনীপতি (পুং) ভগিন্যাঃ পতিঃ। স্বসৃভর্ত্তা। পর্য্যায়, আবুত্ত, ভাব, চলিত বোনাই।

"ভগিনীপতিরাবুত্তো ভাবো বিদ্বানথাবুকঃ।" (অমর)

ভগিনীয় (পুং) ১ ভগিনী সম্বন্ধীয় বা ভগিনীজাত-পুত্র। ২ ভাগিনেয়।

ভগীরথ (পুং) ভং জ্যোতিষ্কমণ্ডলং গীর্বাণ্যয়ং তত্র রথ ইন্দ্রিয়াণি রথ ইব যস্য। সূর্য্যবংশীয় নৃপভেদ। সূর্য্যবংশীয় অংশুমান্ তনয় দিলীপের পুত্র। সগরতনয়গণ কপিলের শাপে ভস্মীভূত হইলে সগরবংশীয় নৃপতিগণ গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়নের জন্য বহু চেষ্টা করেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ভগীরথ ইঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। ঐ তপস্যার ফলে তিনি গঙ্গাকে আনিয়া পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভগীরথ হইতেই গঙ্গা পৃথিবীতে আইসেন বলিয়া ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধা হন। (মৎস্যপু০ ১২ অ০ রামা০ ১।৪২,৪৩,৪৪ স০)

[গঙ্গা ও ভাগীরথী দেখ]

ভগীরথ অবস্থি, জনৈক বিখ্যাত টীকাকার। তিনি পীতমুণ্ডীবংশীয় শ্রীহর্ষদেবের পুত্র ও বলভদ্র পণ্ডিতের বংশধর। কুর্ম্মাচলাধিপ জগচ্চন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কাব্যাদর্শটীকা, কিরাতার্জ্জুনীয়টীকা, বিজয়াদেবীমাহাত্ম্যটীকা, নৈষধীয়টীকা, মহিম্নস্তবটীকা, তত্ত্বদীপিকা নামক মেঘদূতটীকা, জগচ্চন্দ্রদীপিকা নামক রঘুবংশ টীকা ও শিশুপালবধের টীকা রচনা করেন।

ভগীরথ মিশ্র, বল্লভাচার্য্যকৃত ন্যায় লীলাবতীর টীকা রচয়িতা।

ভগীরথমেঘ, জনৈক গ্রন্থকার, মেঘ ভগীরথ ঠক্কুর নামে প্রসিদ্ধ। ইনি রামচন্দ্রের পুত্র ও জয়দেবের পৌত্র। জয়দেব পণ্ডিতের নিকট তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। কিরণাবলীপ্রকাশ ব্যাখ্যা, দ্রব্য-প্রকাশিকা, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশপ্রকাশিকা ও ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশব্যাখ্যা নামে তদ্রচিত কয়খানি ন্যায়গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগেবিত (ত্রি) ধনবিষয় রক্ষণযুক্ত।

"সনেম ভগেবিতাতুর্ফরী ফারিবারং" (ঋক্ ১০।১০৬।৮)
'ভগেবিতা ভগো ধনং তদ্বিষয়রক্ষণযুক্তৌ' (সায়ণ)

ভগেশ (পুং) ভগস্য ঈশঃ ৬তৎ। ঐশ্বর্য্যাদির ঈশ্বর।

"ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশম্" (শ্বেতা০ উপ০)

ভগোল (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং নক্ষত্রসমূহেন বিরচিতঃ গোলাকারঃ পদার্থঃ। ভপঞ্জর, নক্ষত্রচক্র।

"সব্যং ভ্রমতি দেবানামপসব্যং সুরদ্বিষাম্।
উপরিষ্টাদ্ ভগোলোঽয়ং বক্ষে পশ্চান্মুখঃ সদা॥"(সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

[খগোল দেখ]

ভগ্ন (ত্রি) ভনজ-ক্ত, সন্ধ্যাদ্ বিশ্লিষ্টত্বাৎ তথাত্বং। ১ পরাজিত। ২ মুটিত, চূর্ণিত, চলিত ভাঙ্গা।

"চিরকালোষিতং জীর্ণং কীটনিষ্কুষিতং ধনুঃ।
কিং চিত্রং যদি রামেণ ভগ্নং ক্ষত্রিয়কান্তিকে ॥" (ভট্টি)

(ক্লী) ভজ্যতে আমর্দ্দ্যতে বিশ্লিষ্যতে ইতি ভঞ্জ-ক্ত। ৩ রোগবিশেষ। অবয়বগত অস্থিসমূহের স্থানচ্যুতি অথবা ভঙ্গ জন্য শরীর মধ্যে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহাকে ভগ্নরোগ বলা যায়। সুশ্রুতে ইহার নিদানাদি এইরূপ লিখিত আছে,— উচ্চস্থান হইতে পতন, পীড়ন, প্রহার, আক্ষেপণ, হিংস্রপশুর দংশন প্রভৃতি নানাকারণে অস্থি ও অস্থিসন্ধি ভগ্ন হইয়া যায়। একসন্ধিস্থল হইতে অপর সন্ধিস্থলের মধ্যবর্ত্তী অস্থিখণ্ডকে কাণ্ড বলে। এইরূপ দুইখানি কাণ্ডাস্থি যে সংযোগস্থলে আবদ্ধ, তাহাই অস্থিসন্ধি নামে পরিচিত। প্রধানত ভগ্নরোগ ২ প্রকার—সন্ধিভঙ্গ (Dislocation) ও কাণ্ডভঙ্গ (Fracture)। কারণ ভেদে সন্ধিভঙ্গ ৬ প্রকার,—উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্ত্তিত, তির্য্যকৃগত, ক্ষিপ্ত ও অধোভগ্ন। সাধারণতঃ এই ৬ প্রকার সন্ধিভগ্ন হইতেই অঙ্গের প্রসারণ, আকুঞ্চন, পরিবর্ত্তন, আক্ষেপণ ও ইতস্ততঃ বিক্ষেপ এবং কার্য্যকালে তত্তদঙ্গের শক্তিহীনতা বোধ, অতিশয় যাতনা ও স্পর্শ করিলে অসহ্য বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।

সন্ধি উৎপিষ্ট হইলে উভয়পার্শ্বেই শোফ ও বেদনা জন্মে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে নানাপ্রকার কষ্টদায়ক বেদনা উপস্থিত হয়। সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে অল্প শোফ ও সতত বেদনা এবং সন্ধির বিকৃতি হইয়া থাকে। সন্ধি বিবর্ত্তিত হইলে অঙ্গ বিকৃত ও উভয়পার্শ্বে তীব্র বেদনা বোধ হয়, তির্য্যকৃগত হইলে

ঐরূপ বেদনাই হইয়া থাকে। সন্ধিস্থল হইতে অস্থি বিক্ষিপ্ত হইলে শূলবৎ বেদনা এবং অধো ভঙ্গ হইলে বেদনা ও সন্ধির বিঘটন হয়।

কাণ্ডভঙ্গ সাধারণতঃ দ্বাদশ প্রকার—১ কর্কটক, ২ অশ্বকর্ণ, ৩ চূর্ণিত, ৪ পিচ্চিত, ৫ অস্থিচ্ছলিত, ৬ কাণ্ডভঙ্গ, ৭ মজ্জানুগত, ৮ অতিপাতিত, ৯ বক্র, ১০ ছিন্ন, ১১ পাটিত ও ১২ স্ফুটিত। এই রোগে সচরাচর অতিশয় শ্বয়থু, স্পন্দন, বিবর্ত্তন, স্পর্শ করিলে অসহ্য যাতনা, টিপিলে শব্দানুভব এবং অঙ্গসমূহ শ্রস্ত ও নানাপ্রকার বেদনা প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, এরূপ অবস্থাতে রোগী কখনই সুখলাভ করিতে পারে না।

১ অস্থিদণ্ডের উভয়দিক ভগ্ন হইয়া মধ্যস্থলে গ্রন্থির ন্যায় উন্নত হইলে কর্কটক, ২ সেই ভগ্নাস্থি অশ্বের কর্ণের ন্যায় উন্নত হইলে অশ্বকর্ণ, ৩ অস্থি চূর্ণ হইলে চূর্ণিত, ইহা শব্দ ও স্পর্শের দ্বারা জানা যায়। ৪ অতিশয় স্থূল এবং অধিক শোফবিশিষ্ট হইলে পিচ্চিত, ৫ পার্শ্বদ্বয়ের ক্ষুদ্র অস্থি উঠিয়া গেলে অস্থিচ্ছলিত, ৬ প্রসারণ করিতে কম্পিত হইলে কাণ্ডভঙ্গ, ৭ কোন অস্থিখণ্ড অস্থির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মজ্জাকে বিদ্ধ করিলে তাহাকে মজ্জানুগত, ৮ অস্থি নিঃশেষরূপে ছিন্ন হইলে অতিপাতিত, ৯ অস্থি ঈষৎ বক্র হইয়া ভগ্ন বা বিশ্লিষ্ট হইলে বক্র, ১০ অস্থি ভগ্ন হইয়া একপার্শ্বে কিঞ্চিৎ লাগিয়া থাকিলে ছিন্ন, ১১ নানাপ্রকারে বিদীর্ণ হইয়া বেদনাবিশিষ্ট হইলে পাটিত এবং ১২ শূকপূর্ণ (শুঙা ফুটার) সদৃশ ফুলিয়া উঠিলে স্ফুটিত বলা যায়। এই সকলের মধ্যে চূর্ণিত, ছিন্ন, অতিপাতিত ও মজ্জানুগত এই সকল কৃচ্ছ্রসাধ্য। কৃশ, বৃদ্ধ, ক্ষীণ ও ক্ষয়রোগী, কুষ্ঠ ও শ্বাসরোগীদিগের সন্ধিভঙ্গ হইলে, তাহা কষ্টসাধ্য।

যাহার কপাল ভিন্ন হইয়াছে এবং কটিদেশের সন্ধি মুক্ত বা ভ্রষ্ট ও জঘনদেশ প্রতিপিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন। যাহার কপালাস্থি বিশ্লিষ্ট ও ললাট চূর্ণিত, যাহার স্তন মধ্য, শঙ্খ, পৃষ্ঠ, ও মস্তক ভগ্ন এবং যাহার অস্থি ও সন্ধিস্থান প্রথম হইতেই বিকৃতিভাব প্রাপ্ত, তাদৃশ রোগীকে বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন।

(সুশ্রুত নি° ১৫অ°)

এই রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রকরণগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

অল্পাহারী, অমিতাচারী, অথবা বায়ুপ্রকৃতি ব্যক্তির ভগ্নরোগ হইলে অথবা ভগ্নরোগে কোনপ্রকার উপদ্রব ঘটিলে কষ্টে আরোগ্য হয়। লবণ, কটু, ক্ষার, অম্ল, মৈথুন, সূর্য্যতাপ, ব্যায়াম, অথবা রুক্ষ অন্ন ভগ্নরোগী সেবন করিবেন না। অভিজ্ঞ চিকিৎসক, ভগ্নরোগীকে পালিধান্যের তণ্ডুল, মাংসরস দুগ্ধ, ঘৃত, ছোটমটরের যূষ এবং অন্যান্য পুষ্টিকর আহার প্রদান করিবেন। মধুক, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ, পলাস, অর্জ্জুন, বংশসাত্র অথবা বটের ত্বক্ ভগ্নস্থলে প্রলেপ দিয়া বন্ধন করিবে। মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, অথবা রক্তচন্দন বা ঘৃত শতবার ধুইয়া পিষ্ট শালিতণ্ডুলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ভগ্ন আরোগ্য হয়। হেমন্ত ও শিশিরকালে প্রতি ৭ দিন অন্তর, শরৎ ও বসন্তকালে ৫ দিন অন্তর এবং আগ্নেয় ঋতুতে প্রতি তিনদিন অন্তর প্রলেপ বদলাইয়া পুনরায় বন্ধন করা কর্ত্তব্য। ভঙ্গস্থানে কোন দোষ ঘটিলে বন্ধন খুলিয়া পুনরায় বন্ধন করা আবশ্যক। ঐ বন্ধন শিথিল হইলে সন্ধিস্থান স্থির থাকে না। বন্ধন দৃঢ় হইলে ত্বকে ফুলা ও বেদনা জন্মে, সুতরাং উহা শীঘ্রই পাকিয়া উঠিতে পারে। অতএব ভঙ্গস্থান সমবন্ধনই প্রশস্ত। ন্যগ্রোধাদিগণের শীতল কাথ ঐ বন্ধন স্থানে সিঞ্চন করিবে। ভঙ্গস্থানে বেদনা থাকিলে পঞ্চমূলী সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ অথবা চক্রতৈল উহাতে সেক দিবে। কাল ও দোষ বিবেচনা করিয়া দোষঘ্ন ঔষধ সহযোগে সেক ও প্রলেপ শীতল অবস্থায় ভঙ্গের উপর প্রয়োগ করা বিধি। বরাহ বা শূকরের দুগ্ধ ঘৃত ও মধুর ঔষধ সহযোগে পাক করিয়া শীতল হইলে লাক্ষারসের সহিত ভগ্নরোগীকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। ভঙ্গস্থানে ঘা হইলে সেই ব্রণে প্রতিসারণীয় দ্রব্যের কাথ প্রচুর পরিমাণে ঘৃত ও মধুসহযোগে সেক লাগাইবে এবং যথাবিধি ভঙ্গের চিকিৎসা করিবে। বালকের অস্থি বা সন্ধিভঙ্গ সহজে আরোগ্য হয়। কোন রোগীর এই ভঙ্গরোগ যদি অল্পদোষবিশিষ্ট এবং শিশির কালে হয়, তবে বাল্যবয়সে একমাসে, মধ্যবয়সে দুই মাসে ও প্রাচীনাবস্থায় তিন মাসে সন্ধিদৃঢ় হইয়া থাকে। ভঙ্গস্থানের অস্থি নত হইয়া পড়িলে তাহাকে উন্নমিত এবং উন্নমিত হইলে তাহাকে অবনমিত করিয়া বন্ধন করিবে। অস্থি সন্ধিস্থান অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইলে সেইস্থান উত্তমরূপে টানিয়া সন্ধিমুখে ভগ্ন অস্থির মিলন করা আবশ্যক। সন্ধিস্থান হইতে অস্থি অধোগত হইলে তাহাকে ঊর্দ্ধে উন্নত করিয়া পরে বন্ধন ও লেপনাদি প্রয়োগ করিবে।

প্রত্যঙ্গ-ভঙ্গের চিকিৎসাদি নিম্নে লিখিত হইতেছে। নখসন্ধি উৎপিষ্ট হইয়া রক্ত সঞ্চিত হইলে আরা নামক শস্ত্রদ্বারা সেই স্থান মথিত করিয়া সঞ্চিত রক্ত নিঃসারিত করিবে। পরে তাহাতে শালিতণ্ডুল পেষণ পূর্ব্বক লেপ দিবে। অঙ্গুলি ভগ্ন বা সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইলে সন্ধিস্থান সমভাবে

স্থাপিত করিয়া তাহাতে সূক্ষ্ম পট্ট বেষ্টনপূর্ব্বক ঘৃত সেক করিতে হইবে। জঙ্ঘা বা উরু ভঙ্গ হইলে দীর্ঘভাবে টানিয়া উহার সন্ধিস্থানে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৃক্ষত্বক্ বেষ্টন ও পট্টবস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করা কর্ত্তব্য। কটী ভঙ্গ হইলে কটীর ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ টানিয়া সন্ধিভাগ স্বস্থানে সংযোজিত করিবে। সন্ধি স্বস্থানে সংযোজিত হইলে বস্তিক্রিয়া করিতে হয়। পার্শ্বদেশের অস্থি ভঙ্গ হইলে রোগীকে দণ্ডায়মান রাখিয়া ঘৃত মাখাইবে। পরে দক্ষিণ বা বামপার্শ্বের ভঙ্গাস্থির উপরি প্রলেপ বাঁধিয়া দিবে। যুবা ব্যক্তির দন্ত ভঙ্গ না হইয়া যদি চলিত হয় এবং রক্ত-নিঃসরণ হইতে থাকে, তাহা হইলে সেই দন্ত চাপিয়া বসাইয়া বাহিরে সন্ধানীয় দ্রব্যের শীতল আলেপন প্রয়োগ করিবে। বৃদ্ধের দন্ত চলিত হইলে আরোগ্য হয় না। নাসাদণ্ড ভঙ্গ হইয়া উঠিয়া বা নামিয়া পড়িলে শলাকা দ্বারা তাহা সমভাবে স্থাপিত করিবে এবং উভয় নাসারন্ধ্রের মধ্যে দ্বিমুখী শলাকা প্রবিষ্ট করিয়া পট্টবস্ত্রের দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক ঘৃত সেক করিতে হইবে। কর্ণভঙ্গ হইলে তাহা ঘৃতে আপ্লুত করিয়া সমভাগে স্থাপনপূর্ব্বক বন্ধন করিবে। সদ্যঃক্ষতের প্রণালী অনুসারে উহার চিকিৎসা করা বিধেয়।

অধিককালের সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে স্নেহ-প্রয়োগ করিয়া স্বেদ দিবে ও মৃদু প্রক্রিয়া করিবে। কাণ্ডভঙ্গ হইয়া যদি বিপরীত ভাবে সংলগ্ন হইয়া পুরিয়া উঠে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সমভাবে সংলগ্ন করিয়া প্রতীকার করিবে। ব্রণের মধ্যে শুষ্ক অস্থি থাকিলে তাহা নির্গত করিয়া পুনরায় সংযত করিবে। শরীরের ঊর্দ্ধদেশ (মস্তিক) ভঙ্গ হইলে কর্ণপূরণ বিশেষ হিতকর, ঘৃতপান ও নস্য উপকারক। কোন প্রশাখা ভঙ্গ হইলে অনুবাসন কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণতিল রাত্রিকালে জলে উত্তমরূপে ধুইয়া দিবাভাগে শুকাইতে হইবে, পরে ঐ তিল তিনদিন বা সাতদিন গাভীদুগ্ধে ভাবনা দিয়া পুনরায় মধুমিশ্রিত জলে ও পরে দুগ্ধে ভাবিত করিবে, পরে শুকাইয়া সেই তিলচূর্ণ কাকোল্যাদিগণস্থ দ্রব্য, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, কুষ্ঠ, ধুনা, জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন ও শতপুষ্প, এই সকল দ্রব্য-চূর্ণের সহিত একত্র করিয়া সর্ব্বগন্ধা সহযোগে দুগ্ধপাক করিবে। পরে তাহা উত্তমরূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক তৈল বাহির করিয়া লইবে এবং সেই তৈল চতুর্গুণ দুগ্ধ সহযোগে পুনর্ব্বার পাক করিবে। তৎপরে এলা, শালপর্ণী, তেজপত্র, জীবক, তগরপাদুকা, লোধ্র, প্রপৌণ্ডরিক, শৈলজ, ঝাঁটী, শুক্লভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, মৌরি ও শৃঙ্গাটক প্রভৃতি দ্রব্য একত্র পেষণপূর্ব্বক উক্ত তৈলের সহিত মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে হইবে। সকল প্রকার ভঙ্গরোগেই এই তৈল অতিশয় হিতকর। ভঙ্গস্থান যাহাতে পাকিয়া না উঠে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। ভঙ্গস্থানে শিরা, স্নায়ু বা মাংস পাকিয়া উঠিলে ভঙ্গরোগ শীঘ্র আরোগ্য হয় না। (সুশ্রুত চিকি০ অ০)

ভাবপ্রকাশে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—বাবলাছাল চূর্ণ মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে তিন দিনের মধ্যে ভঙ্গ অস্থি জোড়া লাগিয়া বজ্রসদৃশ দৃঢ় হয়। তিন্তিড়ীফল পেষণপূর্ব্বক তৈল ও সৌবীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্বেদ দিলে ভঙ্গাস্থি পূর্ব্ববৎ যুক্ত হয়। একবার প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ কাকোল্যাদিগণ দ্বারা পাক করিয়া শীতল হইলে ঘৃত ও লাক্ষা প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে ভঙ্গরোগ প্রশমিত হয়। অস্থিসংহার, লাক্ষা, গোধূম ও অর্জ্জুন ছাল প্রভৃতি সকল দ্রব্য একত্রেই হউক বা পৃথক্রূপেই হউক, ঘৃতের সহিত বা দুগ্ধের সহিত পান করিলে বিমুক্তসন্ধি ও অস্থিভঙ্গ যুড়িয়া যায়। রসোন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত ও চিনি এই সকল সমভাগে পেষণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার ভঙ্গ নিরাকৃত হয়। অর্জ্জুন ও লাক্ষাচূর্ণ, ঘৃত ও গুগ্গুলুর সহিত লেহনপূর্ব্বক পরে দুগ্ধ ও ঘৃত ভোজন করিলে ভঙ্গ সংযোজিত হয়। পৃশ্নিপর্ণীমূল চূর্ণ করিয়া মাংসরসের সহিত পান করিলে তিন সপ্তাহের মধ্যে অস্থিভঙ্গ বিদূরিত হয়। ইহা ভিন্ন আভাগুগ্গুলু, লাক্ষাদ্যগুগ্গুলু এবং গন্ধতৈল প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপকারক।

ভঙ্গরোগী লবণ, কটু, ক্ষার, অম্ল, রূক্ষদ্রব্য, পরিশ্রম, স্ত্রীসঙ্গ ও ব্যায়াম প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। ভাবপ্রকাশাদি বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহা লিখিত হইল।

অস্থিবিতান (dislocation) বা সন্ধিস্থান চ্যুত হইলে উপর ও নীচের অস্থিদ্বয় টানিয়া পরস্পর সংলগ্ন করিয়া কাঠের বার দিয়া উত্তমরূপ বন্ধন করা আবশ্যক, যেন সেই অস্থি পুনরায় স্থানচ্যুত না হয়। দৃঢ় বন্ধনে ধমনীতে রক্তসঞ্চালনক্রিয়া বন্ধ হইয়া সহজেই সেই স্ফীতস্থান পাকিয়া উঠিতে পারে। এরূপ সন্ধিচ্যুতিতে সোরা ও চূণ হলুদ একত্র ফুটাইয়া, কাঁচা তেতুল পোড়া ও লবণ অথবা হাড়ভাঙ্গার পাতা বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে উপশম হইতে পারে। কোন কোন স্থলে সন্ধিচ্যুতি জন্য শোফ চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া হয়। আলোপ্যাথিক মতে বেলেডোনা প্রভৃতি উপকারক।

কাণ্ডভঙ্গ (fracture) সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত ;— ১ সরল (Simple)—বাহ্যদেশে আঘাত ব্যতীত যেখানে অভ্যন্তর অস্থি ভাঙ্গিয়া যায়। ২ যৌগিক (Compound)—আচ্ছা-

দন-ত্বক্‌ ভেদ করিয়া যেথানে অস্থিভঙ্গ বাহির হইয়া পড়ে। ৩ অস্থিচূর্ণাবস্থা (Comminuted)—যেথানে অস্থিসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলার ন্যায় হয়। ৪উপসর্গযুক্ত(Complicated)—যথন জ্বর প্রভৃতি উপসর্গাদি সম্বলিত থাকে। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার ভগ্নাবস্থার বিভিন্নরূপ চিকিৎসা প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। চিকিৎসক রোগের অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করিবেন। কাণ্ডাস্থি চূর্ণিত হইলে সে স্থানের উপর হইতে কাটিয়া ফেলাই ভাল। কারণ তাহা না হইলে ধনুষ্টঙ্কারাদি অন্যান্য উপসর্গেও রোগীর প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে।

ভগ্নদূত (পুং) রণ-পরাজয়ের পর ছত্রভঙ্গ সৈন্যের মধ্যে যে প্রাণভয়ভীত সেনা দূতরূপে রাজাকে রণবার্ত্তা প্রদান করে।

ভগ্নপাদর্ক্ষ (ক্লী) ভগ্নপাদং ঋক্ষং। পুষ্করাখ্য ৬টী নক্ষত্র, পুনর্ব্বসু, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্র ও বিশাখা এই ৬টা নক্ষত্রকে ভগ্নপাদর্ক্ষ কহে। এই ভগ্নপাদ নক্ষত্রে মৃত্যু হইলে দ্বিপাদ দোষ হয়। অশৌচকাল মধ্যেই সেই দোষের শান্তি করা কর্ত্তব্য।

"পুনর্ব্বস্বত্তরাষাঢ়া কৃত্তিকোত্তরফল্গুনী।
পূর্ব্বভাদ্রং বিশাখা চ ষড়েতে পুষ্করাঃ স্মৃতঃ॥
ভগ্নপাদর্ক্ষসংযোগাৎ দ্বিতীয়া দ্বাদশী যদি।
সপ্তমী চার্কমন্দারে জায়তে জারজো ধ্রুবম্‌॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ভগ্নক্রম (পুং) কাব্যগত প্রক্রমভঙ্গ দোষ। [দোষ শব্দ দেখ]

ভগ্নপাইক (দেশজ) যে পদাতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া রাজাকে শুভাশুভ সংবাদ দেয়।

ভগ্নপাদ (ক্লী) ১ যে নক্ষত্রের তৃতীয় বা প্রথমপাদ রাশ্যন্তরে যোগ হয়, এরূপ নক্ষত্র। ২ যাহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ভগ্নপৃষ্ঠ (পুং) ভগ্নং পৃষ্ঠমস্মিন্‌। ১ সম্মুখ। ২ মুটিত মেরুদণ্ড।

"ভগ্নপৃষ্ঠকটিগ্রীবং স্তব্ধদৃষ্টি হ্যধোমুখম্‌।
কষ্টেন লিখিতং পুস্তং যত্নেন পরিপালয়েৎ॥" (প্রাচীনবাক্য)

(ত্রি) ভগ্নং পৃষ্ঠং যস্ত। ২ যাহার পৃষ্ঠ ভঙ্গ হইয়াছে।

ভগ্নপ্রক্রম (পুং) ভগ্নঃ প্রক্রমো যত্র। কাব্যগত বাক্যদোষ-ভেদ। [দোষ শব্দ দেখ]

ভগ্নপ্রক্রমতা (স্ত্রী) কাব্যের দোষ বিশেষ, রচনার ক্রমভঙ্গ।

ভগ্নসন্ধি (পুং) ভগ্নঃ সন্ধিরত্রাস্মাদ্‌ বা। সন্ধিস্থান ভঙ্গ রোগ বিশেষ।

"অভয়া ত্রিফলা ব্যোষঃ সর্ব্বৈরেভিঃ সমীকৃতৈঃ।
তুল্যো গুগ্‌গুলুনা যোজ্যা ভগ্নসন্ধিপ্রসাধকঃ॥"
(গরুড় পু০ ১৭৫ অ০) [ভগ্নরোগ দেখ]

ভগ্নসন্ধিক (ক্লী) ভগ্নো বিশ্লিষ্টঃ সন্ধিঃ সংঘাতোঽত্র। তক্র, ঘোল। (শব্দচন্দ্রিকা)

ভগ্নাংশ ১ মূল দ্রব্যের বিভাগ বা খণ্ড। ২ গণিতশাস্ত্রোক্ত অঙ্ক বিশেষ (Fraction)। কোন বস্তুকে দুই, তিন বা ততোধিক সমান ভাগে বিভক্ত করিলে উহার এক একটী বিভাগকে, অথবা যে রাশি দ্বারা একের অংশ ব্যক্ত করা যায়, তাহাকে ভগ্নাংশ কহে। এইরূপ বিভক্ত কোন একটি অবচ্ছিন্ন রাশির সমান অংশের দুই ভাগের এক ভাগকে অর্দ্ধেক এবং তিন সমানাংশের একাংশকে একতৃতীয়াংশ ও দুই অংশকে দুইতৃতীয়াংশ অথবা তিনের দুই বলা যাইতে পারে। তদনুরূপ পাঁচ বা সাত ভাগের দুই ভাগকেও ঐরূপ পাঁচের দুই বা সাতের দুই বলিয়া ব্যক্ত করা যায়। যেমন এক, দুই বা ততোধিক সংখ্যাগুলি অঙ্ক দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ 'দুই ভাগের একভাগ','চারিভাগের একভাগ' প্রভৃতি কথাগুলিকেও অঙ্কদ্বারা ব্যক্ত করিবার উপায় আছে ;—

১এর নিম্নে একটী রেখা টানিয়া তন্নিম্নে ২ লিখিলে দুই ভাগের একভাগ বুঝায়। একটী আম্রের $\frac{১}{২}$ বা $\frac{১}{২}$ আম্র বলিলে উহাকে ঐ আম্রের দুইভাগের একভাগ বা অর্দ্ধেক বুঝিতে হইবে। $\frac{৩}{৭}$, $\frac{৯}{১৫}$ প্রভৃতি খণ্ডিত রাশিগুলিকে পাঠ করিতে হইলে তিন নিম্নে সাত অথবা তিনের সাত এবং নয়ের পনের এইরূপে পাঠ করিলেই চলিবে।

মনে কর, তিনটী পাত্রের প্রত্যেকটীতে এক এক সের চিনি আছে। প্রথম পাত্রের চিনি পাঁচটী সমান ভাগে ভাগ করিয়া একভাগ লইলাম। এইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাত্রের চিনি সমান পাঁচ পাঁচ ভাগ করিয়া উহার এক এক অংশ গ্রহণ করিলেই নিঃসন্দেহে উক্ত তিন সের চিনির একপঞ্চমাংশ গ্রহণ করা হইল। অতএব এক সের চিনির তিনপঞ্চমাংশও যা, তিন সেরের একপঞ্চমাংশও তাই এইরূপ প্রতিপাদিত হয়। তদ্রূপ ১ টাকার $\frac{৭}{৮}$ ও যা,৭ টাকার $\frac{১}{৮}$ ও তাহাই জানিতে হইবে।

ভগ্নাংশ দ্বারা ইহা ব্যক্ত হয় যে, কোন একটী অংশীভূত বস্তুর একাংশ বা অনেকাংশ গৃহীত হইয়াছে। যে বস্তুটী যত অংশে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা একটী রেখার নিম্নে রাখিয়া অংশীভূত বস্তুর যত অংশ গৃহীত হইয়াছে, তাহাই উপরে রাখিলে নির্দ্দিষ্ট রাশি অঙ্কিত করা হইবে। ঐ নিম্নস্থ রাশিকে হর ও উপরিস্থ রাশিকে লব কহে। কোন একটী বস্তুকে সমানভাগ করিয়া, ঐ ভাগ কতবার গৃহীত হইয়াছে, লব ও হর দ্বারা তাহাই ব্যক্ত হয়। রাশি এইরূপ সমানাংশ বিশিষ্ট হইলে ভগ্নাংশ বাচ্য হইয়া থাকে; সংস্কৃত-ভাষায় ইহা ভিন্নরাশি নামে কথিত। ভগ্নাংশের লব ও হর সততই ভাজ্য ও ভাজক

সম্বন্ধে নিবদ্ধ। $\frac{৪}{৫}$ বলিলে ৪ ÷ ৫ অর্থাৎ কোন বস্তুকে ৫ ভাগ করিয়া তাহার ১ ভাগ ৪ বার গ্রহণ করা হইয়াছে বুঝা যায়, অথবা ৪কে ৫ দিয়া ভাগ করিলেও সেই ফল লভ্য হইয়া থাকে। উহাই সামান্য ভগ্নাংশের লক্ষণ।

প্রকার ভেদে এই ভগ্নাংশেরও কয়েকটী বিভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে ;—

১ যে ভগ্নাংশের লব হর অপেক্ষা লঘু, তাহাই প্রকৃত ভগ্নাংশ। ২ যাহার লব হর অপেক্ষা গুরু কিম্বা হরের সহিত সমান, তাহার নাম অপ্রাকৃত ভগ্নাংশ। ৩ যে ভগ্নাংশের লব ও হর সরল অর্থাৎ জটিল নহে, তাহা সরল ভগ্নাংশ এবং যাহা পূর্ণ ও ভঙ্গ উভয় রাশিতে মিলিত, তাহার নাম মিশ্র-সংখ্যা। ৪ কোন সরল বা মিশ্রিত ভগ্নাংশের যে ভগ্নাংশ তাহার নাম গর্ভিত ভগ্নাংশ। ৫ যে ভগ্নাংশের লব অথবা হর কিম্বা লব ও হর উভয়েই সরল, মিশ্রিত বা গর্ভিত তাহাকে জটিল ভগ্নাংশ বলা হইয়া থাকে।

এককে হর করিয়া প্রত্যেক পূর্ণরাশিকেই ভগ্নাংশে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে, যেমন $৪ = \frac{৪}{১}$; এখানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কোন একটী বস্তুকে ৪বার গ্রহণ করা হইয়াছে, সুতরাং উহা পূর্ণ চারি হইয়াছে। ঐরূপে কোন ভগ্নাংশকে পূর্ণরাশি দ্বারা গুণ করিতে হইলে, উহার লবের সহিত গুণ করিতে হয় এবং সেই ভগ্নরাশিকে পূর্ণরাশি দ্বারা ভাগ করিতে হইলে, তদ্দ্বারা উহার হরকে গুণ করা আবশ্যক। সেই গুণফলই রাশিফল হইবে। ভগ্নাংশের লব ও হরকে কোন একটী রাশি দ্বারা গুণ বা ভাগ করিলে উহার মান পরিবর্ত্তিত হয় না, ফল একই থাকে। সুতরাং কোন অখণ্ডরাশিকে ভগ্নাংশে পরিণত করিতে আর বাধা থাকে না। কোন একটী অখণ্ড-রাশি দ্বারা কোন ভগ্নাংশের লবকে গুণ করা অথবা উহার হরকে ভাগ করা তুল্য ফল-সাধক। যেমন $\frac{৬}{৮}$ এইভগ্নাংশটীর লব ৪ দ্বারা গুণিত হইলে $\frac{২৪}{৮}$ উহার ফল হয়, সেইরূপ উহার হরকে ৪দ্বারা ভাগ দিলে $\frac{৬}{২}$ ফল হইয়া থাকে, সুতরাং উভয়ের ফল একরূপই দেখা যাইতেছে।

অপ্রাকৃত ভগ্নাংশকে প্রকৃত অবস্থায় আনিতে হইলে উহার লবকে হর দ্বারা ভাগ করিতে হয়। যদি ভাগশেষ না থাকে, তাহা হইলে উহার ফল একটী পূর্ণরাশি হইবে, আর যদি ভাগশেষ থাকে, তাহা হইলে একটী পূর্ণ ও একটী ভগ্ন উভয়ই ইহার ফল হইবে। যেমন $\frac{২৫}{৫} = ৫$একটী পূর্ণরাশি এবং $\frac{২৫}{৪} = ৬\frac{১}{৪}$ একটী মিশ্রিত রাশি। কোন মিশ্রিত ভগ্নাংশকে অপ্রাকৃত ভগ্নাংশে পরিণত করিতে হইলে, পূর্ণরাশিকে ভঙ্গ-রাশির হর দিয়া গুণ করিয়া সেই গুণফলকে ভঙ্গরাশির লবের সহিত যোগ করিয়া যে ফল হইবে, তাহাই উহার লব এবং মিশ্রাবস্থায় যাহা উহার হর ছিল, তাহাই হর থাকিবে। সেই-রূপ গর্ভিত ভগ্নাংশের সমস্ত লবগুলিকে পরস্পর গুণ করিয়া যে ফল হইবে, তাহাই লব এবং সমুদায় হরগুলিকে গুণ করিয়া যে ফল হইবে, তাহাই উহার হর ; যেমন—

$$\frac{২}{৫} \text{ এর } ৩\frac{৩}{৪} \text{ এর } \frac{১}{১২} = \frac{২}{৫} \times \frac{১৫}{৪} \times \frac{১}{১২} = \frac{২ \times ৩ \times ৫ \times ১}{৫ \times ২ \times ২ \times ৪ \times ৩}$$

এইক্ষণে উভয়পার্শ্ব হইতে ৩,২,৫, এই অভিঘাত কয়টী উঠাইয়া লইলে যে ফল লব্ধ হয়, সেই ফল $\frac{১}{৮}$ হইবে।

যে ভগ্নাংশটীর লব ও হরকে কোন অখণ্ড রাশি দ্বারা ভাগ করা যায় না, সেই আকারই সেই ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠ আকার জানিবে, আর যে ভগ্নাংশের উভয়পার্শ্বস্থ রাশির কোন সাধা-রণ অভিঘাত নিষ্কাশিত না হয়, তাহাই তাহার লঘিষ্ঠ আকার। ভগ্নাংশকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, উহার লব ও হর উভয়েরই গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক দ্বারা উভয়কে ভাগ কর, তাহা হইলেই উহার লঘিষ্ঠ আকার পাওয়া যাইবে। $\frac{২৬১}{৩৪৮}$ এইরূপ একটী ভগ্নরাশিকে লঘিষ্ঠ আকারে রূপান্ত-রিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ উহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ-নীয়ক বাহির করা আবশ্যক ;

২৬১)৩৪৮(১
২৬১
৮৭)২৬১(৩
২৬১

অতএব ৮৭ উহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক হইল।

৮৭)২৬১(৩ ৮৭)৩৪৮(৪
২৬১ ৩৪৮

সুতরাং উপরোক্ত ভগ্নাংশ-টীর লঘিষ্ঠ আকার $\frac{৩}{৪}$ হইল। দৃষ্টিমাত্রে যাহাদের অভিঘাত নিষ্কাশিত করিতে পারা যায়, তাহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বাহির করা অনাবশ্যক। কারণ কথায় কথায় গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ-নীয়ক বাহির করিতে গেলে অঙ্ক কসিবার সময় বড়ই অসুবিধা উপস্থিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন ভগ্নাংশকে সমান হরবিশিষ্ট করিতে হইলে, যে রাশিটী উহাদের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক হইবে, সেইটাকে সকলের সাধারণ হর করিবে, পরে প্রত্যেক ভগ্নাংশের হর দিয়া ঐ সাধারণ গুণিতককে ভাগ করিলে যে ফল হইবে, তদ্দ্বারা উহাদের আপন আপন লবকে গুণ করিবে এবং ঐ গুণফলকে নূতন ভগ্নাংশের লব করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে উহারা সমান হরবিশিষ্ট হইবে।

$\frac{২}{৭}$, $\frac{৫}{২১}$, $\frac{৯}{৮৪}$ এবং $\frac{৭}{১৬}$ এই কয়টী রাশিকে সাধারণ হর-বিশিষ্ট করিতে হইলে প্রথমে উহার হরগুলির লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বাহির করা আবশ্যক।

৭	৭,	২১,	৮৪,	১৬
৩	১,	৩,	১২,	১৬
৪	১,	১,	৪,	১৬
	১,	১,	১,	৪

এইরূপে যখন লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক $= ৭ \times ৩ \times ৪ \times ৪ = ৩৩৬$ হইল, তখন আর উদ্দেশ্য ভগ্নাংশগুলিকে সমান হরবিশিষ্ট করিতে বাধা থাকিবে না।

$$\frac{২ \times ৪৮}{৭ \times ৪৮} = \frac{৯৬}{৩৩৬} \text{ (যেহেতু } \frac{৩৩৬}{৭} = ৪৮ \text{)}$$

$$\frac{৫ \times ১৬}{২১ \times ১৬} = \frac{৮০}{৩৩৬} \text{ (যেহেতু } \frac{৩৩৬}{২১} = ১৬ \text{)}$$

$$\frac{৯ \times ৪}{৮৪ \times ৪} = \frac{৩৬}{৩৩৬} \text{ (যেহেতু } \frac{৩৩৬}{৮৪} = ৪ \text{)}$$

$$\frac{৭ \times ২১}{১৬ \times ২১} = \frac{১৪৭}{৩৩৬} \text{ (যেহেতু } \frac{৩৩৬}{১৬} = ২১ \text{)}$$

সুতরাং ঐ (রাশিগুলি) ক্রমে $\frac{৯৬}{৩৩৬}$, $\frac{৮০}{৩৩৬}$, $\frac{৩৬}{৩৩৬}$, $\frac{১৪৭}{৩৩৬}$ দাঁড়াইল। উহাদের মান কিছুই পরিবর্ত্তিত হইল না, কারণ তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর যদি প্রস্তাবিত ভগ্নাংশসমূহের হর পরস্পর মৌলিক হয় কিংবা উহাদের সাধারণ গুণনীয়ক না থাকে, তাহা হইলে উহাদের সমস্ত হরের গুণফলকে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক করিয়া আপন হর ব্যতীত প্রত্যেক লবকে অন্য অন্য সমস্ত হরদ্বারা গুণ করিয়া নূতন ভগ্নাংশের লব করিলেই ক্রমে ক্রমে উহারা সাধারণ হরবিশিষ্ট হইবে; যথা—

$\frac{১}{৩}$, $\frac{২}{৭}$, $\frac{২}{৫}$ এই রাশিত্রয়কে সমান হরবিশিষ্ট করিতে হইলে প্রথমে উহাদের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক $৩ \times ৭ \times ৫ = ১০৫$ বাহির কর; তাহা হইলে উদ্দেশ্য ভগ্নাংশগুলির রূপ এই রূপ হইবে।

$$\frac{১ \times ৭ \times ৫}{৩ \times ৭ \times ৫} = \frac{৩৫}{১০৫}$$

$$\frac{২ \times ৩ \times ৫}{৭ \times ৩ \times ৫} = \frac{৩০}{১০৫}$$

$$\frac{২ \times ৩ \times ৭}{৫ \times ৭ \times ৩} = \frac{৪২}{১০৫}$$

উপরে যে কয়েকটী নিয়ম লিপিবদ্ধ হইল, তদ্দ্বারা ভগ্নাংশের সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন, ভাগহার, গুণনীয়ক ও গুণিতক প্রভৃতি কতকগুলি অঙ্ক কসিতে পারা যায়।

সঙ্কলন কালে ভগ্নাংশগুলিকে সমান হরবিশিষ্ট করিয়া তাহাদের লবগুলিকে যোগ কর এবং ঐ সাধারণ হরকে সঙ্কলিত রাশির হর করিলেই সমষ্টিফল লব্ধ হইবে। সঙ্কলনের প্রক্রিয়ার ন্যায় ব্যবকলনেরও প্রক্রিয়া একরূপ। কেবল ইহাতে লবগুলির যোগ না করিয়া অন্তর করিলেই যে নূতন লব লব্ধ হইবে, তাহাই উপরে লব রাখিয়া নিম্নে সাধারণ হর বসাইলেই অঙ্ক নিষ্পাদিত হইবে। গুণনের প্রক্রিয়া কতকাংশে সমান হরকরণের অনুরূপ, গুণনক্রিয়া সম্পাদন কালে সমস্ত লব গুলিকে গুণ করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে লব এবং হরগুলি পরস্পর গুণ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই হর রাখিবে। গুণন ক্রিয়ায় প্রথমে মিশ্রিত ভগ্নাংশগুলিকে সরল করিবে, পরে উহাকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্ত্তিন কালে লব ও হরের অভিঘাতগুলি নিষ্কাশিত করিয়া × গুণক চিহ্ন বসাইবে এবং উভয়পার্শ্ব হইতে সমান রাশিগুলি বিচ্ছন্ন করিয়া নিয়মানুসারে গুণ করিলে যে ফল লব্ধ হইবে, তাহাই গুণফল। ভাগহারের নিয়ম অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র। ভগ্নাংশের ভাগহার নিষ্পন্ন করিতে হইলে প্রথমে ভাজককে ব্যাবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ ভাজকের লবকে হর ও হরকে লব রাখিয়া ভাজ্যের সহিত গুণ করিলে ভাগক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ভাগ করিবার সময় জটিল ও গর্ভিত ভগ্নাংশ গুলিকে সরল করিয়া লইবে।

ভগ্নাংশের গুণনীয়ক ও গুণিতক অঙ্কগুলি পূর্ব্বোক্ত নিয়মের দ্বারা নিষ্পাদিত হইতে পারে। যে দুইটী রাশির গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বাহির করিতে হইবে, অগ্রে তাহাদিগকে সাধারণ হরবিশিষ্ট করা উচিত এবং ঐ হর যতদূর লঘু হইতে পারে, তাহা করিয়া, পরে উহাদিগের লবদ্বয়ের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বাহির করিবে; তাহাতে যে ফল লব্ধ হইবে, তাহাকে লব এবং পূর্ব্বকৃত লঘিষ্ঠ হরকে উক্ত লবের হর করিলে রাশিদ্বয়ের কথিত গ, সা, গু পাওয়া যাইবে।

$১৭\frac{৩}{৫}$ ও $৮\frac{১}{১৫}$ এই দুইটীর গরিষ্ঠসাধারণগুণনীয়ক নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগকে সরল ও সমান হরবিশিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। উক্ত দুইটী রাশিকে সরল করিয়া $১৭\frac{৩}{৫} = \frac{৮৮}{৫}$ এবং $৮\frac{১}{১৫} = \frac{১২১}{১৫}$ ক্রমে ঐ দুইটীকে সমহরবিশিষ্ট করিলে রাশির রূপ $\frac{২৬৪}{১৫}$ ও $\frac{১২১}{১৫}$ হইল। উপরের বর্ত্তমান লব দুইটীর গ, সা, গু,

```
১২১)২৬৪(২
    ২৪২
    ────
     ২২)১২১(৫
        ১১০
        ────
         ১১)২২(২
            ২২
            ──
```

১১ হইলে ∴ $\frac{১১}{১৫}$ এই রাশিটীই কথিত ভগ্নাংশদ্বয়ের গ, সা, গু।

লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকে কেবলমাত্র লবগুলির লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বাহির করিলেই হইল। প্রথমে নির্দ্দিষ্ট রাশিকে লঘিষ্ঠসাধারণ-হরবিশিষ্ট করিয়া উহার লবের ল, সা, গু, বাহির করিলেই অঙ্ক নিষ্পাদিত হয়।

$\frac{৩}{৪}$, $\frac{৩}{৫}$ ও $\frac{২}{৩}$ এই রাশিত্রয়ের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বাহির করিতে হইলে প্রথমে পূর্ব্বনিয়মমত উহাকে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণবিশিষ্ট করিবে, তাহা হইলে রাশিত্রয়ের রূপ এইরূপ হইবে $\frac{৪৫}{৬০}$, $\frac{৩৬}{৬০}$, ও $\frac{৪০}{৬০}$ তখন ৪৫, ৩৬ ও ৪০ এই লবত্রয়ের ল, সা, গু, অঙ্কিত করিলে

৯	৪৫, ৩৬, ৪০
৫	৫, ৪, ৪০
৮	১, ৪, ৮
	১, ১, ২

৯×৫×৪×২=৩৬০ লসাগু পাওয়া যায়। ∴ $\frac{৩৬০}{৬০}=৬$

উক্ত রাশিগুলির ল, সা, গু, হইল অর্থাৎ ৬এর মধ্যে $\frac{৩}{৪}$ ৮ বার, $\frac{৩}{৫}$ ১০ বার এবং $\frac{২}{৩}$ ৯ বার আছে জানা যায়। ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠসাধারণগুণিতক কখনও ভগ্নরাশি হয় না।

দশমিক ভগ্নাংশের বিষয় দশমিক শব্দে বিবৃত হইয়াছে। এই দশমিক গণিতাঙ্ক হইতে পুনরায় পৌনঃপুনিক দশমিক নামে আর একটী অঙ্কবিভাগ উদ্ভূত দেখা যায়। দশমিক প্রকরণে সকল ভগ্নাংশকেই অখণ্ড আকারে পরিবর্ত্তিত করা যায়। [দশমিক দেখ]

সামান্য ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে লবের দক্ষিণে দশমিক বিন্দু পাতিত করিয়া উহার পর আবশ্যক মত শূন্য বসাইবে; তখন উহাতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ১০ কিংবা ১০ এর কোন অভিঘাতককে ভাগ করিতেছি। ভাগহার কালে উহার হর যদি ১০ এর অভিঘাত বা ২×৫ উহার কোন একটী শক্তি বিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে ভাগ ফলের কখনই শেষ হইবে না। উহাতে একটী কিংবা ততোধিক রাশি উৎপন্ন হইবে, এইরূপে পুনঃ পুনঃ উদিত হওয়ায় উহার পৌনঃপুনিক দশমিক নাম হইয়াছে। পৌনঃপুনিক দুই প্রকার,—বিশুদ্ধ ও মিশ্র। প্রথম হইতে যাহার ভাগফল পুনঃপুনঃ উদিত হয়, তাহার নাম বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক যেমন ·৩৩৩৩··· ; ·২৭২৭২৭······ ; আর যে রাশির ভাগফলে একটী কিংবা ততোধিক অঙ্কের পর আর একটী রাশি পুনঃপুনিত হয়, তাহাই মিশ্র পৌনঃপুনিক। যথা—·১২৮৮৮··· ; ০১১৩৬৩৬··· ; এই উভয় প্রকার পৌনঃপুনিক দশমিক লিখিবার কালে পুনঃপুনিত রাশির মস্তকে দশমিক বিন্দুর ন্যায় একটী বিন্দুপাত করিতে হয়; যদি ঐ পুনঃপুনিত রাশিটী দ্ব্যক্ষর কিংবা অধিকাক্ষর যুক্ত হয়, তাহা হইলে উহার আদিম ও অন্তিম অঙ্কের মস্তকে এক একটী করিয়া দুইটী বিন্দুপাত করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহার ভাগফল ·৩৩৩····তাহাকে ·৩̇; ·২৭২৭····. তাহাকে ·২̇৭̇; ·২৯৭৭৭ তাহাকে ·২৯৭̇ এবং ·০১২৩৬৩৬ তাহাকে ·০১২৩̇৬̇ এইরূপ বিন্দুযুক্ত রাখিলেই চলিবে।

ভগ্নাত্মন্ (পুং) ভগ্নঃ ক্রমেণ হীন আত্মা দেহো যস্য; কৃষ্ণ প্রতিপদাদিক্রমেণৈকৈককলাচ্ছেদেন ভগ্নদেহত্বাদস্য তথাত্বং। চন্দ্র।

ভগ্নাশ (ত্রি) ভগ্না আশা যস্য। হতাশ, দীর্ঘতৃষ্ণাভঙ্গযুক্ত।

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥" (আহ্নিকত॰)

ভগ্নী (স্ত্রী) ভগিনী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ভগিনী।

ভঙ্কারী (স্ত্রী) ভমিত্যব্যক্তশব্দং করোতীতি কৃ-অন্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। দংশ। (ত্রিকা॰)

ভঙ্‌ক্তৃ (ত্রি) ভন্‌জ্-কর্ত্তরি তৃণ্। ভঙ্গকর্ত্তা, ভঙ্গকারক।

"প্রাকারস্য চ ভেত্তারং পরিখানাঞ্চ পূরকম্।
দারাণাঞ্চৈব ভঙ্‌ক্তারং ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥"(মনু ৯।২৯৯)

ভঙ্গ (পুং) ভজ্যতে ইতি ভঞ্জ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ তরঙ্গ। ২ পরাজয়। ৩ খণ্ড। ৪ রোগবিশেষ। ৫ ভেদ। ৬ কৌটিল্য। ৭ ভয়। ৮ বিচ্ছিত্তি। ৯ রোগমাত্র। ১০ গমন। ১১ জলনির্গম। ১২ নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭।৯)

ভঙ্গকার (পুং) ১ অবিক্ষিৎনৃপপুত্রভেদ। (ভারত ১।৯৪ অঃ) ২ সত্রাজিৎপুত্রভেদ। (হরিব॰ ৩৮ অ॰)

ভঙ্গকুলীন, রাঢ়ীয়শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণসন্তানগণ বংশজকন্যা গ্রহণ করিলে 'ভঙ্গকুলীন' বা স্বকৃতভঙ্গ আখ্যা প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে এরূপ কার্য্য করিলে কুলীন একবারেই বংশজ বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু দেবীবরের অনুবর্ত্তী কুলাচার্য্যেরা দুইটী ব্যবস্থা করিয়া দেন, ১ পূর্ব্বে অরি শ্রোত্রিয় কন্যা বিবাহ করিলে কুল নষ্ট হইত, এখন হইতে কুল নষ্ট হইবে না, কেবল দোষ পড়িবে মাত্র। ২ বংশজের কন্যা বিবাহ করিলে একেবারে কুল না যাইয়া সাত পুরুষ পর্য্যন্ত 'ভঙ্গকুলীন' বলিয়া গণ্য হইবে।

ভঙ্গক্ষত্রিয়, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গবাসী রাজবংশী ও পলিয়াগণ আপনাদিগকে এই নামে পরিচিত করিয়া থাকেন।

ভঙ্গবাসা (স্ত্রী) ভঙ্গেন বাসঃ সৌরভমস্যাঃ। হরিদ্রা।

ভঙ্গসার্থ (ত্রি) ভঙ্গং বক্রভাবং অনার্জ্জবত্বমিত্যর্থঃ স্যতি ব্যবস্যতি যৎ বা ক্রিয়া ইতি যাবৎ, ভঙ্গসমর্থয়তীতি অর্থ-অচ্, কৌটিল্যব্যবসায়ক্রিয়ার্থিত্বাদস্য তথাত্বং। কুটিল। (হারাবলী)

ভঙ্গা (স্ত্রী) ভজ্যতে ইতি ভন্‌জ-(হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) ইতি বাহুলকাৎ ঘঞ্, টাপ্। বৃক্ষবিশেষ, ভাঙ্, চলিত সিদ্ধি।

পর্য্যায়—গঞ্জা, মাতুলানী, মাদিনী, বিজয়া, জয়া। ইহার গুণ—কফকর, তিক্ত, গ্রাহক, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণোষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক মোহ, মন্দবায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক। (ভাবপ্র° পূ°) [সিদ্ধি দেখ]

ভঙ্গাকট (স্ত্রী) ভঙ্গায়াঃ রজঃ ভঙ্গা-রজসি কটচ্। ভঙ্গৌষধ।

ভঙ্গান (পুং) ভঙ্গেন অনিতি ইতি অন্-অচ্। মৎস্যবিশেষ, চলিত ভাঙ্গনমাছ। পর্য্যায়—দীর্ঘজঙ্গল। (শব্দমালা)

ভঙ্গারী (স্ত্রী) ভঙ্কারো পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দংশ। (ত্রিকা°)

ভঙ্গাস্বন (পুং) একজন রাজা। তিনি পুত্রকামনায় ইন্দ্র-বিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞফলে তাঁহার একশত পুত্র হয়। দেবপতি ইন্দ্র তৎপ্রতি কুপিত হইয়া বিরোধের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদা রাজা মৃগয়ায় গমন করিলে ইন্দ্র মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মোহিত করেন। তিনি মায়ামোহিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া নিকটস্থিত এক সরোবরতীরে উপস্থিত হন। ঐ সরোবরে অবগাহন করিবামাত্র তাঁহার স্ত্রীত্ব লাভ হয়। তখন তিনি স্বীয় পুত্রগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে অরণ্যে গমন করেন। তথায় এক তাপসের সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়। উভয়ের সহবাসে স্ত্রীরূপী রাজার গর্ভে পুনরায় এক শত পুত্র জন্মে। তিনি এই পুত্রগণকে ঔরসপুত্রগণের সহিত একত্রে সুখে কালযাপন করিতে আদেশ করিলেন। এই সকল পুত্রগণ একত্রে বাস করিতে লাগিল দেখিয়া, ইন্দ্র ঐ পুত্রগণের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ ঘটাইয়া দিলেন। সেই বিরোধে তাঁহার সকল পুত্রেরই মৃত্যু হইল। রাজা এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র ব্রাহ্মণরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি আমাকে অনাদর করিয়া আমার বিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুৎ যজ্ঞ করিয়াছিলে, তাহার ফলে তোমার সকল পুত্রই বিনষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি ইন্দ্রের পদতলে পড়িয়া তাঁহাকে তুষ্ট করেন। ইন্দ্র প্রীতমনে তাঁহাকে বলিলেন, আমি তোমার দুই শত পুত্রের মধ্যে এক শতের প্রাণ দান করিব, এখন তোমার পুরুষাবস্থার বা স্ত্রী-অবস্থার শতপুত্রের মধ্যে কাহাদের প্রাণদান করিব, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। তদুত্তরে রাজা স্ত্রী-অবস্থার শতপুত্রের প্রাণদান প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—স্ত্রীলোকের সন্তানস্নেহ পুরুষের অপেক্ষা অনেক অধিক; এইজন্য আমি অঙ্গনাবস্থার পুত্রগণের প্রাণ প্রার্থনা করিতেছি। ইন্দ্র তখন তাঁহার সমুদায় পুত্রগণকে জীবিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এইক্ষণ পুরুষ বা স্ত্রী ইহার মধ্যে কোনরূপে অবস্থান করিতে ইচ্ছাকর' তাহাতে রাজা 'আমার স্ত্রীরূপই ভাল' এইরূপ উত্তর প্রদান করেন। অনন্তর ইন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি নিমিত্ত পুরুষত্ব অনিচ্ছা করিয়া স্ত্রীত্ব লাভে অভিলাষ করিতেছেন। তখন রাজা কহিলেন,—দেবরাজ! সংসর্গকালে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকেরই অধিক প্রীতিলাভ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত আমি স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতেই বাসনা করি। আমি সত্যই কহিতেছি, স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া আমি সমধিক প্রীতিলাভ করিয়াছি; এই জন্য ঐ রূপ-পরিত্যাগের ইচ্ছা নাই। তদবধি ইনি স্ত্রীরূপেই রহিলেন। (ভারত অনুশা° ১২ অ°)

ভঙ্গি (স্ত্রী) ভজ্যতে ইতি ভন্জ-ইন্, ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ কুত্বং। ১ বিচ্ছেদ। (রঘু ১৩।৬৯) ২ কৌটিল্যভেদ। ৩ বিন্যাস। ভঙ্গং করোতীতি ভন্জ-ণিচ্, ই। ৪ কল্লোল। ৫ ভঙ্গ। ৬ ব্যাজ। ৭ ছলনিভ। ৮ অবয়বাদির ভঙ্গবৎ বিকৃতভাবের অনুকরণ-রূপ কার্য্য। ৯ চেহারা, প্রতিকৃতি।

ভঙ্গিন্ (ত্রি) ভঙ্গ-অস্ত্যর্থে ইনি। ভঙ্গপ্রবণ, ভঙ্গশীল।

ভঙ্গিভাব (পুং) বক্রভাব।

ভঙ্গিমৎ (ত্রি) ভঙ্গিঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। ভঙ্গিযুক্ত, তরঙ্গের ন্যায় উচ্চ ও নিম্নে পর্য্যায় ক্রমে ঢেউ খেলানে।

ভঙ্গিমন্ (পুং) ভঙ্গ-বাহুলকাৎ স্বার্থে ইমনিচ্। ১ ভঙ্গি, শোভা

"অধরে কজ্জলং চারু দৃশোস্তাম্বূলরঙ্গিমা।
প্রাণনাথ কিমেতত্তে বেশবিন্যাসভঙ্গিমা ॥" (উদ্ভট)

২ তরঙ্গযুক্ত।

ভঙ্গী (স্ত্রী) ভঙ্গি কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীপ্। ভঙ্গি।

"জানামি মানমলসাঙ্গি! বচোবিভঙ্গীং
ভঙ্গীশতং নয়নয়োরপি চাতুরীঞ্চ।
আভীরনন্দন-মুখাম্বুজ-সঙ্গশংসী
বংশীরবো যদি ন মামবশীকরোতি ॥" (উদ্ভট)

ভঙ্গী (মিশুল্) শিখদিগের একটী সম্প্রদায়। পাঞ্জাববাসী জাঠবংশীয় ছজ্জা সিংহ এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি শিখগুরু বৈরাগী বান্দার নিকট হইতে 'পহাল' গ্রহণ করেন। বান্দার মৃত্যুর পর ভীমসিংহ, মল্লসিংহ ও জগৎসিংহনামা তাঁহার আত্মীয়ত্রয় তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হন। পরস্পরের প্রীতি-সৌহার্দ্দে ও আত্মীয়তায় সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহারা দস্যুবৃত্তির মানসে দলসঞ্চয়ে মনোযোগী হন। ক্রমে মিহান্ সিংহ, গুলাব সিংহ, করুরসিংহ, গুরুবক্সসিংহ, আগর সিংহ, গঙ্গোরা ও সন্বনসিংহ প্রভৃতি সর্দ্দারগণ উক্ত ছজ্জাসিংহের নিকট 'পহাল' লইয়া শিখধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহারা সকলেই ছজ্জাসিংহকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন। দলভুক্ত সকলেই ভাঙ্গ-পানে রত ছিল বলিয়া এই সম্প্রদায়ী শিখগণ ভাঙ্গী বা ভঙ্গী নামে খ্যাত হয়।

এইরূপে নানাস্থানের শিখসাম্প্রদায়িকদিগের দ্বারা পুষ্ট হইয়া ভঙ্গীসর্দ্দার রাত্রিযোগে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করেন। লুঠ-পাটে কৃতকার্য্য হইয়া ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে গোবিন্দের ভবিষ্যৎবাক্য স্মরণ হইল। তিনি ক্রমে রাজ্যপ্রয়াসী হইয়া বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ছজ্জাসিংহের মৃত্যু হওয়ায় ভীমসিংহ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারই অধিনায়কতায় ভঙ্গীসম্প্রদায়ের সুশৃঙ্খলতা ও বলাধিক্য সম্পাদিত হয়। নাদির শাহের ভারতাক্রমণের পর, ভীমসিংহ স্বীয় সহকারী মল্লসিংহ ও জগৎসিংহকে লইয়া এই বলশালী শিখসম্প্রদায়ের স্থাপনা করিয়া যান।

ভীমের মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র হরিসিংহ এই মিশ্‌লের সর্দ্দার মনোনীত হন। এই নির্ভীক ও সাহসী-নেতার হস্তে থাকিয়া ভঙ্গীগণ লুণ্ঠন দ্বারা বহুল অর্থ উপার্জ্জন করে। তিনি প্রায় বিশ সহস্রাধিক অনুচর লইয়া শিয়ালকোট, কড়িয়াল ও মীরোবাল নামক স্থান অধিকার করেন। গিল্‌বালী গ্রামে তাঁহার প্রধান আড্ডা স্থাপিত হয়। চিনিওৎ ও ঝঙ্গ লুণ্ঠনের পর তিনি আবদালীরাজ আহ্মদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি কোট খাজা সৈদ আক্রমণ করিয়া লাহোরের আফগান-শাসনকর্ত্তা খাজা ওবেদের যথা-সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আনেন।

তৎপরে হরিসিংহ-পরিচালিত ভঙ্গীগণ সিন্ধুসমতট ও দেরাজাত প্রদেশে লুণ্ঠন করে এবং অপরাপর সেনানীগণ রাবলপিণ্ডি, মালব ও মাঁঝা-প্রদেশ জয়পূর্ব্বক জম্মু লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। জম্মুরাজ রণজিৎদেব তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। যমুনা সমীপে ভঙ্গীসর্দ্দার রায় সিংহ ও ভগৎ-সিংহ রোহিলা ও মহারাষ্ট্রসৈন্যের সম্মুখীন হইয়া নাজিব উদ্দৌলাকে বিপর্য্যস্ত ও নিহত করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে রামগড়ীয়া ও কানহিয়াদলের সহযোগে তিনি কসূর আক্রমণ করিয়াছিলেন। পর বৎসরে তিনি পাতিয়ালারাজ অমরসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

হরিসিংহের দুই স্ত্রী ছিল। প্রথমাপত্নীর গর্ভে ঝান্দাসিংহ ও গণ্ডাসিংহ এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে ছরৎসিংহ, দেওয়ান সিংহ ও বাসুসিংহ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ঝান্দাসিংহ দলপতিত্ব গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও সাহিব সিংহ, রায় সিংহ, ভাগ সিংহ, সুধা সিংহ, দোধিয়া ও নিধান সিংহ প্রভৃতি সর্দ্দারের সাহায্যে ভঙ্গীশক্তিকে শীর্ষস্থানীয় করিয়াছিলেন।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ঝান্দা বহুসৈন্যে পরিবৃত হইয়া মুলতান অভিমুখে যাত্রা করেন। মুলতানের শাসনকর্ত্তা সুজা খাঁ ও বহাবলপুরের দাউদপুত্রগণের সহিত শতদ্রুনদীতীরে তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে পাকপত্তন পর্য্যন্ত স্থান শিখরাজ্যসীমা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। পরে কসূরের পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি পুনরায় ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মুলতান আক্রমণ করেন। প্রায় ১॥০ মাসকাল মুলতান-দুর্গ অবরোধের পর তিনি পলাইয়া আসিতে বাধ্য হন। ঐ সময় আফগানসেনানী জহান খাঁ ও দাউদপুত্রগণ বিশেষ রণনিপুণতার পরিচয় দিয়া ছিলেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ঝান্দা পুনরায় লহনাসিংহ প্রভৃতি শিখ সর্দ্দারের সহযোগে মুলতান আক্রমণপূর্ব্বক তথাকার শাসন-কর্ত্তা ও দাউদপুত্রগণকে পরাজিত করিয়া মুলতান প্রদেশ আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়ানসিংহকে কিল্লাদার নিযুক্ত করেন। মুলতান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি বেলুচ প্রদেশ, ঝঙ্গ, মানখেরা ও কালবাগ অধিকার করিলেন। তৎপরে অমৃতসর পরিদর্শনে আসিয়া তিনি তথায় ভঙ্গি-কেল্লা * ও একটী বাজার স্থাপন করিয়া যান। রামনগর অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তিনি ছট্টদিগের নিকট হইতে বিখ্যাত জমজমা † নামক কামান অধিকার করেন। জম্মুর শুকের্চ্চকিয়া সর্দ্দার চরৎসিংহ ও কানহিয়াপতি জয়সিংহ ব্রজরাজ দেবের পক্ষ হইয়া তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করায় তিনি সসৈন্যে জম্মু অভিমুখে অগ্রসর হন। এখানে কয় দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর চরৎসিংহের ও তাঁহার নিজের মৃত্যু হওয়ায় ‡ জয়সিংহ জয়পতাকা উড্ডীন করেন।

ঝান্দা সিংহের হত্যার পর তাঁহার ভ্রাতা গণ্ডাসিংহ দল-পতি নির্ব্বাচিত হইয়া বিশেষ অধ্যবসায়ে স্বীয় দলের পুষ্টি-সাধন করেন। তাঁহার উদ্যমে ভঙ্গীদুর্গের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদিত ও অমৃতসরনগরী সৌধমালায় বিভূষিত হয়।

কানহিয়া সর্দ্দার জয়সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় স্বীয় জ্যেষ্ঠের মৃত্যুতে গণ্ডাসিংহের হৃদয়বহ্নি প্রজ্বলিত হইতে ছিল। তিনি বিবাদের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঠান কোট জায়গীর সূত্রে গোল বাধিল§। পাঠানকোট প্রত্যর্পিত

---

* লুণ-মণ্ডীর পশ্চাদ্ভাগে এখনও ঐ ধ্বংসাবশিষ্ট কেল্লার নিদর্শন আছে।

† ইংরেজসেনানী সর হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ফিরোজসহরের যুদ্ধে ঐ কামান অধিকার করিয়াছিলেন। লাহোর নগরের সেণ্ট্রালমিউসিয়মের সম্মুখ-দ্বারে উহা সজ্জিত আছে।

‡ জনৈক স্বীয় সেনার গুলির আঘাতে ঝান্দাসিংহের মৃত্যু হয়।

§ ঝান্দা সিংহ নন্দসিংহ নামা জনৈক মিশ্‌লদারকে পাঠানকোট সম্পত্তি প্রদান করেন। তদীয় বিধবা পত্নী তারাসিংহ কানহিয়াকে স্বীয় কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ঐ সম্পত্তি শীঘ্রই জামাতার হস্তগত হয়। ভঙ্গীর সম্পত্তি কানহিয়াদিগের অধিকৃত দেখিয়া গণ্ডা সর্দ্দার উহা প্রার্থনা করেন। এই সূত্রে উভয়দলে গোল বাঁধে।

হইল না দেখিয়া তিনি সদলে পাঠানকোট অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তারাসিংহ তাঁহার আগমন সংবাদে ত্রস্ত হইয়া স্বীয় দলপতি গুরুবক্স সিংহের সহায়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। দীনানগরের সম্মুখে উভয় দলে ১০ দিন ঘোরতর যুদ্ধ হয়, কিন্তু হঠাৎ গণ্ডা সিংহের মৃত্যু হওয়ায় যুদ্ধের ফলনিষ্পত্তি হয় নাই। তৎপুত্র দেশাসিংহ নাবালক থাকায়, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চরৎসিংহ অধিনায়কতা গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে শত্রুহস্তে চরৎসিংহের মৃত্যু হওয়ায় ভঙ্গীদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পাঠানকোট পরিত্যাগ করে।

প্রত্যাবৃত্ত ভঙ্গীদল অমৃতসর নগরে আসিয়া বালক দেশাসিংহকে আপনাদের সর্দ্দার বলিয়া ঘোষণা করে। বীর হরিসিংহ ও ঝান্দাসিংহ-পরিচালিত ভঙ্গীসেনা ও সর্দ্দারগণ বালকের অধীনতা উপেক্ষা করিয়া ক্রমে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে মুলতানরাজ মুজঃফার খাঁ বিদ্রোহী হইলে দেওয়ানসিংহ বিশেষ নিপুণতার সহিত তাহা দমন করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে আহ্মদ শাহের পুত্র তৈমুর শাহ কাবুল সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পাঞ্জাব রাজ্য উদ্ধারমানসে সৈন্যসজ্জা করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে শিখগণ সমূহ বিপৎপাতের সম্ভাবনা বুঝিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে মুলতান প্রদেশে আফগান ও শিখসৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। আফগানসেনানী হাইনী খাঁ এই যুদ্ধে বন্দী হন। শিখগণ বিশেষ নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে তোপে উড়াইয়া দেয়। এরূপ কঠোর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া শাহ তৈমুর পুনরায় পরবৎসর শীতকালে ভঙ্গীদিগের দমনার্থ জঙ্গী খাঁকে প্রেরণ করেন। ঐ দুরাণী সর্দ্দার য়ুসুফজৈ, দুরাণী, মোগল ও কাজলবাসদিগের সহায়তায় শিখগণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া মুলতান অধিকার পূর্ব্বক সুজাখাঁকে তথাকার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। আফগান-বিপ্লব উপশমিত হইলে ভঙ্গীসর্দ্দার দেশাসিংহ চিনিওৎ-বাসীকে দমনার্থ অগ্রসর হন। শুকের্চ্চকিয়া সর্দ্দার মহাসিংহের সহিত কএকটী খণ্ড-যুদ্ধের পর ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রণক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভঙ্গীসর্দ্দার হরিসিংহের বিখ্যাত সেনানী গুরুবক্সসিংহ কিছুকাল স্বীয় উপদ্রবাদি দ্বারা ভঙ্গী গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দত্তকপুত্র লহনাসিংহ ও তাঁহার দৌহিত্র গুজরসিংহের বিরোধ উপস্থিত হয়। পরে ঐ সম্পত্তি সমানভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া তাঁহারা গৃহবিবাদের শান্তি করিয়াছিলেন। উক্ত সর্দ্দারদ্বয় ঝান্দা ও গণ্ডাসিংহের সহযোগে যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিলেও তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে যে কার্য্যাদি করিয়াছিলেন, ভঙ্গী-ইতিহাসে তাহাও উল্লেখ-যোগ্য।

আহ্মদ শাহ ভারত হইতে প্রত্যাগমনকালে লাহোর নগরে কাবুলীমল্ল নামে একজন হিন্দুকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। লহনা ও গুজর সদলে লাহোর আক্রমণপূর্ব্বক লুণ্ঠন করেন। লাহোর অধিকারের পর তাঁহারা উভয়ে এবং জয়সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র শোভাসিংহ উক্ত নগর তিন সমান অংশে ভাগ করিয়া লন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে গুজরসিংহ উত্তর পঞ্জাব অধিকারের চেষ্টায় গমন করেন। লাহোর নগরে দুই বৎসর বাসের পর, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ শাহের শেষবার ভারতাক্রমণ সময়ে, উক্ত শিখসর্দ্দারদ্বয়ের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে, তাঁহারা আফগানসৈন্যের আগমনে ভীত হইয়া লাহোর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঞ্জাবার অভিমুখে পলায়ন করিলেন; কিন্তু আহ্মদ শাহ উক্ত ভঙ্গী সর্দ্দারদ্বয়কে লাহোরের কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়া কাবুলবাসী হন। পরবর্ত্তী ৩০ বর্ষ কাল তাঁহারা নির্ব্বিবাদে লাহোর রাজধানীতে থাকিয়া শান্তিরাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। শাহ জমান্ কাবুল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় ১৭৯৩, ১৭৯৫ ও ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনবার উপর্য্যুপরি পঞ্জাব আক্রমণ করেন। প্রথম দুইটী যুদ্ধে সফলমনোরথ না হইলেও শেষবার তিনি লাহোর অধিকারে সমর্থ হন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা জানুয়ারী লহনাসিংহ নগরের চাবি প্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করেন। শাহ জমান্ প্রত্যাবৃত্ত হইলে উক্ত বৎসরেই লহনা ও শোভাসিংহ লাহোর অধিকার করিয়া লন, কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহাদের মৃত্যু হওয়ায় লহনাপুত্র চেৎসিংহ ও শোভাপুত্র মোহরসিংহ শাসন-কর্ত্তৃপদ লাভ করেন। রাজ্যশাসনে অক্ষমতা ও মদ্যপান প্রভৃতি দোষে বিজড়িত হওয়ায় তাহাদের রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে লাগিল, সুযোগ বুঝিয়া বিখ্যাত শুকের্চ্চকিয়া সর্দ্দার রণজিৎ সিংহ লাহোর আক্রমণে সংকল্প করিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অন্যান্য ভঙ্গী-সর্দ্দারদিগের ষড়যন্ত্রে আহূত হইয়া স্বসৈন্যে লাহোর নগরে প্রবেশ করিলে চেৎসিংহ ও মোহরসিংহ পলায়ন করেন।

ওদিকে ভঙ্গী-মিশ্‌লের দলপতি দেশাসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় নাবালক পুত্র গুলাবসিংহ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে পিতৃপদ লাভ করেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ পরিস্ফুট না থাকায় ভ্রাতা করমসিংহ মিশ্‌লের সকল কার্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। গুলাবসিংহ প্রথমেই কসুর হস্তগত করেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন উহার শাসনভার বহন করিতে হয় নাই। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কসুরের পাঠানসর্দ্দার নিজামউদ্দীন খাঁ উহা পুনরায় হস্তগত করিয়া লন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রণজিতের লাহোর বিজয়ে ভীত হইয়া গুলাবসিংহ ও সাহেবসিংহ ভঙ্গী, জেসাসিংহ রামগড়িয়া,

এবং নিজাম উদ্দান্ একযোগে রণজিতের প্রভাব খর্ব্ব কিরিতে প্রয়াস পান। লাহোর ও অমৃতসরের মধ্যবর্ত্তী ভসিল নগরে উভয় দলের সাক্ষাৎ হয়। এই যুদ্ধে মিলিত সর্দ্দার সেনাদল পরাভব স্বীকার করে। এই খানেই মদ্যপান-জনিত কম্প-প্রলাপ রোগে গুলাবসিংহের মৃত্যু ঘটে।

গুলাবের মৃত্যুতে ১০ম বর্ষীয় পুত্র গুরুদীৎসিংহ পিতৃসিংহাসন লাভ করিলেন বটে; কিন্তু মিশ্ল-পরিচালনার ভার তাঁহার মাতা ও মুসম্মৎ সুখানের উপর ন্যস্ত ছিল। ভঙ্গীদিগের অমৃতসর দুর্গ অধিকারে অভিলাষী হইয়া রণজিৎ সিংহ বিবাদের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। জমজমা কামান চাহিয়াও না পাওয়ায় তিনি ভঙ্গী-দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ভঙ্গী-সেনাদল ৫ ঘণ্টা যুদ্ধের পর রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। রাণীমাতা নিরুপায় দেখিয়া পুত্র গুরুদীৎকে লইয়া রাম গড়ে পলায়ন করিলেন (১৮০২ খৃষ্টাব্দে)।

লাহোর বিজয়ের পর, গুজরসিংহ স্বদলে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করেন, তাঁহার বীরবাহিনী বিশেষ উদ্যমের সহিত একে একে গুজরাত, জম্মু, ইস্লামগড়, পঞ্চ ও দেব ভতালা, গরুড়, ভীমবের ও মাঁঝা-প্রদেশ অধিকারপূর্ব্বক লুণ্ঠন করে; পরে ভক্করদিগের বিখ্যাত রোহতস্ (রোটস্) দুর্গ জয় করিয়া তাহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার মধ্যম-পুত্র সাহিব সিংহের সহিত শুকের্চ্চকিয়া চরৎ সিংহের কন্যা রাজকৌরের বিবাহ হয়। জ্যেষ্ঠ সুখাসিংহ পিতার সহিত কলহে নিহত এবং মধ্যম স্বীয় শ্যালক মহাসিংহের জন্য পিতার অবমাননা করায় পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হন। বৃদ্ধ গুজরসিংহ অবশেষে কনিষ্ঠ ফতেসিংহকে নিজ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া লাহোর প্রত্যাগমন করেন। এখানে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এক্ষণে পিতৃসম্পত্তি লইয়া দুই ভ্রাতার বিবাদ উপস্থিত দেখিয়া মহাসিংহ ফতেসিংহের পক্ষাবলম্বন করেন। এই সূত্রে শ্যালক ও ভগিনীপতি উভয়ের মধ্যে বিবাদ ঘটিয়া উঠিল। প্রায় দুই বৎসরকাল এইরূপ মনোবাদে কাটাইয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে উভয় শত্রুর হৃদয়োদ্দীপ্ত বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। মহাসিংহ সদলে উপস্থিত হইয়া সোধ্রাদুর্গে সাহেবসিংহকে অবরোধ করেন, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, যুদ্ধে ভঙ্গীদিগের জয়লাভ হয়। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন শাহ জমান্ চতুর্থবার পঞ্জাব আক্রমণ করেন, তখনও এই শিখ-সম্প্রদায় বিশেষ রণনিপুনতার পরিচয় দিয়াছিল।

শাহ জমান্-প্রেরিত দুরাণী সেনানী সহ ৫ হাজার সেনা-নাশে এবং অপরাপর সাহসিকতার পরিচয়ে সাহিব সিংহের বীরত্বপ্রভা এক সময়ে সমগ্র পঞ্জাবপ্রদেশ বিভাসিত করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ঘোর মদিরাসক্ত হইয়া তিনি এতই অলস হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার উদ্যম, সাহস, বীরত্ব প্রভৃতি এককালে লোপ পাইল। প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্ত ও সর্দ্দারগণের বিরোধী হইয়া তিনি আপনারই বলক্ষয় করিতে লাগিলেন। রণজিৎ-সিংহ অবসর বুঝিয়া তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি আক্রমণ করিলেন এবং তৎসমস্তই স্বীয় নব-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লই-লেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সাহিব সিংহের মাতা লছমি মায়ীর প্রার্থনায় রণজিৎ ভরণপোষণের জন্য সাহিবকে লক্ষ টাকা লভ্যের একটী জায়গীর প্রদান করেন। মুলতান বিজয়ের পর, তিনি উক্ত মহাত্মার বিধবাপত্নী দয়াকুমারী ও রতনকুমারীকে চাদরান্দজী-প্রথায় বিবাহ করেন। গুজর-সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র কপুরথলার অহলুবালিয়া সর্দ্দারের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। তাঁহার একমাত্র বংশধর জয়মল্ল সিংহ পিতৃসম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া রামগড়ে জীবনাতিপাত করেন। এইরূপে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের অভ্যুদয়ে এই মহা-প্রভাবশালী ভঙ্গীমিশ্ল ছত্রভঙ্গ হইয়া লোপ প্রাপ্ত হয়।

ভঙ্গী, উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতবাসী নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। ঝাড়ুদারী-কার্য্যই ইহাদের জাতীয়-ব্যবসা। এই জাতির উৎ-পত্তি সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আছে। কেহ কেহ মেহ্তর,চণ্ডাল বা ডোম হইতে ইহাদের উৎপত্তি স্বীকার করেন। মুসলমানা-ধিকারে ইহারা মেহ্তর, হালালখোর, খাক্রোব, বাহারবালা, মুসল্লী প্রভৃতি নামে অভিহিত ছিল। পঞ্জাবপ্রদেশের ভঙ্গীগণ চুহ্রা নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন লালবেগী, শেখ প্রভৃতি স্বতন্ত্র ভঙ্গীথাক ধর্ম্মসম্প্রদায় বা তৎপ্রবর্ত্তকের নামে সৃষ্ট হইয়াছে। মতান্তরে ভাঙ্‌পান হেতু ইহারা ভাঙ্গী সংজ্ঞা লাভ করে। বারাণসীবাসী ঝাড়ুদারগণ বলে যে, 'সর্ব্বভঙ্গ' অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্যুত এই অর্থে ভঙ্গী নামে পরিচিত হইয়াছে।

বারাণসীর লালবেগীগণ ৪র্থ পাণ্ডব নকুলকেই আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কল্পনা করে। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাহারা পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান, পরে সীতান্বেষণ কালে রামের সহিত নকুলের সাক্ষাৎ,রামানুচর কর্ত্তৃক নকুলের পূজা,নকুলের ব্রাহ্মণবধ ও চণ্ডাল-খ্যাতি এবং চণ্ডালরূপী নকুলের পাপমুক্তির জন্য গুরু-নানকের মর্ত্ত্যাগমন প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গের অব-তারণা করিয়াছে। যেখানে ঐ চণ্ডাল ঈশ্বরচিন্তায় রত ছিল, তাহাই চণ্ডালগড় (বর্ত্তমান চুনার) নামে খ্যাত। মুসলমানগণ তাঁহাকে গদ নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তাঁহার আস্থানা গদপাহাড় মুসলমান ও ভঙ্গীগণের পবিত্র তীর্থস্থান।

ঐ চণ্ডালের কালু ও জীবন নামে দুই পুত্র ছিল। কালুর বংশধরগণ ডোম ও চণ্ডাল এবং জীবনের বংশে ভঙ্গীদিগের উৎপত্তি হয়। লালবেগ নামক এক সাধুপুরুষের কল্যাণে জীবন ৭টী পুত্র লাভ করেন। সাধুপুরুষের কৃপালব্ধ বলিয়া তাহার সন্তানগণ লালবেগী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, মাকিদান বীর আলেকসান্দার ভারতে আসিয়া কোন অভাবনীয় কারণে জীবনকে উৎপীড়িত করিলে, সে স্বীয় পুত্রগণ সমভিব্যাহারে পলায়ন করে। তাহার প্রথম পুত্র গ্রীকবীর কর্ত্তৃক যবন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় তদ্বংশধরগণ শেখ বা মুসলমান ভঙ্গী, দ্বিতীয়ের পুত্রগণ রাবত-ভঙ্গী, তৃতীয়ের বংশ ধানুক, চতুর্থের বংশ বাঁশফোঁড়, পঞ্চমের সন্তানগণ হেলা, ষষ্ঠের পুত্রেরা হাড়ি এবং সপ্তমের পুত্রগণ লালবেগী নামে পরিচিত হয় *। এতদ্ভিন্ন ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও বহুপ্রকার কিম্বদন্তী আছে।

ভঙ্গীদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল আখ্যান শুনা যায়, তদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, এই ঝাড়ুদার বংশ প্রথমে হিন্দু ছিল, পরে কেহ কেহ মুসলমানদিগের প্রতিপত্তিসময়ে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। এই হেতু ইহাদের উপাখ্যান মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণোক্ত পাণ্ডব, বাল্মীকি, শিব, গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, শর্কন্দনাথ প্রভৃতি নাম এবং মুসলমান ইতিহাসোক্ত গজনীরাজ, পীরাণ পীর, আবদুল কাদের জিলাণী, সেখসরম্ প্রভৃতির প্রসঙ্গ সংমিশ্রিত দেখা যায়।

এই ভঙ্গীজাতির হিন্দুশাখায় ১৩৫৯টী থাক এবং মুসলমান শাখায় ৪৭টী থাক আছে বলিয়া প্রচার। ঐ গুলির মধ্যে বাগ্‌ড়া, বাঈ, বাঈস্‌বার, বালকচামারিয়া, বড়গুজর, বরবার, ভদোরিয়া, বিসেনশোব, বুন্দেলিয়া, চামারিয়া, চন্দেলা, চৌহান, ছিপি, ধেলফোঁড়, গদারিয়া, যাদোন, যাদুবংশী, জইস্‌বার, যোগীয়া, কচ্ছবাহ, কায়স্থবংশী, কিন্নর, সকরবার, টাঙ্ক, ঠাকুর-বাঈ, তুর্কীয়া, অন্তর্বেদী, বিলথারিয়া, বনৌধ, বরণবার, ভোজপুরী-রাবত, গাজীপুরী-রাবত, জমালপুরিয়া, যমুনাপারী, জনকপুরী, যৌনপুরী, কণ্বপুরিয়া, কাঠোরিয়া, মঙ্গলৌরি, মুলতানী, নানকপুরি, সৈয়দপুরী, শর্করিয়া, উজ্জৈনবাল বা উজ্জয়িনীপুরিয়া, বদ্‌লান, বাল্‌ঙ্গ, নানকশাহী, চনহিয়া, ভিলৌর, মচাল, দেশবাল, গহলোত, সোদ, বচনবার, ভগবতীয়া, ভোকর, চৌহেলা, চুনার, ধকৌলিয়া, গরৌঠিয়া, জজ্বারে, জঞ্জবলী, নৌরতন, নির্ব্বাণী, পানবাড়ী, ফুলপানবার, রাঠী, রোলপাল, শেখাবত, তর্থারিয়া, চুতেলে, কলাবত, খরৌতিয়া, কোঠিয়া, কৌশিকিয়া, মথুরিয়া, পাথরবাড়, চুরেলী পাথরঘোটী, দক্ষমর্দ্দন, রাজোরিয়া, গঙ্গাবতী, বচিা, ভূমিয়ান্, বসোর, ডোমর, স্বপ-ভকত, ওঝিয়ার, দেশী, ডোম, বাঁশফোড়ও তুরৈহা, প্রভৃতি শাখাই প্রধান।

ইহাদিগের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নিরূপণ করা সুকঠিন। লালবেগী ও শেখ-মেহ্‌তরেরা আপনাদিগকে হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া পরিচিত করিলেও, কখনও মন্দির বা মসজিদে প্রবেশ করিতে পায় না। ধর্ম্মমতের প্রভেদ জন্য ইহাদের মধ্যেও সামান্য মতপার্থক্য লক্ষিত হয়। মজ্‌হবি নামক নানকশাহী লালবেগীগণ শেখ-মেহ্‌তরদিগের সহিত একত্রে ভোজন করে। সকলেই হিন্দু ও মুসলমানের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিতে পারে। ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ইহারা অপক্ক দ্রব্য গ্রহণ করে এবং স্বশ্রেণীর নিকট হইতে পাচিত দ্রব্যগ্রহণ বা ভোজনে কোন দোষ মনে করে না। মুসলমানের ন্যায় শেখগণ ত্বকচ্ছেদ করে এবং শূকরমাংস অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া থাকে। হেলারা কুকুর ছোঁয় না। লালবেগী ও শেখ-মেহ্‌তরেরা অপর হীনসম্প্রদায়ের লোকদিগকে আপনাদের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে। ইহারা সাধারণতঃ অপরের শব দাহ করে না; কিন্তু দিল্লীর পশ্চিমদিগ্বাসী ভঙ্গীগণ শবদাহ বা ঝাড়ুদারী কার্য্য করিতে ঘৃণাবোধ করে না। অন্যত্র চামারেরা ঝাঁড় দেয় এবং প্রায় ডোমেরাই শবদাহ করিয়া থাকে। মজ্‌হবি ও রঙ্গ্‌টাগণ শিখধর্ম্মাবলম্বী। পহাল গ্রহণের পর ইহারা মাথায় বড় বড় চুল রাখে। ইহারা সাধারণতঃ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকিতে ভালবাসে। কখনও অপরের মলমূত্রাদি স্পর্শ করে না। তাম্রকূটসেবনে সকলেরই নিষেধ আছে।

শিখসম্প্রদায় ভুক্ত হইলেও, নীচজাতিত্ব হেতু অপরাপর শিখেরা ইহাদের সহিত যোগ দেয় না। ইহারা প্রধান গুরুকে তেগ-বাহাদুর নামে অভিহিত করিয়া থাকে। লালবেগী ও হিন্দু চুহ্‌রাদিগের মধ্যে ইহাদের আদানপ্রদান আছে। সৈনিক বৃত্তিতে ইহারা বিশেষ পটু। রঙ্গ্‌টাগণ আপনাদিগকে মজ্‌হবি অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর বলিয়া স্বীকার করে। দস্যুবৃত্তির জন্য ইহারা বিশেষ বিখ্যাত।

ভঙ্গীজাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতির কোন ধারাবহিক ইতিহাস না থাকিলেও, বর্ত্তমানে তাহাদের জাতীয় ভিত্তি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিলেও ইহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবল রহিয়াছে। অমৃতসর, সরহরপুরের মকদুম শাহের কবর, বান্দাজেলার কালিকা মাই, বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী ও গদপাহাড়ী প্রভৃতি তীর্থে ইহাদের সমাগম হয়। ৩০শে চৈত্র ইহারা মহাসমারোহে উক্ত শক্তি-মূর্ত্তিদ্বয়ের পূজা করিয়া থাকে। ঐ দিন তথায় ইহারা

* এক একটী থাকের এরূপ নামকরণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গল্প নির্দ্দিষ্ট আছে।

পুত্রপৌত্রাদির চূড়াকরণাদি সমাপনপূর্ব্বক দেবীসমক্ষে যথা-যোগ্য বলি ও পূজা দেয়।

বারাণসীর শিবালয়ঘাটস্থিত গুরু-নানকের নামে পবিত্র পঞ্চায়ত-আখড়ায় ইহাদের সামাজিক গোলযোগ মিটান হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও সমাজ-পরিচালক একজন মণ্ডল আছে এবং তাহার নিম্নে আরও কএকজন কর্ম্মচারী এই জাতীয় সভা সংগঠিত। সভার সভাপতি ও তদধীন কর্ম্মচারিগণ সাধারণের নিকট সম্মানার্হ। ইংরাজ-সেনানিবাসে কর্ম্ম করায় তাহারাও আপনাপন দলপতি প্রভৃতির ইংরাজী নামকরণ করিয়াছে। আবশ্যক হইলে ঐসকল কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে হয়। মণ্ডল বা দলপতি ব্রিগেডিয়ার-জমাদার এবং তন্নিম্ন কর্ম্ম-চারিগণ মুন্‌সিফ, চৌধুরি ও নায়েব প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত। ঐপদ গ্রহণের সময় সেই শাখাগত সমস্ত লোককে একটী ভোজ দিলে পদপ্রাপ্তির আর কোন বাধা থাকে না।

এই সামাজিক সভায় কোন বিষয়ের নালিশ রুজু করিতে হইলে প্রথমে ১৷৹ পাঁচ সিকা তলবানা দিতে হয়। ব্যাপার গুরুতর হইলে সভাপতি সেই শ্রেণীর সমুদায় লোককে খবর দিয়া পাঠান এবং যে স্থানে ও যে সময়ে বিচার হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বিচারক্ষেত্রে বিস্তৃত মাদুরের এক-ধারে প্রথমে জমাদার, তৎপরে চারিজন কর্ম্মচারী এবং তদন্তে সাধারণ পুরুষদিগের বসিবার আসন * এই সভায় সাধারণতঃ তিন প্রকার বিচার হইয়া থাকে। ১ অর্থদণ্ড, ২ বলপূর্ব্বক ভোগ বা খানা আদায় এবং ৩ জাতিচ্যুতি (কুজৎ করনা)। যদি কেহ এই সভার বিচার অগ্রাহ্য করিয়া অর্থদণ্ড না দেয়, তাহা হইলে তাহাকে সমাজ-বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। অসতী স্ত্রীলোকদিগের প্রতি গুরুতর সাজার ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময়ে স্ত্রীহত্যা পাতক ভোগ করিতে হইত বলিয়া তাহারা এক্ষণে সে প্রথা উঠাইয়া দিয়াছে। জাতি হইতে বহিষ্কৃত ব্যক্তি যদি পুনরায় উপযুক্ত অর্থদণ্ড বা ভোজ দিয়া সমাজ প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে এই সভা তাহাকে উঠাইয়া লইতে পারে।

ইহারা স্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ করিতে বাধ্য; কিন্তু স্ব-গোত্র (তর) মধ্যে নহে। কিন্তু যদি অপর শ্রেণীর রমণী প্রথমে লালবেগীসমাজভুক্ত হয়, তাহা হইলে পরে তাহাকে গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই। এইরূপে ইহারা ডোম, চামার প্রভৃতির কন্যাও গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রথমা পত্নীর অভিমত ভিন্ন, অথবা তাহার বন্ধ্যাত্ব দোষ সাব্যস্ত না করিয়া ইহারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে না। পিসা বা মোসোর ভগ্নীকে অথবা জ্যেষ্ঠা শালীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। অপরা-পর থাকেও ঐরূপ কতকগুলি নিয়ম আছে। কিন্তু হেলা ব্যতীত অপর সাধারণে স্বশ্রেণী ভিন্ন অন্য শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারে না। সবর্ণ-বিবাহকে ইহারা 'সাদী' বলে। ডোম, ধোবী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর কন্যা যদি যথাবিধি ভঙ্গীদীক্ষা লইয়া বিবাহ করে, তাহা হইলে সেই অসবর্ণ-বিবাহ 'সাগাই' নামে খ্যাত হইয়া থাকে। ঐ রমণী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও আজীবন 'পরজাত' বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু তাহার সন্তানগণ ভঙ্গী হইবে। শেখগণ ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিতা ভদ্রবংশীয়া সকল রমণীরই পাণিগ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু ঐ রমণী কুন্‌বি, আহীর, কোয়েরী প্রভৃতি জাতীয় হইলে কখনও বিবাহ করিবে না।

লালবেগীদিগের দলভুক্ত করিবার দীক্ষাপ্রণালী এইরূপ;—যে ব্যক্তি এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণে ইচ্ছুক, তাহাকে সামর্থ্যানুরূপ ১৷৹ মন হইতে ৫ সের পর্য্যন্ত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাইয়া জাতীয় সভার সম্মুখস্থিত একটী চৌকীর উপর রাখিতে হইবে। পরে যথাপূর্ব্ব কুর্সিনামা (বংশাবলী) ও নানক-কি-বাণী কীর্ত্তনের পর দলপতি ঐ ব্যক্তিকে চরণামৃত ও প্রসাদ খাইতে দেন। পঞ্জাবের ভঙ্গীগণের ধর্ম্মদীক্ষার সময় এই মন্ত্রটী পাঠ করা হইয়া থাকে।

> "সোণে কা ঘট, সোণে কা মট
> সোণে কা ঘোড়া, সোণে কা জোড়া
> সোণে কা কুঞ্জি, সোণে কা তালা
> সোণে কা কিবাড়, লাও কুঞ্জি, খোলা কিবাড়
> দেখো দাদা পীরকা দীদার।"

* বারাণসীবাসী লালবেগীগণ ৮ টী শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ সদর বা সেনা-নিবাসের সাধারণ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক রক্ষিত, ২ কালে-পল্টন বা বেঙ্গল পদাতিক সেনাদলের অধীন, ৩ লালকুর্ত্তি বা ইংরাজসেনার পরিচারক, ৪ তেথান্ বা রাজঘাট মোগলসরাই প্রভৃতি রেল-ষ্টেসনে কর্ম্মকারী, ৫ সহর বা নগরমধ্যে কর্ম্মকারী, ৬ রামনগর বা বারানসী রাজসরকারে কর্ম্মকারী, ৭ কোঠিবাল বা ভদ্রসাহেব প্রভৃতি গৃহে যাহারা কার্য্য করে এবং জেনেরেলী অর্থাৎ যে সকল ঝাড়ুদার ইংরাজসেনানী কর্ত্তৃক বারাণসীশাসন সময়ে ইংরাজাধীনে কার্য্য করিতে তাহাদেরই বংশধরগণ। এক সমাজগত হইলেও এই ৮টী সম্প্রদায় পরস্পরে একটু ভিন্ন; সেই জন্য তাহাদের মধ্যেও স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। সামাজিক গণ্ডগোল মিটাইবার সময় দলপতির সম্মুখে উক্ত আট শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ বসিবার আসন পাইয়া থাকে। তৎপরে সাধারণ লোকের স্থান। ইংরাজসেনা মধ্যে কর্ম্ম করিয়া তাহারা আপনাদের মধ্যেও এইরূপ নামকরণ করিয়াছে। তাহারা সাধারণ লোককে সিপাহী এবং ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দূতরূপে সাধারণের নিকট বিচারবার্ত্তা জ্ঞাপন করে, সে পিয়দা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ইহাই সত্যযুগের কুর্সি। ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ঐরূপ সোণাস্থানে যথাক্রমে রূপা, তামা ও মৃত্তিকার উল্লেখ আছে। অনন্তর চিড়া, ঘৃত, পান, লবঙ্গ ও দারুচিনি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য লইয়া লালবেগের পূজা করিতে হয়।

শেখ-ভঙ্গীদিগের বিবাহ অনেকাংশেই মুসলমানদিগের সাধি বা নিকার অনুরূপ। হিন্দুশাখার মধ্যে প্রথমে ঘটক (বিচৌলিয়া) দ্বারা সম্বন্ধ ও কন্যাপণ স্থির হইলে শুভলগ্ন ধার্য্য হয়। ঐ দিন একটী ভোজ হইয়া থাকে। তৎপরদিন বরের গৃহে ও তাহার একদিন পরে কন্যার গৃহেও একটী বিবাহমঞ্চ স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মণগণ 'সাইট্' (শুভদিন) নির্দ্দেশ করিলে, বরপক্ষীয়গণ বর লইয়া কন্যার গৃহে যায়। তখন কন্যাকর্ত্তা তাহাদের বসিবার স্থান দিয়া একহাড়ি অন্ন বরের সম্মুখে আনিয়া দেয়, বরের বন্ধুরা উহার আস্বাদ গ্রহণ করিলে বরকর্ত্তা তাহার মধ্যে ৫টী পয়সা দিয়া থাকেন। তৎপরে দুয়ারবাড়-প্রথা অর্থাৎ দ্বারদেশের একপার্শ্বে বর ও কন্যা দাঁড়াইয়া পরস্পরকে অবলোকন করিবেন। উভয়ের মধ্যে চাদর ব্যবধান থাকে, অনন্তর যথারীতি বরণ আরম্ভ হয় এবং তিলকদানের পর গাঁট-বন্ধন হইলেই বিবাহকার্য্য সমাধা হয়। বাবাজী-আখ্যাধারী সাধুচেতা জনৈক ভঙ্গী অথবা বরের ভগিনীপতি এই বন্ধনের একমাত্র অধিকারী। পরদিন প্রাতঃকালেই বর-কন্যার 'বিদায়'। ঐ সময়ে বর কন্যা পক্ষীয় গুরুজনদিগকে নমস্কার করিলে অবস্থানুরূপ যৌতুকলাভ করিয়া থাকে। তৎপরে তথাকার নাপিতানী, রজকিনী ও ধাত্রীদিগকে কিছু পারিতোষিক দিয়া বর ফিরিয়া আইসে। পিতৃ গৃহে আসিবার পর ৪ দিন পর্য্যন্ত বরকন্যার আর সাক্ষাৎ হয় না। ৪র্থ দিনে বরপক্ষীয় সকল স্ত্রীলোকেরা একত্র হইয়া একটী কম্বলের উপর বর ও কন্যাকে পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া বসাইয়া লজ্জা ভাঙ্গাইয়া দেয়।

ইহাদের মধ্যেও বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। স্বামী ধ্বজভঙ্গ, কুষ্ঠ, বা উন্মাদরোগগ্রস্ত হইলে স্ত্রী বিচ্ছেদ-প্রার্থনা করিতে পারে; কিন্তু এই বিচ্ছেদের জন্য তাহাকে ৫ কিংবা ১০ টাকা নগদ ও সামাজিক সভাকে ভোজ দিতে হইবে। উক্ত সভাই বিবাহ-বন্ধন চুক্তি করিতে একমাত্র অধিকারী। কিন্তু সকল স্থানের ভঙ্গীদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা নাই। শরীরগত রোগে স্বামী-পরিত্যাগ বিহিত নহে। স্ত্রীর চরিত্র দুষ্ট হইলে তাহাকে ত্যাগ করা যায়। কখন কখন ঐ রমণীকে জাতি-বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। বিধবা রমণীকে তাহার দেবর বিবাহ করিতে পারে। যদি কোন বিধবারমণী অপর কাহাকেও বিবাহ করে, তাহা হইলে সে তাহার পূর্ব্বস্বামীর সম্পত্তিরও অধিকারিণী হইয়া থাকে; কিন্তু শেখ ও গাজীপুরি-রাবতদিগের মধ্যে অপরে বিবাহিতা বিধবা-রমণীর এরূপ সম্পত্তি ভোগের অধিকার নাই।

গর্ভাবস্থায় রমণীগণ গলায় একটী টাকা বাঁধিয়া রাখে। তাহাদের বিশ্বাস, ইহাতে উপদেবতাগণ ঐ গর্ভিণীর উপর কোনও অত্যাচার করিতে পারে না। পাঁচ বা সাতমাসে তাহারা সতীপূজা দেয়। প্রসবের সময় চামার রমণীগণই তাহাদের ধাত্রী কার্য্য করে। জাতবালকের নাভি-মূল ছেদনের পর সূতিকাগৃহে পুতিয়া ফেলে এবং তদুপরে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখে। ৬ষ্ঠ দিনে প্রসূতি স্নানান্তে পবিত্র হয়। হেলা দিগের মধ্যে দ্বাদশ দিনে পবিত্র হওয়াই নিয়ম। তৎপরে ব্রাহ্মণ ডাকিয়া তাহারা বালকের নামকরণ করে, ও মাথার চুল মুড়াইয়া দেয়। বালক ৫ বা ৬ বৎসরের হইলে তাহারা কালিকা মাই বা বিন্ধ্যবাসিনীর নিকট লইয়া যায় এবং কর্ণবেধ ও চূড়াকরণাদি সমাপনান্তে পূজা দিয়া থাকে। মীর্জাপুরের হেলাগণ সূতিকাগৃহ পরিত্যাগ কালে হোম ও গঙ্গা মায়ীর পূজা করে।

ইহাদের মধ্যে শবদেহ দাহ বা প্রোথিত করিবার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। কেহ কেহ শবদেহ পুতিয়া রাখে, কেহ কেহ মুখাগ্নি বা হাত পা পোড়াইয়া শবদেহ সমাহিত করে। তৎপরে কবরস্থ শবদেহের তৃপ্তির জন্য তদুপরে খাদ্যাদি দেয়। অপেক্ষাকৃত উন্নত হিন্দু-ঝাড়ুদারগণ নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণের দ্বারা মুখাগ্নি-মন্ত্র পাঠ করাইয়া আপনাপন শব দাহ করে এবং অবস্থানুরূপ শ্রাদ্ধাদিও করিয়া থাকে। শেখ-দিগের বালকগণ প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য কলিমা পাঠ এবং তীজ ও বর্সি উৎসব করিয়া থাকে। লালবেগী ও গাজীপুরী-রাবতগণ পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড দেয়।

দাক্ষিণাত্যের আহ্মদ নগর, সাতারা, বেলগাম ও ধারবাড় প্রভৃতি জেলায়ও এই ভঙ্গীজাতির বাস আছে। ইহাদের আচারব্যবহার ও কুলপ্রথা পরস্পরে বিভিন্ন হইলেও ইহাদিগকে উত্তর-ভারতীয় ভঙ্গীশ্রেণীভুক্ত করিতে পারা যায়। বেলগামের হালালখোর ভঙ্গীগণ মদ্য ও মাংসসেবী। অম্বা-ভবানী যেল্লমা ও ব্রহ্মদেব ইহাদের উপাস্য দেবতা। ইহারা হিন্দু-পর্ব্বে উপবাসাদি না করিলেও, তৎসমুদায় পালন পক্ষে কোনও ত্রুটী করে না। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। জাত-বালকের ৫ দিনে পাঁচ ভাই পূজা ও ১২ দিনে নামকরণ হইয়া থাকে। তিন দিনে ইহারা মৃতের কবরের উপর পিণ্ড দেয়। ১০ দিনে অশৌচান্ত ও জ্ঞাতি কুটুম্বের ভোজ হয়। সকল ব্রাহ্মণেই ইহাদের পৌরহিত্য করিতে পারে।

সাতারাজেলায় ভঙ্গীদিগের দশেরা ও দেবালা উৎসবই প্রধান। ইহারা স্থানীয় হিন্দুদেবদেবীসমূহের পূজা করিয়া থাকে। বহিরোবা, দেবকাই, জনাই, জ্যোতিবা ও নরশোভ প্রভৃতি ইহাদের কুলদেবতা। ঐ সকল দেবমূর্ত্তি ইহারা আপনাপন গৃহে রাখিয়া পূজা করে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। নগরের ময়লা পরিষ্কার করাই ইহাদের প্রধানকার্য্য। যখন সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহাদের বেশভূষা নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন, কিন্তু দিনের কার্য্য সমাধা করিয়া ইহারা স্ত্রীপুরুষে সন্ধ্যার সময় পরিপাটী বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে। মাংস ও মাদক-দ্রব্য মাত্রই ইহাদের প্রিয়।

আহ্মদনগরবাসী ভঙ্গীরা আষাঢ় ও কার্ত্তিকের শুক্লা-একাদশী, দশেরা, দেবালী, গোকুলাষ্টমী ও শিবরাত্রি প্রভৃতি পর্ব্বে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। হুসেনী-ব্রাহ্মণগণ হিন্দুভঙ্গীদিগের এবং কাজীগণ শেখ-ভঙ্গীদিগের বিবাহ কার্য্যে যাজকতা করে। শবদেহ প্রোথিত করিবার পর ২০ অথবা ৪০ দিনে ইহারা জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ দিয়া থাকে। এখানকার ভঙ্গীগণ হিন্দু ও মুসলমানের সকল পর্ব্বই লক্ষ্য করিয়া চলে।

ধারবাড়বাসিগণ প্রায় সকলবিষয়েই দাক্ষিণাত্যের অপর ভঙ্গীদিগের অনুকরণ করিয়া থাকে। দক্ষিণ-ভারতের ভঙ্গীগণ বলে যে, তাহারা গুজরাত ও উত্তর-ভারত হইতে দক্ষিণাপথে আসিয়া বাস করিয়াছে। স্থানীয় কতকগুলি আচারব্যবহারের অনুকরণ করিলেও তাহাদের অপর সকল বিষয়েই প্রায় উঃ পঃ ভারতের ভঙ্গীদিগের অনুরূপ।

ভঙ্গীভার দীক্ষিত, সোমপ্রয়োগনামক গ্রন্থ প্রণেতা।

ভঙ্গীল (ক্লী) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৈকল্য।

ভঙ্গুর (ত্রি) ভজ্যতে স্বয়মেবেতি ভনজ (ভঞ্জভাসভিদো ঘুরচ্। পা ৩।২।১৬১) ইতি কর্ম্মকর্ত্তরি ঘুরচ্, ঘিত্বাৎ কুত্বমিতি কাশিকা। ১ স্বয়ং ভঞ্জনশীল, ভঙ্গশীল, ভঙ্গপ্রবণ।

"কামান্ কাময়তে কাম্যৈর্যদর্থমিহ পূরুষঃ।
স বৈ দেহস্ত পারক্যো ভঙ্গুরো যাত্যুপৈতি চ॥"(ভাগ ৭,৭৪৩)

২ কুটিল। (পুং) ৩ নদীর বাঁক। (শব্দমালা)

ভঙ্গুরা (স্ত্রী) ভঙ্গুর-টাপ্। ১ অতিবিষা। ২ প্রিয়ঙ্গু।

ভঙ্গুরতা (স্ত্রী) ভঙ্গুরস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। ভঙ্গুরের ভাব।

ভঙ্গুরাবত (ত্রি) ১ পাপী, রাক্ষসাদি। ২ অনবস্থিতচিত্তবৃত্তি।

"দিবে দিবে হন্তারং ভঙ্গুরাবতাং" (শুক্লযজুঃ ১১।২৬)

'ভঙ্গুরাবতাং ভঙ্গুরং ভঞ্জনীয়ং পাপং তদ্যেষামস্তি তে ভঙ্গুরবন্তো বিঘাতকাঃ রাক্ষসাদয়ঃ যদ্বা ভঙ্গুরং অনবস্থিতং মনো যেষাং তে ভঙ্গুরবন্তঃ অনবস্থিতচিত্তবৃত্তয়ঃ তেষাং' (বেদদীপ০)

বৈদিক প্রয়োগে 'ভঙ্গুরাবৎ' এইরূপ পদ হইয়াছে, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগে 'ভঙ্গুরবৎ' হইবে।

ভঙ্গোদ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত একটী ভূমিভাগ। এখানে খোণ্ড জাতির বাস আছে। পূর্ব্বে এখানে নরবলি হইত। [বিসেম-কটক দেখ।]

ভঙ্গ্য (ক্লী) ভঙ্গায়া ভবনং ক্ষেত্রমিতি ভঙ্গ (বিভাষাতিল মাষোমাভঙ্গাণুভ্যঃ। পা ৫।২।৪) ইতি পক্ষে যৎ। ভঙ্গাক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রে ভঙ্গা হয়। (ত্রি) ভঙ্গমর্হতীতি ভঙ্গ-দন্ডাদিত্বাৎ যৎ। ২ ভঙ্গার্হ।

ভঙ্গ্রা, অযোধ্যাপ্রদেশের বরাইচ্ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। রাপ্তী ও ভাকলা নদীর দোয়াবের উপর অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ আম্রবন।

ভচক্র (ক্লী) ভাণাং রাশীনাং চক্রং; রাশিচক্র, রাশিদিগের স্ব স্ব সংস্থানবিশেষ দ্বারা বিরচিত গোলাকার চক্র।

"নিরক্ষদেশে ক্ষিতিমণ্ডলোপগৌ ধ্রুবৌ নরঃ পশ্যতি দক্ষিণোত্তরৌ।
তদাশ্রিতং তে জলযন্ত্রবৎ সদা ভ্রমদ্ভচক্রং নিজমস্তকোপরি॥"
(সিদ্ধান্তশিরো০ গোলাধ্যায়)

২ নক্ষত্রচক্র। ৩ নক্ষত্রসমূহ।

ভজ ১ ভাগ, পৃথক্‌করণ। ২ সেবা। ৩ ভক্তি। ৪ আশ্রয়। ভ্বাদি-উভয়০ সক০ অনিট্। লট্ ভজতি-তে। লোট্ ভজতু-তাং। লিট্ বভাজ, ভেজতুঃ, ভেজিথ, বভক্থ, ভেজিব, ভেজে। লুট্ ভক্তা। লৃট্ ভক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অভাক্ষীৎ, অভাক্তাং, অভাক্ষুঃ; অভক্ত, অভক্ষাতাং, অভক্ষত। সন্ বিভক্ষতি-তে। যঙ্ বাভজ্যতে। যঙ্‌লুক্ বাভক্তি। ণিচ্ ভাজয়তি। লুঙ্ অবীভজৎ।

ভজ, ১ পাক ২ বিশ্রাণন, দান। চুরাদি, উভয়০ সক০ সেট্। লট্ ভাজয়তি-তে। লিট্ ভাজয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অবীভজৎ-ত।

ভজ ১ দীপ্তি। চুরাদি০ উভয়০ সক০ সেট্, ইদিৎ। লট্ ভঞ্জয়তি-তে, লুঙ্ অবভঞ্জৎ-ত।

ভজ, পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতমালার অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। ভোরঘাট হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত একটী প্রাচীন চৈত্যের (গুহামন্দির) নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভজক (ত্রি) ভজতীতি ভজ-ণ্বুল্। ১ ভজনকারী। ২ বিভাজক।

ভজগ (পুং) রোমক সিদ্ধান্ত-বর্ণিত জনপদভেদ।

ভজৎ (ত্রি) ভজতি বিভজতীতি বা ভজ্-লটঃশতৃ। ১ ভাগকর্ত্তা। ২ সেবক, ভজনাকারী।

ভজন (ক্লী) ভজ-ভাবে ল্যুট্। ১ ভাগ। ২ সেবা।

"দারাস্তে যে ভজনসহায়াঃ পুত্রাস্তে যে তদ্ধনকায়াঃ।
ধনমপি তদ্বদ্ধরিভজনার্থং নো চেদেতৎ সর্ব্বং ব্যর্থম্॥"(মোহমুদ্গর)

বৈষ্ণবদিগের ভজন সাধনার একটী অঙ্গ। দেবাদির উদ্দেশে গীত ও স্তবকে ভজন কহে।

ভজনতা (স্ত্রী) ভজনস্থ ভাবঃ তল্‌-টাপ্। ভজনের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভজনানন্দ, অদ্বৈতদর্পণ-রচয়িতা। ইনি ভুজরাম নামেও পরিচিত ছিলেন।

ভজনীয় (ত্রি) ভজ-অনীয়র্। ভজনযোগ্য, বিভাগের উপযুক্ত। ২ সেবনীয়, সেবার যোগ্য।

ভজমান (ত্রি) ভজতে ফলমনুবধ্নাতীতি ভজ-(তাচ্ছীল্যবয়োবচনশক্তিষু চানশ্। পা ১।২।১২৯) ইতি আনশ্, শানজ্ বা। ১ ন্যায্য। ২ ন্যায়াগত দ্রব্যাদি। ভজ-কর্ত্তরি শানচ্। ৩ বিভাগকারী, ভাগকর্ত্তা। ৪ সেবক, সেবাকারী। ৫ সাত্বতনৃপের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৪।৬)

ভজান (দেশজ) বিরোধি বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন।

ভজি (পুং) ভজ-ধাতুনির্দ্দেশে ইন্। ১ ভজধাতু। ২ সাত্বতনৃপের পুত্রভেদ। ইহার পাঠান্তর 'ভজিন্'।

"পুরুহোত্রস্ত্বনোঃ পুত্রস্তস্যায়ুঃ সাত্বতস্ততঃ।
ভজমানো ভজির্দিব্যো বৃষ্ণির্দেবাবৃধোঽন্ধকঃ॥"(ভা° ৯।২৪।৬)

ভজেন্য (ত্রি) ভজ-বাহ°কর্ম্মণি-এন্য। ভজনীয়। (ভাগ ৫।১৭।১৮)

ভজেরথ (পুং) রাজভেদ। (ঋক্ ১০।৬০।২)

ভজ্জি, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্য। ভূপরিমাণ ৯৬ বর্গ মাইল। অক্ষা° ৩১°৭´৫০″ হইতে ৩১°৭´৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°২´৩০″ হইতে ৭৭°২৩´১৪″ পূঃ মধ্য। এথানকার সর্দ্দারেরা রাজপুতবংশীয় ও রাণা উপাধিধারী। কাঙড়া রাজবংশের কোন বংশধর এইস্থান জয় করিয়া বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ১৮০৩ এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গুর্থাগণ এইস্থান লুণ্ঠন করে। ইংরাজগণ গুর্থাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাণাকে সেই সম্পত্তির ভোগাধিকার প্রদান করেন। এই উপকারের জন্য ইংরাজকে তিনি প্রতিবৎসর ১৪৪০ টাকা কর দিয়া থাকেন। তাঁহার ফাঁসির হুকুম দিবার অধিকার নাই।

ভজ্য (ত্রি) ভজ-যৎ। ১ বিভাগযোগ্য। ২ সেবনীয়, পূজার্হ।

ভজ্যমান (ত্রি) ভজ-কর্ম্মণি শানচ্। ১ বিভজ্যমান, যাহা ভাগ করা যায়। ২ সেব্যমান। ৩ খণ্ড্যমান।

ভঞ্জ ১ আমর্দ্দন। ২ ভঙ্গ। রুধাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ ভনক্তি, ভঙ্‌ক্তঃ, ভঞ্জন্তি। লিঙ্ ভঞ্জ্যাৎ। লঙ্ অভনক্, অভঙ্‌ক্তাং, অভঞ্জন্। লিট্ বভঞ্জ, বভঞ্জতুঃ। লুট্ ভঙ্‌ক্তা। লৃট্ ভঙ্‌ক্ষ্যতি। লুঙ্ অভাঙ্‌ক্ষীৎ, অভাঙ্‌ক্তাং, অভাঙ্‌ক্ষুঃ। কর্ম্মণি ভজ্যতে, অভাজি। সন্-বিভঙ্‌ক্ষতি। যঙ্ বম্ভজ্যতে, বম্ভঙ্‌ক্তি। ণিচ্-ভঞ্জয়তি। লুঙ্-অবভঞ্জৎ।

ভঞ্জ, একটী প্রাচীন রাজবংশ। ইঁহারা উড়িষ্যা প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। শিলালিপি হইতে এই ভঞ্জ বংশের এইরূপ দুইটী তালিকা পাওয়া যায়।

শত্রুভঞ্জদেব বা কোট্টভঞ্জ
|
দিগ্‌ভঞ্জ
|
রণভঞ্জদেব
|
রাজভঞ্জদেব — নেত্রিভঞ্জদেব

আর একখানি শিলালিপিতে এই বংশের অপর কয়জন রাজারও বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে—

ব্রহ্মভঞ্জদেব
|
দিবভঞ্জদেব
|
শিলীভঞ্জদেব
|
মহারাজ বিদ্যাধরভঞ্জ

ভঞ্জক (ত্রি) ভঞ্জ-ণ্বুল্। ১ ভঞ্জনকর্ত্তা, নিরাসক। ২ ভঙ্গকারক।

ভঞ্জন (ক্লী) ভন্‌জ-ল্যুট্। মোটন, ভঙ্গকরণ।

"যন্ত্রাণি বিবিধান্যেব ক্রিয়াস্তেষাঞ্চ বর্ণিতাঃ।
অবমর্দ্দঃ প্রতীঘাতঃ কেতনানাঞ্চ ভঞ্জনম্॥" (ভারত ১২।৫৯।৬২)

২ নিরসন। (ত্রি) ৩ ভঞ্জক। (পুং) ৪ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। ৫ শিরঃকর্ণাদির আমর্দ্দন। (সুশ্রুত সূ° ২৭ অ°) ৬ বায়ুজন্য ব্রণবেদনাবিশেষ। (সুশ্রুত সূ° ২২ অ°)

ভঞ্জনক (পুং) ভনক্তি আমর্দ্দয়তীতি ভঞ্জ-ল্যু, ততঃ স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। মুখরোগবিশেষ।

"বক্ত্রং বক্রং ভবেদ্‌যস্য দন্তভঙ্গশ্চ জায়তে।
কফবাতকৃতো ব্যাধিঃ স ভঞ্জনকসংজ্ঞিতঃ॥"(মাধবকর)

এই রোগে মুখবক্র এবং দন্তভঙ্গ হয়, ইহা কফ ও বায়ুজন্য হইয়া থাকে। [মুখরোগ দেখ]

ভঞ্জনাগিরি (পুং) পাণিনির কিংশুলুকাদিগণোক্ত পর্ব্বতভেদ। (পা ৬।৩।১৭)

ভঞ্জরু (পুং) ভনক্তীতি ভঞ্জ-বাহুলকাৎ অরু। দেবকুলোদ্ভূত তরু। পর্য্যায়—কাচিম। (ত্রিকা°)

ভঞ্জা (স্ত্রী) ভনক্তি ভয়াদিকমিতি ভঞ্জ-অচ্, টাপ্। অন্নপূর্ণা

"ভীতিহা ভয়হন্ত্রী চ ভাবনাবশবর্ত্তিনী।
ভীমাঙ্গবাসিনী ভঞ্জা ভিত্তিসংবিত্তিবর্দ্ধিনী॥"
(রুদ্রযামল সপ্তবিদ্যা রহস্য)

ভট, ১ ভৃতি, ভরণপোষণ, ২ কর্ম্মমূল্য গ্রহণ। ৩ ভাষণ। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ সক॰ সেট্। লট্ ভটতি। লোট্ ভটতু। লিট্ বভাট। লুট্ ভটিতা। লুঙ্ অভটীৎ, অভাটীৎ। ণিচ্ ভটয়তি। ঘটাদি। লুঙ্ অবভটৎ।

"যো ভাটয়িত্বা শকটং নীত্বা চান্যত্র গচ্ছতি।
ভাটং ন দদ্যাৎ দাপ্যোসাহৎবরূঢ়স্যাপি ভাটকম্ ॥" (বৃদ্ধমনু)

ভট (পুং) ভট্যতে ভ্রিয়তে, বা ভটতীতি ভট-অচ্। ১ যোদ্ধা। ২ ম্লেচ্ছভেদ। ৩ বীর।

"পদে পদে সন্তি ভটা রণোদ্ভটা ন তেষু হিংসারস এষ পূর্য্যতে।
ধিগীদৃশং তে নৃপতেঃ কুবিক্রমং কৃপাশ্রয়ে যঃ কৃপণে পতত্রিণি"
(নৈষধ ১। ১৩২)

৪ পামরবিশেষ। ৫ রজনীচর। ৬ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ।

"বর্দ্ধকারাল্পটো জাতো নাটিক্যাং বরবাহকঃ।" (পরাশরস॰)

বর্দ্ধকার হইতে ভটের উৎপত্তি হয়।

ভটা (স্ত্রী) ভট-টাপ্। ইন্দ্রবারুণী, চলিত রাখালশসা। (রত্নমা॰)

ভটবলাগ্র (পুং) বীরপুরুষ, সেনাপতি। (ক্লী) সেনাসমূহ। (দিব্যা ৬৬।২৬, ২১৮।১১)

ভট্ভটমাতৃতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (শিবপু॰)

ভটার্ক (পুং) বল্লভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি প্রথমে সেনাপতি আখ্যায় ভূষিত ছিলেন। মৈত্রক জাতিকে পরাভূত করায় তদ্বংশ মৈত্রক নামে প্রসিদ্ধ হয়। [বলভী দেখ]

ভটিত্র (ক্লী) ভটতি ভট্যতে বেতি ভট-ইত্র। শূলপক্কমাংসাদি। (পারসী) কাবাব।

ভটেশ্বরী (স্ত্রী) রাজপুতনার আবুপর্ব্বতস্থ শক্তিমূর্ত্তি বিশেষ। দাভি শাখাভুক্ত জনৈক রাজপুত তাঁহার আরাধনা করিয়া শ্রীসমৃদ্ধি লাভ করেন। তদবধি তাহার বংশধরগণ ভটেশ্বরীয়া আখ্যা লাভ করে। এখনও দাবেলা-সরোত্রী নামক স্থান তাহাদের অধিকারে আছে।

ভট্কলা (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ।

ভট্ট (পুং) ভটতীতি ভট-বাহুলকাৎ তল্। ১ জাতিবিশেষ,

"বৈশ্যায়াং শূদ্রবীর্য্যেণ পুমানেকো বভূব হ।
স ভট্টো বাবদূকশ্চ সর্ব্বেষাং স্তুতিপাঠকঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ ব্রহ্মখ॰ ১০অ॰)

বৈশ্যার গর্ভে ও শূদ্রের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হয়। ইহারা সকলের স্তুতিপাঠক ও বাবদূক। ইহাদের উৎপত্তি বিবরণ অন্যরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিপ্রকন্যাতে ভট্টজাতির উৎপত্তি হয়। এই জাতি রাজার শিবির সমীপে বাস করিবে।

'ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং ভট্টো জাতোঽনুবাচকঃ।' (ব্রবৈ॰ব্রখ॰ ৭অ

"ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং সচ্ছূদ্রং গণকং শুভম্।
ভট্টং বৈশ্যং পুষ্ককারং স্থাপয়েৎ শিবিরান্তিকে ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণ॰ ১০১ অ॰)

২ স্বামিত্ব। ৩ বেদাভিজ্ঞ। ৪ পণ্ডিত। ৫ তুতাতাভিধ মীমাংসক ভেদ, ইহার মত মীমাংসা-দর্শনে অভিহিত হইয়াছে [মীমাংসা দেখ]

ভট্ট ১ মোক্ষপদ মীমাংসা প্রণেতা। ২ আলঙ্কারিক, অলঙ্কারসর্ব্বস্বে তাঁহার নামোল্লেখ আছে। ৩ সংস্কৃতজ্ঞ ও বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগের উপাধি।

ভট্ট (বত্তক) সুমাত্রাদ্বীপের মান্দেলিঙ্গ্ উপত্যকাবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা যে ভাষায় কথা কয়, তাহা মলয়বাসীর ভাষা হইতে ভিন্ন, কিন্তু উহাতে নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের ভাষাগত অনেক সাদৃশ্য আছে। লিপিদ্বারা ভাষা ব্যক্ত করিবার জন্য ইহারা আপনাদের উপযোগী একটী বর্ণমালা সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জস্থ এই অসভ্য জাতির মধ্যে অক্ষরমালার আবিষ্কার ও ভাষাতত্ত্বের উজ্জ্বল আলোক প্রসারিত হইলেও নরমাংস ভোজনরূপ জঘন্যবৃত্তি ইহাদের হৃদয় বহুকাল হইতে কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে। ব্যভিচার, মধ্যরাত্রে লুটপাট, রণে বন্দী, জাত্যন্তরে দার-পরিগ্রহকারী, অথবা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক অন্য গ্রাম, গৃহ বা মনুষ্যকে আক্রমণ ও গ্রামাদি দাহন প্রভৃতি দোষদুষ্ট ব্যক্তিকে ইহারা কাটিয়া খাইয়া ফেলে * ইহারা ভূতযোনি প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে।

ভট্টকেদার বৃত্তরত্নাকর প্রণেতা।

ভট্টনায়ক জনৈক আলঙ্কারিক। মল্লিনাথ ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ভট্টনরায়ণ, মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গে আনীত পঞ্চ কনৌজী ব্রাহ্মণের একতম ক্ষিতীশের পুত্র। তিনি শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ছিলেন। আদিশূরতনয় ভূশূরের সহিত তিনি রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন, তদবধি তাঁহার সন্তানগণ রাঢ়ীয় আখ্যায়

* ১২৯০ খৃষ্টাব্দে মার্কোপোলে ও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে সর ষ্টাম্‌ফোর্ড র‍্যাফলস্ স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে এবং মার্সডেন সাহেব স্বীয় সুমাত্রা ইতিবৃত্তে এই বীভৎস ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাবাসী ভ্রমণকারী প্রোফেসার বিকমোর সুমাত্রা পরিদর্শনে আসিয়া এই ভট্টজাতির নরমাংস সেবনের বিষয় অবগত হন। তিনি লিখিয়াছেন, ওলন্দাজগণ মান্দেলিঙ্গ উপত্যকা অধিকার করিলে যাহারা পর্ব্বতবক্ষে লুকাইত হয়, তাহারা এখনও নরমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা ওলন্দাজ সহবাসে সভ্যজগতে বাস করিতেছে, তাহারা এই নিকৃষ্ট বৃত্তি ভুলিতে বাধ্য হইয়াছে। সিপিরোকের রাজা পেষ্টঙ্গের ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তাকে বলেন যে, তিনি প্রায় ৪০বার নরমাংস ভক্ষণ করিয়াছেন, উহার আস্বাদ অপর সকল ভক্ষণীয় দ্রব্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

ভূষিত হইয়াছিল। তাহার বরাহ, বাটু, রাম, নান, নিপো, শুক্রি, গুণ, গূঢ়, বিক, গুঠ, নিনো, মধু, দেবা,সোম, কাম ও দীন নামক ষোল পুত্র রাজা ক্ষিতিশূর কর্ত্তৃক ১৬ খানি গ্রামাধিকার প্রাপ্ত হন। ঐ পুত্রগণ বর্ত্তমান ১৬টী ব্রাহ্মণবংশের আদিপুরুষ। তাঁহারা ঐ গ্রামে বসবাসহেতু তত্তদ্‌গ্রামীয় আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। বরাহ—বাড়ুরী, রাম—গড়গড়ী, নিপো—কেশরকোণী, নান—কুসুমকুলী, বাটু—পারিহাল, শুক্রি—হুলভী, গুঠ—দীর্ঘাঙ্গী, গুণ—ঘোষালী, বিকর্ত্তন—বটব্যাল, (বড়াল), গূঢ়—মাসচটক, নিনো—বসুয়াড়ী, মধু—কড়িয়াল, দেব—সেউ, সোম—বোকট্টাল, দীন—কুশি (কুশারী) এবং কাম ঝিক্‌রাড়ী হইয়াছিলেন।

২ বেণী-সংহার নামক নাটক প্রণেতা। ৩ রঘুনাথ দীক্ষিতের পুত্র। তিনি ১৬৮৬ বিক্রমশাকে 'অপেক্ষিত-ব্যাখ্যানম্' নামে উত্তররামচরিতের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

৪ প্রয়োগরত্ন প্রণেতা, শ্রীভট্টরামেশ্বর সুরির পুত্র। বারাণসীধামে থাকিয়া তিনি ঐ গ্রন্থ সম্পাদন করেন।

৪ জনৈক কাশ্মিরী পণ্ডিত। স্তবচিন্তামণিবিবৃতি নামে একখানি গ্রন্থ রচয়িতা। ইনি মহামাহেশ্বরঃ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

ভট্টপ্রয়াগ (পুং) গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম-স্থান।

ভট্টবলভদ্র (পুং) ব্রহ্মসিদ্ধান্তের একজন টীকাকার।

ভট্টবীজক (পুং) জনৈক কবি। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ইহাঁর উল্লেখ আছে।

ভট্টভাস্কর মিশ্র (পুং) জনৈক টীকাকার।

ভট্টমদন (পুং) জনৈক গ্রন্থকর্ত্তা।

ভট্টভীম রাবণার্জ্জুনীয় নামক কাব্যপ্রণেতা। ইনি বলভী-স্থাননিবাসী ছিলেন।

ভট্টমূর্ত্তি জনৈক তেলগু কবি। ইনি রাজা কৃষ্ণরায়ের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। তৎকৃত 'নরেশভূপালিয়ম্ ও বসুচরিত্রম্' নামক দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য পাওয়া যায়।

ভট্টমল্ল (পুং) একজন বৈয়াকরণিক। ইনি অখ্যাতচন্দ্রিকা বা একার্থাখ্যনিঘণ্টু, শব্দার্থ-বৃত্তি ও ক্রিয়ানিঘণ্টু নামে কয়খানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

ভট্টযশস্ (পুং) জনৈক কবি।

ভট্টবিশ্বেশ্বর (পুং) মিতাক্ষরার সুবোধিনী নামক টীকাকার। পেট্টিভট্টের পুত্র।

ভট্টশিব (পুং) একজন দার্শনিক পণ্ডিত, শঙ্করদিগ্বিজয়ে ইহাঁর নামোল্লেখ আছে। ইনি সাংখ্যমত খণ্ডন করেন।

ভট্টশঙ্কর, বৈদ্যবিনোদ নামক বৈদ্যকগ্রন্থ সঙ্কলন কর্ত্তা। অনন্তভট্টের পুত্র। অম্বরপতি জয়সিংহের পুত্র রাজা রামসিংহের অনুমত্যনুসারে ইনি উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

ভট্টশ্রীশঙ্কর (পুং) জনৈক জ্যোতিষী। বৃহজ্জাতকে ইহার নামোল্লেখ আছে।

ভট্টসোমেশ্বর (পুং) জনৈক গ্রন্থকার। কমলাকরভট্টের শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে ইহার উল্লেখ আছে।

ভট্টসোমেশ্বর, কুমারিলকৃত তন্ত্রবার্ত্তিকের টীকা-রচয়িতা। মাধবভট্টের পুত্র। 'ন্যায়সুধা' তাঁহার উপাধি ছিল।

ভট্টস্বামিন্ (পুং) একজন কবি। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ইঁহার উল্লেখ আছে।

ভট্টাচার্য্য (পুং) ভট্টঃ তুতাতভট্টঃ আচার্য্যঃ উদয়নাচার্য্যঃ তৌ তুল্যতয়া তন্মতাভিজ্ঞত্বেনাস্ত্যস্যেতি অন্। ১ তুতাতভট্ট ও উদয়নাচার্য্য তুল্য। যিনি তুতাতভট্ট ও উদয়নাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিত, তিনিই ভট্টাচার্য্য। ২ তুতাতভট্ট ও উদয়নাচার্য্যের মতাভিজ্ঞ। ভট্টশ্চ আচার্য্যশ্চ, দ্বন্দ্বঃ।

"নাস্তিকানাং নিগ্রহায় ভট্টাচার্য্যৌ ভবিষ্যতঃ ॥" (প্রাচীনবাক্য)

যে ব্রাহ্মণ তুতাত ভট্টের মীমাংসা ও উদয়নাচার্য্যের ন্যায়সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তিনিই এই উপাধি পাইবার যোগ্য। দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, অধ্যাপক, বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণেরও এই উপাধি।

ভট্টাচার্য্য ১ অশৌচত্রিংশচ্ছ্লোকীটীকা, অশৌচসংগ্রহ ও তাহার বিবৃতি এবং ত্রিংশচ্ছ্লোকী প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ প্রণেতা।

২ কাব্য-প্রকাশ রচয়িতা।

৩ পদ্মমঞ্জরী, শাণ্ডিল্যসূত্রদীপিকা ও সিদ্ধান্তপঞ্চানন নামক ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন কর্ত্তা।

৪ মুক্তাবলী ও তট্টীকা প্রণেতা।

৫ নাদদীপক নামক সঙ্গীতগ্রন্থ রচয়িতা।

ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি (পুং) ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী রচয়িতা। ইহার পূর্ণ নাম জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি।

ভট্টাচার্য্যতর্কালঙ্কার, দ্রব্যভাষ্যটীকা নামে প্রশস্তপদাচার্য্যকৃত বৈশেষিকদ্রব্যলক্ষণভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রণেতা। ইনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

ভট্টাচার্য্য শতাবধান (পুং) রাঘবেন্দ্রের নামান্তর।

ভট্টাচার্য্যশিরোমণি, নৈয়ায়িক রঘুনাথের নামান্তর।

ভট্টার (ত্রি) ভটতীতি ক্বিপ্, ভট্ চাসৌ তারশ্চেতি কর্ম্মধা॰ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ যদ্বা ভট্টং স্বামিত্বং ঋচ্ছতীতি অণ্। পূজ্য।

'নোনসিল্লারভট্টারপ্রশস্তকলসাদয়ঃ।

বদ্ধাথ হর্ষদেবেন কারাগারং প্রবেশিতাঃ ॥(রাজতর ৭।৮৩৭)

ভট্টারক (পুং) ভট্টার সংজ্ঞায়াং কন্। ১ নাট্যোক্তিতে

রাজা ভট্টারক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ২ তপোধন। ৩ দেব। (ত্রি) ৪ পূজ্য। (পুং) ৫ সূর্য্য।

"প্রবিষ্টেষু ততঃ কোপাৎ পুরং শুভধরাদিষু।
ভট্টারকামঠে দিদ্দা ভূয়ঃ পুত্রং ব্যসর্জ্জয়ৎ॥
(রাজতর° ৬।২৪০)

ভট্টারক, গুপ্তরাজ স্কন্দগুপ্তের জনৈক সামন্তরাজ। ইনি সেনাপতি ভটার্ক বা ভট্টারক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সৌরাষ্ট্রের সামন্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইনি ক্রমে বলভীর অধীশ্বর হইয়া ছিলেন। ইহার প্রচলিত মুদ্রায় "মহারাজ্ঞো মহাক্ষত্র পরমাদিত্য রাজ্ঞো সামন্ত মহা শ্রী ভট্টারকস্য" এইরূপ পাঠ লিখিত আছে।

২ প্রভাসখণ্ড বর্ণিত গুজরাত প্রদেশের জনৈক রাজা।
(প্রভাসখণ্ড ২৮।২।১৩)

৩ জৈনদিগের সারস্বত-গচ্ছের অন্তর্গত আচার্য্য ধর্ম্মভূষণ প্রথমের নামান্তর।

ভট্টারকমুনি, সারস্বতগচ্ছের অন্তর্গত বর্দ্ধমানশিষ্য ধর্ম্মভূষণ ২য়ের নামান্তর।

ভট্টারকবার (পুং) ভট্টারকঃ সূর্য্যঃ তস্য বারঃ। রবিবার।

"সখে! স্বায়ুনির্ম্মিতাস্তদস্য ভট্টারকবারে কথমেতান্ দন্তৈঃ স্পৃশামি" (হিতোপ° ১ পরি°)

ভট্টারিকা (স্ত্রী) নদীভেদ। (কালিকাপু° ২৩।২।৮০।১১)

২ অনহিলবাড় পত্তনের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান।

ভট্টি, পঞ্জাববাসী রাজপুতজাতির একটী শাখা। [ভাটি দেখ।]

ভট্টি, ভট্টিকাব্য প্রণেতা ভর্ত্তৃহরির নামান্তর। তিনি ভর্ত্তৃস্বামিন্, ভট্টস্বামী বা স্বামিভট্ট নামেও সাধারণের পরিচিত। বলভীরাজ ভট্টারক পুত্র শ্রীধরসেনের সভায় ৩৮০ সম্বতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। [ভর্ত্তৃহরিদেখ।]

ভট্টিক (পুং) চিত্রগুপ্তের পুত্রভেদ।

ভট্টিকদেবরাজ, জনৈক হিন্দুরাজ। ইনি প্রতিহাররাজ সিলুক কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

ভট্টিকাব্য ভর্ত্তৃহরি-প্রণীত একখানি মহাকাব্য। ইহা রসভাবময় রামায়ণের প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইলেও কবি ইহাকে ব্যাকরণের বিবিধ প্রক্রিয়া দ্বারাই সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়াছেন। রচনাকালে ব্যাকরণের প্রতিই কবির সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ব্যাকরণে স্থির-ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার পক্ষে ভট্টিকাব্য বিশেষ উপযোগী। গ্রন্থ শেষে কবি স্বয়ং এক-স্থানে লিখিয়াছেন—

"দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোঽয়ং শব্দলক্ষণচক্ষুষাম্।
হস্তামর্ষ ইবান্ধানাং ভবেদ্ব্যাকরণাদৃতে॥" (ভট্টি ২২।৩৩)

প্রবাদ আছে, কবি ভর্ত্তৃহরি এক রাজার নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে প্রত্যহ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতেন। একদিন রাজা অধ্যয়ন করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে একটী হস্তী সেই স্থানে গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া তাঁহার পাঠ কাটাইয়া চলিয়া যায়। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এই ঘটনায় পূর্ণ এক বৎসর কাল ব্যাকরণ পড়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হইল। তখন রাজার ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তি স্থির রাখিবার জন্য কবি ভর্ত্তৃহরি কাব্যচ্ছলে ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া রাজাকে তাহা অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ভট্টিকাব্য অধ্যয়ন করিয়া রাজার আর ব্যাকরণান্তর অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন হইল না।

ইহা কেবল ব্যাকরণের কাঠিন্যপূর্ণ নীরসপদপরম্পরা দ্বারাই যে গ্রথিত হইয়াছে, তাহা নহে; ইহার অনেক স্থানে সেই রসকদম্বকল্লোলময় কবিত্বপূর্ণ কোমলকান্ত পদাবলীরও অতি সুন্দর অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সহৃদয়বেদ্য শব্দ ও অর্থালঙ্কারাদিরও ইহাতে অভাব নাই।

এই গ্রন্থ অধ্যয়নে ব্যাকরণ ব্যতীত ছন্দ ও অলঙ্কারশাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায়। সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে ভট্টি ভিন্ন এমন কোন কাব্য নাই, যাহাতে এরূপ সুন্দর ভাবে ও সুশৃঙ্খলার সহিত ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কারসমুচ্চয় একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় স্বর্গের শরদ্বর্ণন ও দশমের কাব্যালঙ্কার সমূহ অতীব রমণীয়।

গ্রন্থশেষে গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতান্নৃপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥'

বলভীরাজ শ্রীধরসেনের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি এই কাব্য রচনা করেন।

ভট্টিপ্রোল দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণানদী তীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। বেল্লতুর নগরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার লঞ্জাদিব্ব নামক সুবৃহৎ ইষ্টকস্তূপ উহার প্রাচীনত্বের নিদর্শন। ঐ স্তূপ প্রায় ১৭০০ বর্গ-গজ স্থান অধিকার আছে।

ভট্টিনী (পুং) ভট্টিং স্বামিত্বমস্যা অস্তীতি ভট্টি-ইনি ঙীপ্। নাট্যোক্তিতে অকৃতাভিষেকা রাজপত্নী। যে রাজপত্নীর অভিষেক হয় নাই, নাটকে তাহাকে ভট্টিনী কহে। ২ ব্রাহ্মণভার্য্যা।

ভট্টিয়ানা পঞ্জাব প্রদেশের শীর্ষা জেলার অন্তর্গত একটী ভূভাগ। ভট্টি (ভাটী) নামক দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতজাতির বাস হইতে এই স্থানের ভট্টিয়ানা নাম হইয়াছে। এক সময়ে হরিয়ানা, বিকানীর ও বহাবলপুর প্রভৃতি স্থান এই ভট্টিরাজ্যের

অন্তর্গত ছিল। এখনও ঘাঘর উপত্যকার উভয় পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকা ও জনশূন্য গ্রামাদি সেই প্রাচীনসমৃদ্ধ জাতির গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। মোগল-রাজ তৈমুর শাহ ভারতাক্রমণ কালে এই প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া জনহীন করিয়া দেন। এই প্রদেশ ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, পঞ্জাব ও রাজপুতনা হইতে জনসমূহ এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। সেই সময়ে ঘাঘরনদী বহাবলপুরের নিকট শতদ্রুর সহিত মিলিত ছিল, এক্ষণে বিক্কানীরের মরুভূমিবক্ষে শুকাইয়া গিয়াছে। ১৮ শ শতাব্দে এই স্থান ভাটি-দস্যুদলের আবাসরূপে পরিণত ছিল। ঐ সময়ে তাহারা বিপদ হইতে আত্মরক্ষার্থ কএকটী গ্রাম দুর্গাদি দ্বারা সুদৃঢ় করিয়া লয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা জর্জ টমাসের বশ্যতা স্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইংরাজের পদানত হয় নাই। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেকের বিজয়ের পর দিল্লী-প্রদেশ সমেত সমগ্র ভট্টিয়ানারাজ্য ইংরাজের করতলগত হয়, কিন্তু ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজরাজ উক্ত প্রদেশের পূর্ণাধিকার লাভে বঞ্চিত ছিলেন। ভট্টিসর্দার বাহাদুর খাঁ ও জাব্‌তা খাঁকে দমন করিবার জন্য উক্তবর্ষে ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হয়। বাহাদুর খাঁ ইংরাজ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন এবং জাব্‌তা খাঁ অবনত মস্তকে ইংরাজের প্রভুত্ব স্বীকার করে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জাব্‌তা খাঁ লুক্কাইতভাবে ইংরাজাধিকৃত ফতেহাবাদ আক্রমণ করিলে ইংরাজরাজ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তদ্রাজ্য অধিকার করিয়া লন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ভট্টিয়ানা একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিণত হয়, পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উহা পঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শীর্ষা নামে অভিহিত হইতেছে।

ভট্টিরবার, শ্রীরঙ্গস্তব প্রণেতা,ইনি বেঙ্কটাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন।

ভট্টীয় (ত্রি) ভট্টসম্বন্ধীয়, আর্য্যভট্ট সম্বন্ধীয়।

ভট্টুবাণ জনৈক রাজা বা তাঁহার বংশ। জৈন হরিবংশে লিখিত আছে, এই রাজবংশ গুপ্তরাজগণের পূর্ব্বে প্রায় ২৪০ বৎসর কাল ভারতশাসন করিয়াছিলেন। (জৈন হরি০ ৬০।৮৬৮)

ভট্টোজিদীক্ষিত, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। লক্ষ্মীধর সূরির পুত্র। ইনি ভানুজি (বীরেশ্বর) দীক্ষিতের পিতা ও হরি-হরের পিতামহ এবং কুরুক্ষেত্রপ্রদীপ প্রণেতা কৃষ্ণদত্তের গুরু। রামাশ্রমশিষ্য বৎস্যরাজ (১৬৪১ খৃঃ) ও নীলকণ্ঠ আচারময়ূখে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতকৌস্তভ, আচার-প্রদীপ, অশৌচত্রিংশচ্ছ্লোকী, অশৌচনির্ণয়, আহ্নিক কারিকা, কালনির্ণয়সংগ্রহ, গোত্রপ্রবরনির্ণয়, চতুর্বিংশতি-মুনিমতব্যাখ্যা, চন্দনধারণবিধি, তত্ত্বকৌস্তভ, তত্ত্ববিবেক-দাপন ব্যাখ্যা, তন্ত্রসিদ্ধান্তদীপিকা, তন্ত্রাধিকারনির্ণয়, তর্কা-মৃত, তিথিনির্ণয়, তিথিনির্ণয়সংক্ষেপ, তিথি-প্রদীপক, তীর্থ-যাত্রাবিধি, ত্রিস্থলীসেতু ও ত্রিস্থলীসেতুসারসংগ্রহ, দশশ্লোকী-টীকা, ধাতুপাঠ, প্রায়শ্চিত্তবিনির্ণয়, প্রৌঢ়মনোরমা, বাল-মনোরমা, মাসনির্ণয়, লিঙ্গানুশাসনসূত্রবৃত্তি, শব্দকৌস্তভ, শ্রাদ্ধকাণ্ড, সন্ধ্যামন্ত্রব্যাখ্যান, সর্ব্বসারসংগ্রহ, সিদ্ধান্তকৌমুদী, (পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি), দান-প্রয়োগ, ভট্টোজিদীক্ষিতীয় প্রভৃতি তদ্রচিত কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। সিদ্ধান্ত-কৌমুদী ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া তিনি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিসূত্রকে প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করিয়াছেন।

ভট্টোৎপল, একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ৭৮৮ শকে বৃহজ্জা-তকের জগচ্চন্দ্রিকা নামে একখানি বিবৃতি রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন যোগযাত্রাবিবরণ, লঘুজাতকটীকা, বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি ও বাদরায়ণ-প্রশ্নটীকা নামক গ্রন্থ কয়খানিও তাঁহার প্রণীত। কোন কোন গ্রন্থে তাহার উৎপল আচার্য্য নামও দেখিতে পাওয়া যায়।

ভট্টোদ্ভট্ট, জনৈক প্রসিদ্ধ কাশ্মীর পণ্ডিত। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, তিনি রাজা জয়াপীড়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং প্রত্যহ ১ লক্ষ দীনার প্রাপ্ত হইতেন। তৎকৃত কুমার-সম্ভব ও একখানি অলঙ্কার শাস্ত্র পাওয়া যায়।

(রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৯৪)

ভট্টোপম (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য।

ভট্‌ভট্ (দেশজ) ১ অযথা বাক্যব্যয়, মিথ্যা বকাবকি। ২ দ্রব্যাদির গলিতাবস্থা।

ভট্যারা, দাক্ষিণাত্যবাসী মুসলমান জাতির একটী শাখা। পাচক-(বাবুর্চ্চি) বৃত্তি বা দোকানদারী ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা দিল্লী হইতে আসিয়া এখানে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুধর্ম্মত্যাগী মুসলমানগণের মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া নিম্নশ্রেণীরূপে গণ্য হইয়াছে। ইহারা স্বভাবতঃই অপরিষ্কার। হানফি সম্প্রদায়ী সুন্নী মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিলেও ইহারা কখনও কল্‌মা পাঠ করে না।

ভড়, ১ পরিভক্ষণ, ২ পরিহাস। ভ্বাদি০ আত্মনে০ সক০ সেট্, ইদিৎ। লট্ ভণ্ডতে। লোট্ ভণ্ডতাং। লিট্ বভণ্ডে। লুঙ্ অভণ্ডিষ্ট।

ভড়, ১ কল্যাণভাষণ। ২ প্রতারণ। চুরাদি০ উভ০ সক০ সেট্, ইদিৎ। লট্ ভণ্ডয়তি-তে। লোট্ ভণ্ডয়তু-তাং। লুঙ্ অবভণ্ডৎ-ত।

ভড় (পুং) ভড় পরিহাসে পরিভাষণে বা অচ্। বর্ণশঙ্কর জাতি বিশেষ। লেটের ঔরসে তীবর কন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"লেটস্তীবরকন্যায়াং জনয়ামাস ষন্নরান্।
মাল্লং মল্লং মাতরঞ্চ ভড়ং কোলঞ্চ কন্দরম্॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ ব্রহ্মখ০ ১০ অ০)

ভড় (দেশজ) ১ জলযান বিশেষ। ২ তন্তবায় জাতির উপাধি বিশেষ।

ভড়ক (দেশজ) ১ জাকজমক। ২ বাহাড়ম্বর।

ভড়ঙ্, এক প্রকার শুষির যন্ত্র। ইহা দূরবীক্ষণ যন্ত্রাকার। উহাতে একটী নল আর একটী নলের ভিতর স্তবকে স্তবকে থাকে। বাজাইবার সময় উহা টানিয়া বড় করিয়া লইতে হয়। প্রাচীন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যান্য রণবাদ্যের মধ্যে এই যন্ত্রও বাদিত হইত। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে ইহার ভোম্ভঙ্গ নাম পাওয়া যায়।

ভড়ভুঞ্জা, দাক্ষিণাত্যবাসী জাতিবিশেষ। কলাই প্রভৃতি শস্য ভাঙ্গিয়া ডাল প্রস্তুত এবং কখন কখন সেই শস্য ভাজিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহাদের মধ্যে পরদেশী ও মরাঠা নামে দুইটী স্বতন্ত্র থাক আছে। মরাঠা ভুঞ্জাবালাগণ অনেকাংশে মহারাষ্ট্রীবাসীদিগের মত। পরদেশীগণ উত্তর-ভারত হইতে দক্ষিণাপথে আসিয়া জুন্নর, ঘেড়, সিরুর, বিজাপুর, পুরন্ধর প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বসবাস করিয়াছে।

পরদেশী ভড়ভুঞ্জাগণ সাধারণতঃ কনোজিয়া ও কাশ্যপ-গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত। ইহারা পরস্পরের মধ্যে পুত্র কন্যার বিবাহ দেয় এবং ভোজনাদি করে। ইহারা বলিষ্ঠাকৃতি এবং কৃষ্ণবর্ণ,মাথায় টিকি ও গোঁফ আছে। মাছ, মাংস ভোজন বা মদ্যাদি পান করিতে ইহারা বিশেষ পটু। শীতলাদেবীর পূজায় ইহারা ছাগবলি দেয়। ইহারা পরিশ্রমী হইলেও অপরিচ্ছন্ন, কিন্তু দেবতা-ব্রাহ্মণে ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। প্রায় প্রতিগৃহেই বহিরোবা, ভবানী, খন্দোবা ও মহাদেব প্রভৃতির মূর্ত্তি থাকে। পরদেশী-ব্রাহ্মণগণ সকল কর্ম্মেই তাহাদের যাজকতা করেন। আলণ্ডী, কোন্দনপুর, পন্ঢরপুর ও তুলজাপুর প্রভৃতি স্থান ইহাদের পবিত্র তীর্থ। শিবরাত্রি আষাঢ়ী-একাদশী, গোকুলাষ্টমী, অনন্ত-চতুর্দ্দশী, কার্ত্তিকী-একাদশী এবং 'প্রদোষ' অর্থাৎ প্রতিমাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশী প্রভৃতি পর্ব্বদিনে তাহারা উপবাসকরে এবং সিমৃগা, নাগ-পঞ্চমী,দশেরা ও দীবালী দিনে তাহাদের উৎসব ও ভোজাদির আয়োজন দেখা যায়।

পুত্রজন্মের ১২শ দিনে প্রসূতির অশৌচান্ত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে পুরোহিত আসিয়া বালকের নামকরণ করে। ১ হইতে ৭ বৎসরের মধ্যে শুভদিনে বালকের চূড়াকরণ হয়। যুবকদিগের ৩০ বর্ষের মধ্যে এবং যুবতীদিগের ১২-১৬ বৎসরের মধ্যে বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। কন্যা বিবাহযোগ্য হইলে কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তার নিকট গমনপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণের প্রার্থনা জানান। বরকর্ত্তা স্বীকৃত হইলে, এক বা দুই টাকা ও এক ঠোঙ্গা চিনি পাত্রের হস্তে দিয়া কন্যাকর্ত্তা স্বগৃহে প্রত্যা-বৃত্ত হন। বিবাহের পূর্ব্বদিনে বর ও কন্যার গৃহে একটী বিবাহমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। ঐ দিন স্ব স্ব আলয়স্থিত মঞ্চগৃহে বর ও কন্যার গাত্র-হরিদ্রা দেওয়া হইয়া থাকে, একজন কুমারী আসিয়া বর বা কন্যার গাত্রে হরিদ্রা দিয়া যায়। বিবাহদিনে একটী তালপত্রের ময়ূর বরের মাথায় বসাইয়া বরযাত্রগণ বর লইয়া কন্যার বাটীতে যায়, অনেক সময় কন্যাকেও বরের বাটীতে আনা হইয়া থাকে। যেখানেই হউক, বর ও কন্যা বিবাহস্থলে উপস্থিত হইলে তাহাদের মাথার উপর রুটী ও জল ঘুরাইয়া স্বতন্ত্রভাবে স্নান করান হয়। পরে এক জন কামার আসিয়া বর ও কন্যার দক্ষিণ ও বাম হস্তে লৌহ কঙ্কণ দিয়া সূতা বাঁধিয়া যায়। ইহার পর বর ও কন্যাকে চৌকির উপর বসাইয়া পুরোহিত সম্প্রদান-কার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্তে কন্যাকর্ত্তা বরের পদদ্বয় জলদ্বারা ধৌত করিয়া পূজা করেন এবং উঠিবার সময় বর ও কন্যার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক ২ বা ৫ টাকা যৌতুক দিয়া যান। ইহাই ইহাদের কন্যা-দান প্রথা। বিবাহান্তে উভয়পক্ষীয় জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের ভোজ হইলে কন্যা লইয়া বরযাত্রীরা গমন করে, কিন্তু বরের সেই ময়ূর (টোপর) কন্যার পিত্রালয়েই থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত আর একটী শুভ বিবাহ উপস্থিত না হয়, ততদিন ইহারা মাঙ্গলিক জ্ঞানে উহা গৃহমধ্যে যত্নে রাখিয়া দেয়। পরে উহা নদীবক্ষে অথবা পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে।

ইহারা সাধারণতঃ শবদেহ দাহ করে। বসন্তরোগে মৃত্যু হইলে তাহাকে পুতিয়া রাখে। মৃত ব্যক্তির উপর গরম জল ঢালিয়া ইহারা নূতন বস্ত্রে সেই দেহ আচ্ছাদিত করে। বিধবা হইলে সাদা থান, পুরুষ হইলে সাদা তাপ্তা এবং সধবা-রমণী হইলে সবুজবস্ত্র ও জামা পরাইয়া দেয়। তৎ-পরে সেই শবোপরি ফুল ও পান ছড়াইয়া সকলে নমস্কার করে এবং তাহার দুই হস্তে দুইটী গমের পিণ্ড দেয়। শ্মশানে চিতায় শব রাখিয়া মুখাগ্নির মুখ্য-অধিকারী মুখে জল ও অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক শবদেহ দাহ করে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপিত হইলে সকলে স্নানপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ৩ দিন পরে সেই ভস্মরাশি ধৌত করিয়া দাহস্থান গোময় ও চোনা দ্বারা পরিষ্কৃত করে এবং তথায় মৃতের প্রেতাত্মার তুষ্টির জন্য

খাদ্যাদি রাখে। স্ত্রীলোক হইলে ৯ দিনে এবং পুরুষের মৃত্যুতে ১০ দিনে অশৌচান্ত হইয়া ইহারা শ্রাদ্ধাদি করে।

বিজাপুরের ভড়ভুঞ্জারা একটী স্বতন্ত্রশ্রেণী। ইহারা আপনাদের মধ্যেই কন্যাপুত্রের দানগ্রহণ করে। প্রবাদ স্থানীয় ভোই নামক জালিকগণ ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা অপর সকল বিষয়েই মুসলমানগণের অনুকরণ করিলেও হিন্দুদেবদেবীর পূজা ও পার্ব্বণাদি প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ নহে। কিন্তু বিবাহ বা সংকার কার্য্যে ইহারা কাজিকে ডাকাইয়া কার্য্য করে। ইহারা হানিফি সম্প্রদায়ী সুন্নীমুসলমান।

হিন্দুভুঞ্জাদিগের মধ্যে কোথাও কোথাও বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

ভড়িত (পুং) পাণিনির গর্গাদিগণোক্ত ঋষিভেদ। (পা৪।১।.০৫)

ভড়িয়াদ্, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদাবাদ জেলার ধন্ধুকা তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। ধোলেরা নগর হইতে ১ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার পীর ভড়িয়াদ্রার রোজা নামক বিখ্যাত অট্টালিকা মুসলমান ও গুজরাতবাসী নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থস্থান। ঐ রোজা মধ্যে সৈয়দ বোখারি মহ্মুদ শাহ বালিস্ সৈয়দ আবদুল রহ্মনের কবর আছে। প্রায় ৬শত বৎসর পূর্ব্বে উক্ত মহাত্মা ১৫শ বর্ষে তীর্থযাত্রাব্যপদেশে স্বীয় জন্মভূমি উচ্ছ (পঞ্জাবের অন্তর্গত) পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণে বহির্গত হন। ঐ সময়ে ধন্ধুকার ৭ ক্রোশ দক্ষিণে চোক্রি (চক্রাবতী) নামক স্থানে একজন রাজপুত রাজত্ব করিতেন। শুনা যায়, উক্ত রাজা উপবাস পরে পারণ দিনে একজন মুসলমান হত্যা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। কোন মুসলমান সন্তান এইরূপে রাজকরে নিহত হইলে তাহার মাতা মহ্মুদ শাহের নিকট স্বীয় দুঃখবার্ত্তা জ্ঞাপন করে। সাধুহৃদয় এই নিষ্ঠুর সংবাদে উদ্বেলিত হয়। তিনি মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিয়া রাজার বিরুদ্ধে শস্ত্র ধারণ করিলেন। যুদ্ধে রাজা নিহত হইলেও তৎপুত্রের প্রবল কোপানল হইতে মহ্মুদ শাহ পরিত্রাণ পাইলেন না। রণক্ষেত্রে রাজপুত্রের হস্তে তাঁহাকে জীবন হারাইতে হইল। তাঁহার অন্তিম প্রার্থনানুসারে মুসলমানগণ তাঁহাকে গজবন্‌শাহ নামক স্থানে কবরস্থ করে। ঐ সমাধির উপর ভড়িয়াদের রোজা বিদ্যমান। উক্ত ঘটনার দুই শত বৎসর পরে কাম্বের নবাব রোজা ভবননির্ম্মাণ করাইয়া উহার ব্যয়ভার বহনের জন্য বার্ষিক ৩৫০ টাকা ধার্য্য করিয়া দেন। প্রতিবৎসর এখানে বহুশত মুসলমানের সমাগম হইয়া থাকে। দরগার মধ্যে ১।০ মন ওজনের একটী লৌহ শৃঙ্খল আছে, উহা অনপরাধীর কোমরে দিয়া ৭ পদ হাটালেই দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। যাহার অদৃষ্টে উহা খণ্ডিত হইত না, তাহাকে অপরাধী বা দোষী সাব্যস্ত করিয়া পূর্ব্বে সাজা দেওয়া হইত।

ভড়িল (পুং) ভড়তীতি ভড়ি (সলিকল্যনিমহিভড়িভণ্ডীতি। উণ্ ১।৫৫) ইতি ইলচ্। ১ সেবক। ২ শূর। (উজ্জ্বল)

ভড়্কাল (দেশজ) বৃথা জাকজমক-যুক্ত।

ভড়্কান (দেশজ) ভীতিপ্রযুক্ত চমকাইয়া উঠা।

ভড়্কো (দেশজ) ভয়শীল।

ভড়্ভড়ানী (দেশজ) বৃথা বাক্যব্যয়।

ভড়্ভড়্ (দেশজ) ১ অস্ফুট শব্দবিশেষ। ২ দ্রব্যাদির গলিতাবস্থা।

ভণ, ১ শব্দ, ভাষণ। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ দ্বিক॰ সেট্। লট্ ভণতি। লিট্ বভাণ, ভণতুঃ। লুট্ ভণিতা। লুঙ্ অভণীৎ, অভাণীৎ। ণিচ্ ভাণয়তি। লুঙ্ অবীভণৎ, অবভাণৎ। যঙ্ বম্ভণ্যতে। যঙ্লুক্ বাভণীতি। সন্ বিভণিষতি।

ভণন (ক্লী) ভণ-ল্যুট্। কথন।

ভণিত (ত্রি) ভণ-ক্ত। ১ শব্দিত। ২ কথিত।

"শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্।"(গীতগোবিন্দ)

ভণিতা (দেশজ) গ্রন্থকর্ত্তা বা রচয়িতার নাম প্রকাশকরণ। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের অধ্যায়শেষে গ্রন্থকর্ত্তার নাম বা বংশনির্ণায়ক ভণিতা থাকে।

ভণিতি (স্ত্রী) ভণ্যতে ইতি ভণ-ক্তিন্। বাক্য। (ত্রিকা॰)

"নিয়ন্ত্রিতা যদ্ভণিতিস্তদ্‌গুণোদীরণাদিয়ম্।"(রাজতর॰ ৪।৫৪)

ভণ্টক (পুং) মারিষ ক্ষুপ।

ভণ্টা (স্ত্রী) ১ চিঞ্চোটক। ২ বার্ত্তাকী। (বৈদ্যকনি॰)

ভণ্টাকী (স্ত্রী) ভট্যতে ভণ্যতে বা ভট-ভৃতৌ ভণ শব্দে বা (পিনাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৫) ইতি নিপাত্যতে চ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বার্ত্তাকী ২ বৃহতী। ৩ বৃন্তাক। (ভাবপ্র॰)

ভণ্টুক (পুং) ভড়তীতি ভড়ি-উকন্। শ্যোনাক বৃক্ষ। কোন কোন পুস্তকে 'ভণ্ডুক' এইরূপ পাঠ দেখা যায়।

ভণ্ড (পুং) ভণ্ডতে ইতি ভড়ি প্রতারণে অচ্। অশ্লীলভাষী, চলিত ভাঁড়, পর্য্যায়—চাটুপটু। ২ বৃথা ধর্ম্মাভিমানী।

"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তপিশাচকাঃ।"

(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাকদর্শন)

ভণ্ডক (পুং) ভণ্ড-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ খঞ্জনপক্ষী (জটা॰) ২ একজন কবি।

ভণ্ডতপস্বিন্ (ত্রি) ভণ্ডঃ তপস্বী কর্ম্মধা॰। ভক্তবিটেল, কপট-তপস্বী, বিড়াল-ধার্ম্মিক। যাহারা তপস্বীর ভাণ করে।

ভণ্ডন (ক্লী) ভড়ি ভাবাদৌ ল্যুট্। ১ খলাকার, প্রতারণা। ২ কবচ। ৩ যুদ্ধ। (মেদিনী)

ভণ্ডনাদিত্য, চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্য কলিমর্ত্ত্যঙ্কের জনৈক সেনাপতি ও সামন্ত। ইনি পট্টবর্দ্ধিনীবংশীয় কালকম্পের বংশধর। শিলালিপিতে ইহাঁর বীরত্বকাহিনী কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভণ্ডহাসিনী (স্ত্রী) ভণ্ডেন খলীকারেণ হসতি যা, হস্-ণিনি ঙীপ্। গণিকা। (শব্দরত্না০)

ভণ্ডারি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীবাসী একটী জাতি। মদ্য চোলাই বা তালগাছ হইতে তাড়ীসংগ্রহ ও বিক্রয় ইহাদের প্রধান ব্যবসা। ইহাদের মধ্যে কিতে ও সিন্দে নামে দুইটী থাক আছে। উহারা পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান বা ভোজনাদি করে না। সাধারণতঃ ইহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বিলাসী। সকলেই প্রায় মদ্য, তাড়ি, বা গাঁজা সেবন করে। মাদকতার বশীভূত হইলেও তাহারা মিতাচার এবং আতিথ্যাদি সদ্গুণে ভূষিত। পুরুষেরা মাথা কামায় ও টিকি রাখে। স্ত্রীলোক ও বালকগণ নানাকার্য্যে পুরুষদিগের সহায়তা করে। ভূতপতি মহাদেবই ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। দেশস্থ ও কর্হাদ-ব্রাহ্মণগণ সকলকর্ম্মেই ইহাদের পৌরহিত্য করে। ইহারা অন্যান্য হিন্দুদিগের মত সকল পর্ব্বোপলক্ষে উপবাসাদি করে। পন্ঢরপুর, গোকর্ণ ও বারাণসী প্রভৃতি তীর্থগমনে ইহারা বিশেষ উৎসুক। জন্ম ও বিবাহে ইহারা ব্রাহ্মণের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করে। অন্যান্য সামাজিক গোলমাল জাতীয় সভা হইতে নিষ্পাদিত করিয়া লয়। ইহারা শবদেহ দাহ করে এবং পুতিয়াও রাখে।

ভণ্ডি (স্ত্রী) ভড়ি ইন্। বীচি। (হারাবলী)

ভণ্ডিকা (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা। (শব্দরত্না০)

ভণ্ডিজঙ্ঘ (পুং) পাণিন্যুক্ত ঋষিভেদ। (পা ২।৪।৫৮)

ভণ্ডিত (পুং) ভড়ি-ক্ত। ১ ঋষিভেদ। ততঃ গর্গাদিত্বাৎ যঞ্, ভাণ্ডিত্য—তদ্গোত্রাপত্য। এই অর্থে ফঞ্ করিয়া ভাণ্ডিত্যায়ন পদ নিষ্পন্ন হয়।

ভণ্ডিন্, হর্ষচরিত প্রণেতা কবি বাণভট্টের নামান্তর।

ভণ্ডির (পুং) ভণ্ডিল রলয়োরৈক্যম্। শিরীষবৃক্ষ।

ভণ্ডিল (পুং) ভণ্ড্যতে পরিহসতীবেতি ভাষতে ইবেতি বা, ভড়ি (সলিকল্যনিমহিভড়িভণ্ডীতি। উণ্ ১।৫৫) ইতি ইলচ্। ১ শিরীষবৃক্ষ। (ত্রি) ২ শুভ। ৩ দূত। ৪ শিল্পী।

ভণ্ডী (স্ত্রী) ভণ্ড্যতে ইতি ভড়ি-ইন্ কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীপ্। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ শিরীষবৃক্ষ। ৩ শ্বেত ত্রিবৃৎ। পর্য্যায়—"শ্বেতা ত্রিবৃতা ভণ্ডী স্যাৎ ত্রিবৃতা ত্রিপুটাপিবা।" (ভাবপ্র০)

ভণ্ডীতকী (স্ত্রী) ভণ্ডী সতী তকতীতি তক-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মঞ্জিষ্ঠা। (ভাবপ্র০)

ভণ্ডীর (পুং) ভণ্ডি বাহুলকাৎ ঈরন্। ১ সমষ্ঠিল ক্ষুপ। ২ তণ্ডুলীয় শাক। ৩ শিরীষবৃক্ষ। ৪ বটবৃক্ষ।

"মালতীকুন্দগুল্মৈশ্চ ভণ্ডীরৈর্নিচুলৈস্তথা।
অশোকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কৈতকৈরতিমুক্তকৈঃ॥"
(রামায়ণ ৩।১৫।২৪)

'ভণ্ডীরো বটঃ' (রামানুজ)

ভণ্ডীরলতিকা (স্ত্রী) ভণ্ডীর ইব লততে ইতি লতিঃ অচ্, স্বার্থে অন্ টাপ্ অত ইত্বং। মঞ্জিষ্ঠা।

ভণ্ডীরী (স্ত্রী) ভণ্ডীর-গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ্। মঞ্জিষ্ঠা। (অমর)

ভণ্ডীল (পুং) ভণ্ডীর-রলয়োরেকত্বং। মঞ্জিষ্ঠা। (শব্দরত্না০)

ভণ্ডুর (দেশজ) ১ প্রতারক। ২ বৃথা গোলযোগ কারী।

ভণ্ডুলিয়া (দেশজ) যাহারা কার্য্যে গোলমাল বাঁধায়।

ভণ্ডুক (পুং) ভড়ি-উক। মৎস্যবিশেষ, চলিত ভাকুর মাছ। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, বৃষ্য, শ্লেষ্মকর, গুরুবিষ্টম্ভী ও রক্তপিত্তহর। (ভাবপ্র০) ২ শ্যোনাকবৃক্ষ। (রত্নমা০)

ভণ্ ভণ্ (দেশজ) মক্ষিকাদির অস্ফুট শব্দ।

ভণ্ ভণিয়া (দেশজ) ভণ্ ভণ্ শব্দযুক্ত।

ভণ্ ভণিয়ামাছি, (দেশজ) সবুজবর্ণের মক্ষিকাভেদ (Musca vomitoria)। গ্রীষ্মে সুপক্ক আম্রের সময় ইহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা গলাধঃকৃত হইলে বমন হয়।

ভতালা, মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ভাণ্ডক নগর হইতে ১৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থান প্রাচীন ভদ্রাবতী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি সুরক্ষিত প্রাচীন দেবমন্দির ও দুর্গাদি স্থানীয় প্রাচীনকীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। পর্ব্বতের পাদমূলস্থ সুরম্য পুষ্করিণ্যাদি এই স্থানের অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিয়াছে। এখানে উৎকৃষ্ট প্রস্তরখনি আছে।

ভতোলী, মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। মুজঃফরপুর নগর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে 'ঝোউরি দি' নামে একটী (১০০ ফিট চতুরস্র ও:১০ ফিট উচ্চ সুবৃহৎ স্তূপ আছে। স্থানীয় প্রবাদ, ঐ স্থানে চেরু রাজগণের একটী দুর্গ ছিল। মুসলমানাগমনের বহুপূর্ব্বে উহা অগ্নিযোগে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। স্তূপ খনন কালে দেখা গিয়াছে যে, উহার গঠন কার্য্য ও ইষ্টকাদি প্রাচীন হিন্দুধরণের। এতদ্ভিন্ন সেই স্তূপ মধ্যে আরও অনেকানেক হিন্দুদেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানের অনেক নিদর্শন এখনও কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

ভথান, বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড় রাজ্যের ঝালবার জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২২° ৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৫৪´ পূঃ। এখানকার সর্দ্দার ইংরাজ গবমেণ্টকে ও জুনাগড়ের নবাবকে খাজনা দিয়া থাকেন।

ভদ, শুভকথন। চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ ভন্দয়তি। লোট্ ভন্দয়তু। লুঙ্ অবভন্দৎ।

ভদ, ১ হর্ষ, প্রীতি। ২ শুভ। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্, ইদিৎ। লট্ ভন্দতে। লোট ভন্দতাং। লুঙ্ অভন্দিষ্ট।

ভদন্ত (পুং) ভন্দতে ইতি ভদি কল্যাণে (ভন্দের্নলোপশ্চ। উণ্ ৩।১৩০) ইতি ঝচ্ নলোপশ্চ। ১ সৌগতাদি বুদ্ধ, মায়াদেবীসুত। (হেম)

"তত্রাম্বিষ্য যথাবৎ তং ভদন্তমভিগম্য চ।
পরিচর্য্যাপরো ভক্ত্যা ত্রাণি বর্ষ্যাণ্যশেষতঃ॥"(কথা°সা° ৪৯।১৭৯

২ সুতেজঃ। (ত্রি) ৩ পূজিত। ৪ প্রব্রজিত।

ভদন্ত, জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্, বরাহমিহির তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। উৎপলের মতে, তাঁহার অপর নাম সত্যাচার্য্য।

ভদন্ত গোপদত্ত (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য।

ভদন্তঘোষক (পুং) বৌদ্ধাচার্য্য ভেদ।

ভদন্তজ্ঞানবর্ম্মন্ (পুং) জনৈক কবি। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ইঁহার উল্লেখ আছে।

ভদন্তধর্ম্মত্রাত (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য।

ভদন্তরাম (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য।

ভদন্তবর্ম্মন্ (পুং) জনৈক কবি। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে তাঁহার উল্লেখ আছে।

ভদন্তশ্রীলাভ (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য।

ভদাক (পুং ক্লী) ভন্দতে ইতি ভদি (পিনাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৫) ইতি আক, নলোপশ্চ। মঙ্গল। (উজ্জ্বল)

ভদারি, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটা প্রাচীন রাজধানী। রাজা চোবনাথ এখানে রাজত্ব করিতেন। ভেরার পার্শ্ববর্ত্তী আহ্মদাবাদ নগরের নিকটে উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

ভদার্বা, বোম্বাই প্রসিডেন্সীর রেবাকাণ্ঠারাজ্যের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ২৭ বর্গ মাইল। এখানকার সর্দ্দারগণ রাণা উপাধিতে ভূষিত। ইঁহারা গাইকবাড় রাজকে কর দিয়া থাকেন।

ভদার্শা, অযোধ্যা প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত মর্হানদীর কূলে অবস্থিত একটী নগর। এই স্থানের প্রাচীন নাম ভায়াদর্শ। প্রবাদ, দশরথতনয় ভরত এইখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

ভদোর, পঞ্জাবের পতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

ভদোরা, গোয়ালিয়র রাজ্যের গুণা সব-এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। স্থানীয় দস্যুগণের উপদ্রবাদি হইতে দেশ রক্ষা করায়, ১৮২০ খৃষ্টাব্দে সিন্দেরাজ, মানসিংহ নামা জনৈক সর্দ্দারকে এই সম্পত্তি দান করেন। তদ্বংশধর ঠাকুর উপাধিধারী সর্দ্দার মাধোসিংহ ইংরাজের রাজকীয় প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪° ৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২৮´ পূঃ।

ভদোরিয়া রাজপুতজাতির একটী শাখা। চম্বলা নদীর দক্ষিণকূলে আগ্রানগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকস্থ ভদাবর জেলায় বাসহেতু তাহারা ভদোরিয়া নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যে সকল ভদোরিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে বাস করে, তাহারা আপনাদিগকে মিও-বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু অন্যান্য ভদোরিয়াগণ আপনাদিগকে চৌহানবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিলেও, চৌহানগণ তাহাদিগের জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করে না। যাহা হউক, বর্ত্তমানে তাহারা পরস্পরে বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়াছে।

আটভাইয়া, কুলহিয়া, মৈন্থ, তসেলী, চন্দ্রসেনিয়া ও রাবত নামে তাহাদের ৬টী থাক আছে

এই জাতির সামাজিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী শুনা যায়। গোপালসিংহনামা জনৈক সর্দ্দার মুসলমানরাজ মহম্মদ শাহের প্রীতি সম্পাদন করিয়া কতকগুলি ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তদবধি এই সর্দ্দারবংশ পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের বিশেষ সম্মানার্হ হইয়াছে।

চন্দ্রসেনিয়া, কুলহিয়া, আটভায়া ও রাবতগণ চৌহান, কচ্ছবাহ, রাঠোর, চন্দেল, শিরনেত, পানবার, গৌতম, রঘুবংশী, গহরবাড়, তোমর ও গহলোতবংশীয় রাজপুতের কন্যা গ্রহণ করে এবং চৌহান, কচ্ছবাহ ও রাঠোর শ্রেণীর উচ্চ রাজপুতবংশে আপনাদের কন্যা সমর্পণ করে। তসেলীগণ নিম্নশ্রেণীর রাজপুতবংশে বিবাহ করিয়া থাকে। আইন-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, উক্ত জেলার হাটকাণ্টা নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল। তাহারা দিল্লীর নিকটে থাকিয়া দস্যুবৃত্তি দ্বারা মোগলশক্তিকেও উপেক্ষা করিত এবং প্রায় স্বাধীনভাবে স্বকীয় রাজ্যমধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। সম্রাট্ অকবর শাহ তাহাদের উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া ভদোরিয়া সর্দ্দারকে হস্তি-পদতলে নিহত করেন। তদবধি তাহারা দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করে।

পরবর্ত্তী ভদোরিয়া সর্দ্দার রাজা মুকৎমন্ মোগল সম্রাটের

অধীনে কার্য্য করিয়া ১ হাজারী মনশবদার পদ প্রাপ্ত হন। তিনি ৯৯২ হিজরায় গুজরাত অভিযানে যুদ্ধ করেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অধিকারে রাজা বিক্রমজিৎ মোগলসৈন্যের সহকারিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার মৃতুতে তৎপুত্র ভোজ রাজা হন। সম্রাট্ শাহ জহানের রাজত্বসময়ে ভদৌরিয়া সর্দ্দার রাজা কিষেণ সিংহকে মোগল পক্ষে থাকিয়া ঝাঝরসিংহ, খান্ জহান লোদী, নিজাম-উল্-মুলক ও সাহ ভোঁসলে প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। দৌলতাবাদ অবরোধ সময়ে তাঁহার বীরত্ব গৌরব চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১০৫৩ হিজিরায় তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তদীয় খুল্লতাত পুত্র বদন (বুধ) সিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হন। সম্রাট্ শাহ জহানের ২১ বর্ষে একদা তিনি রাজ-দরবারে আসীন আছেন, এমত সময়ে এক মত্ত হস্তী আসিয়া কোন ব্যক্তিকে দন্ত দ্বারা বিদ্ধ করে। তদ্দর্শনে বদনসিংহ সেই মত্তমাতঙ্গের সম্মুখীন হইয়া শস্ত্রাঘাতে তাহাকে নিহত করেন। সম্রাট্ তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে একখানি খিলাত ও তাঁহার ভদাবর রাজ্যের ৫০ হাজার টাকা রাজস্ব মকুব করিয়া দেন। তৎপরে তিনি দেড় হাজারী সেনানায়কের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সম্রাটের ২৫ ও ২৬ বর্ষে তিনি অরঙ্গজেব ও দারা-সিকোর পক্ষ হইয়া কান্দাহার অভিযানে গমন করেন। পরবর্ষে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তদীয় পুত্র মহাসিংহ ১ হাজার পদাতি ও ৮ শত অশ্বরোহী সেনার নায়ক হন। অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তিনি বুন্দেলা বিদ্রোহ ও য়ুসুফজৈ-দিগকে দমন করিয়া সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন এবং তৎপুত্র ওদৎ (রুদ্র) সিংহ চিতোরের সেনাপতি হইয়াছিলেন।

তারিখ-ই-হিন্দি নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে, সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজত্ব সময়ে মহারাষ্ট্রসেনা ভদ্রাবর প্রবেশ করিলে সর্দ্দার অমরু (অমরৎ) সিংহ সদলে অগ্রসর হইয়া মহারাষ্ট্রসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধান্তে রাজা দুর্গ মধ্যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেও মহারাষ্ট্রীয়গণ লুণ্ঠন দ্বারা তদ্রাজ্য ছারখার করিয়া দেয়।

ভদ্গাঁও, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার একটী নগর। গীর্ণানদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২০° ৩৮′ ৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫° ৬′ পূঃ। এই স্থান পাচুরা উপবিভাগের সদর। এখানে তুলা, নীল ও তিসির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বন্যায় এই নগরের অর্দ্ধাংশ প্রায় ভাসিয়া যায়

ভদ্র (ক্লী) ভন্দতে ইতি ভদি কল্যাণে (ঋজেন্দ্রাগ্রবজ্র বিপ্র কুব্র চুব্র ক্ষুর খুর ভদ্রোগ্রেতি। উণ্ ২।২৮) ইতি রন্ নিপাত্যতে চ। ১ মঙ্গল।

"কিরীটমণিচিত্রেষু মূর্দ্ধস্থ ত্রাণসারিষু।
নাক্রম্য বিদ্বিষাং পাদং পুরুষো ভদ্রমশ্নুতে॥"(কাম০নী০ ১৩।১২)

২ জ্যোতিষোক্ত বব আদি করিয়া সপ্তম করণ। ৩ মহাদেব। ৪ খঞ্জরীট। ৫ বৃষভ। ৬ কদম্বক। ৭ করিজাতিবিশেষ। ৮ নবগুক্লা বলান্তর্গত জিনভেদ। ৯ রামচর। ১০ সুমেরু। ১১ মূহী। ১২ চন্দন। ১৩ সাধ্য মৌলিকদিগের পদ্ধতিবিশেষ।

"বিষ্ণুর্নাগঃ খিলপিল গূত ইন্দ্রো গুপ্তঃ পালোভদ্রঃ।"
(কুলাচার্য্যকারিকা)

(পুং) ১৪ বসুদেবের পুত্রভেদ। (ভাগ০ ৯।২৪।৪৬) ১৫ সরোবর বিশেষ। (মৎস্যপু০ ১১২।৪৬)

১৬ তৃতীয় উত্তমমনুর অন্তরে দেবগণ ভেদ। (ভাগ০ ৮।২৪) এই শব্দ বহুবচনান্ত। ১৭ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিষ্ণুর দক্ষিণা-গর্ভজাত তুষিত নামক দেবগণভেদ। (ভাগ০ ৪।১।৬) ১৮ পর্ব্বতভেদ। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ভুবনকো০ ৪০ অ০) ১৯ কূর্ম্মবিভাগস্থ মধ্যদেশ তদ্দেশবাসী লোক। (বৃ০স০ ১৪ অ০)

(ত্রি) ২০ শ্রেষ্ঠ। ২১ সাধু। ২২ সুবর্ণ। ২৩ মুস্তক।

'ভদ্রং স্যাম্মঙ্গলে হেম্নি মুস্তকে করণান্তরে।
ভদ্রো রুদ্রে বৃষে রামচরে মেরুকদম্বকে॥
হস্তি জাত্যন্তরে ভদ্রো বাচ্যবৎ শ্রেষ্ঠসাধুনোঃ।' (বিশ্ব)

২৪ দিক্-হস্তিবিশেষ। পাতালের উত্তরদিকে ইহার অবস্থিতি স্থান। (রামা০ ১।৪০ স০)

২৫ রামচন্দ্রের একজন সভাসদ্ ও দূত। ইনি রামচন্দ্রকে সীতার নিন্দা কথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, রামচন্দ্র তাহার কথা শুনিয়া সীতাকে বনবাস দেন। (রামা০ উত্ত০ ৪৩ স০) ২৬ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকানন বিশেষ। (ভক্তমাল) ২৭ ভগবান্ বিষ্ণুর দক্ষিণদ্বারী। ২৮ জনৈক চোলরাজ।

ভদ্রক, বাঙ্গালার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। অক্ষা০ ২০°৪৪′ হইতে ২১°১৫′ উঃ এবং ৮৬°১৮′৪০″ হইতে ৮৭° পূর্ব্বমধ্য। ভূ-পরিমাণ ৯০৯ বর্গমাইল। ভদ্রক, বাসু-দেবপুর, ধর্ম্মনগর ও চাঁদবালি এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান।

২ উক্ত উপবিভাগের সদর ও প্রধান নগর, অক্ষা০ ২১°৩′১০″ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৬° ৩৩′ ২৫″ পূঃ। কলিকাতা হইতে কটক যাইবার পথে এই নগর স্থাপিত হওয়ায় উহা একটী বাণিজ্যকেন্দ্র মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

ভদ্রক, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক হিন্দুরাজা। ইঁহারা অম্বা দেবীর ভক্ত ও বৃদ্ধবিষ্ণু মুনির কুলজাত। (সহ্যাদ্রি খ০ ৩৩।৭৮)

ভদ্রক, দাক্ষিণাত্যের সুঙ্গবংশীয় জনৈক রাজা।

ভদ্রক (ক্লী) ভদ্র-সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্। ১ ভদ্রমুস্তক। (ত্রি) ২ মনোজ্ঞ। (পুং) ৩ দেবদারু। ৪ বৃত্তরত্নাকরোক্ত

ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ২২টী অক্ষর থাকে।
'ভ্রৌ নরনারনবথ গুরুদিগর্কবিরসং হি ভদ্রকমিদম্।' (বৃত্তরত্না৹)
এই ছন্দের ১,৪,৬,১২,১৬,১৮,২২ অক্ষর গুরু তদ্ভিন্ন লঘু।

ভদ্রকণ্ঠ (পুং) ভদ্রঃ কণ্ঠো যস্য। গোক্ষুর। (রাজনি৹)

ভদ্রকন্যা (স্ত্রী) মৌদ্গল্যায়নের মাতা।

ভদ্রকপিল (পুং) শিব, মহাদেব।

ভদ্রকর্ণ (পুং) ভদ্রস্য বৃষস্য কর্ণো যত্র। গোকর্ণরূপতীর্থভেদ।

ভদ্রকর্ণিকা (স্ত্রী) গোকর্ণতীর্থে দাক্ষায়ণী ভদ্রকর্ণিকা নামে অভিহিত হয়েন।
'নন্দাং হিমবতঃ পৃষ্ঠে গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা।' (মৎস্য পু৹)

ভদ্রকর্ণেশ্বর (পুং) ভদ্রকর্ণস্য ঈশ্বরঃ। গোকর্ণতীর্থস্থিত শিবলিঙ্গ ভেদ। (ভারত বনপ৹ ৮১ অ৹)
স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ তীর্থ ভেদ। (ভারত ৩।৮৪।৩৬)

ভদ্রকাম, মণিকূট পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকস্থ তীর্থভেদ।
(কালিকাপুরাণ ৭৮।৮৪-৮৬)

ভদ্রকায় (পুং) ১ নাগ্নজিতীতে জাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ।
(হরিবংশ ১৬২ অ৹)
(ত্রি) ২ মঙ্গল দেহক। ৩ সুন্দর আকৃতিযুক্ত।

ভদ্রকল্পিক (পুং) বোধিসত্ত্ব ভেদ।

ভদ্রকার (ত্রি) ভদ্রং করোতি কৃ-অন্ উপপদ স৹। ১ মঙ্গলকারক (পুং) ২ দেশভেদ। (ভারত সভা৹ ১৩ অ৹)

ভদ্রকারক (ত্রি) ভদ্রস্য কারকঃ। মঙ্গলকারক।

ভদ্রকালী (স্ত্রী) ভদ্রা মঙ্গলময়ী চাসৌ কালীচেতি কর্ম্মধা৹ যদ্বা ভদ্রং কল্যাণং কারয়তীতি ভদ্র-কর্ম্মণ্যন্, ততো ঙীপ্। ১ গন্ধোলী। ২ কাত্যায়নী। (মেদিনী)
"শৃণু ত্বং নৃপশার্দ্দূল! ভদ্রকালী যথা পুরা।
প্রাদুর্ভূতা মহাভাগা মহিষেণ সদৈব তু॥"(কালিকাপু৹ ৫৯ অ৹)

কালিকাপুরাণের ৫৯ অধ্যায়ে এই দেবীর আবির্ভাবের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

ভদ্রকালী দেবী ভগবতী দুর্গার মূর্ত্তিবিশেষ। এই দেবী ষোড়শ হস্তযুক্তা। একদিন মহিষাসুর নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদর্শন করে, যেন দেবী ভদ্রকালী তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্তপান করিতেছেন; স্বপ্নদর্শনে ভীত হইয়া মহিষাসুর প্রাতঃকালে অনুচরবর্গের সহিত ভদ্রকালীর পূজারম্ভ করেন, পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী ষোড়শভুজা ভদ্রকালীরূপে আবির্ভূতা হন। তখন দৈত্যরাজ কহিল, দেবি! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, আপনি আমার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্তপান করিতেছেন, ইহা যে ঘটিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই এবং আমারও তাহাতে কোন দুঃখ নাই, কারণ নিয়তি লঙ্ঘন করিতে কেহই সমর্থ নহে। আমি তিন মন্বন্তরকাল ব্যাপিয়া শ্রেষ্ঠ অসুররাজ্য ভোগ করিয়াছি। শিষ্যের নিমিত্ত কাত্যায়ন মুনি আমাকে শাপ দিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি তোমাকে নিহত করিবে। আমি যে আপনার দ্বারা নিহত হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে কাত্যায়ন মুনির শিষ্য রৌদ্রাশ্ব নামে এক অতিশয় সাধুচরিত্র ঋষি হিমালয় পর্ব্বতের নিকট তপস্যা করিতেছিলেন, আমি কৌতুকবশে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করি, তাঁহার গুরু ইহা আমার মায়া জানিতে পারিয়া আমাকে শাপ দেন যে,তুমি স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক আমার শিষ্যকে মোহিত ও তপস্যাচ্যুত করিলে, অতএব এই পাপে স্ত্রীজাতিদ্বারা তোমার মৃত্যু হইবে। 'আমার মৃত্যুকাল আসন্ন; সুতরাং আপনার নিকট আমি ভাবিমঙ্গলের নিমিত্ত একটী বর প্রার্থনা করিতেছি, হে দেবি! আমার প্রতি প্রসন্না হউন।' দেবী ভদ্রকালী বরদানে প্রতিশ্রুত হইলে, মহিষ বলিল, 'আমি আপনার অনুগ্রহে যজ্ঞভাগ ভোগ করিতে ইচ্ছা করি, এবং যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততদিন আপনার পদসেবা ত্যাগ করিব না।' তদ্বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া দেবী কহিলেন, 'পূর্ব্বেই সমুদায় যজ্ঞের ভাগ দেবগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে, এক্ষণে যজ্ঞের এমন একটী ভাগ নাই, যাহা আমি তোমাকে দিতে পারি। তবে আমি তোমাকে এই বর দিতেছি যে, আমা কর্ত্তৃক নিহত হইলেও কোনও সময়ে তোমাকে আমার চরণ ত্যাগ করিতে হইবে না। যেখানে আমার পূজা হইবে, তথায় তুমিও পূজা পাইবে। তখন সাহ্লাদে মহিষাসুর কহিল,—উগ্রচণ্ডে! ভদ্রকালি! দুর্গে! আপনি আমার এই বাসনা পূর্ণ করুন। তদনন্তর দেবী কহিলেন,—তুমি যে আমার তিনটী নাম উচ্চারণ করিয়াছ, ঐ তিন মূর্ত্তির সহিত মদীয় পাদলগ্ন থাকিয়া সর্ব্বত্র পূজিত হইবে। (কালিকাপুরাণ)

ভদ্রকালী ও দুর্গা একই। দুর্গাপূজার বিধানানুসারে এই দেবীর পূজাদি হইয়া থাকে। তন্ত্রসারে ইহাঁর পূজাদির বিধান লিখিত আছে।

৩ মেদিনীপুর হইতে ২॥ ক্রোশ দূরে নৈর্ঋত কোণাবস্থিত একটী পবিত্র তীর্থ। এখানে ভদ্রকালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কুর্গ রাজ্যেও ভদ্রকালীর মন্দির আছে। এই দেবতার সম্মুখে মুর্গী প্রভৃতি বিবিধ বলি হয়। ৪ স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। ৫ দক্ষযজ্ঞ সময়ে দেবী ভগবতীর ক্রোধ হইতে ইহাঁর উৎপত্তি হয়। ইনি উৎপন্ন হইয়া বীরভদ্রের সহিত দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। (কূর্ম্মপু৹, বিষ্ণুপু৹ ও ভারত শান্তিপ৹ ২৮৪ অ৹)

৬ গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ গ্রামবিশেষ। ৭ প্রসারিণী, চলিত গন্ধভাদুলিয়া। (পর্য্যায়মুক্তা৹) ৮ নাগরমুস্তা। (বৈদ্যকনি৹)

ভদ্রকালেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ। (বৃ০ নীল ২১)

ভদ্রকাশী (স্ত্রী) ভদ্রায় কাশতে ইতি কাশ-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ভদ্রমুস্তা। (রাজনি০)

ভদ্রকাষ্ঠ (ক্লী) ১ দেবদারু বৃক্ষ। ২ তৈল-দেবদারু, চলিত মলঙ্গা-দেবদারু। (বৈদ্যকনি০)

ভদ্রকীর্ত্তি জনৈক জৈনপণ্ডিত। ইনি আমরাজের মিত্র ছিলেন।

ভদ্রকুম্ভ (পুং) ভদ্রস্য ভদ্রায় বা কুম্ভঃ অথবা ভদ্রঃ কুম্ভঃ। পূর্ণকুম্ভ। (অমর)

ভদ্রকৃৎ (ত্রি) ১ কুশলকর, মঙ্গলবিধায়ক। (ঋক্ ৮।১৪।১১) ২ জৈনদিগের উৎসর্পিণীর চতুর্ব্বিংশ অর্হৎ ভেদ।

ভদ্রগণিত (ক্লী) বীজগণিতোক্ত চক্রবিন্যাস দ্বারা নির্ণীত অঙ্কপ্রকরণ বিশেষ।

ভদ্রগন্ধিকা (স্ত্রী) ভদ্রো গন্ধোঽস্যাস্তীতি ঠন্ টাপ্। মুস্তক।

ভদ্রগিরি, দাক্ষিণাত্যের রাজমহেন্দ্রীর সমীপবর্ত্তী গোণ্ডবন প্রদেশের অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। এখানে মরকতাম্বিকা নাম্নী পার্ব্বতী-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। [বিস্তৃত বিবরণ ভদ্রগিরি মাহাত্ম্যে ও ভদ্রাচল শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভদ্রগুপ্ত, উজ্জয়িনী-(অবন্তি) বাসী জনৈক জৈনাচার্য্য। ইনি খরতর-গচ্ছের ১৬শ বজ্রকে দৃষ্টিবাদ নামক দ্বাদশাঙ্গের শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ভদ্রগৌড়, ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী দেশভেদ। (বৃ০স০ ১৪।৭) মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইস্থান ভদ্রগৌর নামে উল্লিখিত হইয়াছে। "পূর্ণোৎকটো ভদ্রগৌরস্তথোদয়গিরির্দ্বিজ ॥" (মার্কপু০ ৫৮।১৩)

ভদ্রগৌর (পুং) পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী দেশভেদ। (মার্কপু০ ৫৮ অ০)

ভদ্রঙ্কর (ত্রি) ভদ্রং করোতীতি কৃ-বাহুলকাৎ খচ্, মুম্‌চ। মঙ্গলকারক। পর্য্যায়—ক্ষেমঙ্কর, ক্ষেমকার, মদ্রঙ্কর, শুভঙ্কর অরিষ্টতাতি, শিবতাতি, শঙ্কর। (ভূরিপ্র০)

ভদ্রঙ্করণ (ক্লী) ভদ্রং ক্রিয়তেঽনেন কৃ-খ্যুন্, মুম্‌চ। মঙ্গলসাধন।

ভদ্রঘন (পুং) ১ ভদ্রমুস্ত। ২ পিপাসা। ৩ নাগরমুস্তা।

ভদ্রচন্দনসারিবা (স্ত্রী) কৃষ্ণসারিবা। (বৈদ্যকনি০)

ভদ্রচারু (পু) রুক্মিণীতে জাত বাসুদেবের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ১১৮ অ০)

ভদ্রচূড় (পুং) ভদ্রা চূড়া অস্য। লঙ্কাস্থায়ী বৃক্ষ, চলিত লঙ্কাসিজ। (শব্দচ০)

ভদ্রচোল, চোলরাজভেদ। [চোলবংশ দেখ।]

ভদ্রজ (পুং) ভদ্রায় জায়তে ইতি জন-ড। ইন্দ্রযব। (রাজনি০)

ভদ্রজানি (ত্রি) সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী স্ত্রীযুক্ত। ২ রুদ্রপুত্রগণ।
"মজ্জা সো ভদ্রজানয়ঃ" (ঋক্ ৫।৬১।৪)
'ভদ্রঃস্তুত্যো জানির্জন্ম যেষাং তে তথোক্তা রুদ্রপুত্রা ইত্যর্থঃ'(সায়ণ)

ভদ্রতরুণী (স্ত্রী) ভদ্রা তরুণীব। কুব্জক বৃক্ষ। পর্য্যায়—
"কুব্জকো ভদ্রতরুণী বৃহৎ পুষ্পোঽতি কেসরঃ"। (ভাবপ্র০)

ভদ্রতা (স্ত্রী) ভদ্রস্য ভাবঃ তল্, টাপ্। ভদ্রত্ব, ভদ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, সাধুতা, উত্তম ব্যবহার।

ভদ্রতুঙ্গ (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপ০ ৮২ অ০)

ভদ্রতুরগ (ক্লী) ভদ্রা তুরগা অত্র। ১ জম্বুদ্বীপের নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষ বিশেষ।
"মাল্যবজ্জলধিমধ্যবর্ত্তি যত্তত্ ভদ্রতুরগং জগুর্বুধাঃ।"
(সিদ্ধান্তশিরো০ গোলাধ্যায়)
(পুং) ২ সাধু অশ্ব। সুলক্ষণসম্পন্ন দ্রুতগামী অশ্ব মাত্র।

ভদ্রদন্তিকা (স্ত্রী) ভদ্রা দন্তিকা। দন্তীবৃক্ষ ভেদ, ভদ্রদন্তী। পর্য্যায়—কেশরুহা, ভিষগ্‌ভদ্রা, জয়াবহা, আবর্ত্তকী, জরাঙ্গী, জয়াহ্বা। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ ও রেচন এবং কৃমি, শূল, কুষ্ঠ, আমদোষ ও তুন্দরোগনাশক। (রাজনি০)

ভদ্রদারু (পুং ক্লী) ভদ্রং দারু। দেবদারু। (অমর)

ভদ্রদন্ত (পুং) হস্তী। ২ সরলকাষ্ঠ। (রত্নমা০)

ভদ্রদার্ব্বাদিক (পুং) ভদ্রদারু আদৌ যস্য কপ্। সুশ্রুতোক্ত ঔষধগণ বিশেষ।
দেবদারু, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, বরুণ, মেষশৃঙ্গী, শ্বেতবেড়েলা, নীলঝিণ্টী, গণিকারিকা, ছুরালভা, সল্লকী, পারুল, অর্জ্জুন বৃক্ষ, পীতঝিণ্টী, গুলঞ্চ, এরণ্ড, পাষাণভেদী, শ্বেতআকন্দ, শতমূলী, পুনর্ণবা, সান্তরলবণ, গজপিপ্পলী, কাঞ্চনবৃক্ষ, বামনহাটী, কার্পাস, বৃশ্চিকালী, মালিঞ্চশাক, যবকুল, ও কুলথ এই সকল ভদ্রদার্ব্বাদিগণ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ৫৯ অ০)

ভদ্রদেহ (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। (বায়ুপুরাণ)

ভদ্রদ্বীপ (পুং) কুরুবর্ষান্তর্গত উপদ্বীপভেদ। (মার্কপু০ ৫৯ অ০)

ভদ্রনামন্ (পুং) ভদ্রং নাম যস্য। ১ কাষ্ঠকুট্ট পক্ষী, চলিত কাঠ্‌ঠোকরা। (ত্রি) ২ উত্তম নাম যুক্ত।

ভদ্রনামিকা (স্ত্রী) ভদ্রং নাম যস্যাঃ কপ্, টাপ্ অত ইত্বং। ত্রায়ন্তীবৃক্ষ, বলালতা, চলিত বহলা। (রত্নমালা)

ভদ্রনিধি (স্ত্রী) ভদ্রা নিধয়োঽত্র। ১ মহাদান বিশেষ। হেমাদ্রির দানখণ্ডে এই দানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। ২ উৎকৃষ্ট রত্ন, যাহা নিকটে থাকিলে লোকের মঙ্গল হয়।

ভদ্রপদা (স্ত্রী) ভদ্রং পদমাসাং। ভাদ্রপদা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। (অমরটীকায় রায়মু০)
"নগা তু পবনযাম্যা নলানিপৈতামহাৎ ত্রিভাস্তিস্রঃ।
গোবীথ্যামশ্বিন্যঃ পৌষ্ণং দ্বে চাপি ভদ্রপদে ॥" (বৃ০ স০ ৯।২)

ভদ্রপর্ণা (স্ত্রী) ভদ্রাণি পর্ণান্যস্যাঃ টাপ্। ১কটম্ভরা বৃক্ষ। ২ প্রসারিণী, চলিত গন্ধভাদুলিয়া।

ভদ্রপর্ণী (স্ত্র) ভদ্রাণি পর্ণাস্যস্যাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ গাম্ভারী। ২ প্রসারিণী। (জটাধর)

ভদ্রপলী, সুরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান নাম বার্দোলী, কেহ কেহ ইহার প্রাচীন নাম বারড়-পল্লিকা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

ভদ্রপাণি জনৈক প্রাচীন রাজা। কশ্যপমুনির গোত্রসম্ভূত এবং মহালক্ষ্মীপাদ-পদ্ম-সেবক ঋতুপর্ণরাজবংশাবতংস রুচিরের পুত্র। (সহ্যাদ্রি॰ ২৭।৪০)

ভদ্রপাদ (ত্রি) ভদ্রপদাসু জাতঃ অণ্, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। ভদ্রপদা নক্ষত্রজাত, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রজাত।

ভদ্রপাল (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

ভদ্রপুর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ। অরিষ্টনেমি-পুত্র মৎস্য এই নগর জয় করেন। (জৈন হরিবংশ ১৭।৩০)

ভদ্রপীঠ (পুং ক্লী) ভদ্রার্থং পীঠঃ। ১ নৃপ ও দেবাদির অভিষেকার্থ পীঠভেদ। ২ সিংহাসন প্রভৃতি।

ভদ্রপীঠ, জনৈক হিন্দুরাজা (সহ্যাদ্রি॰ ২৭।৫২)

ভদ্রবন্ধু, জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু। ইনি অজন্টা গুহামন্দিরস্থ সৌগত-গৃহের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করেন।

ভদ্রবলন (পুং) ভদ্রং মহৎ বলনং বলমস্য। বলরাম।

ভদ্রবলা (স্ত্রী) ভদ্রা বলা। ১ লতাবিশেষ, চলিত গন্ধভাদুলিয়া। পর্য্যায়—সরণা, প্রসারণী, কটম্ভরা, রাজবলা (অমর) ২ গন্ধিকা। মাধবীলতা। (রাজনি॰)

ভদ্রবাহু (পুং) ১ রোহিণীগর্ভসম্ভূত বসুদেবের পুত্রভেদ। ২ মগধরাজ ভেদ।

ভদ্রবাহুস্বামিন্ (পুং) জনৈক গ্রন্থকার। চারিত্রসিংহগণিকৃত ষড়দর্শনবৃত্তিতে ইঁহার নামোল্লেখ আছে।

ভদ্রবাহুস্বামী, জনৈক বিখ্যাত জৈনশাস্ত্রকার, ৬ষ্ঠ শ্রুতকেবলী বলিয়া পরিচিত। ইনি আবশ্যকসূত্র, দশবৈকালিকসূত্র, উত্তরাধ্যয়নসূত্র, সূত্র-কৃতাঙ্গসূত্র, দশাশ্রুতস্কন্ধসূত্র, কল্পসূত্র, ব্যবহারসূত্র, সূর্য্য-প্রজ্ঞপ্তিসূত্র, আচারাঙ্গসূত্র ও ঋষিভাষিতসূত্র নামে ১০ খানি নির্য্যুক্তি প্রণয়ন করেন। জৈনগ্রন্থে তিনি শ্রুতপারগ ও যোগপ্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মুনিরত্নসূরি তাঁহার এই দশ নির্য্যুক্তিকে ঋগ্বেদের দশমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তৎকৃত জাতকাম্ভোনিধি, ভদ্রবাহুসংহিতা ও নর্ম্মদাসুন্দরী-কথা নামক কএকখানি গ্রন্থে তিনি জৈনধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। খরতর ও তপাগচ্ছের পট্টাবলীতে তাঁহার জীবন কাল প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি প্রাচীনগোত্র সম্ভূত ছিলেন। ৪৫ বৎসর গৃহবাসে থাকিয়া উপসর্গহর স্তোত্র, কল্পসূত্র, শত্রুঞ্জয়কল্প ও ১০খানি নির্য্যুক্তি প্রণয়ন করিয়া ১৭ বৎসরকাল ব্রতাচারী হইয়াছিলেন। তৎপরে ১৪ বৎসর কাল যোগপ্রধানরূপে অবস্থিতি করিয়া তিনি ১৭০ বীরগতাব্দে ৭৬ বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন। [জৈনশব্দ দেখ]

ধর্ম্মঘোষগণিকৃত ঋষিমণ্ডলপ্রকরণ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠাননগরে* ভদ্রবাহু ও বরাহ নামে দুই ভ্রাতা বাস করিত। যশোভদ্র নামক জনৈক জৈনাচার্য্যের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহারা জৈনধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভদ্রবাহুর পাণ্ডিত্যে প্রীত হইয়া গুরু যশোভদ্র তাঁহাকে সূরি পদাভিষিক্ত করিলেন। এই সময় ভদ্রবাহু পূর্ব্বকথিত দশ খানি নির্য্যুক্তি ও ভদ্রবাহবীসংহিতা নামক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। তৎপরে যশোভদ্র স্বর্গপুরে গমন করিলে, তাঁহার প্রধানশিষ্য আর্য্যসম্ভূতি ও ভদ্রবাহু আচার্য্য পদগ্রহণ করিয়া ভারতের বিভিন্নস্থানে ধর্ম্মপ্রচারার্থ বহির্গত হন।

রাজাবলী-কথা নামক কর্ণাটী ইতিহাসে ভদ্রবাহুর এইরূপ জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে;—ভারতখণ্ডের পুণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের অন্তর্গত কোটিকপুর নগরে পদ্মরথ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্যকালে রাজপুরোহিত সোমশর্ম্মা-পত্নী সোমশ্রী একটী সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করেন। পিতা শুভলক্ষণসমূহ সন্দর্শনে প্রীত হইয়া স্বীয় পুত্রের কোষ্ঠীফল নির্ণয় করিয়া দেখিলেন যে, কালে এই বালক জৈনধর্ম্ম পরিরক্ষক হইবে। তদনুসারে তিনি জৈন প্রথামত বালকের চৌল ও উপনয়নসংস্কার সুসম্পন্ন করাইলেন। একদিন বালক ভদ্রবাহু সঙ্গিদলের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময় মহামুনি গোবর্দ্ধনস্বামী, নন্দিমিত্র ও অপরাজিত নামক চারিজন শ্রুতকেবলী ৫ শত শিষ্য সমভিব্যাহারে জম্বুস্বামীর সমাধিসন্দর্শনে কোটিকপুরে আগমন করেন। মহামুনি গোবর্দ্ধন বালক ভদ্রবাহুর শুভচিহ্নসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া অনুমান করিলেন যে, এই বালকই শেষ শ্রুতকেবলী হইবে। অতএব ইহার শিক্ষাবিধান আবশ্যক। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বালকের হস্তধারণপূর্ব্বক সোমশর্ম্মার নিকট উপনীত হইলেন এবং বালকের শিক্ষাভার গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলেন। পিতা পূর্ব্ব হইতেই বালকের জিন-ধর্ম্মলাভের বিষয় অবগত ছিলেন। গোবর্দ্ধনস্বামীর শুভাগমনে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি গদ্‌গদ কণ্ঠে প্রণতিপূর্ব্বক আচার্য্যবরের

---

* মতান্তরে তিনি আনন্দপুর-(বড়নগর)-নিবাসী এবং বল্লভীরাজ ধ্রুবসেনের সমসাময়িক ছিলেন। Ind. Ant. Vol II. p. 139. আবার কেহ কেহ তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্ত বা সম্রাট্ অশোকের সমকালবর্ত্তী বলিয়া মনে করেন।

কথায় স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু মাতা সোমশ্রী দীক্ষার পূর্ব্বে একবার পুত্রের দর্শন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উভয়ের বাক্যে ও সম্মতিতে প্রীত হইয়া গোবর্দ্ধনস্বামী ভদ্রবাহুকে লইয়া অক্ষ শ্রাবকের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তাঁহার অবস্থান, ভোজন ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

স্বামীজির তত্বাবধানে থাকিয়া তিনি শীঘ্রই যোগিনী, সঙ্গিনী, প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞপ্তি নামক বেদের চারি অনুযোগ, ব্যাকরণ ও চতুর্দ্দশ বিজ্ঞান অভ্যাস করিয়া ফেলিলেন। জ্ঞানমার্গে যতই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সংসার-বিষয়ে বিরাগ জন্মিতে লাগিল। দীক্ষাগ্রহণের পর, তিনি যথাক্রমে জ্ঞান, ধ্যান, তপস্যা ও সংযমাদিতে অভ্যস্ত হইয়া আচার্য্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আচার্য্যপদ প্রাপ্তির পরই গোবর্দ্ধন শ্রুতকেবলীর তিরোধান হয়।

একদা পাটলিপুত্ররাজ চন্দ্রগুপ্ত কার্ত্তিকীপূর্ণিমারাত্রিতে নিদ্রাবেশে উপর্য্যুপরি ১৬টী স্বপ্ন দেখেন।* নিদ্রাভঙ্গে তাঁহার হৃদয় বড়ই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিছুতেই তাঁহার চিত্ত সুস্থির হইল না। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক তিনি মন্ত্রণাগৃহে নীরবে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, ভদ্রবাহু মুনি নানা দিগ্দেশ পরিভ্রমণ করিয়া রাজোদ্যানে উপনীত হইয়াছেন। রাজা অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া মুনিসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজার অভিবন্দনায় তুষ্ট হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিলেন। তদনন্তর রাজা তাঁহাকে উক্ত ষোলটী স্বপ্নের বিষয় অবগত করাইলে তিনি তাহার এইরূপ অর্থাবগতি করেন;—১ সম্যক্ জ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হইবে, ২ জৈনধর্ম্মের অবনতি হইবে এবং তোমার বংশধরগণ সিংহাসনে থাকিয়াই দীক্ষাগ্রহণ করিবেন; ৩ দেবতাগণ আর ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন না, ৪ জৈনগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে, ৫ বর্ষার মেঘে জলধারা বর্ষণ করিবে না এবং সেই অনাবৃষ্টি হেতু শস্যাদিও অজন্মা হইবে, ৬ সত্যজ্ঞান লোপ পাইবে এবং কতকগুলি ক্ষীণজ্যোতিঃ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইবে। ৭ আর্য্যখণ্ডে আর জৈনধর্ম্ম বিস্তার পাইবে না, ৮ অসতের প্রতিপত্তি এবং সতের লোপ হইবে, ৯ লক্ষ্মী নিম্নগামিনী হইবেন, ১০ রাজা রাজস্বের ষষ্ঠাংশ লাভে তৃপ্ত না হইয়া অর্থলোলুপ হইবেন এবং অধিক লাভের প্রত্যাশায় প্রজাপীড়ন করিবেন, ১১ মানব যৌবনে ধর্ম্মগতপ্রাণ হইয়া বার্দ্ধক্যে সকলই বিসর্জ্জন করিবেন, ১২ উচ্চবংশীয় রাজা নীচসহবাসে কলুষিত হইবেন, ১৩ নীচ উচ্চকে উৎসাদিত করিয়া সমতা প্রতিপাদিনে প্রয়াস পাইবে, ১৪ রাজন্যবর্গ অযথা কর গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবেন, ১৫ নিম্নশ্রেণীর লোকে অন্তঃসারশূন্য বাক্যালাপ দ্বারা জ্ঞানীদিগকে উপেক্ষা করিবেন এবং ১৬ দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টিতে বসুন্ধরা শস্যশূন্যা হইবে।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বিদায় দিয়া একদা একাকী পরিভ্রমণ কালে একটী বালকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। ডাকিয়া উত্তর না পাওয়ায়, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টির সূত্রপাত হইয়াছে *। রাজা চন্দ্রগুপ্ত এই দৈব-প্রকোপ শান্তির জন্য বিবিধ যাগের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া, তিনি দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক বানপ্রস্থাচারী ও ভদ্রবাহুর সহচর হইলেন।

ভদ্রবাহু জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে, এই মহামারি সময়ে বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে নীলগিরি পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে কোনরূপ শস্যাদি হইবে না। অনাহারে লোকে প্রাণত্যাগ করিবে এবং তাহাদের ধর্ম্মও কলুষিত হইবে। তখন তিনি স্বীয় ১২ সহস্র শিষ্য ও অন্যান্য লোক সমভিব্যহারে

* ১ সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন, ২ কল্পবৃক্ষশাখা ভগ্ন ও ভূপতিত রহিয়াছে, ৩ স্বর্গীয় রথ শূন্যে অবতীর্ণ হইতেছে ও উপরে উঠিতেছে, ৪ চন্দ্রমণ্ডল যেন ইতস্ততঃ ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে, ৫ দুইটী কৃষ্ণ হস্তী যুদ্ধ করিতেছে, ৬ উষালোকে খদ্যোতিকা দীপ্তি পাইতেছে, ৭ একটা শুষ্কহ্রদ সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে, ৮ আকাশ ধূমাচ্ছন্ন হইয়াছে, ৯ বানর সিংহাসনে বসিয়াছে, ১০ স্বর্ণপাত্র হইতে কুকুর পায়স-গ্রহণ করিতেছে ১১ বৃষভগণ দ্বন্দ্ব করিতেছে, ১২ ক্ষত্রিয়সন্তান গর্দ্দভারোহণে ভ্রমণ করিতেছে, ১৩ বানরে মরালগণকে তাড়াইতেছে, ১৪ গোবৎসগণ সমুদ্রে ঝম্প দিতেছে, ১৫ ফেরুপাল বৃদ্ধ বৃষভদিগকে তাড়না করিতেছে এবং ১৬ একটী সর্প দ্বাদশটী ফণা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

* রাজাবলীবর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের স্বপ্ন-বিবরণ সত্য না হইলেও দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টির কথা শিলালিপি দ্বারা সপ্রমাণিত হয়। দাক্ষিণাত্যের শ্রবণবেলগোড়ের নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রগিরি-শিখরস্থ প্রাচীন কণাড়ী অক্ষরে সংস্কৃতভাষায় লিখিত শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, গৌতম গণধরের শিষ্য ভদ্রবাহু স্বামী উজ্জয়িনীতে জ্ঞানযোগে এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির বিষয় অবগত হন। সাধারণকে এই ভাবিবিপদের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তিনি আর্য্যাবর্ত্তভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুলোক সমভিব্যহারে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। নানা গ্রাম ও জনপদ অতিক্রম করিয়া তিনি কোটবপ্র পর্ব্বতে আসিয়া আপন মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন। এইখানে অন্তিম সমাধিতে নিমগ্ন হইবার পূর্ব্বে তিনি সকলকে বিদায় দিয়া একটী মাত্র শিষ্য সঙ্গে রাখিলেন। তৎপরে সন্ন্যাস ব্রতাচরণপূর্ব্বক তিনি সপ্তশত ঋষির অভীষ্ট-পদ লাভ করিয়াছিলেন। Ind. Ant. Vol, III, p. 153.

এই সুপ্রাচীন শিলালিপি লিখিত ভদ্রবাহুর দাক্ষিণাত্য-যাত্রা রাজাবলীতেও সমর্থিত হইয়াছে। বিশাখের চোলমণ্ডলে গমন ও চন্দ্রগুপ্তের গুরুসঙ্গে অবস্থিতিরও আভাস নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।

দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি একটী পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক অন্তিম-ধ্যানে নিমগ্ন হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেই স্থানে তখনও ছুর্ভিক্ষের পূর্ণ প্রকোপ রহিয়াছে দেখিয়া, তিনি প্রিয়শিষ্য বিশাখ মুনিকে সদলে চোলমণ্ডলে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে একমাত্র চন্দ্রগুপ্তই তাঁহার সঙ্গে রহিল। তিনি স্বীয় গুরুর মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া, তথায় তাঁহার পাদপদ্ম পূজায় নিরত রহিলেন *।

ভদ্রভীমা (স্ত্রী) কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা ক্রোধার গর্ভজাত কন্যাভেদ। (ভারত ১।৬৬ অ০)

ভদ্রভুজ (পুং) কল্যাণবিধায়ক ভুজ। চলিত পয়মন্ত হাত। (ত্রি) ২ মঙ্গলজনক ভুজশালী। ৩ প্রশস্ত বাহুযুক্ত।
"ভদ্রং কৃতং ভদ্রভুজা মম পুত্রেণ পার্থিবাঃ"(মার্ক০ পু০ ১২৫।৮)

ভদ্রভূষণা (স্ত্রী) দেবীমূর্ত্তি ভেদ।

ভদ্রমনস্ (স্ত্রী) ১ ঐরাবত-হস্তীর মাতা। (ত্রি) ২ মনস্বী, প্রশস্তচেতা।

ভদ্রমন্দ (পুং) একজাতীয় হস্তী।

ভদ্রমন্দ্রমৃগ (পুং) হস্তিজাতি বিশেষ।

---

* পাটলিপুত্ররাজ এই চন্দ্রগুপ্ত কে? রাজাবলী-কথা নামক কনাড়িগ্রন্থ হইতে একটী ঐতিহাসিক সত্যের অঙ্কুর উৎপন্ন হইতেছে। যদি ভদ্রবাহু ও চন্দ্রগুপ্তের আখ্যান রূপক না হয় এবং শ্রবণবেলগোড়ের নির্জ্জন পর্ব্বত শিখরস্থ শিলালিপির মৌলিকত্বে সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে এই বিচিত্র আখ্যানের বিচারে প্রয়োজন নাই। যখন চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে, তখন জৈনধর্ম্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছিল; একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে জৈনদিগের শেষতম ৬ষ্ঠ শ্রুত কেবলী ভদ্রবাহু আবির্ভূত হন। কারণ তাঁহার পর আর কেহ এই পদাসীন হন নাই। এ দিকেও দেখা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের পর বৌদ্ধধর্ম্মের পুনর্বিস্তার হইয়াছিল। ভদ্রবাহুর গুণকীর্ত্তনকারী জৈনগ্রন্থকারগণ অবশ্যই এরূপ প্রবলপ্রতাপ নরপতির জৈনপাদাশ্রয় গ্রহণে গৌরবান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই, তাই তাঁহারা তৎসাময়িক রাজা চন্দ্রগুপ্তকে ভদ্রবাহুর অনুচর শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সকলেই জানেন যে, চন্দ্রগুপ্তপৌত্র অশোকের সময় ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তার পায়। রাজা চন্দ্রগুপ্ত ৩৭২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

[প্রিয়দর্শী ও চন্দ্রগুপ্ত দেখ।]

এদিকে ভদ্রবাহু বীর গতাব্দের ১৭০ বৎসরে ৭৬ বর্ষে মোক্ষ লাভ করেন। ঐতিহাসিক আলোচনায় ৫২৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বীরনির্ব্বাণ কাল স্থিরীকৃত হইয়াছে; সুতরাং ৫২৭—১৭০=৩৫৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ, মতান্তর শ্রুতকেবলীগণ বীর-নির্ব্বাণের পর ১৬২ বর্ষকাল ছিলেন, তাহা হইলে শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু অবশ্যই ৩৬৫ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন; এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উভয়ে এক সময়েই ভারতভূমে বিদ্যমান ছিলেন।

ভদ্রমল্লিকা (স্ত্রী) ভদ্রা মল্লিকা। ১ গবাক্ষী। ২ মল্লিকাভেদ, নবমল্লিকা। (শব্দমা)

ভদ্রমাতৃ (স্ত্রী) স্নেহময়ী মাতা।

ভদ্রমুখ (ত্রি) ভদ্রং মুখং তদ্ব্যাপারোঽস্য। ১ সুবক্তা। ২ নাগভেদ। (মার্কণ্ডেয় পু০ ১৫।৫৭) ৩ সুন্দর মুখবিশিষ্ট।

ভদ্রমুঞ্জ (পুং) ভদ্রো মুঞ্জ ইতি কর্ম্মধা। মুঞ্জশর, চলিত রামশর ও শরপত। পর্য্যায়—শর, বাণ, তেজন, ইক্ষুবেষ্টন। ইহার গুণ—মধুর ও শিশির, দাহ ও তৃষ্ণানাশক, বিসর্প, অস্র, মূত্র, বস্তি ও চক্ষুরোগে হিতকর, ত্রিদোষ নাশক এবং বৃষ্য। (ভাবপ্রকাশ)

ভদ্রমুস্তক (পুং) ভদ্রো মুস্তকঃ। নাগরমুস্তক।

ভদ্রমুস্তা (স্ত্রী) ভদ্রা মুস্তা। নাগরমুস্তক, পর্য্যায়—বরাহী, গুন্দ্রা, গ্রন্থি, ভদ্রকাশী, কশেরু, ক্রোড়েষ্টা, কুরুবিন্দাখ্যা, সুগন্ধি, গ্রন্থিলা, হিমা, বল্যা, রাজকশেরু, কচ্ছোত্থা, মুস্তা, অর্ণোদ, বারিদ, অম্ভোদ, মেঘ, জীমূত, অব্দ, নীরদ, অভ্র, ঘন, গাঙ্গেয়। ইহার গুণ—কষায়,তিক্ত,শীতল, পাচন, পিত্তজ্বর ও কফনাশক। (রাজনি০) ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—কটু, হিম, তিক্ত, দীপন, পাচন, কষায় এবং কফ, পিত্ত, অসৃক্, জ্বর, অরুচি ও বমিনাশক। অনুপদেশজাত ভদ্রমুস্তাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। (ভাবপ্র০)

ভদ্রমৃগ (পুং) হস্তিজাতি বিশেষ।

ভদ্রযব (পুং ক্লী) ভদ্রঃ শুভদো যবঃ। ইন্দ্রযব। (অমর)

ভদ্রযান (ক্লী) ১ উত্তম যান, গাড়ী। (পুং) ২ জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য। ইনি ভদ্রায়নীয় শাখার প্রবর্ত্তক।

ভদ্রযোগ (পুং) ১শুভ-সময়। মাহেন্দ্রযোগ বা ক্ষণ। ২ পুরাণ-সর্ব্বস্বের একটী অঙ্গ।

ভদ্ররথ (পুং) কক্ষেয়ুবংশীয় হর্য্যঙ্গ নৃপের পুত্র। (হরিব০ ৩১ অ০)

ভদ্ররাম, জনৈক গ্রন্থকার। তিনি রাজা অনূপসিংহের অনুমত্যনুসারে অযুতহোমলক্ষহোমকোটিহোম নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণের নিকট তিনি হোমিগোপ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ভদ্ররুচি (ত্রি) ১ সৎপ্রবৃত্তিশালী। ২ পশ্চিমভারতবাসী জনৈক বৌদ্ধভিক্ষু। তিনি হেতুবিদ্যা ও মহাযান সম্প্রদায়ের অপরাপর শাস্ত্রগ্রন্থে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মালবরাজ শিলাদিত্যের সভায় তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ভদ্ররূপা (স্ত্রী) ১ রমণীয়াকৃতি রমণী। ২ সুরূপা।

ভদ্ররেণু (পুং) ভদ্রা রেণবোঽস্য। ঐরাবত-হস্তী। (ত্রিকা০)

ভদ্ররোহিণী (স্ত্রী) ভদ্রার্থং রোহতি রুহ-ণিনি-ঙীপ্। কটুরোহিণী, চলিত কট্‌কী।

"দার্ব্বী ত্বক্ পিপ্পলী শুণ্ঠী লাক্ষাশক্রযবৈর্ঘৃতম্।
সংযুক্তং ভদ্ররোহিণ্যাং পক্বং পেয়াদিমিশ্রিতম্ ॥" (সুশ্রুত)

ভদ্রবট (পুং) ১ আশ্রমভেদ। (ভারত বনপ° ২৩০ অ°) ২ তীর্থভেদ। (ভারত ৩৮২।৪৮)

ভদ্রবৎ ত্রি) ভদ্রমস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্, মস্য ব। ১ দেবদারু। ২ কল্যাণবিশিষ্ট, মঙ্গলযুক্ত।

ভদ্রবতী (স্ত্রী) ভদ্রবৎ-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ ভদ্রপর্ণী, চলিত কট্‌ফল। (জটাধর) ২ কল্যাণবিশিষ্টা।

"ইমাঞ্চ নঃ প্রিয়াং বীর! বাচং ভদ্রবতীং শৃণু।"(ভা° ৪।২৪।১৮)

৩ শ্রীকৃষ্ণের নাগ্নজিতীগর্ভজাতা কন্যা। (হরিব° ১৬০।১০)

৪ মধুর মাতা। (হরিব° ৩৬।৩) ৫ চণ্ড মহাসেনের পালিতা করিণী। ইহার বেগ অসীম ছিল। বাসবদত্তা এই করিণীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উদয়নের সঙ্গে পলায়ন করেন। করিণী বিন্ধ্যাটবী পর্য্যন্ত গিয়া উষ্ণজল পানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। (কথাসরিৎসা°)

ভদ্রবন (ক্লী) বৃন্দাবনস্থিত শ্রীকৃষ্ণের কেলিকানন বিশেষ। ইহা দ্বাদশ কেলিকাননের মধ্যে একটী। এই কেলিকানন নন্দঘাটের অগ্নিকোণে যমুনার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। একদা নিদাঘ সময়ে কৃষ্ণ এখানে সখীগণের সহিত কৌতুকের জন্য মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন। (ভক্তমাল, বৃন্দাবনলীলামৃ°)

ভদ্রবর্ম্মন্ (পুং) ভদ্রেণ বৃণোতি আত্মানমিতি শেষঃ বৃ-মনিন্। নবমল্লিকা। (শব্দচ°)

ভদ্রবল্লিকা (স্ত্রী) ভদ্রা বল্লিকা। গোপবল্লী, অনন্তমূল।

ভদ্রবল্লী (স্ত্রী) ভদ্রা চাসৌ বল্লী চেতি কর্ম্মধা°। ১ মল্লিকা। ২ মাধবীলতা। ৩ লতাবিশেষ। চলিত মদনমালী বা হাপরমালী। পর্য্যায়—শাতভীরু, ভূমিমণ্ডা, অষ্টপাদিকা। (রত্নমা°)

ভদ্রবসন (ক্লী) উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ।

ভদ্রবাচ্ (ত্রি) ২ সাধুবক্তা। ২ সাধু কথা বা প্রসঙ্গ।

ভদ্রবাচ্য (ক্লী) বলিবার যোগ্য শুভবাক্য।

"হোতরসি ভদ্রবাচ্যায় প্রেষিতো মানুষঃ" (শুক্লযজু° ২১।৬১)

'ভদ্রবাচ্যায় বক্তুং যোগ্যং বাচ্যং ভদ্রং শুভঞ্চ তদ্‌বাচ্যম্'
(বেদদীপ°)

ভদ্রবাদিন্ (ত্রি) সুষ্ঠুভাষী, শোভনবাদী। (ঋক্ ২।৪২।২)

ভদ্রবিন্দ (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। (হরিব° ৯১৮৭ শ্লো°)

ভদ্রবিরাজ্ (ক্লী) বৃত্তরত্নাকরোক্ত অর্দ্ধ-সম-বৃত্তভেদ।

ভদ্রবিহার (পুং) বৌদ্ধসঙ্ঘারামভেদ।

ভদ্রশর্ম্মন্ (পুং) ভদ্রং শর্ম্ম সুখং যস্য। পুত্রাদ্যানন্দ-যুক্ত।

ভদ্রশাখ (পুং) ভদ্রাঃ শাখাঃ সহায়াঃ যস্য। কার্ত্তিকেয়।
(ভারত বনপ° ২২৭ অ°)

ভদ্রশীল (ত্রি) সচ্চরিত্র, সাধুশীল।

ভদ্রশোচি (ত্রি) ১ কল্যাণদীপ্তি। ২ অগ্নি। (ঋক্ ৫।৫।৭)

ভদ্রশৌনক (পুং) জনৈক চিকিৎসাশাস্ত্র-প্রণেতা। টোড়রানন্দ ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ভদ্রশ্রয় (ক্লী) ভদ্রায় শ্রীয়তে গৃহ্যতে ইতি শ্রি-কর্ম্মণি-অচ্। চন্দন। (রত্নমা°)

ভদ্রশ্রবস্ (পুং) ধর্ম্মের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৫।১৮।১)

ভদ্রশ্রী (পুং) ভদ্রা শ্রীর্যস্য। চন্দনবৃক্ষ। (অমর)

ভদ্রশ্রুৎ (ত্রি) মধুর শব্দশ্রোতা। ২ সম্যক্ শ্রবণকারী। (ক্লী) ৩ মিষ্টশব্দ শ্রবণ।

ভদ্রশ্রেণ্য (পুং) দিবোদাসের পূর্ব্বে বারাণসীর অধিপতি নৃপভেদ। (হরিব° ২৯ অ°)

ভদ্রষষ্ঠী (স্ত্রী) দুর্গাদেবী।

ভদ্রসরস্ (ক্লী) ভদ্রং সরঃ কর্ম্মধা°। সুপার্শ্বপর্ব্বতস্থিত সরোবরভেদ। ২ উত্তম সরোবর।

ভদ্রসার (পুং) বিন্দুসাররাজের নামান্তর।

ভদ্রসালবন (ক্লী) ভদ্রসালস্য বনং ৬ তৎ। ভদ্রাশ্ববর্ষস্থিত বনভেদ। (ভারত ভীষ্মপ° ৭ অ°)

ভদ্রসেন (পুং) দেবকীগর্ভসম্ভূত বসুদেবের একটী পুত্র। অসুরপতি কংস ইহাকে বিনাশ করেন। (ভাগ ৯।২৪।২৫)

২ ঋষভের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৫।৪।১০),

৩ কুন্তিরাজের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৩ অ°)

৪ মহিষ্মতের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৩।২২) ৫ কাশ্মীরের জনৈক রাজা। (স্কন্দপু°) ৬ বৌদ্ধমতে 'মারপাপীয়' প্রভৃতি কুমতির দলপতি। ৭ অজাতশত্রুর গোত্রাপত্য। (শতপথব্রা° ৫।৫।৫।১৪)

৮ সহ্যাদ্রিবর্ণিত দুইজন রাজা। (সহ্যাদ্রি° ৩৩।৩৫,৩৪।২৪)

ভদ্রসোমা (স্ত্রী) ভদ্রঃ সোম ইবাস্যা দ্রব ইতি টাপ্। ১ গঙ্গা। ২ কুরুবর্ষস্থ নদীবিশেষ।

"তস্মিন্ কুলাচলৌ বর্ষে তন্মধ্যে চ বহানদী।
ভদ্রসোমা প্রবাত্যুর্ব্ব্যাং পুণ্যামলজলৌঘিনী ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৯।২৩)

ভদ্রহর্ষ (পুং) সহ্যাদ্রিখণ্ড-বর্ণিত জাঙ্গলিক রাজবংশীয় জনৈক রাজা। (সহ্যাদ্রি° ২৭।৫৭)

ভদ্রা (স্ত্রী) ভদ্র-অজাদিত্বাৎ টাপ্। ১ রাস্না। ২ কৃষ্ণা। ৩ ব্যোমনদী। ৪ তিথিভেদ, দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী তিথির নাম ভদ্রা তিথি।

"প্রতিপদেকাদশী ষষ্ঠী নন্দা জ্ঞেয়া মণীষিভিঃ।
দ্বিতীয়া দ্বাদশী চৈব ভদ্রা প্রোক্তা চ সপ্তমী ॥"
(জ্যোতিঃসারস°)

বুধবারের দিন ভদ্রাতিথি হইলে সিদ্ধিযোগ হয়। সিদ্ধিযোগ সকলকার্য্যেই শুভ। ৫ প্রসারিণী ৬ কট্ফল। ৭ অনন্তা। ৮ জীবন্তী। ৯ অপরাজিতা। ১০ নীলী। ১১ বলা। ১২ শমী। ১৩ বচা। ১৪ দন্তী। ১৫ হরিদ্রা। ১৬ শ্বেতদূর্ব্বা। ১৭ কাশ্মরী। (বৈদ্যকর০) ১৮ চন্দ্রশূর।

"চন্দ্রিকা চর্ম্মহন্ত্রী চ পশুমোহনকারিকা।

নন্দিনী কারবী ভদ্রা বাসপুষ্পা সুবাসরা॥" (ভাবপ্র০)

১৯ সারিবাবিশেষ। ২০ গাভি। (রাজনি০) ২১ কাকোড়ুম্বরিকা। (রত্নমালা)

২২ ভদ্রাশ্ববর্ষস্থিত নদীভেদ। এই নদী গঙ্গার একটী শাখা স্রোত, উত্তরকুরুবর্ষে প্রবাহিত।

"শীতা শঙ্খাবতী ভদ্রা চক্রাবর্ত্তাদিকাস্তথা।"

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৯।৭)

২৩ বুদ্ধশক্তি বিশেষ। পর্য্যায়—তারা, মহাশ্রী, ওঙ্কারা, স্বাহা, শ্রী, মনোরমা, তারিণী, জয়া, অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরাত্মজা, খদূরবাসিনী, বৈশ্যা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বসুধারা, ধনন্দদা, ত্রিলোচনা, লোচনা। (ত্রিকা০) ২৪ ছায়াগর্ভজাতা সূর্য্যকন্যা। (অগ্নিপু০) ২৫ একজন বিদ্যাধরতনয়া। বিদূষক অনেক কষ্টে ইহাকে প্রাপ্ত হন। (কথাসরিৎসা০) ২৬ কেকয়রাজকন্যা, শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রধানা মহিষী। ইহার গর্ভে সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, রাম, আয়ু ও সত্য এই কয়জনের জন্ম হয়। (ভাগ) ২৭ কাক্ষীবানতনয়া বৃষিতাশ্বের পত্নী। ইনি বিবাহের অতি অল্পকাল পরেই বিধবা হন। বৃষিতাশ্ব নিজশবে আবির্ভূত হইয়া অপুত্র ভদ্রার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন।

(ভারত আদিপর্ব্ব ১।১২১ অ০)

২৮ সুভদ্রার নামান্তর।

"আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।

তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ॥"

(স্কন্দপুরাণ)

২৯ বিষ্টিভদ্রা। কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়া ও দশমীর শেষার্দ্ধ এবং সপ্তমী ও চতুর্দ্দশীর পূর্ব্বার্দ্ধ, শুক্লপক্ষের একাদশী ও চতুর্থীর শেষার্দ্ধ এবং অষ্টমী ও পূর্ণিমার পূর্ব্বার্দ্ধকে বিষ্টিভদ্রা কহে। কর্কট, সিংহ, কুম্ভ, ও মীনরাশিতে ভদ্রা হইলে পৃথিবীতে, মেষ, বৃষ, মিথুন ও বৃশ্চিকরাশিতে হইলে স্বর্গলোকে এবং কন্যা, ধনু, তুলা ও মকররাশিতে হইলে পাতাল লোকে বিষ্টিভদ্রার অবস্থান হয়। বিষ্টিভদ্রার স্বর্গবাসাবস্থায় কার্য্য করিলে কার্য্যসিদ্ধি, পাতালাবস্থান কালে ধনাগম, ও মর্ত্ত্যলোকাবস্থানে সকলকার্য্য বিনষ্ট হয়। ভদ্রার শেষ তিন দণ্ডের নাম পুচ্ছ, এই পুচ্ছে সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়। বিষ্টিভদ্রার সময় যাত্রাদি কোন শুভকার্য্যই করিবে না *।

[বিষ্টিভদ্রা দেখ]

ভদ্রা, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নদী। তুঙ্গা নদীর সহিত মিলিত হইয়া ইহা তুঙ্গভদ্রা নামে প্রবাহিত হইয়াছে। পশ্চিমঘাট-পর্ব্বতমালার গঙ্গামূলা-শিখরের পাদদেশ বিধৌত করিয়া ইহা কড়ুর জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে কুদ্দলীর নিকট তুঙ্গায় আসিয়া মিশিয়াছে। ইহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান বনমালা ও পর্ব্বত-পরিশোভিত। বেন্নীপুরের নিকট এই নদীর উপরে একটী সেতু নির্ম্মিত আছে। পুরাণাদিতেও এই ভদ্রা নদীর উৎপত্তি আখ্যান আছে। বরাহরূপী বিষ্ণুর দক্ষিণ দন্ত দ্বারা ভদ্রার জন্ম হয়। [তুঙ্গভদ্রা দেখ।]

২ কামরূপের অন্তর্গত একটী মহানদী। অজদ নদের উর্দ্ধে অবস্থিত। এই নদীতে ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্দ্দশীতে স্নান করিলে মনুষ্য স্বর্গলোকে গমন করে। (কালিকাপু০ ৭৮।৩২)

৩ নদীবিশেষ। (প্রভাসখণ্ড ২৬০।২১)

ভদ্রা, মধ্য-প্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ১২৮ বর্গ মাইল। ১৮শ শতাব্দের শেষ ভাগে লঞ্জীর সুবাদার এই ভূসম্পত্তি পাঠানবংশীয় জৈন্ উদ্দীন্ খাঁকে, জমিদারী-সর্ত্তে দান করেন। ঐ সর্দ্দার বংশ এখনও এই সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছে। বেলা গ্রামে সর্দ্দারের আবাস বাটী বিদ্যমান আছে।

ভদ্রাকচ্ছানা, জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুধর্ম্মাচারিণী।

ভদ্রাকরণ (ক্লী) ভদ্র-ডাচ্, কৃ-ল্যুট্। মুণ্ডন। (হেম)

ভদ্রাকাপিলানী, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী জনৈক ভিক্ষুরমণী। ইনি মঠস্থ সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন।

---

* "একাদশ্যাং চতুর্থ্যাস্ত শেষার্দ্ধে শুক্লপক্ষকে।

অষ্টমী পৌর্ণমাস্যোস্ত পূর্ব্বার্দ্ধে বিষ্টিসম্ভবঃ।

কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ায়াং দশম্যাশ্চ পরার্দ্ধতঃ।

সপ্তম্যাশ্চ চতুর্দ্দশ্যাঃ পূর্ব্বার্দ্ধে বিষ্টিরীরিতা।

বিহায় বিষরোত্রাণি বিষ্টিং সর্ব্বত্র বর্জয়েৎ।

বিষ্টিশেষে ত্রিদণ্ডেহি পুচ্ছে কার্য্যে জয়াবহম্॥"

তস্যাঙ্গবিশেষ—

"নাড্যস্ত পঞ্চবদনং গণকস্তথৈকা

বক্ষো দশৈকসহিতা নিয়তং চতস্রঃ।

নাভিঃ কটিঃ ষড়থ পুচ্ছলতা চ তিস্রো

বিষ্টে ধ্রুবং নিগদিতোঽঙ্গবিভাগ এষঃ॥

স্বর্গে ভদ্রা শুভং কার্য্যং পাতালে চ ধনাগমঃ।

মর্ত্ত্যলোকে যদা ভদ্রা সর্ব্বকার্য্যবিনাশিনী॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ভদ্রাকুণ্ডলকেশা, বৌদ্ধভিক্ষুণী ভেদ।

ভদ্রাঙ্গ (পুং) ভদ্রমঙ্গমস্য। বলরাম। (হেম)

ভদ্রাচল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। অক্ষা° ১৭° ৩৫´ ৪৫´´ হইতে ১৭°৫৬´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫৪´৩০´´ হইতে ৮১° ৮´ পূঃ।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নিজাম কর্ত্তৃক এই স্থান ইংরাজহস্তে সমর্পিত হওয়ায়, ইহা গোদাবরী-কলেক্টরির এজেন্সীভুক্ত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রেকপল্লী ও রম্পা প্রদেশ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। ভূপরিমাণ সর্ব্বসমেত ৯১১ মাইল।

২ উক্ত তালুকের প্রধাননগর। অক্ষা° ১৭°১৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°পূঃ। এই নগরের তটভূমি দিয়া খরস্রোতা গোদাবরী নদী প্রবাহিত। নিকটস্থ একটী পর্ব্বতশিখর ভদ্রডুর যজ্ঞকুণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার রামচন্দ্র মন্দির দাক্ষিণাত্য-বাসীর একটী পবিত্র তীর্থ। প্রবাদ, কপিকুল সঙ্গে লইয়া ভগবান্ রামচন্দ্র লঙ্কাযাত্রাকালে গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারই সেই শুভাগমন স্মরণ করিয়া আজিও নগরবাসিগণ বৎসরে একটী মহামেলার আয়োজন করিয়া থাকে। ঋষি-প্রতিষ্ঠ নামক জনৈক সাধু-পুরুষ কর্ত্তৃক চারি শতাব্দ পূর্ব্বে এই মন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে সময়ে সময়ে সংস্কারাদি দ্বারা উহার আয়তনও বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেবতার আভরণ মধ্যে অনেক বহুমূল্য হীরকাদিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবমূর্ত্তির ব্যয়ভার-বহনের জন্য নিজাম-সরকার হইতে প্রতিবৎসর ১৩ হাজার টাকা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঐ মেলা প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে আরম্ভ হয়। রামচন্দ্রের মন্দির ব্যতীত এখানে মরক-তাম্বিকা নামে আর একটী শক্তিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

ঐ মন্দিরগুলি স্থানীয় জমিদার ও নিজাম সৈন্যের অহরহ যুদ্ধে নষ্ট হইয়া যায়। নিজাম এখানকার সম্পূর্ণ রাজস্ব সংগ্রহে বিফলপ্রযত্ন হইয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই সম্পত্তি ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করেন। প্রায় ১৭৫ বর্ষ পূর্ব্বে রামদাস নামক জনৈক নিজাম-কর্ম্মচারী এখানকার রাজস্বসংগ্রহে প্রেরিত হন। তিনি রাজসরকারে অর্থ প্রেরণ না করিয়া তদ্দ্বারা একটী মন্দির ও গোপুর নির্ম্মাণ করিয়া যান। নিজাম তাঁহার ঈদৃশ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ করেন। তৎপরে তীরুম লক্ষ্মী নরসিংহ রঙ নামা অপর এক ব্যক্তি রাজস্ব-সংগ্রহে নিযুক্ত হন। তিনি নিজামকে যৎসামান্য আদায় দিয়া বক্রী অর্থ মন্দিরের সংস্কার কার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে মান্দ্রাজবাসী ধনী বরদরাম দাস মন্দির-নির্ম্মাণে তাঁহার সহযোগিতা করেন। বরদরামের মৃত্যু হইলে তিনিও উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজামের ভয়ে ভীত হইয়া গোদাবরীতে ঝাঁপ দেন।

এই তীর্থের অনতিদূরে পর্ণশাল তীর্থ। প্রবাদ, রাক্ষসপতি রাবণ এইস্থান হইতে সীতাদেবীকে হরণ করেন। এখানকার পাণ্ডাগণ তীর্থবাসীদিগকে সীতার পদচিহ্ন, বসিবার আসন প্রভৃতি অনেক প্রাচীনস্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

ভদ্রাত্মজ (পুং) ভদ্রঃ হিতকর আত্মজ ইব রক্ষাকরত্বাৎ। খড়্গ। (ত্রিকা°)

ভদ্রানগর (ক্লী) নগরভেদ।

ভদ্রানন্দ, শিবার্চ্চনমহোদধি প্রণেতা।

ভদ্রায়ুধ (পুং) রাক্ষসভেদ। ২ উৎকৃষ্ট অস্ত্রবিশেষ।

ভদ্রারক (পুং) অষ্টাদশ ক্ষুদ্রদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপবিশেষ।

ভদ্রালপত্রিকা (স্ত্রী) ভদ্রায় অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি অল-অচ্, ভদ্রালং পত্রং যস্যাঃ কপ্, টাপ্ অত ইত্বং। গন্ধালী।

ভদ্রালী (স্ত্রী) ভদ্র-অল্ অচ্ ভদ্রাল গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। গন্ধালী। (শব্দমালা) ২ মঙ্গলশ্রেণী।

ভদ্রাবকাশা (স্ত্রী) পুণ্যসলিলা নদীভেদ।

ভদ্রাবতী (স্ত্রী) ভদ্রমস্যা অস্তীতি মতুপ্ মস্য বঃ, সংজ্ঞায়াং পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। কট্‌ফলবৃক্ষ। (রাজনি°)

ভদ্রাবতী, একটী প্রাচীন নগর। পাণ্ডবগণ এখান হইতে যুবনাশ্বের অশ্বমেধ হয় অপহরণ করিয়াছিলেন।[ভদ্রেশ্বর দেখ।]

ভদ্রাব্রত (ক্লী) বিষ্টিব্রত।

ভদ্রাশ্রম (পুং) আশ্রমভেদ। (স্কন্দপু°শম্ভলমাহাত্ম্য)

ভদ্রাশ্রয় (পুং) ভদ্রস্য আশ্রয়ঃ। চন্দন। (শব্দচ°)

ভদ্রাশ্ব (ক্লী) ভদ্রা অশ্বা অত্র। জম্বুদ্বীপের নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ। ভাগবতে এই বর্ষের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—ইলাবৃতবর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিগে যথাক্রমে মাল্য-বান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বত, উত্তরে নীলপর্ব্বত এবং দক্ষিণে নিষধাচল পর্য্যন্ত দুই সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ব-বর্ষের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুমেরুর চতুর্দ্দিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব, এবং কুমুদ নামে চারিটী অবষ্টম্ভ পর্ব্বত আছে। ঐ সকল পর্ব্বতের বিস্তার ও উচ্চতা অযুত যোজন। উক্ত পর্ব্বত চতুষ্টয় মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের পর্ব্বত দক্ষিণো-ত্তর বিস্তীর্ণ এবং দক্ষিণ ও উত্তরদিকের পর্ব্বত পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত। উক্ত চারিপর্ব্বতে আম্র, জম্বু, কদম্ব ও ন্যগ্রোধ নামে চারিটী প্রধান পাদপ আছে। ঐ সকল বৃক্ষের বিস্তার শত যোজন। ইহাদের শাখা সকলও শতযোজন বিস্তৃত।

উক্ত চারিটী বৃক্ষের অদূরে চারিটী হ্রদ আছে। তন্মধ্যে একটী দুগ্ধজল, দ্বিতীয় মধুজল, তৃতীয় ইক্ষুরসজল এবং চতুর্থ

শুদ্ধ জল। ঐ চারি হ্রদেরই সলিল অতিশয় আশ্চর্য্য। উপদেবতারা উহা সেবন করিয়া স্বাভাবিক যোগৈশ্বর্য্য ধারণ করিতেছেন। ঐ স্থানে উল্লিখিত চারিটী হ্রদ ব্যতীত নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভাজক এবং সর্ব্বতোভদ্র নামে চারিটী উৎকৃষ্ট উদ্যান আছে। ঐ সকল উদ্যানে প্রধান দেবগণ, এবং উত্তমা রমণীগণ বিহার করিয়া থাকেন।

মন্দরপর্ব্বতের ক্রোড়স্থলে দেবচূত নামে একটী বৃক্ষ আছে। তাহা একাদশ শত যোজন উন্নত। সেই তরুর অগ্রভাগ হইতে সর্ব্বদা ভূরি ভূরি অমৃততুল্য ফল পতিত হয়। সেই সকল ফল পর্ব্বতশৃঙ্গের তুল্য স্থূল। ঐ সকল ফল বিশীর্ণ হইয়া অরুণোদা নামে একটী নদী হইয়াছে। ঐ নদী মন্দর-পর্ব্বতের শিখর হইতে নির্গতা হইয়া পূর্ব্বদিকে ইলাবৃত বর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই নদীর জলসেবনেই ভবানীর অনুচরী যক্ষাঙ্গনাদিগের অঙ্গসৌগন্ধ হয়। পবন এই গন্ধ দশযোজন বহন করে। এইরূপে জম্বুফল সকল উচ্চ হইতে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হওয়াতে উহার রসে জম্বুনদী নামে এক নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই নদী মেরুমন্দরের শিখর হইতে অযুত যোজন অন্তরে অবনীতলে পতিত হইয়া সমুদয় ইলাবৃতবর্ষ ব্যাপিয়া আছে।

ঐ নদীর উভয়তটের মৃত্তিকা প্রবাহিত জল ও রসে অনুবিদ্ধ হইয়া বায়ু ও সূর্য্যসংযোগে বিশেষ পাক প্রাপ্ত হওয়ায় জম্বুনদ নামে স্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।

সুপার্শ্বপর্ব্বতের পার্শ্বদেশে মহাকদম্ব নামে যে প্রকাণ্ড কদম্বতরু আছে, তাহার কোটর সকল হইতে পাঁচটী মধুধারা নিঃসৃত হইয়া ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশ নিষিক্ত করতঃ পশ্চিমে স্বায় সৌগন্ধ দ্বারা ইলাবৃতবর্ষকে আমোদিত করিতেছে। কুমুদপর্ব্বতে শতবর্ণ নামে যে বিস্তীর্ণ বট বিটপী আছে, তাহার স্কন্ধ হইতে অধোমুখে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গুড়, অন্ন প্রভৃতি এবং বসন ভূষণ শয়ন আসনাদি সমুদয় অভিলষিত বস্তু দোহনকারী নদ সকল ঐ পর্ব্বতের অগ্রভাগ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এই জন্য এখানকার জনগণের কখন অঙ্গবৈকল্য, ক্লান্তি, ঘর্ম্ম, জরা, রোগ, অপমৃত্যু, শীত বা উষ্ণজন্য বৈবর্ণ্য এবং অন্যান্য উপসর্গ কিছুই হয় না, তাহারা যাবজ্জীবন কেবল নিরতিশয় সুখ-সম্ভোগে কাল যাপন করে।

(ভাগবত ৫।১৬অ০)

বরাহপুরাণমতে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত নববর্ষের মধ্যে একটী বর্ষ। মাল্যবান্ পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্বে ভদ্রশালবনসমন্বিত এই বর্ষ অবস্থিত। এখানকার পুরুষেরা শ্বেতবর্ণ ও স্ত্রীলোকেরা কুমুদবর্ণা। এই বর্ষে শৈলবর্ণ পর্ব্বত, মাল্যপর্ব্বত, বরজম্ব, ত্রিপর্ণ ও নীল নামে ৫টী কুলপর্ব্বত আছে। এখানে সীতা, সুবাহিনী, হংসবতী, কাবেরী, সুরসা, শাখাবতী, ইন্দ্রনদী, অঙ্গারবাহিনী, হরিতোয়া, সোমাবর্ত্তা, শতহ্রদা, বনমালী, বসুমতী, হংসা, পর্ণা, পঞ্চাঙ্গা, ধনুষ্মতী, মণিবপ্রা, সুব্রহ্মভাগা, বিলাসিনী, কৃষ্ণতোয়া, পুণ্যোদা, নাগবতী, শিবা, শৈবালিনী, মণিতটা, ক্ষীরোদা, বরুণাবতী, বিষ্ণুপদী, মহানদী, হিরণ্যস্কন্ধবাহা, সুরাবতী, বামোদা প্রভৃতি প্রধানা নদী সকল এবং ইহা ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। (বরাহপু০)

২ মহাদ্রিখণ্ডোক্ত ৫ জন রাজা।

(মহাদ্রিখ০ ৩৩।৪৪,৭৭,৯৫,১৪০,১৫৩)

ভদ্রাসন (ক্লী) ভদ্রায় লোকহিতায় আস্যতে আস-আধারে ল্যুট্। নৃপাসন, রাজাসন, অভিষেকের সময়ে রাজা যে আসনে বসিয়া অভিষিক্ত হন। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—প্রশস্ত লক্ষণযুক্ত বৃষচর্ম্ম পূর্ব্বদিকে, তদুপরি সিংহ এবং বৃষচর্ম্ম আস্তরণ করিতে হইবে। তাহার উপর কনক, রজত ও তাম্র ইহাদের দ্বারা প্রস্তুত আসন বা ক্ষীরতরুনির্ম্মিত আসন তদুপরি পাতিতে হইবে। এই আসন ত্রিবিধ পরিমাণবিশিষ্ট—একহস্ত, পাদাধিক একহস্ত বা সার্দ্ধ একহস্ত হইবে। এইরূপ আসনই ভদ্রাসন। (বৃহৎস০ ৪৮ অ০)

২ তন্ত্রসারোক্ত যোগীদিগের আসনবিশেষ।

"সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যসেদ্‌গুল্‌ফযুগ্মং সুনিশ্চলম্।

ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং যোগিভিঃ পরিকল্পিতম্॥" (তন্ত্রসার)

গুল্‌ফদ্বয় স্থির করিয়া সীবনীর পার্শ্বে বিন্যাস করিলে এই আসন হয়। ৩ বসতবাটী, যে বাটীতে বাস করা হয়, তাহাকে ভদ্রাসন কহে। [বাস্তু শব্দ দেখ]

ভদ্রাহ (ক্লী) ভদ্রং অহঃ কর্ম্মধা০। পুণ্যাহ, পুণ্যদিন।

ভদ্রি, অযোধ্যা প্রদেশের প্রতাপগড় জেলার একটী নগর। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ভদ্রিকা (স্ত্রী) ভদ্রা স্বার্থে কন্ টাপ্। ১ ভদ্রা তিথি, দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথি। ২ যোগিনী দশান্তর্গত পঞ্চমী দশা।

"মঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা ভ্রমরী ভদ্রিকা তথা।

উল্কা সিদ্ধা শঙ্কটা চ যোগিন্যষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"(বৃহজ্জাতক)

ভরণী, মঘা, জ্যেষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে জন্মিলে ভদ্রিকার দশা হয়। এই দশা ভোগকাল ৫ বৎসর। এই দশাকালে মানবের সুখ, লাভ, যশ, ধর্ম্ম, ভোগ, স্ত্রী, পুত্র ও সন্তোষ হয়। এই সকল দশারও অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশা আছে। তদনুসারে ফল স্থির করিতে হয়। (ফ০ জ্যো০)

৩ বৃত্তরত্নাকরোক্ত নবাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। ইহার লক্ষণ "ভদ্রিকা ভবতি রৌ নরৌ" (বৃত্তরত্না০)

ভদ্রিলপুর একটী প্রাচীন নগর। (জৈন হরি° ১৮।১১)

ভদ্রেশ (পুং) শিবলিঙ্গভেদ।

ভদ্রেশ্বর (পুং) ভদ্রঃ শুভদশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি ভদ্রাত্মকঃ মঙ্গলময় ঈশ্বরো বেতি। কল্পগ্রামস্থিত শিবমূর্ত্তি। এই ভদ্রেশ্বর শিব দর্শন করিলে চক্রতীর্থগমনের ফল লাভ হয়।

"উত্তিষ্ঠ কান্ত ! গচ্ছাবঃ কল্পগ্রামং স্থশোভনম্।
তয়া সার্দ্ধং জগামাথ কল্পগ্রামং বসুন্ধরে॥
ভদ্রেশ্বরনিমিত্তং হি দ্রব্যঞ্চ কথিতং শুভম্।
নিত্যঞ্চ ভুঞ্জতে যত্র পাত্রদ্রব্যং সমর্পিতম্॥"

(বরাহপু° মথুরামা° চক্রতীর্থপ্রভাবাধ্যায়)

২ মহাদেবকে লাভ করিবার জন্য পার্ব্বতী কর্ত্তৃক আরাধিত হিমালয়স্থিত পার্থিব শিবলিঙ্গ। (বামনপু° ৪৬ অ°)

৩ গঙ্গার পশ্চিমতীরে গরিট্যাখ্য গ্রামের উত্তরে অবস্থিত পাষাণময় শিবলিঙ্গ ও গ্রাম। ৪ তীর্থবিশেষ।

"শ্রীশৈলে মাধবী নাম ভদ্রা ভদ্রেশ্বরে তথা।" (মৎস্যপু°)
এখানে ভদ্রা নামে শক্তিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

ভদ্রেশ্বর, মহার্থমঞ্জরী-টীকা-প্রণেতা।

ভদ্রেশ্বর, রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত জনৈক রাজকর্ম্মচারী। ইনি কায়স্থ কুলোদ্ভব ছিলেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ইনি সাধারণের প্রতি অত্যাচারী হইয়াছিলেন। (রাজতর° ৭।৩৮-৪৪)

ভদ্রেশ্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কচ্ছ-প্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ভদ্রাবতী নামে প্রসিদ্ধ। এখানকার সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাসমূহের প্রস্তরাদি লইয়া অন্যত্র গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। দুইটী ধ্বস্তপ্রায় মস্‌জিদ্ এবং একটী শিবমন্দিরের স্তম্ভ ও গম্বুজ এখনও ইহার প্রাচীন স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। নিকটবর্ত্তী একটী কুণ্ডের সম্মুখে মাতা আশাপুরীর মন্দির বিদ্যমান। বহুপূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এখানকার জৈনমন্দির সাধারণের বিশেষ আদরের জিনিষ। যে সকল প্রাচীন নিদর্শন এখনও মন্দিরাদির গাত্রে গ্রথিত দেখা যায়, তাহা ১১২৫ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তীকালে জগদেব শাহ নামা জনৈক বণিক কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। উক্ত মহাজন ভদ্রেশ্বরনগর দানসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া উহার মন্দিরাদির জীর্ণসংস্কার করেন। সেই সময় প্রাচীন নিদর্শনসমূহ স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১২শ ও ১৩শ শতাব্দে এইস্থান একটী তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হয়। ঐ সময় হইতে এখানে তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়াছিল, স্তম্ভগাত্রস্থ শিলালিপি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে মুসলমানগণ এই মন্দির লুণ্ঠন করে। ঐ সময় জৈনতীর্থঙ্করদিগের অনেকগুলি মূর্ত্তি নষ্ট হইয়া যায়। মুসলমানগণের এই উপদ্রবের পর এইস্থান একবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে ইহার মন্দির ও দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান মুন্দ্রাবন্দরের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। স্থানীয় পীর লালশোবের দরগায় আরবী ভাষায় লিখিত একখানি শিলাফলক আছে। প্রাচীন ভদ্রাবতীর কতকাংশ বর্ত্তমান নগরবক্ষে অবস্থিত।

ভদ্রেশ্বর, বাঙ্গালার হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৪৯´ ৫°´´ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৩´৩°´´ পূঃ। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানির ষ্টেসন থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

ভদ্রেশ্বর আচার্য্য, জনৈক গ্রন্থকার। গণরত্নমহোদধিতে তাঁহার নামোল্লেখ আছে।

ভদ্রেশ্বর সূরি, জনৈক বৈয়াকরণ। দীপক নামক ব্যাকরণ-গ্রন্থ প্রণেতা। ২ চন্দ্রগচ্ছের অন্তর্গত সূরিভেদ। ইনি অভয়-দেব ও দেবভদ্রের গুরু। সিদ্ধসেনকৃত প্রবচনসারোদ্ধার ও বালচন্দ্রের বিবেকমঞ্জরীটীকা পাঠে জানা যায় যে, তিনি ১২শ সম্বতের শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ৪ অপর একজন জৈন সূরি। তিনি রাজা জয়সিংহের সমসাময়িক জৈনাচার্য্য দেব-সূরির শিষ্য। তাঁহার সতীর্থ রত্নপ্রভাসূরিকৃত ধর্ম্মদাসগণির উপদেশমালাটীকায় জানা যায় যে, তিনি সম্ভবতঃ ১২৩৮ সম্বতের সন্নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে জীবিত ছিলেন।

ভদ্রৈলা (স্ত্রী) ভদ্রা এলা। স্থূলৈলা, বড়এলাচ। (রাজনি°)

ভদ্রোদনী (স্ত্রী) ভদ্রং উদনিতি অনয়েতি, উদ-অন্ অচ্, গৌরা-দিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বলা। ২ নাগবলা। (রাজনি°)

ভদ্রোদয় (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত ঔষধভেদ।

ভদ্রোপবাস ব্রত, (ক্লী) ব্রতভেদ। (ভবিষ্যপুরাণ)

ভদ্‌লী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তর-কাঠিয়াবাড় জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দারগণ ইংরাজ-রাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান স্থান। অক্ষা° ২২° ১´ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩৫´ পূঃ।

ভদ্‌বা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর হল্লার জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানকার সামন্তরাজ জুনাগড়ের নবাবকে ও ইংরাজকে রাজস্ব ভাগ দিয়া থাকেন। ভগবা নগর এখান-কার প্রধান স্থান। অক্ষা° ২২° ১´ উ এবং দ্রাঘি° ৭° ৫৭´পূঃ।

ভদ্‌বানা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঝালবার জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য।

ভন, অর্চ্চন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ভণতি। লোট্ ভণতু। লিট্ বভাণ। লুঙ্ অভাণীৎ। ণিচ্ ভণয়তি। লুঙ্

অবীভণৎ। সন্ বিভণিষতি। যঙ্ বম্ভণ্যতে। যঙ্লুক্ বাভণীতি।

ভন্দ, ১ অর্চ্চন। ২ দীপ্তি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ভন্দতে। লোট্ ভন্দতাং। লুঙ্ অভন্দিষ্ট। লিট্ বভন্দে, বভন্দে। কর্ম্মবাচ্যে ভন্দ্যতে।

ভন্দড় (দেশজ) প্রাণিবিশেষ (Viverra Bundur)। চলিত ভোঁদড়। ইহারা আকৃতিতে নেউলের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। পারাবত, হংস প্রভৃতি পালিত পক্ষী এবং পুষ্করিণী হইতে মৎস্যাদি ধরিয়া ভক্ষণ করিতে ইহারা বিশেষ পটু।

[ভোঁদড় দেখ।]

ভন্দদিষ্টি (ত্রি) স্তুতিরূপা ইষ্টিযুক্ত।

"সুখাদয়ে তবসে ভন্দদিষ্টয়ে ধুনিব্রতায়" (ঋক্ ৫।৮৭।১)

'ভন্দদিষ্টয়ে স্তুতিরূপা ইষ্টির্যস্য তদ্ভন্দদিষ্টি তস্মৈ' (সায়ণ)

ভন্দন (ত্রি) কল্যাণকারী।

"আধুনোমি ভন্দনানাং ত্বা" (শুক্লযজু° ৮।৪৮)

'ভন্দনানাং ভদি কল্যাণে সুখে চ ভন্দন্তীতি ভন্দনাঃ কল্যাণকারিণ্যঃ সুখয়িত্র্যঃ বা' (বেদদীপ°)

ভন্দিল (ক্লী) ভদি-ইলচ্। ১ শুভ। ২ কম্প। ৩ দূত।

ভন্দিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় স্তোতা, অত্যন্ত স্তবকারী।

"আ ভন্দিষ্ঠস্য সুমতিং চিকিদ্ধি" (ঋক্ ৫।১।১০)

'ভন্দিষ্ঠস্য অতিশয়েন স্তোতুঃ' (সায়ণ)

ভন্ধুক (পুং) ভারতবর্ষের অন্তর্গত জনপদ বিশেষ।

"লক্ষাশ্চত্বার এবাপি গ্রামাণাং ভন্ধুকাঃ স্মৃতাঃ।"

(স্কন্দপু° কুমারিকাখ° ১১৫।১।২)

ভন্সালী, কচ্ছপ্রদেশবাসী রাজপুতজাতির একটী শাখা। ইহারা সোলাঙ্কীবংশীয়, কিন্তু আচারভ্রষ্ট হওয়ায় এখন আর সোলাঙ্কীদিগের সহিত মিশিতে পারে না। সকলেই উপবীত ধারণ করে এবং ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রবাদ, ইহারা জাড়েজাদির সহিত এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কৃষি-কার্য্য ও বাণিজ্য ইহাদের প্রধান ব্যবসা। এখানে ইহারা বেগু নামেও পরিচিত।

ভপঞ্জর (ক্লী) ভানাং নক্ষত্রাণাং পঞ্জরম্। নক্ষত্রচক্র।

(সিদ্ধান্তশিরোমণি)

ভপতি (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং পতিঃ। চন্দ্র। (হেম)

ভপ্পট (পুং) জনৈক আচার্য্য। ইনি কাশ্মীরে ভপ্পটেশ্বর নামে শিবমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

"আচার্য্যো ভপ্পটো নাম বিদধে ভপ্পটেশ্বরম্।"(রাজতর° ৪।২১৫)

ভমণ্ডল (ক্লী) ভানাং নক্ষত্রাণাং মণ্ডলং। নক্ষত্রচক্র। রাশি-চক্র। (সূর্য্যসি° ১২।৪০)

ভম্ভ (পুং) ভম্ ইত্যব্যক্তশব্দেন ভাতীতি ভা-ক। ১ মক্ষিকা। (শব্দরত্না°) ২ ধূম। (ত্রিকা°)

ভম্ভরালিকা (স্ত্রী) ভম্ ইত্যব্যক্তশব্দস্য ভবং বাহুল্য-মালাতি গৃহ্লাতীতি আ লা-ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্, পূর্ব্বস্য হ্রস্বত্বং। ভঙ্কারী, চলিত ডাঁশ। (ত্রিকা°)

ভম্ভরালী (স্ত্রী) ভম্ভরাল-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মক্ষিকাভেদ।

ভম্ভাসার (পুং) মগধরাজবিশেষ। পর্য্যায়—শ্রেণিক। (হেম)

ভয় (ক্লী) ভী-(এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) ইত্যত্র 'ভয়াদীনামুপসং-খ্যানং নপুংসকে ক্তাদিনিবৃত্ত্যর্থম্' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা অপা-দানে অচ্। ১ ভয় হেতু। ২ দৈন্যাত্মক, পর হইতে স্বীয় অনিষ্ট সম্ভাবনারূপ চিত্তবৃত্তিভেদ। পর্য্যায়—দর, ত্রাস, ভীতি, ভী, সাধ্বস, রুদ্রাস, সাধুসম্ভব, প্রতিভয়, আতঙ্ক, আশঙ্কা, ভিয়া।

পর হইতে অনিষ্ট সম্ভাবনার নাম ভয়। যথা 'ব্যাঘ্রা-দ্বিভেতি' এই স্থলে—ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইতেছে, অর্থাৎ ব্যাঘ্র হইতে মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছে—এই অনিষ্টাশঙ্কার নাম ভয়।

'পরতঃ স্বানিষ্টসম্ভাবনা ভয়ং যথা ব্যাঘ্রাদ্বিভেতি ব্যাঘ্রাধী-নত্বেন স্বীয়মরণং সম্ভাবয়তি' (ব্যুৎপত্তিবাদ গদাধর ভট্টা°)

ইহার লক্ষণ—

'রৌদ্রশক্ত্যা তু জনিতং চিত্তবৈক্লব্যদং ভয়ম্।'(সাহিত্যদ° ৩ প°)

রৌদ্র রসের শক্তি হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। ইহাতে চিত্তে বিকলতা জন্মিয়া থাকে।

ভয় উপস্থিত হইলে অভীত ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করিবে। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ভয় করা উচিত।

"তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্।
উৎপন্নে তু ভয়ে তীব্রে স্থাতব্যং বৈরভীতবৎ॥"

(গারুড় নীতিসার ১১১অ°)

৩ ভয়ানক রসের স্থায়ী ভাব ভয়। ৪ কুব্জকপুষ্প। (ত্রি) ৫ ঘোর। (পুং) ৬ রোগ। সুকুমারমতি বালকগণ পলিতকেশা কোটর-প্রবিষ্টচক্ষু কোন রমণীকে দেখিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লয়। এই ভয় জন্য বালকের হৃৎকম্প (Palpitation) রোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উত্তাপজনিত জ্বরের আবির্ভাব হয়। গৃহস্থেরা ইহাকে 'ডাইনে খাওয়া' বলে অর্থাৎ ঐ বৃদ্ধের কুদৃষ্টিতে বালকের শরীর শীর্ণ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে, দুর্ব্বলহৃদয় বালকের ফুস্ফুসস্থ ঝিল্লীসমূহ ভীতি জন্য শোণিতস্রোতে প্রতি-ঘাত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়।

৭ নিঋতির পুত্রভেদ। (ভারত ১৬৬।৫৫) ৮ দ্রোণ বসুর অভিমতিনাম্নী পত্নীজাত পুত্রভেদ। (ভাগবত ৬।৬।১১) ৯ যবনরাজবিশেষ।

"ততো বিহতসঙ্কল্পা কন্যকা যবনেশ্বরম্।
ময়োপদিষ্টমাসাদ্য বব্রে নাম্না ভয়ং পতিম্॥" (ভাগ° ৪।২৭।২৩)

ভয়কর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অচ্, ভয়স্য করঃ। ভয়কারক।

ভয়কর্ত্তৃ (ত্রি) ভয়স্য কর্ত্তা। ভয়কারক।

ভয়কৃৎ (ত্রি) ভয়ং করোতি কৃ-ক্বিপ্। ১ ভয়কারক। ভয়ং কৃন্ততি কৃত-ছেদনে ক্বিপ্। ২ পরমেশ্বর। (ভারত ১৩।১৪৯।১০২)

ভয়ঙ্কর (ত্রি) ভয়ং করোতীতি ভয়-কৃ (মেঘর্ত্তিভয়েষু কৃঞঃ। পা ৩।২।৪৩) ইতি খচ্, মুম্চ। ভয়জনক। পর্য্যায়—ভৈরব, দারুণ, ভীষণ, ভীষ্ম, ঘোর, ভীম, ভয়ানক, প্রতিভয়, ভয়াবহ। "বৃকৈর্ভয়ঙ্করৈঃ পৃষ্ঠং নিত্যমস্যোপভুজ্যতে।" (মার্ক°পু° ১৪।৮৬)
(পুং) ডুণ্ডুলপক্ষী। (রাজনি°)

ভয়জাত (ত্রি) ভয় হইতে উৎপন্ন (রোগাদি)।

ভয়ডিণ্ডিম (পুং) ভয়ায় শত্রুভয়জননায় ডিণ্ডিমঃ। সংগ্রাম-পটহ, রণবাদ্য।

ভয়ত্রাতৃ (ত্রি) ভয়স্য ত্রাতা ৬তৎ। ভয় হইতে রক্ষাকারী।

ভয়দ (ত্রি) ভয়-দা-ক। ভয়দানকারী, যে ভয় জন্মায়।

ভয়দায়িন্ (ত্রি) ভয়-দা-ণিনি। ভয়দাতা।

ভয়দ্রুত (ত্রি) দ্রু-কর্ত্তরি-ক্ত ভয়েন দ্রুতঃ। ভীতি দ্বারা পলায়িত। পর্য্যায়—কান্দিশীক। ভয় জন্য পলায়িত।

ভয়নাশন (ত্রি) ভয়ং নাশয়তি নাশি-ল্যু। ১ ভয়নিবারক। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০২)

ভয়নাশিন্ (ত্রি) ভয়ং নাশয়তীতি ভয়-নশ-ণিচ্, ণিনি। ভয়নাশকারক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ত্রায়মাণা লতা। (রাজনি°)

ভয়প্রদ (ত্রি) ভয়ং প্রদদাতীতি দা-ক। ভয়দ, ভয়দাতা।

ভয়ব্রাহ্মণ (পুং) ভয়েন ব্রাহ্মণঃ সম্পদ্যতে। ভয়েতে আপ-নাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাপনকারী।

ভয়ভঞ্জন, রমল-রহস্য ও রমল-রহস্যসংগ্রহপ্রণেতা।

ভয়ভীত (ত্রি) ভয়েন ভীতঃ। ভয়দ্বারা ভীত।
"একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্।
নাতো গুরুতরো ধর্ম্মঃ কশ্চিদন্যোঽস্তি খেচর॥" (অগ্নিপু°)

ভয়ভ্রষ্ট (ত্রি) ভয়েন ভ্রষ্টঃ। ভয়দ্রুত, ভয়ে পলায়িত।

ভয়ব্যূহ (পুং) ভয়ে সতি ব্যূহঃ। রাজাদিগের ব্যূহভেদ। যুদ্ধের সময় ভয়ব্যূহ প্রস্তুত করিতে হয়, কারণ ভয় উপস্থিত হইলে এই ব্যূহে আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয় *। [ব্যূহ দেখ]

* "যায়াৎ ব্যূহেন মহতা মকরেণ পুরো ভয়ে।
শ্যেনেনোভয়পক্ষেণ সূচ্যা বাধীরচক্রয়া॥
পশ্চাদ্ ভয়ে তু শকটং পার্শ্বয়োর্বজ্রসংজ্ঞিতম্।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বতোভদ্রংভয়ব্যূহং প্রকল্পয়েৎ॥" (কামন্দকী নীতিস°)

ভয়ানক (পুং) বিভেত্যস্মাদিতি ভী-(শীঙ্ ভিয়ঃ। উণ্ ৩।৮২) ইতি আনক। ১ ব্যাঘ্র। ২ রাহু। ৩ শৃঙ্গারাদি অষ্টরসের অন্তর্গত ষষ্ঠরস। ইহার লক্ষণ—
"ভয়ানকো ভয়স্থায়িভাবঃ কালাধিদৈবতঃ।
স্ত্রীনীচপ্রকৃতিঃ কৃষ্ণো মতস্তত্ত্ববিশারদৈঃ॥
যস্মাদুৎপদ্যতে ভীতিস্তদত্রালম্বনং মতম্।
চেষ্টা ঘোরতরাস্তস্য ভবেদুদ্দীপনং পুনঃ॥
অনুভাবোঽত্র বৈবর্ণ্যং গদ্গদস্বরভাষণম্।
প্রলয়স্বেদরোমাঞ্চ-কম্পদিক্প্রেক্ষণাদয়ঃ॥
জুগুপ্সাকোপসম্মোহ-সংত্রাসগ্লানিদীনতাঃ।
শঙ্কাপস্মারসংভ্রান্তি-মৃত্যাদ্যা ব্যভিচারিণঃ॥"(সাহিত্যদ°৩প°)

ভয়ানকরসে স্থায়িভাব ভয়। যম ইহার অধিদেব। ইহার বর্ণ কৃষ্ণ। স্ত্রী ও নিকৃষ্ট লোক ইহার প্রধান আশ্রয় এবং যাহা হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, তাহাই ইহার আলম্বন। ঘোরতরা চেষ্টা ইহার উদ্দীপন বিভাব এবং বিবর্ণতা, গদ্গদস্বরে ভাষণ, প্রলয়, স্বেদ, রোমাঞ্চ, কম্প, ও দিক্-প্রেক্ষণাদি ইহার অনুভাব। জুগুপ্সা, বেগ, সংমোহ, সংত্রাস, গ্লানি, দীনতা, শঙ্কা, অপস্মার, ভ্রান্তি ও মৃত্যু প্রভৃতি এই রসের ব্যভিচারিভাব।

উদাহরণ যথা,—
"নষ্টং বর্ষবরৈর্মনুষ্যগণনাভাবাদপাস্য ত্রপা-
মন্তঃ কঞ্চুকিকঞ্চুকস্য বিশতি ত্রাসাদয়ং বামনঃ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ৩ পরি°)

(ত্রি) ২ ভয়ঙ্কর।
"বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।"
(গীতা ১১।২৭)

ভয়াপহ (পুং) ভয়ং অপহন্তীতি হন্ (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা ৩।২।১০১) ইতি। ১ রাজা। (ত্রি) ২ ভয়নাশক।

ভয়াবহ (ত্রি) আবহতীতি আ-বহ-অচ্ ভয়স্য আবহঃ। ভয়ঙ্কর, ভয়ানক।
"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥" (গীতা ৩।৩৫)

ভয্য (ক্লী) ভী ভাবে যৎ, বেদে নিপাতনাৎ সাধুঃ। ভয়। লৌকিক প্রয়োগে 'ভেয়' এইরূপ পদ হইবে।

ভর (পুং) ভরতীতি ভৃ-পচাদ্যচ্। অতিশয়। (অমর)
পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং।"
(গীতগোবিন্দ ৪১)

২ ভার। (ভাগবত ১।৩।২৩) (ত্রি) ৩ ভরণকর্ত্তা।
"ভরায় সুভরতভাগমুত্থিয়ং" (ঋক্ ১০।১০০।২)
'ভরায় সর্ব্বেষাং পোষকায়" (সায়ণ)

৪ সংগ্রাম। "অনুক্রোশক্ষিতয়ো ভরেষু" (ঋক্ ৪।৩৮।৫) 'ভরেষু সংগ্রামেষু' (সায়ণ)

ভর, উঃ পঃ প্রদেশ, অযোধ্যা ও পশ্চিম-বাঙ্গলাবাসী নিম্নশ্রেণীর ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ। জাতিতত্ত্ববিদ্গণ ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। * ইহারা সাধারণে রাজভর, ভরত বা ভরপুত্র নামে পরিচিত।

এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাস্থানে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সামাজিক ও কৌলিক আচারাদিতে সমুন্নত হইয়া তাহারা ক্রমে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছে। কেহ কেহ বলে যে, ইহারা ক্ষত্রিয়রাজ ভরদ্বাজের বংশধর। অযোধ্যা ও উঃ পঃ প্রদেশের ভরগণ বলে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অযোধ্যার পূর্ব্বাংশে রাজত্ব করিত। অযোধ্যার সেই সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশীয় রাজগণের শাসনপ্রভাব বিলুপ্ত হইলে এখানে ভরজাতির আধিপত্য বিস্তৃত হয়। সূর্য্যবংশীয় রাজা কনকসেনের রাজত্বকালে এই অনার্য্য ভরজাতি হিমালয়ের পার্ব্বতীয় নিবাস হইতে অবতীর্ণ হইয়া অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজা কনকসেন দুর্দ্ধর্ষ ভরদিগের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া গুজরাত অভিমুখে পলায়ন করেন। তাঁহার সঙ্গে হীনবীর্য্য ক্ষত্রিয়-সন্তানেরাও নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

ভরেরা স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ ও তেজস্বী; কিন্তু সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ, কদাকার, পানাসক্ত ও অধার্ম্মিক। দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠনাদি ইহাদের প্রধান কার্য্য। আপনাদের মধ্যে কাহাকেও ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে দেখিলে ইহারা তাহাকে বিশেষ লাঞ্ছনা ও তাড়না করে। এই দুর্দ্ধর্ষ জাতি যে এক সময়ে সুদূর বিস্তৃত উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, গাজিপুর, বস্তি, মীর্জাপুর, বরাইচ প্রভৃতি জেলাস্থিত দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌশিক রাজপুত কর্ত্তৃক তাহারা গোরক্ষপুর হইতে বিতাড়িত হয়। বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী পম্পাপুর ইহাদের রাজধানী ছিল। †

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ কেবলমাত্র কিম্বদন্তীর উপর আস্থা-স্থাপন করিয়া ভরজাতির পূর্ব্ব-প্রতিপত্তি স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। সাহাবুদ্দীন্ ঘোরীর ভারতাক্রমণ ও কনোজপতি জয়পালের অধঃপতন সময়ে রাজপুতজাতি পূর্ব্বাঞ্চলে অধ্যুষিত হয়েন। ঐ সময়ে ভরগণ রাজপুতের নিকট পরাভব স্বীকার করে। আজমগড় ও গাজীপুর হইতে সেনগার কর্ত্তৃক, মীর্জাপুর ও আলাহাবাদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে গহরবাড় কর্ত্তৃক, গোরক্ষপুর হইতে কৌশিক কর্ত্তৃক, ফৈজাবাদ ও অযোধ্যা হইতে বাঈ এবং ভাদ্রোহি ও প্রয়াগের পশ্চিমাঞ্চল হইতে মোণা, বাঈ, সোনাক প্রভৃতি জাতি কর্ত্তৃক ইহারা বিতাড়িত হইয়াছিল।

এইরূপে ভর-শক্তির অধঃপতন হইবার পর, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ রাজপুতজাতির বিভিন্ন শ্রেণীর সর্দ্দারদিগের শাসনাধীনে পরিচালিত হইয়াছিল। উক্ত রাজপুতগণ ছত্রি নামে পরিচিত হয়। ‡ উপরি উক্ত ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা কোন ঐতিহাসিক সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ একমাত্র প্রবাদ ভিন্ন এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই।

ইহাদের মধ্যে ভরদ্বাজ, কনোজিয়া ও রাজভর নামে তিনটী স্বতন্ত্র থাক আছে। মীর্জাপুরী ভরগণ আবার ভর, ভূঁইহার, রাজভর ও ছুসাদ নামক তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত। এই ভূঁইহারগণ আপনাদিগকে সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভররাজদিগের বংশধর এবং সূর্য্যবংশীয় রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা যজ্ঞসূত্রও ধারণ করে।

ইহারা সগোত্রে, অথবা মাতৃ বা পিতৃ কুলে বিবাহ করে না; কিন্তু যদি ৪ বা ৫ পুরুষে পিণ্ড না বাধে, তাহা হইলে

* অনার্য্য আকৃতিবিশিষ্ট এই ভরজাতি কোন সময়ে ভারতক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। পুরাণাদিতেও এই ভর জাতির প্রতিপত্তির কোন উল্লেখ নাই। জাতিতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, ইহারা টলেমী বর্ণিত বর্হৈ (Barrhai) বা প্লিনির উবারি (ubaræ) হইবেন। কেহ ব্রহ্মপুরাণবর্ণিত জয়ধ্বজ বংশাবতংশ ভারতগণ অথবা মহাভারতোক্ত ভীমসেনপরাজিত ভর্গ জাতিকেই বর্ত্তমান ভরদিগের পূর্ব্বপুরুষ নিরূপণ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ পার্ব্বতীয় ভরত (শবর, বর্ব্বর প্রভৃতি) জাতি হইতে ভর জাতির অভ্যুদয় স্বীকার করেন। শেরীং সাহেব লিখিয়াছেন যে, হিন্দু শাস্ত্রে দস্যু ও অসুর শব্দে অনার্য্য জাতি উল্লিখিত হইয়াছে। অনার্য্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া আর্য্যগণের ইতস্ততঃ গমন ও উপনিবেশ স্থাপন, উনাও প্রদেশের রাজেতিহাস-বর্ণিত কনকসেনের পরাভব ও পলায়ন তাহার সমর্থন করিতেছে।

† বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ ভরজাতির এই পূর্ব্বতন গৌরবকাহিনী স্বীকার করেন না। পূর্ব্বে যে সকল ধ্বংসাবশেষ ভরজাতির কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল, এখন বহু প্রমাণ-প্রয়োগ প্রাপ্তে সেই সকল প্রাচীনতম নিদর্শনের কতকগুলি বিভিন্ন রাজবংশে আরোপিত হইয়াছে।

‡ কার্ণেগি সাহেব বলেন, পূর্ব্বাভিমুখী বিশাল রাজপুতবাহিনী নাগবংশীয় রাজগণের নিকট পরাভূত হয়। যে ছত্রিগণ এখন উক্ত প্রদেশে প্রবল রহিয়াছে, তাহারা ভর ভিন্ন আর কেহ নহে। মিলেটের মতে, ইহারা শাকদ্বীপীয়। ভারতে আর্য্য-প্রবাহের সময় ইহাদের প্রভাব হ্রাস হইয়া পড়ে। অপরে ইহাদের গঠন-সাদৃশ্য দ্বারা অনুমান করেন যে, ইহারা দ্রাবিড়ীয়, কোল অথবা শবর জাতীয় হইবেন। বিন্ধ্যাচলের কৈমুর-অধিত্যকাবাসী অনার্য্যজাতির সহিত ইহাদের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

পিতৃষ্বসা কন্যাকেও বিবাহ করিতে পারে। স্বঘরে বিবাহ দেওয়াই ইহাদের বিশেষ অভিপ্রেত। আজমগড়ের রাজভরগণ প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু। ইহাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ হিন্দুর মত। এই হিন্দু ভরগণ পতৈৎ নামে খ্যাত। নিম্নশ্রেণীর ভরগণ খুন্তৈৎ শব্দে অভিহিত। পতৈৎগণ আচারাদি দ্বারা সমাজে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে এবং খুন্তৈৎগণ শূকরপালনরূপ নিকৃষ্ট ব্যবসায়ে দিনযাপন করিতেছে। উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান প্রচলিত থাকিলেও শূকর-ব্যবসায়ীর গৃহে উন্নত ব্যক্তিগণ কন্যা-পুত্রের বিবাহ দেয় না। শূকরপালী ভরগণ সমাজে নীচ বলিয়া গণ্য। যদি কোন অবিবাহিতা বালিকা স্বজাতীয় কোন যুবকের সহিত অবৈধপ্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে জাতীয়-সভা সেই কন্যার পিতার নিকট হইতে জরিমানা গ্রহণ করিয়া কন্যাকে সমাজ-গ্রহণীয়া করে। দশ বর্ষের অধিকবয়স্কা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ। সেই কন্যা সমাজে 'রজস্বলা' বলিয়া নিন্দনীয় এবং কেহই সেরূপ কন্যাকে গ্রহণ করিতে চাহে না। সাধারণতঃ ৫ বা ৭ বর্ষ বয়স্ক কন্যাই বিবাহযোগ্যা বলিয়া গৃহীত হয়।

প্রথমা পত্নী থাকিতে দ্বিতীয় দারগ্রহণে নিষেধ নাই। কিন্তু বন্ধ্যাদি কারণ না দেখাইতে পারিলে, সে বিবাহ গ্রাহ্য হয় না। যদি কোন রমণী স্বইচ্ছায় স্বামীকে পত্ন্যন্তর গ্রহণে অনুমতি দেয়, তাহা হইলে তাহাকে আর সংসারের কোন কার্য্যই করিতে হয় না। তাহার সপত্নীই গৃহকর্ম্ম করিতে বাধ্য। দ্বিতীয় পত্নী অবশ্যই স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী বা নিকটাত্মীয়া হওয়া আবশ্যক। বিধবাগণ ইচ্ছা করিলে 'সাগাই'প্রথামত বিবাহ করিতে পারে। সামাজিক সকল বিষয় পঞ্চায়ৎ-সভার প্রতিনিধি চৌধুরী কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। স্ত্রী অথবা স্বামীর স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য,শরীরগত রোগ বা ব্যভিচার প্রভৃতি কারণে বিবাহ বন্ধন ছেদন করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহাও পঞ্চায়ৎ-সভার অনুমতিসাপেক্ষ।

বিবাহে বরের মাতুলই ঘটক হইয়া থাকেন। কন্যার পিতা ১৲ টাকা দিয়া বরের মুখ দেখিয়া বিবাহ পাকা করেন। 'পাণী-কা-দিনে' কন্যার পিতা স্বজনে পরিবৃত হইয়া বরের বাটীতে যায় এবং উঠানস্থ একটী চৌকায় বরের সম্মুখে কন্যার পিতা বসিয়া জামাতার কপালে চাউল ও দধি মাথাইয়া দেয়। ব্রাহ্মণে শুভদিন দেখিয়া দিলে বর ও কন্যার গৃহে বিবাহ-মঞ্চ নির্ম্মিত হয়। বিবাহের পূর্ব্বে দম্পতির মঙ্গলকামনায় অথবান্ দেব, পাঁচপীর ও ফুলমতীদেবীর পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। কন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়াই পুরোহিত প্রথমে গৌরী ও গণেশের পূজা করে। তৎপরে বর ও কন্যাকে (গাঁইটবন্ধনের পর) বিবাহমঞ্চস্থ মধ্যদণ্ডের চারিদিকে লইয়া ৫ বার প্রদক্ষিণ করান হইয়া থাকে।

কোন রমণী গর্ভবতী হইলে গৃহকর্ত্রী তাহার মাথার উপর পয়সা ও চাউল ঘুরায় এবং সুপ্রসবের জন্য ফুলমতীদেবী ও গ্রাম্য-দেবতাদিগের পূজা দেয়। প্রসূতির ৬ দিনে ষষ্ঠীপূজা ও ১২ দিনে অশৌচান্ত হয়। ৫ বা ৬ বৎসরে কর্ণবেধ হইবার পর বালককে যাবতীয় সামাজিক নিয়ম পালন এবং ভোজ্যাদিরও বিচার করিতে হয়।

বিসূচিকা, বসন্ত বা অবিবাহিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে শবদাহ করে, কিন্তু অপর সকল সময়ে শবদেহ পুতিয়া রাখে বা জলে ভাসাইয়া দেয়। ৬ মাসের মধ্যে শেষোক্ত প্রেতদিগের উদ্দেশে প্রতিকৃতি গঠনপূর্ব্বক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাহিত হয়। ইহাদের মৃতাশৌচ ১০ দিন থাকে। অশৌচের প্রধান অধিকারীকে ঐ দশ দিন কুশ তৃণে জল ঢালিতে এবং মৃতের প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য পিণ্ডদান দিতে হয়। দশদিনে ক্ষৌরকর্ম্মের পর পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ দিন ব্রাহ্মণকে অপক্ক দ্রব্য দান করে এবং জ্ঞাতি ও কুটুম্বদিগকে ভোজ দিতে হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহারা প্রায় সকল কার্য্যেই অথবান দেব, ফুলমতীদেবী ও পাঁচপীরের পূজা দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কালিকা ও কাশীদাস বাবার পূজাদিও ইহারা বিশেষ ধূমধামে সম্পন্ন করে। ফগুয়া, দশমী, দীবালী, খিচ্‌ড়ী ও তীজ্ প্রভৃতি ইহাদের প্রধান পর্ব্ব। গ্রামস্থ বটবৃক্ষস্থিত প্রেতযোনির পূজায়ও ইহারা শূকর বলি দেয়। কেহ কেহ গয়াধামে পিণ্ডদান করিতে গমন করে। প্রতি অশ্বত্থ বৃক্ষকে নারায়ণের বাসভূমি জানিয়া ইহারা পূজা করে এবং ভর রমণীগণ অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিলেই ঘোমটা দিয়া পাশ কাটাইয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ ও ছোট-নাগপুরের ভরগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী। অনেকে পঞ্চকোট (পাঁচেট) রাজসরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মঘবা ও বাঙ্গালী নামে দুইটী থাক আছে। উহারা পরস্পর বিবাহাদি করে না। প্রায় সকল বিষয়ে ইহারা হিন্দুর অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু অবস্থাবিভেদে বয়স্থা কন্যার বিবাহও গ্রাহ্য হইতেছে। বিধবাবিবাহ আদৌ চলিত নাই। মৃতদেহ দাহ ও ১৩শ দিনে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি, ইহারা গোঁড়া হিন্দুর পদ্ধতি অনুসারে নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। পাঁচেট-রাজসরকারে কার্য্যগ্রহণ করিয়া ইহারা সমাজে অনেক উন্নত হইয়াছে। মানভূমে ইহারা তাম্বূলী ও ময়রার সমশ্রেণী বলিয়া গৃহীত হয়। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুমাত্রেই ইহাদের হস্তে জল গ্রহণ করিতে পারে।

ভরট (পুং) বিভর্ত্তীতি ভৃ- (জনিদাচ্যুস্বৃমদিশমিনমি ভৃঞ্ভ্য ইত্বন্নিতি। উণ্ ৪।১০৪) ইতি অটচ্। ১ কুম্ভকার। ২ ভৃত্য।

ভরটক (পুং) সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বিশেষ।

ভরটিক (ত্রি) ভরটেন হরতি ভস্ত্রাদিত্বাৎ ষ্ঠন্ (পা ৪।৪।১৬)। ভরট দ্বারা হরণকারী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ভরটিকী।

ভরণ (ক্লী) ভ্রিয়তেঽনেনেতি ভৃ-করণে ল্যুট্। ১ বেতন। ২ ভৃতি। (মেদিনী) ভৃ-ভাবে ল্যুট্। ৩ পোষণ।

"ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্‌যত্নেন তং ভরেৎ॥" (দায়ভাগ)

(পুং) ভরতীতি ভৃ-ল্যু। ৩ ভরণী নক্ষত্র। (শব্দরত্না০)

ভরণপোষণ (দেশজ) লালন পালন। খাওয়ান পরান।

ভরণী (স্ত্রী) ভরণ-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ ঘোষকলতা। ২ অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত দ্বিতীয় নক্ষত্র। পর্য্যায়—যমদৈবত। (হেম) এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। ইহা ত্রিকোণাকৃতিবিশিষ্ট। ইহার কোণত্রয়ে তিনটী দীপ্যমান তারকা আছে।

"তারকাত্রয়মিতে ত্রিকোণকে মধ্যগে দিবিষদধ্বনো যমে।
পঙ্কজাক্ষি গণিতাঃ কুলীরতঃ সায়কাক্ষি ভুজসংখ্যকাঃ কলাঃ॥"
(কালিদাসকৃত রাত্রিলগ্নমান)

এই নক্ষত্র উগ্রগণ ও অধোমুখগণের অন্তর্গত। শতপদ-চক্রানুসারে নামকরণস্থলে এই নক্ষত্রে প্রথমাদি চারিপদে লি, লু, লে, লো, ইত্যাদি অক্ষর হইবে। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে মেষরাশি ও শুক্রের দশা হয়। সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা ধান্যাদি বস্তুর ক্রয়বিক্রয়ে নিযুক্ত, ক্রূরস্বভাব, দীর্ঘ-শরীর সম্পন্ন, উত্তম বীর্য্যবান্, বিদেশবাসী ও বৈরিপক্ষবিজয়ী হইয়া থাকে। (কোষ্ঠীকলাপ)

ভরণীভূ (পুং) ভরণী ভূরুৎপত্তিস্থানং যস্য। রাহুগ্রহ। (হেম)

ভরণীয় (ত্রি) ভৃ-কর্ম্মণি অনীয়র্। ভরণযোগ্য, পোষ্য।

"সর্ব্বং ভবতু তে রাজ্যং পঞ্চগ্রামান্ বিসর্জ্জয়।
অবশ্যং ভরণীয়া হি পিতুস্তে রাজসত্তম।" ভারত (৫।১৫০।১৭)

ভরণ্ড (পুং) বিভর্ত্তীতি ভৃ (অণ্ডন্ কৃসৃ ভৃ বৃঞঃ। উণ্ ২।১২৮) ইতি অণ্ডন্। ১ স্বামী। ২ ভূপাল। ৩ বৃষ। ৪ ভূ। ৫ কৃমি। (সংক্ষিপ্তসা০ উণাদি০)

ভরণ্য (ক্লী) ভরণে সাধুঃ (তত্র সাধুঃ। পা ৪।৪।৯৮) ইতি যৎ। ১ মূল্য। ২ বেতন। (অমর)

ভরণ্যভুজ্ (ত্রি) ভরণ্যং বেতনং ভুনক্তি ইতি ভুজ্-ক্বিপ্। কর্ম্মকর, মূল্য গ্রহণ করিয়া কর্ম্মকারক।

ভরণ্যা (স্ত্রী) ভরণ্য অজাদিত্বাৎ টাপ্। বেতন।

ভরণ্যাহ্বা (স্ত্রী) ভরণ্যা আহ্বা যস্যাঃ। পর্ব্বপুষ্পী, রামদূতী।

ভরণ্যু (পুং) কণ্ড্বাদিগণীয় ভরণ্য ধাতু বাহুলকাৎ উণ্। ১ শরণ্য। ২ মিত্র। ৩ অগ্নি। ৪ চন্দ্র। ৫ ঈশ্বর।
(সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

ভরত (পুং) বিভর্ত্তি স্বাঙ্গমিতি বিভর্ত্তি লোকানিতি বা (ভৃ-মৃদৃশিযজীতি। উণ্ ৩।১১০) ইতি অতচ্। ১ নাট্যশাস্ত্র। ২ মুনিবিশেষ। ইনি অলঙ্কারাদি শাস্ত্রের সূত্রকর্ত্তা। ভরতস্য শিষ্যঃ, তস্যেদমিত্যণ্, অণো লুক্। ৩ নট। ৪ রামচন্দ্রের অনুজ ভ্রাতা। ৫ দুষ্মন্তের পুত্র। (মেদিনী) ৬ শবর। ৭ তন্তুবায়। (বিশ্ব) ৮ ক্ষেত্র। ৯ ভরতাত্মজ। (হেম) দুষ্মন্তরাজপুত্র ভরতের পর্য্যায়,—শাকুন্তলেয়, দৌষ্মন্তি, সর্ব্বদমন। (ত্রিকা০) ১০ বহ্নিপুত্রভেদ।

"পাবনো লৌকিকো হ্যগ্নিঃ প্রথমো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
ব্রহ্মৌদনাগ্নিস্তৎপুত্রো ভরতো নাম বিশ্রুতঃ॥"
(মৎস্যপু০ ৪৮ অ০)

১১ ভৌত্যমনুপুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু০ ১০০ অ০)

১২ আয়ুধ-জীবিসঙ্ঘভেদ। ১৩ ঋত্বিজ্ (নিঘণ্টু)

ভরত (পুং) কৈকেয়ীগর্ভ-সম্ভূত দশরথের পুত্র। রামায়ণ-পাঠে জানা যায়, অপুত্রক রাজা দশরথ বশিষ্ঠের পরামর্শে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। লোমপাদতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ এই যজ্ঞে অধ্বর্য্যু হন, যজ্ঞ শেষ হইলে স্বয়ং অগ্নিদেব বহ্নিকুণ্ড হইতে আবির্ভূত হইয়া দশরথের হস্তে পায়স অর্পণ করেন। রাজা দশরথ পত্নীদিগের মধ্যে ঐ পায়স বিভাগ করিয়া দেন।

সেই পায়স ভোজন করিয়া কৌশল্যা দেবী রামচন্দ্রকে, কৈকেয়ী ভরতকে এবং সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করেন। ভরত মীনলগ্নে ও পুষ্যা নক্ষত্রে এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কর্কটলগ্নে অশ্লেষানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মণের কনিষ্ঠভ্রাতা শত্রুঘ্ন ভরতের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। ভরত স্বীয় মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন। কুশধ্বজতনয়া মাণ্ডবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর পুনরায় ভরত শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলালয়ে গমন করেন। রাম পিতৃসত্য পালনার্থ বনগমন করিলে রামের শোকে দশরথের মৃত্যু হয়। এই সময় ভরত মাতুলালয়ে অতিশয় দুঃস্বপ্ন দেখেন, পরে অযোধ্যা হইতে দূত যাইয়া ভরতকে লইয়া আইসে। ভরত অযোধ্যায় আসিয়া পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করেন। কৈকেয়ীর আদেশে রাম নির্ব্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া, ভরত মাতা কৈকেয়ীকে অতিশয় তিরস্কার করেন। বিমাতৃতনয় হইলেও জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। এই প্রবল-ভক্তিবশেই তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রকে আনিবার জন্য চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন, এখানে পর্ণকুটীরে

জটাবল্কধারী রামচন্দ্রকে অবস্থিত দেখিয়া তিনি শোকে মুহ্যমান হন এবং রামচন্দ্রকে লইয়া আসিবার জন্য বিস্তর অনুনয় করেন। রামচন্দ্র সত্যভঙ্গ করিয়া কিছুতেই আসিতে স্বীকৃত হন নাই। তখন ভরত তথা হইতে রামচন্দ্রের পাদুকা আনয়ন করিয়া ব্রহ্মচারীর বেশে নন্দীগ্রামে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে রামচন্দ্র প্রত্যাগত হইলে ভরত তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন।

ভরতের তক্ষ ও পুষ্কর নামে দুই পুত্র ছিল। ভরত পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সপুত্র গন্ধর্ব্বরাজ শৈলুশের সহিত যুদ্ধ করিয়া সিন্ধুনদের উত্তরস্থিত গন্ধর্ব্বদেশ সকল জয় করেন এবং এই প্রদেশ দুইভাগে বিভাগ করিয়া দুই পুত্রকে দেন। তাঁহারা তক্ষশিলা ও পুষ্করাবতী নামে দুই নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতেন। পরে ভরত রামচন্দ্রের সহিত স্বর্গারোহণ করেন। [রাম দেখ।]

(রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত)

২ ঋষভদেবের পুত্র। তিনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ছিলেন। রাজা হইয়া তিনি বিশ্বরূপাত্মজা পঞ্চজনাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সুমতি,রাষ্ট্রভৃত, সুদর্শন,আবরণ ও ধূমকেতু নামে পঞ্চপুত্র জন্মে। রাজা পুত্রদিগকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। একদা তিনি নদীতটে স্নানান্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছেন, এমন সময়ে এক আসন্নপ্রসবা হরিণী সেইখানে আসিয়া জলপান করিতে লাগিল। মৃগীকে জলপানে নিয়ত দেখিয়া নদীতটবর্ত্তী অরণ্যস্থিত সিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেই শব্দ শুনিয়া ভয়ে পলায়মানা হরিণী ক্ষিপ্রগতিতে পদস্খলিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং সেই পতন জন্য তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ও গর্ভভ্রষ্ট হইল। ভরত মৃগীকে পতিত ও মৃত দেখিয়া মৃগশিশুকে স্বীয় আশ্রমে আনিয়া পালন করিতে লাগিলেন। মায়ার কি আশ্চর্য্য প্রভাব ! নিঃসঙ্গ তাপসও মৃগের মায়ায় ক্রমে তপ ভুলিলেন এবং মৃগ চিন্তা করিতে করিতে কালে দেহত্যাগ করিলেন। পর জন্মে তিনি মৃগদেহ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ভগবৎপ্রসাদে জাতিস্মর হইয়া কালঞ্জর পর্ব্বতে পুলহাশ্রমে থাকিয়া দেহত্যাগ করেন। জন্মান্তরে তিনি আঙ্গিরসগোত্রে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্মে তাঁহার নয়টী বৈমাত্রেয় অগ্রজ ও একটী সহোদরা ভগিনী জন্মে। তিনি লোকসঙ্গবিবর্জ্জিত হইবার জন্য জড়বৎ থাকিতেন। কালক্রমে তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হইল। তাঁহাকে যত্ন বা অযত্ন যে যাহাই করুক না কেন, তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার ভ্রাতৃপত্নীগণ তাঁহাকে বড়ই অযত্ন করিতেন। এমন কি অখাদ্য পর্য্যন্তও খাইতে দিতেন। অবশেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা পত্নীর মন্ত্রণায় তাঁহাকে ক্ষেত্ররক্ষার্থ নিযুক্ত করেন।

একদিন চৌররাজ পুত্রকামনায় নরপশু বলি দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি যাহাকে বলি দিবেন স্থির করিয়াছিলেন সে ব্যক্তি পলায়ন করিলে, তাঁহার অনুচরগণ জড়রূপী ভরতকে ধরিয়া লইয়া যায়। দেবী ভদ্রকালী ইহাতে কুপিতা হইয়া চৌরবংশ ধ্বংস করেন। একদা সিন্ধুসৌবীরগণের রাজা রহুগণ ইক্ষুবতীতীরে উপস্থিত হন। তাঁহার শিবিকাবাহকের একজনের পীড়া হইলে, তিনি ভরতকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া তৎকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ভরত শিবিকাবহন সময়ে পাছে পদাঘাতে জীব নষ্ট হয়, এইজন্য অতি সাবধানে পদক্ষেপ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে হস্ত নত করিয়া সম্মুখস্থিত জীব সরাইয়া দিতেছেন। ইহা দেখিয়া রাজা তাঁহাকে উপহাস করেন। রাজার উপহাসে বিচলিত না হইয়া ভরত তাঁহাকে অনেক তত্ত্ব-উপদেশ দেন। রাজা তাঁহার প্রতি পরমভক্তিমান হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন। তিনি দেশপর্য্যটনে বহির্গত হন এবং কিছুদিন পরে মুক্তিলাভ করেন। (ভাগ০) [জড়ভরত দেখ]।

৩ শকুন্তলাগর্ভসম্ভূত দুষ্মন্তের পুত্র। মহাভারতে লিখিত আছে ;—চন্দ্রবংশীয় মহারাজ দুষ্মন্ত কণ্বাশ্রমে শকুন্তলাকে গন্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ করেন। এই সময় শকুন্তলা গর্ভবতী হন। এই গর্ভে এক পুত্র হয়, মহর্ষি কণ্ব এই বালকের সর্ব্বদমন নামকরণ করিয়া বালক সহ শকুন্তলাকে রাজা দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করেন। শকুন্তলা রাজসমীপে সকল বৃত্তান্ত বলিলে, রাজার বিস্মৃতিবশতঃ কোন কথাই স্মরণ হইল না। তিনি পুত্রের সহিত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন সেই স্থানে এইরূপ দৈববাণী হইল, 'রাজন্ ! শকুন্তলা যাহা বলিয়াছে, সকলই সত্য, আপনি আমাদের বাক্যানুসারে এই বালককে ভরণ করুন, ভরণ করুন' এই আকাশবাণী হইতে বালকের নাম ভরত হইল। মহারাজ দুষ্মন্ত তখন পত্নী ও পুত্রকে গ্রহণ করিয়া প্রিয়তম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজা ভরত সকল রাজগণকে পরাজয় করিয়া সার্ব্বভৌম রাজা হন। ইনি যমুনাতীরে একশত, সরস্বতীতীরে তিন শত এবং গঙ্গাতীরে চতুঃশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পরে পুনরায় সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয়যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উকৃথ্য, বিশ্বজিৎ ও সহস্র সহস্র বাজপেয়যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে ভারতবর্ষের নামকরণ হয়। এই ভারতীকীর্ত্তি ভরত হইতেই হইয়াছে। ভরতের বংশধরগণ ভারত নামে খ্যাত হন। তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর

অংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিদর্ভরাজের তিন কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইনি বৃহস্পতিতনয় ভরদ্বাজকে পালন করেন। (ভারত ১।৭৩ অ॰, বিষ্ণুপু॰,ভাগ॰)

৪ সঙ্গীতাচার্য্য জনৈকমুনি। ইনি জগতে সর্ব্বপ্রথমে নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন।

ভরত, মিবারের জনৈক রাজা। মিবাররাজ সমরসিংহের ভ্রাতা সূর্য্যমল্লের পুত্র। সমরসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র কর্ণ পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হন। কর্ণ রাজসিংহাসনে সমাসীন হইলে ভরত শক্রর ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক সিন্ধুদেশে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই, তিনি তথাকার মুসলমানরাজের নিকট হইতে অরোর নগর প্রাপ্ত হন। তিনি পুগলের ভট্টিবংশীয়া কোন রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐ রমণীর গর্ভে রাহুপ নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। এই পুত্র মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন।

এদিকে রাজা কর্ণ প্রিয়তম ভ্রাতা ভরতের দেশান্তরে গমন এবং পুত্র মাহুপের অনুপযুক্ততা হেতু নিতান্ত মনঃকষ্টে কাল যাপন করিয়া অল্পদিন মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ঝালোরের শণিগুরুবংশীয় সর্দ্দার কর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই কন্যার গর্ভে রণধবল নামে এক পুত্র হয়। ঝালোরপতি জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বনপূর্ব্বক চিতোরের প্রধান প্রধান গিহ্লোটগণকে নিহত করিয়া তথাকার সিংহাসনে স্বীয় পুত্র রণধবলকে সংস্থাপিত করেন। কর্ণপুত্র মাহুপ স্বীয় স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে সম্পূর্ণরূপেই অক্ষম ছিলেন। পিতৃরাজ্য অপর এক এক ব্যক্তির দ্বারা অধিকৃত হইল, তথাপি অকর্ম্মণ্য মাহুপ তদুদ্ধারে অণুমাত্রও উদ্যোগ করিলেন না। বাপ্পার সিংহাসন চৌহানকুলের হস্তগত, বাপ্পার কীর্ত্তিস্তম্ভ উন্মূলিত প্রায়, হয় ত অল্পদিনের মধ্যে চিতোর হইতে বাপ্পা রাবলের নাম অন্তর্হিত হইবে, এই চিন্তা একজন উন্নতমনা কুলপাঠকাচার্য্যের (রাজভাটের) হৃদয়ে সমুত্থিত হইল। তিনি এই অনিষ্টপাতের প্রতিবিধানের জন্য ভরতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের প্রনষ্টরাজ্য ও গৌরব উদ্ধারমানসে সিন্ধুদেশীয় সেনাদল সমভিব্যাহারে ভরত মিবার রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। চিতোরেশ্বরের অধীনস্থ সমস্ত সর্দ্দারগণ এই শুভসমাচার শ্রবণে সানন্দহৃদয়ে আপনাদের উদ্ধার-কর্ত্তার প্রোড্ডীন পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইল। পল্লি নামক স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী শণিগুরুবংশীয়দিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তিনি চিতোর সিংহাসনে সমারূঢ় হন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে ভরততনয় রাহুপ চিতোর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার অল্পদিন পরেই তিনি নাগোর নামক স্থানে যবনসেনাপতি সামসুদ্দীনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করেন। এই নরপতির রাজত্বকালে তাঁহার রাজ্যে দুইটী মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে মিবারের রাজপুতগণ গিহ্লোট নামে অভিহিত হইতেন, কিন্তু এখন হইতে তাঁহারা সেই নামের পরিবর্ত্তে শিশোদীয় আখ্যায় অভিহিত হইতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত বাপ্পার বংশধরগণের রাজোপাধি 'রাওল' শব্দের পরিবর্ত্তে 'রাণা' হইল।

রাহুপ অতি দক্ষতার সহিত ৩৮ বৎসর স্বরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। [রাহুপ দেখ]

ভরত, জনৈক টীকাকার। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকৃত সমরসার ও সমরসারসংগ্রহ গ্রন্থের দুইখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

ভরত আচার্য্য, জনৈক সঙ্গীতাচার্য্য। ইনি নাট্যশাস্ত্র বা ভরতশাস্ত্র এবং সঙ্গীতনৃত্যকর নামে দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ভরতখণ্ড (ক্লী) ভারতবর্ষের অন্তর্গত কুমারিকা খণ্ড।

"কুমারিকেতি বিখ্যাতা যস্যা নাম্না প্রকথ্যতে।
ইদং কুমারিকাখণ্ডং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥
যথা কৃতাবনীয়ঞ্চ নানা গ্রামাদিকল্পনা।
ইদং ভরতখণ্ডঞ্চ যয়া সম্যক্ প্রকল্পিতম্॥"

(স্কন্দপু॰ কুমারিকাখ॰ ভূসংস্থিতিনামাধ্যায়)

ভরতগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রত্নগিরিজেলার একটী গিরিদুর্গ। বালবলি খাঁড়ির দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এই দুর্গের চূড়াপরে দাঁড়াইয়া মস্থরের মালবন গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। গড়ের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকার ১৮ ফিট উচ্চ এবং ৫ ফিট্ প্রশস্ত। উহার উত্তরপূর্ব্ব ও দক্ষিণপশ্চিম কোণে দুইটী বুরুজ আছে। এতদ্ভিন্ন গড়ের বহিঃপ্রাচীরের উপর প্রায় ১২টী অর্দ্ধগোলাকার বুরুজ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীরও প্রস্থে প্রায় ১২ফিট। প্রাচীরের সম্মুখ দেশে বিস্তীর্ণ খাত আছে।

ভরতদ্বাদশাহ (পুং) ভরতকৃত দ্বাদশাহসাধ্য যজ্ঞভেদ। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে এই যজ্ঞের বিধান বিশেষরূপে অভিহিত হইয়াছে। এই যজ্ঞে সকল প্রকার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিতে হয়।

"সর্ব্বাগ্নিষ্টোমঃ ভরতদ্বাদশাহঃ" (কাত্যা॰ শ্রৌ॰ ২৪।৭।১২)

ভরতপক্ষী, স্বনামপ্রসিদ্ধ পক্ষিজাতিবিশেষ (Alauda gulgula)। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই জাতিকে Alaudidæ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। সাধারণতঃ ধান্যক্ষেত্রাদিতে এই পক্ষিগণ

বিচরণ করিয়া থাকে। কৃষকগণ তাড়না করিলে পলায়ন কালে যতই তাহারা ধীরে ধীরে বায়ুবক্ষে আরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহাদের সুমধুর কলধ্বনি মানবের শ্রুতি-গোচর হইতে থাকে। তাহাদের সেই গীতধ্বনির ন্যায় স্বর-পরম্পরা মানবহৃদয় মোহিত করিতে সমর্থ।

ইংলণ্ডে এই জাতীয় পক্ষী Sky Lark (Alauda arvensis), ফ্রান্সে—Alouette, ইটালীতে—Lodola, জর্ম্মণিতে—Feld Lerche, স্কটলণ্ডে—Lavrock, পশ্চিমভারতে—ভরত,ভরুত; বাঙ্গালায়—ভরুই,ভরত; তেলগু—বরুত-পিট্ট, নিয়ালাপিচিক; তামিল—মনব-বড়ি, ব্রহ্মে—বি-লোন্ এবং সিংহলে—গোমরিট নামে প্রসিদ্ধ। সমগ্র ভারতসাম্রাজ্য, সিংহল, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ, হিমালয় পর্ব্বত এবং য়ুরোপের স্থানে স্থানে এই পক্ষিজাতি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান-বিশেষে উহাদের গাত্রবর্ণেরও বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। হিমালয়জাত ভরতপক্ষী (A. arvensis) অনেকাংশে বাঙ্গালার ভরুই পক্ষীর সমান। গাত্রবর্ণের বিভেদ আদৌ নাই বলিলেই চলে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তগুলির অপেক্ষা শেষোক্তগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার।

ভারতের সর্ব্বত্রই বৈশাখ হইতে আষাঢ় এবং ব্রহ্মে পৌষ হইতে চৈত্র মাসে তাহারা এক কালে প্রায় ৪ বা ৫টী ডিম্ব প্রসব করে। ঐ সময় তাহারা মৃত্তিকার উপর ঘাস দিয়া নীড়নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের A. arvensis গুলির ডিম্ব হরিতাভ শ্বেত ও ধূসর বিন্দুযুক্ত। হিমালয় ও বাঙ্গালার ভরুইগুলির ডিম্ব হরিদ্রাভ বা ঈষৎ বেগুনিয়া ও ধূসর। পার্ব্বতীয় পক্ষী অপেক্ষা বাঙ্গালার পক্ষীগুলির ডিম্ব কিছু ক্ষুদ্র।

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে। য়ুরোপীয় 'স্কাই-লার্ক' গুলি যে গুণে ভূষিত, ভারতের ভরুইএরও সে গুণের অভাব নাই। যখন তাহারা নাচিতে নাচিতে সুতানে বায়ুভরে উপরে উঠিতে থাকে, তখন আকাশবক্ষ যেন সুস্বর-লহরীতে পূর্ণ হইয়া যায়। নিবিড় বনান্তরালে দাঁড়াইয়া এই আকাশচারী স্বভাবস্বাধীন পক্ষিজাতির প্রাকৃতিক গীতি বড়ই মনোরম। শীতকালে ধান্তক্ষেত্রাদিতে প্রায়ই ইহাদের সমাগম হয়। ইহারা শস্যকণা ও পোকা মাকড় খাইতে ভালবাসে।

ভরতপুত্রক (পুং) ভরতস্য নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতুঃ পুত্রকঃ। নট।

ভরতপুর, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা হিন্দুরাজ্য। ভারতের বড়লাটের অধীনস্থ রাজকীয়-এজেন্টের কর্তৃত্বাধীনে রক্ষিত। ইহার উত্তরে ইংরাজাধিকৃত গুরগাঁও জেলা, পূর্ব্বে মথুরা ও আগ্রা, দক্ষিণে ঢোলপুর, কেরৌলী ও জয়পুর রাজ্য এবং পশ্চিমে আলবার প্রদেশ। ভূপরিমাণ ১৯৭৪ বর্গ মাইল।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের উচ্চতা প্রায় ৬০০ ফিট্। সর্ব্বত্রই প্রায় সমতল, কেবল উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম-সীমান্তদেশে গণ্ডশৈলমালা বিরাজিত থাকায় দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। সমগ্রস্থান পলিময় হইলেও এখানে বনামালার অভাব নাই। ঐ পলিময় মৃত্তিকা কঠিন ও শুষ্ক এবং স্থানে স্থানে মরুভূ-সদৃশ বালুকারাশিতে পূর্ণ। দেশীয় অধিবাসিবৃন্দের যত্নে এরূপ স্থানেও প্রচুর শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে। বৃষ্টির সময় বন্যা-প্রবাহে এখানকার নিয়তম স্থানগুলি জলমগ্ন হইয়া যায়।

ভরতপুর, ফিরোজপুর, আলবার, গোপালগড় ও পাহাড়ী প্রভৃতি স্থানের নিকটবর্ত্তী উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত গিরিমালার কএকটী শৃঙ্গ সমধিক উন্নত, অপর স্থানগুলি গণ্ডশৈলের প্রাচীর-পরিশোভিত বলিয়া বোধ হয়। কালাপাহাড় নামক পর্ব্বতের আলিপুর শিখর (১৩৫১ ফিট্) ভরতপুরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এতদ্ভিন্ন আলবারের ছাপরা ১২২২ ফিট্, দমদমা ১২১৫, রসিয়া ১০৫৯, মধোনা ৭১৪, এবং উবেরা-শৃঙ্গ ৮১৭ ফিট্ উচ্চ। উবেরায় বংশী-পাহাড়পুরের বিখ্যাত প্রস্তরখনি অবস্থিত আছে।

এখানকার পর্ব্বতগুলিতে গৃহনির্ম্মাণযোগ্য প্রস্তর ভিন্ন অন্য কোন মূল্যবান্ প্রস্তর পাওয়া যায় না। মোগলসম্রাট্-গণের আগ্রা, দিল্লী ও ফতেপুর-সিক্রিস্থ কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং মথুরা, দীগ ও ভরতপুরের অট্টালিকাদি এখানকার সংগৃহীত প্রস্তর-স্তবকে নির্ম্মিত।

এই রাজ্য মধ্যে এমন নদী নাই, যাহাতে নৌকাযোগে গমনাগমন করা যায়। বাণগঙ্গা বা উত্তঙ্গন, রূপরেল, গম্ভীরা ও কাকন্দ নামক নদীগুলি এখানকার প্রধান। সময় সময় ঐ নদীগুলি বন্যাপ্লাবিত হইলেও, হাটিয়া পার হওয়া যায়। বাণ-গঙ্গা নদী ভরতপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ভরতপুর, দীগ্, ব্যানা (বিয়ানা), কমান, কুম্ভের ও রূফাস এখনকার প্রধান নগর।

ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, এখানে জাটগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন্ সময় হইতে তাহারা এখানকার শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফিরিস্তায় লিখিত আছে যে, গজনীপতি মাহ্মূদ ১০২৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে জাটদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী আক্রমণকালে তৈমুরলঙ্গ্ জাটদস্যুদিগের

সহিত যুদ্ধ করেন, এই যুদ্ধে জাটগণ সদলে নিহত হয়। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে জাটগণ মোগলসম্রাট্ বাবরকে পঞ্জাবপ্রদেশে বিশেষ উৎপীড়িত করিয়াছিল। জাট-সর্দ্দারগণের এইরূপ উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া, মোগলসম্রাট্ কঠোর-শাসনে তাহাদের দমন করিয়াছিলেন; কিন্তু অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, রাজ্য-মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইলে, জাটগণ পুনরায় মস্তকোত্তোলন করে। এই সময়ে জাটসর্দ্দার চূড়ামন মোগলসম্রাট্ আলমগীরের দাক্ষিণাত্যগামী সেনাদল লুণ্ঠন করিয়া বহুল অর্থসংগ্রহ করেন। সেই অর্থ লইয়া তিনি থুন্, সিন্‌সিনিবার ও ভরতপুরে দুর্গ-নির্ম্মাণ করিয়া সদলে আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার এই বীরত্বে প্রীত হইয়া জাটগণ তাঁহাকে দলপতি মনোনীত করেন। তাঁহার বংশধরগণ রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়া ভরতপুররাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

চূড়ামন-ভ্রাতা বদনসিংহের প্ররোচনায় জাটদল চূড়ামনের প্রভুত্ব ত্যাগ করে। তাহাদের সাহায্যে বদনসিংহ 'ঠাকুর' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দীগনগরে স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপন করেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ শাহ ও কুৎব-উল্-মুল্ক সৈয়দ আবদুল্লা খাঁর যুদ্ধে চূড়ামন নিহত হইলে তাঁহার পুত্র বদনসিংহ ভরতপুরের সিংহাসনে সমারূঢ় হন।

বদনসিংহের পুত্র সূর্য্যমল্লের রাজত্বকালে ভরতপুরের বীরত্ব-গৌরব চারিদিকে বিভাসিত হইয়াছিল। সূর্য্যমল্ল জয়পুর-রাজের সাহায্যে দীগরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

১৭৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ভরতপুর-দুর্গের দুর্ভেদ্যতা ও জাট-সৈন্যগণের বীরত্বকাহিনী বিঘোষিত হইতে থাকে। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজা সূর্য্যমল্ল একাকী উজীর গাজী-উদ্দীন্, মহারাষ্ট্র ও জয়পুররাজের সেনাবাহিনীর মিলিতশক্তিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পুনরায় এই যুদ্ধে তাঁহার অধিক বলক্ষয়ের সম্ভাবনা বুঝিয়া, তিনি অবশেষে ৭ লক্ষ টাকা দিয়া মিত্রতাস্থাপন করিলেন। ইহার ৬ বৎসর পরে, তিনি মহারাষ্ট্রসেনানী শিবদাস ভাউর সহযোগে আহ্মদশাহ-দুরাণীর বিরুদ্ধে গমন করেন; কিন্তু মহারাষ্ট্র-সেনানীর অবাধ্যতা ও সেনাপরিচালনশক্তির অকর্ম্মণ্যতা দেখিয়া তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন *।

এদিকে পাণিপথের যুদ্ধবিগ্রহে যখন সকলেই ব্যতিব্যস্ত, সেই অবকাশে সূর্য্যমল্ল আগ্রা অধিকার করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন এ সুখরাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আক্রান্ত ও নিহত হন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে ৩ জন যথাক্রমে ভরতপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৩য় পুত্র নবালসিংহের রাজত্বকালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রণজিৎসিংহ বিদ্রোহ হয়েন। রণজিৎ মোগলসেনাপতি নজফ্ খানের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, নজফ্ আসিয়া আগ্রা অধিকার করিয়া লইলেন, কিন্তু ঐ সময়ে নজফ্‌কে পুনরায় রোহিলা-বিদ্রোহদমনে গমন করিতে হইয়াছিল। নবাল সিংহও সুবিধা পাইয়া শত্রু নজফের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইহাতে নজফের ক্রোধ দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রণজিৎকে সঙ্গে লইয়া ভরতপুর-রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং কেবলমাত্র ভরতপুর দুর্গ ও ৯লক্ষ টাকার সম্পত্তি রণজিৎকে দিয়া, অপর সকলই নিজে গ্রাস করিয়া বসিলেন। নজফের মৃত্যুর পর সিন্দেরাজ এই রাজ্য আক্রমণ ও জয় করেন। তিনি রণজিতের বয়োবৃদ্ধা মাতার প্রার্থনায় উক্ত সম্পত্তি পুনরায় দান করিয়া যান। ইংরাজসেনানী পেরোঁর (General Perron) সহায়তা করায় ইংরাজরাজ তাঁহাকে তিনটী পরগণা দান করেন।

উত্তরভারতের মধ্যে একমাত্র রণজিৎসিংহই প্রথমে ইংরাজের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। লাসবারীর যুদ্ধে সিন্দেরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজ-অভিযানে তাঁহার অশ্বারোহী সেনাদল লর্ড লেকের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। ইংরাজ-রাজ মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে (১৮০৩ খৃঃ) কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া মিত্রতার বিনিময়স্বরূপ ৭ লক্ষ টাকা রাজস্বের ৫ খানি জেলা এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করেন। কিন্তু হোলকর-রাজের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাঁধিলে, তিনি সাহায্য করা দূরে থাকুক, বরং শত্রুতাই করিয়াছিলেন। হোলকর-সেনাদল রণে ছত্রভঙ্গ দিয়া পলায়মান হইলে ইংরাজ সেনাদল তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করে। ঐ সময়ে দীগ দুর্গে থাকিয়া তাঁহার সেনাগণ ইংরাজের উপর গোলাবৃষ্টি করিয়াছিল। ভরতপুররাজের ঈদৃশ আচরণে বিরক্ত হইয়া লর্ড লেক দীগ অধিকারপূর্ব্বক ভরতপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। ভরতপুরে আসিয়া তাহারা উপর্য্যুপরি চারিবার জাটদিগকে আক্রমণ করেন, কিন্তু কিছুতেই জাটসেনাদিগকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। সেই দুর্দ্ধর্ষ সেনাদলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইংরাজসেনা কিছুতেই নগর-প্রাচীর ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। এই যুদ্ধে ইংরাজসেনাপতি পরাজিত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলাইতে বাধ্য হন। এই সময়ে কালুঘোষ নামা জনৈক বাঙ্গালী কায়স্থ ইংরাজপক্ষে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। [কালুঘোষ দেখ]

রাজা জয়ী হইয়াও সদাই ইংরাজভয়ে ত্রস্ত হইয়া রহিলেন। উভয়ের মধ্যে শান্তিস্থাপন জন্য সন্ধির প্রস্তাব হইল।

* সৌভাগ্য বলে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দুরাণীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। নচেৎ পাণিপথের বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র-সেনার সহিত তাঁহাকেও সদলে ধরাশায়ী হইতে হইত।

রণজিৎ সিংহ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরাজহস্তে দীগ-দুর্গ সমর্পণ করিলেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রণজিতের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রণধীর ১৮ বৎসর এবং তৎপরে মধ্যম বলদেব সিংহ ১৮ মাস রাজত্ব করেন। বলদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বলবন্ত সিংহ সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইলেন, কিন্তু রণজিতের পৌত্র দুর্জ্জনশাল ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরদুর্গ অধিকারপূর্ব্বক বলবন্তকে অবরুদ্ধ রাখিলেন। এই অত্যাচার নিবারণের জন্য লর্ড কম্বারমিয়ার (Lord Combermere) ২৫ হাজার সেনা লইয়া ভরতপুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অবরোধ কালে দুর্গ-প্রাকার দুর্ভেদ্য দেখিয়া তিনি তলদেশে সুড়ঙ্গ কাটাই স্থির করিলেন। ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ১৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ঐ খাত প্রস্তুত হয়। ১৮ই জানুয়ারী সেই ছিদ্র পথে ইংরাজ-সৈন্য প্রবেশ করিয়া দুর্গ জয় করে এবং দুর্জ্জনশাল ইংরাজ হস্তে বন্দী হন।

ইংরাজের অনুগ্রহে বালক বলবন্ত সিংহ পিতৃপদ ও মর্য্যাদা লাভ করিলেন এবং তাঁহার মাতা রাজকার্য্যের পরিদর্শক হইলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বহস্তে শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার এক-বর্ষ বয়স্ক পুত্র মহারাজ যশোবন্ত সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার এই নাবালক অবস্থায় ইংরাজের রাজকীয়-কর্ম্মচারী ও ৭ জন সামন্তরাজ-গঠিত একটী সভা হইতে রাজকার্য্যের পরিচালনা হইত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তিনি সমস্ত শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা আছে। ইংরাজরাজের নিকট হইতে তিনি ১৭টী মান্যসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। সম্প্রতি ভারতের বড়লাট কুর্জ্জন বাহাদুর ভরতপুররাজের অবাধ্যতায় অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও তৎপুত্রকে সিংহাসন দান করেন।

রাজার সেনাবিভাগে ৮৫০০ পদাতি, ১৪৬০ অশ্বারোহী ও ২৫০টী কামান আছে। এতদ্ভিন্ন রাজ্যরক্ষার্থ প্রায় ৩৮৫০ জন প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছে। চূড়ামন জাট কর্ত্তৃক ভরতপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবার পর, এখানে নিম্নলিখিত নরপতিগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন—

ভরতপুরের রাজবংশ।

চূড়ামন জাট—

রাজা বদনসিংহ—চূড়ামনের পুত্র।

,, সূর্য্যমল্ল—বদনের পুত্র।

,, জবাহির সিংহ }
,, রাওরতনসিংহ } সূর্য্যমল্লের পুত্র।

রাজা খড়্গসিংহ—রতনসিংহের পুত্র।

,, নবালসিংহ—সূর্য্যমল্লের তৃতীয় পুত্র ও রতনের ভ্রাতা।

,, রণজিৎ সিংহ—নবালের ভ্রাতুষ্পুত্র

,, রণধীর—রণজিতের পুত্র।

,, বলদেব—রণধীরের ভ্রাতা।

,, বলবন্ত—বলদেবের পুত্র

মহারাজ যশোবন্ত—বলবন্তের পুত্র।

এই জাটরাজ্য চূড়ামনের পূর্ব্বে ব্রজ নামক জনৈক জাট সর্দ্দার কর্ত্তৃক দীগের অন্তর্গত সিন্‌সিনি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়; চূড়ামন স্বীয় বীরোচিত সাহসে লুণ্ঠনাদি দ্বারা বহুল অর্থ সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই অর্থ বলে বলীয়ান হইয়া তিনি দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ দ্বারা জাটজাতি ও ভরতপুর-রাজ্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

এখানকার কমান নগরস্থ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি হিন্দুদিগের একটী পবিত্রতীর্থ বলিয়া গণ্য। কুম্ভার নগরের সন্নিকটেও বলদেব, রোহিণী, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কএকটী মহাপুরুষের মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্যানা (বিয়ানা) তহশীলের ১ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে বিজয়গড় গিরিদুর্গে যৌধেয়রাজবংশের এক খানি শিলালিপি পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে এখানে বিস্তৃত লবণের ব্যবসা ছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত বন্দোবস্ত অনুসারে এখানকার লবণের ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। উহা দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। আগ্রা হইতে আজমীর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৭°১৩´৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৭°৩২´২০´´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ৫৭৭ ফিট উচ্চ। এখানে রাজপুতনার রাজকীয় রেলপথ বিস্তৃত থাকায় গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

এখানকার বর্ত্তমান দুর্গ ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজা বদন সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক ও ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কম্বারমিয়ারের অবরোধের জন্য এই দুর্গ ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এখানে উৎকৃষ্ট চামর প্রস্তুত হয়। উহা চামরীর পুচ্ছে নির্ম্মিত না হইয়া, হস্তিদন্ত বা চন্দন কাঠের কুরিদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাৎসরিক মহামেলায় ঐ সকল শিল্পদ্রব্যের প্রভূত আমদানী হইতে দেখা যায়।

ভরতপুরের অধিবাসিগণ কৃষ্ণভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ এখানে 'বিহারী' নামে পূজিত হন। নিরীহ-স্বভাব পরম-বৈষ্ণব হইলেও তাহারা শত্রুনাশে পরাঙ্মুখ নহে। সাধারণ লোকে বৃন্দাবনের ন্যায় এই রাজ্যকেও ব্রজপুরী বলিয়া থাকে।

ভরতপ্রসূ (স্ত্রী) প্রসূতে ইতি সূ-ক্বিপ্, প্রসূ, ভরতস্য প্রসূঃ। ভরতের মাতা কৈকেয়ী। (শব্দরত্না°)

ভরতবীণা (স্ত্রী) বীণাযন্ত্র বিশেষ। ভরতবীণার নাম শুনিয়াই অনেকে ইহার যৌগিক অর্থ—ভরত ঋষি প্রণীত বীণা—গ্রহণ করিয়া, ইহাকে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রানুমত অতি প্রাচীন যন্ত্র বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই বীণা অতি আধুনিক। রুদ্রবীণা ও কচ্ছপীবীণার মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। ভরতবীণার ধ্বনি-কোষটী অবিকল রুদ্রবীণার মত কাষ্ঠনির্ম্মিত ও চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং দন্ত, কীলক, তারসংখ্যা, স্বরবন্ধন, ধারণ ও বাদন-প্রণালী প্রভৃতি সমুদায়ই কচ্ছপীবীণার অনুরূপ। মোটের মধ্যে, এই যন্ত্রে পিত্তলনির্ম্মিত কএকটা পার্শ্বতন্ত্রিকা সংযোজিত থাকে, সেই পার্শ্বতন্ত্রিকাসমূহ পৃথক্‌ভাবে বাদিত না হইয়া প্রধান তারগুলির কম্পনে প্রতিধ্বনিত হয়। ভরতবীণার নায়কী তারটী লৌহের হয়; কিন্তু অপরাপর তারগুলি কোন ধাতুর না হইয়া তন্তুময় হইয়া থাকে। এই বীণাধ্বনির মধুরতা রবাব কিংবা কচ্ছপীর সদৃশ নহে, বরং অপেক্ষাকৃত নীরস বলিয়া বোধ হয়। (যন্ত্রকোষ)

ভরতমল্ল (পুং) জনৈক বৈয়াকরণ।

ভরতমল্লীক, বৈদ্যকুলোদ্ভব জনৈক সুবিজ্ঞ পণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ বুৎপত্তি ছিল। তদ্রচিত গ্রন্থাবলী হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি প্রায় দুইশতাব্দ পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তিনি কল্যাণমল্লের আশ্রিত এবং বৈদ্যকুল-তিলক হরিহর খানের বংশধর গৌরাঙ্গ মল্লীকের পুত্র।

উপসর্গবৃত্তি, একবর্ণার্থসংগ্রহ, কারকোল্লাস, কিরাতা-র্জ্জুনীয় টীকা, কুমারসম্ভব টীকা, ঘটকর্পর টীকা, দ্রুতবোধ-ব্যাকরণ ও দ্রুতবোধিনী নামে তাহার ব্যাখ্যা, দ্বিরূপধ্বনি সংগ্রহ, নলোদয়টীকা, মুগ্ধবোধিনী টীকা, ভট্টিকাব্যটীকা, অমরকোষ-টীকা, সুখলেখন নামে তাঁহার রচিত কএক খানি গ্রন্থ এবং রাঢ়ীয় বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা পাওয়া যায়। [ভরতসেন দেখ]

ভরতবর্ষ (ক্লী) ভরত নৃপতির রাজ্য। [ভারতবর্ষ দেখ]

ভরতসেন, প্রসিদ্ধ বৈদ্যকবি ভরতমল্লিকের নামান্তর। গৌরাঙ্গ (মল্লীক) সেনের পুত্র এবং হরিহর খানের বংশ-সম্ভূত। স্বীয় বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি মহামহোপাধ্যায় ও যশশ্চন্দ্র রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি রাঢ়ীয় বৈদ্যদিগের একজন প্রধান কুলীন ছিলেন। তৎকৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকা পাঠে জানা যায় যে, তিনি দ্বিজ ও বৈদ্যদিগের সেবক এবং রাজপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার উপসর্গবৃত্তির শেষ শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি ১৭৫৮ শকে বিদ্যমান ছিলেন;—

"শাকেঽষ্টশরসপ্তেন্দুমিতে চাষাঢ়কে কুজে।
সমাপ্তা চোপসর্গাণাং বৃত্তিঃ প্রতিপদীন্দুভে॥"

ভরতস্বামী, ১ জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত। নারায়ণের পুত্র। ইনি হোসলাধীশ্বর রামনাথের প্রতিপালিত ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের শেষভাগে শ্রীরঙ্গে থাকিয়া ইনি সামবেদ-বিবরণ (দেবরাজ এই বেদ-ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন) ও বৌধায়নকল্পসূত্রবিবরণ নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ২ জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্। আল্‌বিরুণী ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ভরতাগ্রজ (পুং) ভরতস্য অগ্রজঃ। দাশরথি, শ্রীরাম।

"শেতে স চিত্তশয়নে মম মীনকূর্ম্ম-
কালোঽভবন্ নৃহরিবামনজামদগ্ন্যঃ।
যোঽভূদ্ভুব ভরতাগ্রজকৃষ্ণবুদ্ধঃ
কল্কী সতাঞ্চ ভবিতা প্রহরিষ্যতেঽরীন্॥" (বোপদেব)

ভরতাশ্রম (পুং) ভরতস্য আশ্রমঃ। ভরতমুনির আশ্রম।

ভরতেশ্বর তীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

ভরথ (পুং) বিভর্ত্তীতি ভৃঞ্-(ভৃঞশ্চিৎ। উণ্ ৩।১১৫) ইতি অথ, সচ চিৎ। লোকপাল। (উজ্জ্বল)

ভরদ্বাজ (পুং) দ্বাভ্যাং জায়তে ইতি জন-ড ততঃ পৃষোদরা-দিত্বাৎ দ্বাজঃ সঙ্করঃ, ভ্রিয়তে মরুদ্ভিরিতি ভৃ-অপ্ ভর, ভরশ্চাসৌ দ্বাজশ্চেতি কর্ম্মধা°। মুনিভেদ। ইঁহার জন্ম-বিবরণ ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে,—একদা উতথ্য-বণিতা মমতার সসত্ত্বাবস্থায় বৃহস্পতি গোপনে ঐ ভ্রাতৃভার্য্যায় মৈথুনার্থ প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তৎকালে গর্ভমধ্যে এক সন্তান ছিল, সে সময় তন্মধ্যে দ্বিতীয় গর্ভের স্থান ছিল না, এইজন্য গর্ভস্থিত বালক বৃহস্পতিকে বীর্য্যসেক করিতে নিষেধ করেন। বৃহস্পতি কামান্ধ হইয়াছিলেন, গর্ভস্থ বালকের বারণে ক্রুদ্ধ হইয়া 'অন্ধ হও' বলিয়া, তাহাকে অভিশাপ দেন এবং বল পূর্ব্বক বীর্য্যসেক করেন। বৃহস্পতির শাপে এই পুত্র অন্ধ হয়। পরে গর্ভস্থিত বালক পার্ষ্ণি প্রহার দ্বারা বৃহস্পতির বীর্য্য যোনির বাহিরে নিঃসারিত করিয়া দেয়। ঐ শুক্র বাহিরে পতিত হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ এক পুত্র হয়।

স্বামী পাছে ব্যভিচারিণী জানিয়া পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে ভীতা হইয়া উতথ্যবনিতা মমতা এই পুত্রকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বৃহস্পতি ঈদৃশ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলে, তাঁহার সহিত মমতার বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সময় বৃহস্পতি মমতাকে বলেন যে, এই বালক একের ক্ষেত্রে অন্যের বীর্য্যে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এ তোমার স্বামীরও পুত্র। ভর্ত্তা হইতে তোমার কোন ভয় নাই, তুমি ইহাকে ভরণ কর। ইহাতে মমতা বলেন, তুমিও ইহাকে

পোষণ কর। আমাদের দুইজন হইতে অন্যায়রূপে এই বালক উৎপন্ন হইয়াছে, আমি একা কেন পোষণ করিব। পিতা ও মাতা অর্থাৎ বৃহস্পতি ও মমতা এই প্রকার বাক্যে বিবাদ করিতে করিতে ঐ বালককে পরিত্যাগ করিয়া যান। এই কারণে বালকের নাম ভরদ্বাজ হইয়াছে। বৃহস্পতি ও মমতা ইহাকে ত্যাগ করিয়া যাইলে মরুদ্‌গণ এই বালককে লইয়া প্রতিপালন করেন।

ভরতের পুত্র-সম্ভাবনা বিতথ হইলে অর্থাৎ পুত্র হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে তিনি মরুৎস্তোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, মরুদ্‌গণ এই যজ্ঞে প্রীত হইয়া ভরতকে এই পুত্র দান করেন। এই জন্য ভরদ্বাজের নাম বিতথ হয়। ইহার পুত্র মন্যু।

(ভাগ° ৯।২০, ২১ অ°, বিষ্ণুপু ৪।১৯ অ°)

মহাভারতে লিখিত আছে, কোন সময়ে ইনি হিমালয়ে তপস্যা করিতে গমন করেন। ইহার কিছু কাল পরে, ইনি একদিন গঙ্গায় স্নান করিতে যান, সেই সময় ঘৃতাচী অপ্সরা সেইখান দিয়া গমন করিতেছিল, দৈবাৎ বায়ুযোগে তাহার বসন খসিয়া যায়, ঘৃতাচীকে এরূপ নগ্নাবস্থায় অবলোকন করিয়া মুনির রেতঃস্খলন হয়। ঐ রেতঃ দ্রোণ মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল, পরে তাহা হইতে দ্রোণাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন।

[দ্রোণাচার্য্য দেখ।]

রৈভ্যের সহিত ইহার সাতিশয় বন্ধুতা ছিল। ভরদ্বাজপুত্র যবক্রীত ঐ রৈভ্যের পুত্রবধূর সতীত্ব নাশ করিলে, রৈভ্য তাহাকে নিহত করেন। ভরদ্বাজ এই বৃত্তান্ত সবিশেষ না জানিয়া রৈভ্যকে এই শাপ দেন যে, তিনি বিনাপরাধে জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃক হত হইবেন। পরে ইনি সমস্ত অবগত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে অনলে দেহত্যাগ করেন এবং রৈভ্যতনয় অর্ব্বাবসুর তপঃপ্রভাবে পুনর্জীবিত হন। প্রয়াগে ইহার আশ্রম ছিল। দ্বাদশ-দ্বাপরে ভরদ্বাজ ব্যাস ছিলেন।

"একাদশেঽথ ত্রিবৃষো ভরদ্বাজস্ততঃপরম্।
ত্রয়োদশে চান্তরীক্ষো ধর্ম্মশ্চাপি চতুর্দ্দশে ॥"(দেবীভা° ১।৩।২৯)

ভাব-প্রকাশ হইতে ভরদ্বাজের এইরূপ প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। দৈবযোগে একদা বহুসংখ্যক মহর্ষি হিমালয় পর্ব্বতের কোন এক নিভৃতস্থলে মিলিত হইয়া প্রাণীদিগের ব্যাধি-প্রশমনের উপায়-চিন্তায় নিরত ছিলেন। কিন্তু কেহই ইহার সদ্‌যুক্তি স্থির করিতে পারিলেন না। তখন সকলে মিলিত হইয়া ভরদ্বাজ মুনিকে কহিলেন, ভগবন্! আপনিই এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত পাত্র। অতএব আপনি সুরপুরে গমন করিয়া সহস্রলোচন ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমরা আয়ুর্ব্বেদের মর্ম্ম অবগত হইয়া এই জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারি।

ভরদ্বাজ মুনিদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া সুরপুরে গমন করেন। তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি ইন্দ্রের নিকট হইতে ত্রিস্কন্ধ হেতু, লিঙ্গৌষধ ও জ্ঞানাত্মক অর্থাৎ রোগের নিদান, রোগের লক্ষণ এবং তাহার ঔষধজ্ঞাপক সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া মরধামে আগমনপূর্ব্বক মুনিদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই শিক্ষা হইতেই ক্রমে আয়ুর্ব্বেদের প্রচলন হয়। (ভাবপ্র°)

২ পক্ষিবিশেষ। চলিত ভরুইপাখী, পর্য্যায়– ব্যাঘ্রাট, ভরদ্বাজক। ৩ গোত্রভেদ।

"শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা।
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীনস্তথাপরঃ ॥" (মনু)

[গোত্র শব্দ দেখ]

(ত্রি) ৪ সংভ্রিয়মাণ হবির্লক্ষণান্নযুক্ত যজমানাদি।

"দিবোদাসায় বর্ত্তিভরদ্বাজায়াশ্বিনাহয়ন্তা" (ঋক্ ১।১১৬।১৮)
'ভরদ্বাজায় সংভ্রিয়মাণহবির্লক্ষণান্নায় যজমানায়' (সায়ণ)

৫ মনোরূপ সচেতন ঋষিভেদ।

"মনো বৈ ভরদ্বাজঋষিরন্নং বাজো যো বৈ মনো
বিভর্ত্তি সোঽন্নং বাজং ভরতি তস্মান্মনো ভরদ্বাজ ঋষিঃ"

(শতপথ ব্রা° ৮।১।১।৯)

প্রজাদিগকে ভরণ করিতেন বলিয়া ভরদ্বাজ নাম হইয়াছিল।

"ভরেঽসুতাদ্ ভরেঽশিষ্যান্ ভরে বেদান্ ভরে দ্বিজান্।
ভরে ভার্য্যাং ভরদ্বাজং ভরদ্বাজোঽস্মি শোভনে ॥"

(ভারত অনুশাসনপ° ৯৩ অ°)

ভরদ্বাজ ১ কালেয়কুতূহলপ্রহসনপ্রণেতা। ২ বাস্তুতত্ত্ব-রচয়িতা। ৩ বেদপাদস্তোত্রপ্রণয়নকর্ত্তা।

ভরদ্বাজক (পুং) ভরদ্বাজ-স্বার্থে-কন্। ১ ব্যাঘ্রাটপক্ষী। ভরুই পক্ষী। (শব্দরত্না°) ২ ভরদ্বাজশব্দার্থ।

ভরপুর সিংহ, নাভারাজবংশের জনৈক রাজা। তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-যুদ্ধে তিনি দিল্লী, লুধিয়ানা, জালন্ধর প্রভৃতি স্থানে ইংরাজপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন, অম্বালা-দরবারে লর্ড ক্যানিং তাঁহার এই উপকারের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট লর্ড এলগিন্ তাঁহাকে লেজিস্লেটিভ্ কৌন্সি-লের সদস্য মনোনীত করেন। উক্ত বর্ষে ৯ই নবেম্বর অত্যধিক পরিশ্রমজনিত জ্বররোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র না থাকায় তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ভগবান্ সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। [নাভা দেখ]

ভরম (ত্রি) ভৃ-বাহুলকাৎ অমচ্। ভরণকর্ত্তা। তস্য অপত্যং শুভ্রাদিত্বাৎ ঠক্। ভারমেয়—ভরণকারীর অপত্য।

ভরস্ (পুং) ভৃ-অসুন্। মরণ। (ঋক্ ৫।১৫।৪)

ভরহপাল, কাষ্টার জনৈক অধিপতি। ইনি টাকবংশীয় ছিলেন।

ভরহুত, মধ্যপ্রদেশের নাগোদরাজ্যের (উচহর) অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনস্থান১। উচহর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এবং প্রয়াগ হইতে ৬০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। স্থত্না রেলষ্টেসন হইতে ৩।।০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে এইস্থানে উপনীত হওয়া যায়।

বহুকাল হইতে এই প্রাচীন নগর নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছিল। ডাঃ কনিংহাম প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদের অনুসন্ধিৎসাগুণে ইহার অভ্যন্তরস্থ লুক্কায়িত ঐতিহাসিক-রত্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দে এইস্থান বৌদ্ধকীর্ত্তির কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানকার বৌদ্ধকীর্ত্তি জগতের একটী প্রাচীন রত্ন। এই ধ্বংসাবশিষ্ট কীর্ত্তিস্তূপের ব্যাস প্রায় ৬৮ ফিট এবং উহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের ব্যাস ৮৮ ফিট। প্রস্তরগঠিত এই বহিঃপ্রাচীর ভগ্ন ও উহার কতকাংশ নিকটস্থ গ্রামবাসী কর্ত্তৃক গৃহনির্ম্মাণার্থ অপহৃত হইলেও অদ্যাপি উহার অর্দ্ধাংশ রক্ষিত আছে।

ইহার অভ্যন্তরস্থিত স্তম্ভশ্রেণী, দ্বারদেশ ও চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের শিল্পনৈপুণ্য ও গঠনাদি দেখিলে উহাকে কিছুতেই সাঁচি স্তূপের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না। ডাক্তার কনিংহাম উহার দ্বারদেশস্থ শিলালিপির অক্ষরমালা দেখিয়া অনুমান করেন যে, সিন্ধুপারস্থিত বৈদেশিক কারিকরগণ শুঙ্গরাজ কর্ত্তৃক মধ্যভারতে আনীত হইয়াছিল। তাহাদের সেই অক্ষর কীর্ত্তি আজিও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া পূর্ব্বগৌরব ঘোষণা করিতেছে। অনেকেই অনুমান করেন যে, এই সুবৃহৎ বৌদ্ধ কীর্ত্তির বহিঃপ্রাচীর সম্রাট্ অশোকের রাজ্যকালে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

এই প্রাচীন মন্দিরগাত্রে যে সমস্ত খোদিত চিত্র আছে, তাহা বৌদ্ধদিগের জাতকগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে ২। এতদ্ভিন্ন কএকটী চিত্রের নিম্নে তদ্বিবরণজ্ঞাপক লিপিও খোদিত আছে ৩। বৌদ্ধ চিত্র ভিন্ন, এখানে হিন্দু চিত্রেরও অভাব নাই। তথায় অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র, জনকরাজ, শীতলাদেবী, যক্ষ ও যক্ষিণী প্রভৃতি মূর্ত্তি এবং অন্যান্য নানাচিত্র পরিশোভিত আছে। এই চিত্রগুলির বেশভূষা হইতে তৎকালের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য উপলব্ধি হইতে পারে। এই ধ্বংসাবশেষের কতকাংশ লইয়া নিকটে আরও একটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতেও অনেকগুলি হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়।

ভরাড়ি, দাক্ষিণাত্যবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা কুন্‌বি জাতির বংশধর বলিয়া পরিচিত। পথে পথে ডমরু বাজাইয়া ইহারা অম্বাবাই বা সপ্তশৃঙ্গীদেবীর মহিমা গান করিয়া বেড়ায়। ভিক্ষাই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের মধ্যে দুইটী স্বতন্ত্র থাক আছে, গদ অর্থাৎ শুদ্ধ ভরাড়ি এবং কদু বা সঙ্কর ভরাড়ি। উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধ চলিত নাই। ইহারা সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ ও বলিষ্ঠ। গো ও শূকরমাংস ব্যতীত অন্য মাংস, মৎস্য ও মদ্যে ইহাদের বিলক্ষণ প্রীতি আছে। আকারানুরূপ ভোজন করিতে সমর্থ হইলেও ইহারা রন্ধনকার্য্যে বিশেষ নিপুণ নহে। মদ্য ব্যতীত গঞ্জা ও তামাকুসেবনে ইহাদের আনুরক্তি অধিক।

ইহারা মরাঠী ভাষায় কথা কয় এবং সাধারণতঃ মহারাষ্ট্রীয়ের ন্যায় বেশভূষা করিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই অলঙ্কার ধারণ করে। পুরুষেরা মাথা নেড়া করিয়া টিকি রাখে। 'গোন্ধল' নৃত্যের সময় ইহারা নানালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া বাদ্য সহকারে তুলজা-ভবানী ও ভৈরবনাথের গীত গায়। নবরাত্র উৎসবের সময় এই নৃত্যগীতের জন্য ইহারা প্রত্যেক কৃষকের নিকট বার্ষিক কিছু কিছু ধান্যাদি পাইয়া থাকে। এই নৃত্য ও দেবদেবীর সঙ্গীত সূর্য্যাস্ত হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত হয়। এইরূপে নাচিয়া গাহিয়া ইহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাতেই ইহাদের উদরান্নের সংস্থান হয়। ইহারা কখনও ভবিষ্যতের জন্য অন্নসংস্থাপন করিয়া রাখে না। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও আলস-প্রকৃতি।

---

১ ভৌগোলিক টলেমি এই স্থানকে Bardaotis নামে উল্লেখ করিয়াছেন। মানচিত্রে ইহার বর্দাদ নাম লিখিত আছে।

২ হংসজাতক, কিন্নরজাতক, মৃগজাতক, মঘাদেবীয় জাতক, যবমঝকিয় জাতক, বিষহরণীয়-জাতক, লতুব-জাতক প্রভৃতি।

৩ অজাতশত্রুচিত্রে "অজাতশত ভগবতো বন্দতে," মায়াদেবীর শ্বেতহস্তি-স্বপ্নদর্শনে 'ভগবতো উক্‌দন্তি'। একটী বৌদ্ধসজ্জে—'জটিল সভা,' অপর বৌদ্ধ-সজ্জে—'সুধম্ম রেব সভা ভগবতো চূড়া মহা' এইরূপ পদ লিখিত আছে।

এই রেবসভা বৌদ্ধাচার্য্য রেবতকৃত মহাবোধিসঙ্ঘ বলিয়া মনে হয়। উক্ত চিত্রাদি ব্যতীত, এখানকার খণ্ডলিপি হইতে শ্রুঘ্ন, পাটলিপুত্র, বিদিশা, কোশাম্বী, নাসিক, অসিতমসা প্রভৃতি নগরের নাম পাওয়া যায়।

দরিদ্র হইলেও ইহাদের ধর্ম্মে বিলক্ষণ মতি আছে। ইহারা হিন্দুর সকল দেবদেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্। প্রত্যেক পূজোপলক্ষে এবং পর্ব্বাদিতে ইহারা উপবাস করে। জেজুরি, মাহুর, পণ্ঢরপুর, সোণারি, তুলজাপুর প্রভৃতি তীর্থস্থ দেবদর্শনে ইহারা অত্যন্ত উৎসুক। ইহারা সাধারণে নাথ-সম্প্রদায়ী বলিয়া পরিচিত। গ্রামস্থ জোষীগণ ইহাদের পৌরোহিত্য করিলেও ইহারা 'কাণফাটা' গোঁসাইর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে। গুরুর প্রতি ইহাদের অচলা ভক্তি আছে।

ডাইন, প্রেতযোনি প্রভৃতিতে ইহাদের বিশ্বাস আছে। জন্ম, মুদ্রা (কর্ণবেধ), বিবাহ ও মৃত্যুবিষয়ক চারিটী সংস্কার ইহাদের যথারীতি সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। ৫ হইতে ৮ বৎসরের মধ্যে মুদ্রা সংস্কার সাধিত হয়। ঐ সময়ে গুরুর সম্মুখে বালক বা বালিকার কর্ণ-তল বিদ্ধ করিয়া পিত্তল বা শৃঙ্গের কড়া পরান হইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহের সংস্কার প্রায় অন্যান্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর মত। সামাজিক কোনরূপ গোল ঘটিলে ইহাদিগকে পঞ্চায়ৎ-সভার আদেশ মান্য করিতে হয়। চৌগুলা, পাটিল ও খার্ভারি নামধেয় ব্যক্তিবর্গ ইহাদের সমাজের নেতা। অন্যান্য সকলে উক্ত মণ্ডলদিগকে বিশেষ সম্মান করিতে বাধ্য।

ইহারা শবদেহ একটী থলের মধ্যে পুরিয়া সমাধিক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। ঐ সময় অশৌচের প্রধান অধিকারী মৃৎপাত্রে অগ্নি রাখিয়া অগ্রে অগ্রে এবং অপর সকলে শিঙ্গা বাজাইয়া মৃতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলে, ইহারা শবগাত্রে ভস্ম মাথায় এবং সেই দেহ গর্ত্ত মধ্যে রাখিয়া উহার উপর ফুল, বিল্বপত্র ও জল দেয়। অশৌচাধিকারী ধূপ হস্তে এবং অপর সকলে তৎপশ্চাৎ কবর প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। শববাহিগণ মৃতের গৃহে আসিয়া নিম্বপত্র চর্ব্বণের পর স্ব স্ব গৃহে গমন করে। তৃতীয় দিনে অশৌচাধিকারী সমাধিভূমে যাইয়া কবরের উপর পূর্ব্ববৎ ফুল প্রভৃতি ছড়াইয়া থাকে। তৎপরে তাহাকে শববাহীদিগের স্কন্ধদেশ মর্দ্দন করিয়া দিতে হয়। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত অশৌচ বা পিণ্ডদানাদির ব্যবস্থা নাই। তিন দিনের পর ১ দিনের মধ্যে, যে কোন দিনেই হউক, ভোজ দিলে সকল কার্য্যের শেষ হইয়া যায়।

ভরাবান, অযোধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

ভরিণী (স্ত্রী) মনো বিভর্ত্তি হরতীতি ভৃ-ণিনি গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ পূর্ব্বাদীর্ঘে সাধুঃ। হরিদ্বর্ণ। (উজ্জল)

ভরিত (ত্রি) ভরোঽস্য জাতঃ ইতচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ হরিদ্বর্ণ। ২ পুষ্ট। ৩ ভারযুক্ত।

ভরিমন্ (পুং) ভৃ (হৃভৃধৃসৃস্তৃশৃভ্য ইমনিচ্। উণ্ ৪।১৪৭) ইতি ভাবে ইমনিচ্। ১ ভরণ। ২ কুটুম্ব। (উজ্জল)

ভরিষ (ত্রি) ভরণকুশল। (ঋক্ ৪।৪০।২)

ভরু (পুং) ভরতি বিভর্ত্তি জগদিতি ভৃঞ্-ভরণে (ভৃমৃশীতৃ চরিৎসরিতনিধনিমিমস্‌জিভ্য উঃ। উণ্ ১।৭) ১ বিষ্ণু। ২ সমুদ্র। ৩ স্বামী। ৪ স্বর্ণ। ৫ শিব। (মেদিনী)

ভরুক (পুং) দক্ষিণদেশভেদ। (বৃহৎসংহিতা ১৪ অ০)

ভরুকচ্ছ (পুং) প্রাচীন দেশভেদ। ইহা ভরোচ নামেই প্রসিদ্ধ। [ভরোচ দেখ।]

ভরুজ (পুং) ভেতি শব্দেন রুজতীতি রুজ-ক। ক্ষুদ্রশৃগাল।

ভরুটক (ক্লী) ভৃ-বাহুলকাৎ উট, সংজ্ঞায়াং কন্। ভৃষ্টামিষ।

ভরে (অব্য০) ভৃ-বাহুলকাৎ এ। সংগ্রাম। (নিঘণ্টু)

ভরেঙ্গ, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী উপত্যকা বিভাগ। শ্রীনগরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। অক্ষা০ ৩৩° ২০´ হইতে ৩৩°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫° ১০´ হইতে ৭৫° ৩৬´ পূঃ। এইস্থান সুরম্য গিরিকন্দর ও নির্ঝরাদিতে পরিশোভিত। আচাবাদ নামক বিখ্যাত প্রস্রবণ হইতে ভরেঙ্গী নদী প্রবাহিত হইয়াছে। মীরবল নামক গিরিসঙ্কট দিয়া এই উপত্যকায় উপনীত হওয়া যায়।

ভরেঙ্গী, কাশ্মীর-রাজ্যে প্রবাহিত একটী নদী। ভরেঙ্গ উপত্যকাদেশে প্রবাহিত বলিয়া ইহার ভরেঙ্গী নাম হইয়াছে। বর্দ্ধমান গিরিপথের একটী দক্ষিণাভিমুখী স্রোত ও উত্তরপশ্চিম পঞ্জাবের তুষার বিগলিত জলরাশি আপনাপন ঢালুপথ বাহিয়া একত্র সম্মিলনে নদীরূপ ধারণ করিয়াছে। পরে ভূগর্ভমধ্যে অদৃশ্যভাবে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় আচাবাদ নির্ঝরিণী-মুখে উদিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণের ধারণা।

ভরেষুজা (ত্রি) সোমের নামান্তর।

"ভরেষুজাং সুক্ষিতিং সুশ্রবসং।" (ঋক্ ১।৯১।২১)

"ভ্রিয়ন্ত এষু হবীংষীতি ভরা যাগাস্তেষু প্রাদুর্ভবন্তং ॥" (সায়ণ)

ভরেহনগরী (স্ত্রী) চর্ম্মণ্বতী নদীর সঙ্গমনিকটবর্ত্তী নগরী ভেদ। এখানে রাজা ভগবান্ দেবের রাজ্যকালে পণ্ডিতবর নীলকণ্ঠ কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধময়ূখ রচিত হয়।

ভরোচ (ভরুচ বা ব্রোচ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তর বিভাগস্থ একটী জেলা। ইহার উত্তর সীমায় মাহীনদী, পূর্ব্বে বরোদা ও রাজপিপ্পলীর সামন্তরাজ্য, দক্ষিণে কিম্ নদী এবং পশ্চিমে কাম্বে (খম্ভাৎ) উপসাগর। ইহার উপকূল বিভাগ প্রায় ৫৪ মাইল বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ১৪৫৩ বর্গ মাইল।

খম্ভাৎ উপসাগরতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ পলিময় মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। মধ্যে মধ্যে বালুকাস্তূপের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কএকটী গণ্ডশৈল সাগরোপকূলের বাঁধরূপে দণ্ডায়মান আছে। মাহী ও কিম্ নদী ব্যতীত এখানে ধাধর ও নর্ম্মদা নামে আরও দুইটী নদী প্রবাহিত দেখা যায়। তীরভূমি অধিক উন্নত হওয়ায়, ইহাদের জলে চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। সমতলক্ষেত্রের জলরাশি খাত মধ্যে প্রবাহিত হইয়া নদীবক্ষে অথবা স্বয়ং পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী ঢালুদেশ-বিধৌত করিয়া খাড়িমুখে পতিত হইতেছে। ধাধর নদীর বিস্তৃত মোহনা ব্যতীত এখানে মোটা, ভুখি ও বন্দ নামে কএকটী খাড়ি আছে।

এখানকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাযুক্ত সমতলক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন এখানে আম্র, তাল, তেঁতুল, বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষ আছে। ঐ তালগাছের রসের এক প্রকার মদিরা প্রস্তুত হয়। ভরোচ নগরের ৬ ক্রোশ উত্তরে নর্ম্মদা নদীর বক্ষঃস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে 'কবীরবট' নামে এক সুবৃহৎ বটবৃক্ষ আছে, প্রবাদ সাধুশ্রেষ্ঠ কবীর ইহার ডালে দাঁতন করিয়াছিলেন *।

বর্ত্তমান ভরুচ (Broach) জেলার প্রাচীন নাম ভরুকচ্ছ। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি ও পেরিপ্লাস 'বরুগজ' (Barugaza) শব্দে এই স্থানের নামোল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দু জাতির সুপ্রাচীন পুরাণ গ্রন্থে এই জনপদ ও তদ্দেশবাসীর উল্লেখ থাকিলেও ইহার সেই প্রাচীনতম কালের ইতিহাস পাওয়া যায় না †। শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দে ভরুকচ্ছবিষয়ে গুর্জ্জরবংশীয় দদ্দবংশধরগণ রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন ‡। বলভীরাজ ৪র্থ ধ্রুবসেন ৩৩০ শাকে ভরুকচ্ছ জয় করিয়া আপন শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন।

গুর্জররাজ জয়ভট্ট ও দদ্দ ১ম প্রথমে সমস্তরাজ বলিয়া উক্ত হইয়াছিলেন১। ৪০০-৪১৭ শকে উৎকীর্ণ ২য় দদ্দের (প্রশান্তরাগ) শিলালিপিতে একমাত্র মহারাজাধিরাজ নাম পাওয়া যায়। তৎপরে এখানে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। কাবী নগর হইতে প্রাপ্ত রাজা ৩য় গোবিন্দের ৭৪৯ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ভরোচ নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল ২।

১৬১৬ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যবিস্তারকল্পে ইংরাজগণ এখানে একটী কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ইহার পূর্ব্বে এই স্থান দেশীয় সামন্তগণের ও মুসলমান নবাবগণের অধিকারভুক্ত ছিল; কিন্তু সেই সময়ে এখানে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে সুরাষ্ট্র-দুর্গ অবরোধের পর, ইংরাজগণ প্রথমে স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত রাজকীয় সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সুরাষ্ট্রে রাজকীয় শাসনদণ্ড ধারণ করিবার অনতিপরে রাজস্বসংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরে ইংরাজের সহিত ভরোচপতির বিরোধ উপস্থিত হয়। তদনুসারে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে সুরাট হইতে নবাবের বিরুদ্ধে ইংরাজসৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। ইংরাজসেনা এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন; কিন্তু পরবৎসর ভরোচ-নবাব ইংরাজকে স্বীকৃত ৪ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা দিতে অক্ষম হইলে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ পুনরায় ভরোচরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে ভরোচ নগর ও ১৬২ খানি গ্রাম ইংরাজের অধিকৃত হয় এবং ইংরাজসেনানী ওয়েডারবরণ নিহত হন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে অঙ্কলেশ্বর, হাসোঁত, দেহেজবাড় ও আমোদ প্রভৃতি প্রদেশ ইংরাজাধীনে থাকে। সালবাইর সন্ধিসর্ত্তে ইংরাজগণ পূর্ব্বজিত রাজ্য গুলি মহাদজি সিন্দিয়াকে এবং পরবর্ত্তী অধিকৃত স্থান গুলি পেশবার হস্তে সমর্পণ করেন। ১৯ বৎসর কাল এই প্রদেশ মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারে ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনা সিন্দেরাজের অধিকৃত গুজরাত প্রদেশ আক্রমণ করে ও ভরোচ নগর অধিকার করিয়া লয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পুণা সন্ধির পর আরও তিনটী উপবিভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত

* য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এই বৃক্ষের ৩৫০টী বড় ও ৩ হাজার ছোট ছোট গুঁড়ি ছিল এবং উহার মূল গুঁড়ির পরিধি প্রায় ২০০০ ফিট ছিল। এক সময়ে এই বৃক্ষের নিম্নে ৭ হাজার সৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বিশপ হেবার (Bishop Heber) ঐ বৃক্ষ দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, অল্প দিন হইল নদীর বন্যায় ইহার কতকাংশ ভাসিয়া গিয়াছে, এখনও যাহা আছে, তাহার দ্বিতীয় আর জগতে নাই। 'Enough remains to make it one of the most noble groves in the world.' কাল ও বন্যা প্রভাবে ইহার সে পূর্ব্বগৌরব নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

† ভারুকচ্ছ (মৎস্যপু॰ ১১৪।৫০), ভীরুকচ্ছ (মার্ক॰পু॰ ৫৭।৫১) ভারকচ্ছ (বামনপু॰ ১৩।৫১), ভৃগুকচ্ছ (রেবাখণ্ড ৪১।১।১০) ভরোচ্ছ (বৃহৎস॰ ১৪।১১) এবং সোমেশ্বরকৃত কীর্ত্তিকৌমুদী ৪।৪২-৬৫, প্রভাসখ॰ ১৭৩ অ॰ ও জৈনহরিবংশ ১৩৯।২১১ প্রভৃতি গ্রন্থে এই স্থানের নাম ও তদ্দেশবাসীর উল্লেখ আছে।

‡ Indian Antiquary, Vol. V. p. 110-115.

(১) কারণ শিলালিপিতে তাঁহাদের ঠাকুর, সমধিগত পঞ্চমহাশব্দ ও মহাসামন্তাধিপতি প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়। Ind. Ant. Vol III p. 633, Vol. VII. p. 199.

(২) Indian Antiquary, Vol. V. p. 151.

হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের কোলিবিদ্রোহ ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মুসলমান ও পার্সীগণের পরস্পর বিবাদ এখানকার উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা।

বিচার-বিভাগের সুবিধার জন্য এই জেলা আমোদ, ভরোচ, অঙ্কলেশ্বর, জম্বুসর ও বগ্রা নামক পাঁচটী প্রধান নগরের নামেই উক্ত পাঁচটী তহশীলের সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে ১৫টী প্রধান তীর্থ আছে, তন্মধ্যে ১১টী হিন্দুর ও ৪টী মুসলমানের। শুক্লতীর্থ, ভারভূত ও করোড় নামক স্থানে দেবপূজোপলক্ষে মহামেলা হয়। ঐ সময়ে কখন কখন লক্ষাধিক লোকসমাগম হইয়া থাকে।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে এখানে দেগম, টঙ্কারি, গন্ধার, দেহেজ, ও ভরোচ নামে পাঁচটী বন্দর ছিল। তন্মধ্যে ভরোচ ও টঙ্কারি বন্দরে আজিও প্রভূত বাণিজ্য চলিতেছে।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩০২ বর্গ মাইল। এখানকার নর্ম্মদা নদীতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ অধিক উর্ব্বরা।

৩ গুজরাত প্রদেশের ভরোচ জেলার প্রধান নগর। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণকূলে, মোহনা হইতে ১৫ ক্রোশ দূরে, অবস্থিত। অক্ষা° ২১°৪৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২´ পূঃ। উক্ত নদীর অপর পারে দাঁড়াইয়া নগরের শোভা দেখিতে অতীব মনোরম। স্থানীয় প্রবাদ, অনহিলবাড়পতি সিদ্ধরাজ জয়-সিংহ ১২শ শতাব্দে নদীতীরে প্রস্তর প্রাচীর এবং অপর দিক্‌ত্রয়ের প্রাকার ও পরিখাদি নির্ম্মাণ করেন। মিরাট্ ই সিকেন্দরি নামক মুসলমান ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, আহ্মদনগররাজ সুলতান বাহাদুরের আদেশ ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে এখনকার গড় ও পরিখা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব নগর-প্রাচীর নষ্ট করিয়া দেন। উহার ২৫শ বৎসর পরে, মহারাষ্ট্র-সৈন্যের আক্রমণ হইতে নগররক্ষার জন্য তিনি আবার ঐ প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভূমিভাগের প্রাকারাদি কালসহকারে বিলয় পাইয়াছে, এমন কি, কোথাও কোথাও তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। নদীর বন্যা হইতে নগররক্ষার্থ দক্ষিণদিকে যে প্রাচীর আছে, তাহা প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ ও ১ মাইল লম্বা। সেই প্রস্তরপ্রাচীর এখনও পূর্ণসংস্কার রহিয়াছে। উহার কোন স্থান ভঙ্গ হয় নাই। এই প্রাচীরে ৫টী বৃহৎ দ্বার আছে। প্রাচীরের উপরিভাগ এরূপ প্রশস্ত যে, তাহার উপর দিয়া লোকে গমনাগমন করিতে পারে। এই দেউলের মধ্যস্থল ৬০ হইতে ৮০ ফিট উচ্চ।

কিংবদন্তী এইরূপ যে, ভৃগু নামক জনৈক মুনি এই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারই নামানুসারে এই স্থান ভৃগুপুর নামে কথিত হয় †।

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে এইস্থান বরুগজা বা বড়গজ নামে ঘোষিত হইতে থাকে। তৎকালে এই নগর পশ্চিমভারতের একটী প্রধান বন্দর ও রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল। দুই শতাব্দ পরে, এই নগরে রাজপুত রাজবংশের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াংএর বর্ণনা হইত জানা যায় যে, এখানে ১০টী বৌদ্ধসঙ্ঘারাম, ১০টী মন্দির ও ৩ শত ভিক্ষু ছিল। উহার অর্দ্ধ শতাব্দ পরে ভরোচনগরের সমৃদ্ধিগৌরব চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। বাণিজ্যসমৃদ্ধিতে লুব্ধ হইয়া মুসলমানগণ ঐ সময়ে পশ্চিমভারতে যুদ্ধার্থ আগমন করেন। অনহিলবাড়ের রাজপুতরাজগণের রাজত্বকালে (৭৪৬-১৩০০ খৃঃ) ইহার বাণিজ্য প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। অনহিলবাড়-রাজবংশের অধঃপতন ঘটিলে, ভরোচরাজ্য বিভিন্ন রাজগণের হস্তগত হয় এবং সেই বিশৃঙ্খলতায় সময় বাণিজ্যের হ্রাস হইয়া পড়ে। ১৩৯১-১৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান আহ্মদাবাদের মুসলমান রাজবংশের অধিকারে থাকে। তন্মধ্যে ১৫৩৪-৩৬ খৃষ্টাব্দ দুই বৎসর কাল সম্রাট্ হুমায়ুনের জনৈক সেনাপতি এখান-কার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে ১৫৩৬ ও ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ দুইবার এই নগর লুণ্ঠন করেন *। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগরের শেষ মুসলমানরাজ ৩য় মুজঃফর শাহ সম্রাট্ অকবর শাহকে ভরোচ সমর্পণ করেন। ১০ বৎসর পরে মুজঃফর স্বাধীন হইয়াও মোগলরাজের করায়ত্ত হন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজবণিকগণ এবং ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ বণিকগণ এখানে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। অরঙ্গজেবের শাসন-কালে মোগলশক্তিকে ক্রমশঃ হীনবল দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ ১৬৭৫ ও ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। তাহাদের দ্বিতীয়বার আক্রমণের পর সম্রাট্ অরঙ্গজেব ইহার প্রাকারাদি পুনর্নির্ম্মাণের আদেশ দেন। নগরভাগ সংস্কৃত হইলে তিনি উহার সুখাবাদ নাম রাখিয়া ছিলেন। নিজাম-উল্-মুল্ক ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ভরোচের মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে নবাব

† এখানে বহুসংখ্যক ভার্গব ব্রাহ্মণের বাস আছে। তাহারা মহর্ষি ভৃগুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়।

* পর্ত্তুগীজগণ এই নগরের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নগর অট্টালিকা পরিশোভিত এবং হস্তিদন্তনির্ম্মিত সুচিক্কণ দ্রব্য ও সূক্ষ্মবস্ত্র-সমূহে পূর্ণ ছিল। তৎকালে এখানকার তন্তুবায়গণ উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করিতে পারিত। Decadas de Couto, V. p. 325.

উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে বিফলমনোরথ হইয়া পুনরায় নব উদ্যমে ইংরাজগণ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভরোচ বন্দর অধিকার করে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সিন্দেরাজ হস্তে সমর্পণ করিয়া, পুনরায় ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ উহা কাড়িয়া লন।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই ভৃগুকচ্ছ নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে পশ্চিম এসিয়ার সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের সংস্রব ছিল। এই ভরোচ নগর হইতে পণ্য দ্রব্যাদি পোতযোগে পশ্চিমে আদেন ও লোহিতসাগরতীরবর্ত্তী বন্দরসমূহে এবং পূর্ব্বে বাঙ্গালা, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও সুদূর চীন পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইত। এক্ষণে বোম্বাই, সুরাষ্ট্র ও কচ্ছ দেশের মাণ্ডবীবন্দর পর্য্যন্ত ভরোচের জলপথের বাণিজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে। কার্পাসবস্ত্র, লৌহ, কাষ্ঠ, সুপারী, গুড়, চাউল প্রভৃতি এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এখানকার 'বাস্তা' নামক সূক্ষ্ম বস্ত্র ও অন্যান্য প্রকার কেলিকোবস্ত্রের জন্য ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিক্‌গণ এখানে কুঠী করিতে বাধ্য হন। বোম্বাই, সুরাষ্ট্র, আহ্মদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বস্ত্রবয়নের কল স্থাপিত হইলেও, এখানকার হাতের তাঁত (দেশীয় বস্ত্রবয়নযন্ত্র) অদ্যাপি অপ্রতিহত রহিয়াছে। কেবলমাত্র কতকগুলি তন্তুবায় উন্নতির আশায় বোম্বাই নগরে গমন করিয়াছে।

এই প্রাচীননগরে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান কীর্ত্তি রক্ষিত আছে। মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ মন্দির বিধ্বস্ত হয় এবং তৎপরিপর্ত্তে তাহারই প্রস্তরাদি লইয়া মুসলমানের মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১ জুমা মসজিদ, ২ বাবা রহন্ সাহেবের দারগা, ৩ ইদ্রুস্ মস্‌জিদ্, ৪ ছত্রপীরের সমাধি-মন্দির, ৫ মাদ্রাসা-মস্‌জিদ্, ৬ শেঠের-হাবেলী, ৭ ভৃগুস্থান বা আশ্রম, ৮ কবীরস্থান, ৯ গঙ্গানাথ মহাদেব, ১০ অম্বাজীমাতা, ১১ পিঙ্গলেশ্বর (দশাশ্বমেধ তীর্থ), ১২ লালুভাইয়ের বাব্, ১৩ খেরুদ্দীনের বাব্, ১৪ ফাটাতলাও বাব্, ১৫ ওলন্দাজদিগের কবরস্থান, ১৬ আদীশ্বর ভগবান্, ১৭ বহুচারাজীমাতা, ১৮ নারায়ণস্বামী, ১৯ সাটু খোবনের ধর্ম্মশালা, ২০ সোমনাথ, ২১ ভৃগুভাস্করেশ্বর, ২২ ভূতনাথ, ২৩ কাশীবিশ্বস্তর, ২৪ মনসুব্রতস্বামী, ২৫ দেরাসর (জৈন মন্দির), ২৬ চোবিবট্টো মন্দির, ২৭ পার্শ্বনাথমন্দির, ২৮ সাগরগচ্ছের আদীশ্বর, ২৯ ওলন্দাজদিগের কুঠী, ৩০ ভীড়-ভঞ্জন কূপ, ৩১ নীলকণ্ঠ মহাদেব ও ৩২ সিদ্ধবাই মাতার মন্দির প্রভৃতি দেখিবার জিনিষ। পার্সিদিগের শ্মশানপুরী (Tower of Silence) দেখিলে অনুমান হয় যে, পার্সিগণ এখানে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের প্রারম্ভে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন।

ভরোষ্টী, ওড়বজাতীয় রাগবিশেষ। পুরিয়া, গৌরী ও শ্যাম-যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরত্না০)

ভর্গ (পুং) ভৃজ্যতে কামাদিরনেনেতি ভৃজ-'হলশ্চেতি' ঘঞ্। ১ শিব।

"প্রত্যুবাচ ততো ভর্গঃ পুরা দক্ষপ্রজাপতেঃ।
দেবি ত্বঞ্চ তথাস্যাশ্চ বহ্ব্যোঽজায়ন্ত কন্যকাঃ॥"
(কথাসরিৎসাগর ১।৩৪)

২ বীতিহোত্রের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৭।৯)

৩ আদিত্যান্তর্গত তেজঃ।

"আদিত্যান্তর্গতং বর্চো ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ।
জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ॥
ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যং সূর্য্যমণ্ডলে॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ভাবে ঘঞ্। ৪ ভর্জন। ৫ ধৃষ্টকেতুবংশীয় নৃপভেদ। (হরি-বংশ ২৯ অ০) ৬ দেশভেদ।

ভর্গতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (বারাহী ৫।২।৯)

ভর্গভূমি (পুং) নৃপপুত্রভেদ। (হরিবংশ)

ভর্গস্ (ক্লী) ভর্জতে ইতি ভৃজ-ভর্জনে (অঞ্চ্যঞ্জিযুজিভৃজিভ্যঃ কুশ্চ। উণ্ ৪।২১৫) ইতি অসুন্, কবর্গশ্চান্তাদেশঃ। জ্যোতিঃ।

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি" (ঋক্ ৩।৬২।১০)

ভর্গস্বৎ (ত্রি) দীপ্তিমৎ, মধুর। (অথর্ব্ব০ ৬।৬৯।২)

ভর্গাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। যথা—ভর্গ, করূষ, কেকয়, কশ্মীর, সাল্ব, উরস্, কৌরব্য। (পাণিনি)

ভর্গায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি, প্রবরর্ষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

ভর্গ্য (পুং) ভৃজ-(ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) ইতি ণ্যৎ, চজোঃ কুঘিণ্ণ্যতোরিতি কুত্বং। ভর্গ। (অমরটীকা ভরত)

ভর্চ্চু, জনৈক কবি। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ইঁহার উল্লেখ আছে।

ভর্জ্জন (ক্লী) ভৃজ-ল্যুট্। ভৃষ্টি, চলিত ভাজা, তণ্ডুলাদির পাকভেদ। (শব্দমালা)

ভর্ণস্ (ত্রি) ভৃ-অসুন্, নুগাগমঃ। ভরণকারক।

"ইন্দুং সহস্রচক্ষসং সহস্রভর্ণসং" (ঋক্ ৯।৬০।২)

ভর্ত্তব্য (ত্রি) ভৃ-তব্য। ভরণীয়, পোষণীয়।

"বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥" (দায়ভাগ)

ভর্ত্তৃ (পুং) বিভর্ত্তি, পুষ্ণাতি, পালয়তি, ধারয়তীতি বা ভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ (ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ইতি তৃচ্। অধিপতি।

"সোঽপশ্যৎ প্রণিধানেন সন্ততেঃ স্তম্ভকারণম্।
ভাবিতাত্মা ভুবো ভর্ত্তুরথৈনং প্রত্যবোধয়ৎ ॥"
(রঘুবংশ ১।৭৪)

পর্য্যায়—অধিপ, ঈশ, নেতা, পরিবৃঢ়, অধিভূ, পতি, ইন্দ্র, স্বামী, নাথ, আর্য্য, প্রভু, ঈশ্বর, বিভু, ঈশিতৃ, ইন, নায়ক, (হেম) ভার্য্যাকে ভরণ করেন বলিয়া পতির নাম ভর্ত্তা।

"ভর্য্যায়া ভরণাদ্ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ।
অহং ত্বাং ভরণং কৃত্বা জাত্যন্ধং সম্ভূতঃ তদা ॥
নিত্যকালং শ্রমেণার্ত্তা ন ভরেয়ং মহাতপঃ ॥"
(ভারত ১।১০৪।২৮)

২ বিষ্ণু। (ত্রি) ৩ ধাতা ও পোষ্টা। (ঋক্ ১০।২২।৩)

ভর্ত্তৃকৃত্য (ক্লী) স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য। পত্নীর স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং গর্ভাধানাদি সম্বন্ধে পতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভাব-প্রকাশে লিখিত হইয়াছে :—

"আয়ুঃক্ষয়ভয়াদ্ভর্ত্তা প্রথমে দিবসে স্ত্রিয়ম্।
দ্বিতীয়েঽপি দিনে রত্যৈ ত্যজেদৃতুমতীং তথা ॥
তত্র যশ্চাহিতো গর্ভো জায়মানো ন জীবতি।
আহিতো যস্তৃতীয়েঽহ্নি স্বল্পায়ুর্বিকলাঙ্গকঃ ॥
অতশ্চতুর্থী ষষ্ঠী স্যাদষ্টমী দশমী তথা।
দ্বাদশী বাপি যা রাত্রিস্তস্যাং তাং বিধিনা ভজেৎ।"

ভর্ত্তৃঘ্নী (স্ত্রী) ভর্ত্তারং হন্তীতি হন-ঢক্ ঙীপ্। পতিঘাতিনী।

ভর্ত্তৃত্ব (ক্লী) ভর্ত্তুর্ভাবঃ ত্ব। পতিত্ব, পতির ভাব বা ধর্ম্ম।

ভর্ত্তৃদারক (পুং) ভর্ত্তা ভ্রিয়তে ইতি দৃঙ্ আদরে কর্ম্মণি ঘঞ্ ততঃ স্বার্থে কন্। নাট্যোক্তিতে যুবরাজ, নাটকে বর্ণনা স্থলে যুবরাজকে ভর্ত্তৃদারক বলিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে। (অমর)

ভর্ত্তৃপ্রাপ্তিব্রত, স্বামিলাভ জন্য স্ত্রীগণের আচরণীয় ব্রতভেদ। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, বাসন্তী শুক্লপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। (বরাহপুরাণ ২৬৯ অধ্যায়)

ভর্ত্তৃভট্ট, গুহিল বংশীয় জনৈক রাজপুত রাজা। তিনি মঙ্গলের পর চিতোর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তৎপ্রতিষ্ঠিত অজয়গড় ও ধরণগড় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহার ১৩শ পুত্র মালব ও গুর্জ্জররাজ্যে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভাট্টেয়া গিহ্লোট নামে পরিচিত হইয়াছিল।

ভর্ত্তৃমতী (স্ত্রী) ভর্ত্তা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। স্বামিযুক্তা স্ত্রী, সধবা স্ত্রী।

ভর্ত্তৃমেণ্ঠ, জনৈক প্রাচীন কবি। শ্রীকণ্ঠরচিত শার্ঙ্গধরপদ্ধতি ও সুবৃত্তিতিলকে ইঁহার রচিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কবি রাজশেখরকৃত প্রচণ্ডপাণ্ডব গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"বভূব বল্মীকভবঃ পুরা কবিস্ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্ত্তৃমেণ্ঠতাং।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতিরেখয়া স বর্ত্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ ॥"

ভর্ত্তৃযজ্ঞ, জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত। ইনি কাত্যায়ন-শ্রৌত-সূত্রের একখানি ভাষ্য ও শ্রাদ্ধকল্প প্রণয়ন করেন। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রভাষ্যপ্রণেতা অনন্ত ও যাজ্ঞিকদেব এবং হেমাদ্রি, শূলপাণি প্রভৃতি ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ভর্ত্তৃব্রতা (স্ত্রী) ভর্ত্তা এব ব্রতং যস্যাঃ। পতিব্রতা স্ত্রী।

ভর্ত্তৃসাৎ (অব্য০) ভর্ত্তৃ-সাতি। ভর্ত্তার অধীন।

"ঔরসাঃ ক্ষেত্রজাস্তেষাং নির্দ্দোষা ভাগহারিণঃ।
সুতাশ্চৈষাং প্রভর্ত্তব্যা যাবদ্বৈ ভর্ত্তৃসাৎকৃতাঃ ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যস০ ২।১৪৪)

ভর্ত্তৃস্থান (ক্লী) ১ তীর্থভেদ। (ভারত বনপ০৮৪অ০) ২ পতিস্থান।

ভর্ত্তৃস্বামিন্, জনৈক প্রাচীন কবি। [ভট্টি দেখ।]

ভর্ত্তৃহরি (পুং) স্বনামখ্যাত জনৈক বৈয়াকরণ ও কবি। তিনি উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা। রাজাবলীতে লিখিত আছে, গন্ধর্ব্বসেনের ঔরসে দাসী গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়।

"অথ কালেন কিয়তা রমমাণো মহীতলে।
দাস্যাং গন্ধর্ব্বসেনস্তু পুত্রমেকমজীজনৎ ॥
তস্য ভর্ত্তৃহরীত্যেবং নাম চক্রে মহামতিঃ।"
(রাজাবলী ৪।১-২)

বত্রিশ-সিংহাসনে তাঁহার বিবরণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বিক্রমাদিত্যের পিতার ঔরসে তদীয় মাতৃসখীর গর্ভে ভর্ত্তৃহরি জন্ম গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্যের পরামর্শে তাঁহার মাতামহ তাঁহাকে রাজসিংহাসন অর্পণ করেন। তিনি অতি-শয় স্ত্রৈণ ছিলেন। পরে স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতার বিষয় অবগত হইয়া সংসারত্যাগী হন। তাঁহার প্রণীত হরিকারিকা, বাক্য-পদীয় ও শৃঙ্গারশতকাদি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। অনেকে তাঁহার এই রাজভ্রাতৃত্ব অনুমান সাপেক্ষ বলিয়া কল্পনা করেন। প্রবাদ, রাজা ভর্ত্তৃহরি আপন প্রিয়তমা পত্নীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া রাজসিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক বারাণসীধামে আগমন করেন। এখানে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া তিনি যোগী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক নামে ১০০ শ্লোকাত্মক ৩ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থ কয়খানি ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ফরাসী ভাষায় এবং তৎপরে লাটিন, জর্ম্মণ ও ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত হয়। ব্যাকরণশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তদ্রচিত বাক্যপদীয় বা হরিকারিকাসূত্র পাণিনির ন্যায় আদৃত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তিনি মহাভাষ্যদীপিকা ও মহাভাষ্যত্রিপদী ব্যাখ্যানামে দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়া যান। কেহ কেহ

তাঁহাকে ভট্টিকাব্য প্রণেতা বলিয়া মনে করেন *। প্রবাদ তিনি স্বীয় ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যের হস্তে নিহত হন।

[বিক্রমাদিত্য দেখ।]

২ রাগিণীবিশেষ। ইহার নামান্তর ভাটিয়ারি বা ভেটিয়ালা এই রাগিণী ললিত ও পরজ যোগে উৎপন্ন। সা বাদী, ম সম্বাদী। স্বরগ্রাম।

"ঋ গ ম প ধ নি সা :" (সঙ্গীতরত্না°)

ভর্ত্তৃহরি যোগী, সাধুসম্প্রদায়বিশেষ। বিক্রমাদিত্যভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। রাজা ভর্ত্তৃহরি কোন যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কারণে তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাম্প্রদায়িকগণও যোগী নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহারা বাদ্যযন্ত্রহস্তে ভর্ত্তৃরাজের গুণকীর্ত্তন করিয়া বেড়ায়। কাশীধামের রাওরি-তলাও নামক স্থানে তাহাদের প্রধান আড্ডা। ইহারা গেরুয়া বসন পরে এবং শবদেহ সমাধিস্থ করে।

ভর্ত্তৃহেম, 'শৃঙ্গারশতক'নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। ভর্ত্তৃহরির নামান্তর।

ভৎ‍স, অধিক্ষেপ। চুরাদি° উভয় সক° সেট্। লট্ ভৎ‍সয়তি-তে। লোট্ ভৎ‍সয়তু-তাং। লুঙ্ অবভৎ‍সৎ-ত।

ভৎ‍র্সক (ত্রি) ভৎ‍স-ণ্বুল্। ভৎ‍র্সনাকারী, তিরস্কারক।

ভৎ‍সন (ক্লী) ভৎ‍স-ল্যুট্। অপকার-বচন, অধিক্ষেপ, অপকার-গী। পর্য্যায়—কুৎসা, নিন্দা, জুগুপ্সা, গর্হা, গর্হণ, নিন্দন, কুৎসন, পরিবাদ, পরীবাদ, জুগুপ্সন, আক্ষেপ, অবর্ণ, নির্ব্বাদ, অপক্রোশ। (শব্দরত্না°) ভৎ‍স-যুচ্ টাপ্।

"ইত্যাদি ভৎ‍সনাং কৃত্বা গচ্ছন্তিস্তৈঃ সমং স চ।
বিবশঃ প্রযযৌ বিষ্ণু-দত্তস্তূষ্ণীং বভূব চ॥"
(কথাসরিৎসা° ৩২।৫৩)

ভৎ‍সপত্রিকা (স্ত্রী) ভৎ‍সতে স্মেতি ভৎ‍স-ঘঞ্, ভৎ‍সং নিন্দিতং পত্রং যস্যাঃ,কপ্ টাপ্ অত ইত্বং। মহানীলী। (রাজনি°)

ভর্ভ, হিংসা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ভর্ভতি। লোট্ ভর্ভতু। লিট্ বভর্ভ। লুঙ্ অভর্ভীৎ।

ভর্থনা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের এতাবা জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। চম্বল ও কুমারী নদীর তীরবর্ত্তী বন্যপ্রদেশ, যমুনা উপত্যকা ও উত্তর দোয়ার লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূ-পরিমাণ ৪১৫ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান গ্রাম এবং তহসীলের সদর। এতাবা নগর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে।

* ভট্টিকাব্যপ্রণেতা ভর্ত্তৃহরি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা নহেন, ইনি বলভীরাজ শ্রীধরসেনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্রে ইহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

ভর্থর, গুজরাতবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা শস্যাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে।

ভর্দাগড়, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটী ভূ-সম্পত্তি। জনৈক গোঁড় সর্দার এখানকার জায়গীরদার। টাকধানা বা পাঞ্জুরা গ্রামে তাঁহার বাসবাটী বিদ্যমান।

ভর্ম্ম, রাষ্ট্রকূটবংশীয় জনৈক রাজা। তিনি বাজকদিগের অধিপতি ছিলেন। প্রভাসে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজ্যকালের ১৪৩৭ ও ১৪৪২ সম্বতের উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া যায়।

ভর্সিয়ান, সুলতানপুরবাসী রাজপুত জাতির একটী শাখা। ভঁইসোল গ্রামে বাস হেতু তাহারা ভঁইসোলিয়ান বা ভর্সিয়ান সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। তাহারা মৈনপুরবাসী চৌহানদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। করণসিংহ নামক তাহাদের জনৈক সর্দার অযোধ্যাপ্রদেশে আসিয়া বাঙ্গি কন্যার পাণি-গ্রহণ করে। তাহার জনৈক বংশধর রাজসিংহ শের শাহের রাজত্বকালে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া খান্-ই-আজম ভঁইসোলিয়ান্ আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিল। আইন-ই-অকবরী-বর্ণিত চৌহান-ই-নৌ-মুস্‌লিম নামক মুসলমানগণ এই বংশীয় বলিয়া পরিচিত।

ভর্ম্ম (ক্লী) ভ্রিয়তেঽনেনেতি ভৃ-বাহুলকাৎ মন্। ১ স্বর্ণ। ২ ভৃতি। ৩ নাভি। (দ্বিরূপকো°)

ভর্ম্মণ্যা (স্ত্রী) ভর্ম্মণি ভরণে সাধুরিতি ভর্ম্মন্-যৎ-টাপ্। বেতন। (হেম)

ভর্ম্মন্ (ক্লী) ভরতি ভ্রিয়তে বেতি ভৃঞ্ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪) ইতি মনিন্। ১ বেতন। (হেম) ২ স্বর্ণ। ৩ ধুস্তূর। (অমর) ৪ নাভি। (বিশ্ব) ৫ ভরণ।

"তস্য ভর্ম্মণে ভুবনায় দেবাঃ" (ঋক্ ১০।৮৮।১)

'ভর্ম্মণে ভরণায়' (সায়ণ)

ভর্ম্ম্যাশ্ব (পুং) ভরতবংশীয় নৃপভেদ।

(ভাগবত ৯।২১।২৪)

ভর্ব, হিংসা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ভর্বতি। লোট্ ভর্বতু। লিট্ বভর্ব। লুঙ্ অভর্বীৎ।

ভলগমড়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাঠিয়াবাড় বিভাগের ঝালাবার জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দারগণ ইংরাজরাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

ভলগাম-বুলদোই, দক্ষিণ কাঠিয়াবাড় বিভাগের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভলগাম নামক গ্রাম এখানকার প্রধান স্থান। অক্ষা° ২২° ২৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৫৪´ পূঃ।

ভল, ১ বধ। ২ দান। ৩ নিরূপণ। ভ্বাদি॰ আত্মনে॰ সক॰ সেট্। লট্ ভলতে। লোট্ ভলতাং। লিট্ বভলে। লুঙ্ অভলিষ্ট। ভল-নিরূপণ। চুরাদি॰ আত্মনে॰ সক॰ সেট্। লট্ ভালয়তে। লিট্ ভালয়াঞ্চক্রে। লুঙ্ অবীভলত।

ভলতা (স্ত্রী) ভাতীতি ভা-বাহুলকাৎ ড। ভা চাসৌ লতা চেতি কর্ম্মধা॰। রাজবলা (শব্দরত্না॰)

ভলন্দন (পুং) ১ কান্যকুব্জদেশীয় নৃপবিশেষ।

"কলাবতী কান্যকুব্জে বভূবাযোনিসম্ভবা।
জাতিস্মরা মহাসাধ্বী সুন্দরী কমলাকলা॥
কান্যকুব্জে নৃপশ্রেষ্ঠো ভলন্দন উরুক্রমঃ।
স তাং সংপ্রাপ যোগান্তে যজ্ঞকুণ্ডসমুত্থিতাম্॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ শ্রীকৃষ্ণজন্মখ॰ ১৭ অ॰)

এই রাজা যোগাবসানে অযোনিসম্ভবা কলাবতীকে লাভ করিয়াছিলেন। ২ দিষ্টবংশীয় নৃপভেদ। নাভাগের পুত্র। [নাভাগ দেখ।]

মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইনি ভনন্দন নামে অভিহিত হইয়াছেন। নাভাগ সুপ্রভা নাম্নী জনৈক বৈশ্যকন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া পিতার অনভিমতে তদীয় পাণিগ্রহণ করেন বলিয়া পিতৃসিংহাসনে বঞ্চিত হন। তাঁহার তনয় ভনন্দন মাতার আদেশে গো-পালন করিবার অভিপ্রায়ে হিমালয়শৈলে গমনপূর্ব্বক তথায় তপঃপরায়ণ নীপ নৃপতির অনুগ্রহে বিবিধ অস্ত্রবিদ্যায় বলীয়ান্ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুনরায় পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। ইঁহারই ঔরসে বিখ্যাত বৎসপ্রী রাজা জন্মগ্রহণ করেন। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১১৪-১১৬ অঃ)

ভললা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ভললা গ্রামই এখানকার প্রধান স্থান। অক্ষা॰ ২২° ৫১´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭১° ৫৬´ পূঃ।

ভলানস্, ঋগ্বেদ-বর্ণিত একটী প্রাচীন জাতি। জাতিতত্ত্ববিদ্ অপার্ট (Dr. Oppert) ইহাদিগকে বোলান-গিরিসঙ্কটবাসী ব্রাহুই জাতি বলিয়া অনুমান করেন। (ঋক্ ৭।১৮।৭)

ভলোট, নিম্নশ্রেণীর রাজপুত জাতিবিশেষ। ভলোট গ্রামে বাস হেতু তাহারা এইরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভল্ল, ১ বধ। ২ দান। ৩ নিরূপণ। ভ্বাদি॰ আত্মনে॰ সক॰ সেট্। লট্ ভল্লতে। লোট্ ভল্লতাং। লিট্ বভল্লে। লুঙ্ অভল্লিষ্ট। এই ধাতু পরস্মৈপদীও হইয়া থাকে।

ভল্ল (পুং) ভল্লতে ইতি ভল্ল-অচ্। ১ ভল্লূক। (অমর) ২ দেশভেদ। (বৃহৎস॰ ১৪।৩০) (ক্লী) ৩ শস্ত্রভেদ। হারীতে লিখিত আছে;—এই শস্ত্র দ্বারা দেহবিদ্ধ শল্যাদি উদ্ধার করা যায়।

"স চ শল্যোদ্ধরণকঃ প্রোচ্যতে বৈদ্যকাগমে।
নারাচবাণশূলাদ্যৈর্ভল্লৈঃ কুন্তৈশ্চ তোমরৈঃ॥"

(হারীত প্রথমস্থা॰ ২ অ॰)

ভল্লক (পুং) ভল্ল-স্বার্থে কন্। ১ ভল্লূক (দ্বিরূপকো॰) ২ পক্ষিভেদ।

"কাকগৃধ্রবকশ্যেন-ভাসভল্লকবর্হিণঃ।
হংসসারসচক্রাহ্ব-কাকোলূকাদয়ঃ খগাঃ॥"

(ভাগ॰ ৩।১০।২৩)

৩ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। ৪ ভল্লাতক বৃক্ষ। ৫ সন্নিপাতবিশেষ।

ভল্লকিমৎস্য (পুং) মৎস্যবিশেষ। চলিত ভাটা মাছ। ইহার গুণ শীতল, গুরু, বলকর, মধুর ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। (রাজনি)

ভল্লকীয় (ত্রি) ভল্লস্য অপত্যং ছ। ভল্লকের অপত্য।

ভল্লট, কাশ্মীরবাসী জনৈক কবি। ইনি রাজা শঙ্করবর্ম্মার আশ্রিত ছিলেন। (রাজতর॰ ৫।২০৩)

তৎকৃত ভল্লটশতক ও পদমঞ্জরী নামক দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা, কবিকণ্ঠাভরণ ও শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে তাঁহার রচিত শ্লোকাদি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভল্লতীর্থ, প্রাচীন তীর্থভেদ। (প্রভাসখণ্ড)

ভল্লপাল (পুং) ভল্লং পালয়তি পালি-অণ্ উপপদ স॰। ভল্লপালক, ভল্লদেশপালক।

ভল্লপুচ্ছী (স্ত্রী) ভল্লস্য পুচ্ছমিব পুচ্ছং যস্যাঃ। গবেশকা নামক ক্ষুপভেদ। চলিত গোরক্ষতণ্ডুলা। (শব্দচ॰)

ভল্লবি (পুং) ঋষিভেদ। (ছান্দোগ্য উপ॰ ৫।১১) তস্যাপত্যং ইঞ্। ভাল্লবি—তাহার অপত্য।

ভল্লাক, রাজপুত্রভেদ। (বায়ুপুরাণ)

ভল্লাক্ষ (পুং) ভল্লস্যেবাক্ষি যস্য অচ্‌সমাসান্তঃ। ১ মন্দদৃষ্টি। ২ হংসভেদ। (ছান্দোগ্যউপ॰ ৪।১।২)

ভল্লাট (ক্লী) ১ শশিধ্বজ-রাজপুর। ভগবান্ বিষ্ণু কল্কি অবতার হইয়া প্রথমে সেনা সহ এই নগরে গমন করেন।

"সেনাগণৈঃ পরিবৃতঃ কল্কির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ভল্লাটনগরং প্রায়াৎ খড়্গাধৃক্ সপ্তিবাহনঃ॥"

(কল্কিপু॰ ২২ অ॰)

(পুং) ২ দণ্ডসেনের পুত্র। (হরিব॰ ২০।৩২) ৩ পর্ব্বতভেদ।

ভল্লাত (পুং) ভল্লং ভল্লাস্ত্রমিব অততি আত্মানং জ্ঞাপয়তীতি অত-অচ্। ভল্লাতক বৃক্ষ।

ভল্লাতক (পুং) ভল্ল ইব অততীতি অত-ক্বুন্ বা ভল্লাত-স্বার্থে কন্। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ, (Semecarpus Anacardium বা The marking nut tree) চলিত ভেলাগাছ। বস্ত্রাদিতে চিহ্ন দিবার জন্য ইহার ব্যবহার হয়। ইহার কসে কার্পাস

বস্ত্রাদি কাল রঙ্গে রঞ্জিত করা যায়। শতদ্রু হইতে আসাম পর্য্যন্ত পর্ব্বতের নিম্নতটে, ভারত-মহাসাগরস্থ পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে এবং উত্তর অষ্ট্রেলিয়ায় এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়।

স্থান বিশেষে এই বৃক্ষ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দি—ভেলা, ভিলাবা, ভিলরণ, ভ্যোলা, বেলতক ; বাঙ্গালা—ভেলা, ভেলতকি ; সাঁওতাল—শোসো, কোল—লোসো, উড়িষ্যা—ভল্লিয়া ; গারো—ববরী, আসাম—ভোলগুটী ; নেপাল—ভলৈয়ো, ভলৈ ; লেপ্‌চা—কোঙ্কী, মলয়া—চেরুণকুরু, কম্পিরা ; গোঁড়—কোকা, বিবা ; উঃ পঃ প্রদেশ—ভিলাবা, ভেলা, ভাল, ভলিয়ান্‌ ; পঞ্জাব—ভিলাব, ভেলা, ভিলাদর ; মধ্যপ্রদেশ—ভিলাবা, কোক, ভল্লিয়া ; বোম্বাই—বিব, ভীব, ভীলম, বিলম্বী ; মরাঠী—বিব্ব, বিবু, বিভ ; গুজরাটী—ভিলামু ; দাক্ষিণাত্য—ভিলবন, বেলতক ; তামিল—শনকোট্টই, সেরামকোট্টৈ, সৈঙ্গ, সেয়রঙ্গ ; তেলগু—জিড়ি-বিট্টলু, জিড়ি, নেল্ল-জেডি, নল্ল-জিড়ি, চেট্টু, জীড়িচেট্টু, তুম্মেদ, মামিড়ি ; কণাড়ি—গেড়ু, ঘেরু, করিঘেরু, ঘেড় ; ব্রহ্ম—চ্যেবেন্‌, থিসি ; সিংহল—কিরি বহুল্ল ; পারসী—ভিলাহুর এবং আরব—ভিলদিন, হব্বুল-ফহম, হবেল কল্‌ব ; সংস্কৃত পর্য্যায়—অরুস্কর, ভল্লাত, শোথহৃৎ, বহ্নিনামা, বীরতরু, ব্রণকৃৎ, ভূতনাশন, ভল্লাতকী, অগ্নিমুখী, বীরবৃক্ষ, নির্দহন, তপন, অনল, ক্রমিঘ্ন শৈলবীজ, বাতারি, স্ফোটবীজক, পৃথক্‌বীজ, ধনুর্বৃক্ষ, বীজপাদপ ও বহ্নি। ইহার গুণ - কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, ক্রমি, কফ, বাত, উদর, আনাহ ও মেহনাশক। ইহার ফলগুণ—কষায়, মধুর, কোষ্ণ, কফ, শ্রম, শ্বাস, আনাহ, বিবন্ধ, শূল, জঠর, আধ্মান ও ক্রমিনাশক।

ইহার মজ্জগুণ বিশেষরূপে দাহ ও পিত্তনাশক। তর্পণ, বাত ও অরুচিনাশক এবং দীপ্তিজনক। (রাজনি০)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—ভল্লাতক শব্দ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অরুষ্ক, অরুস্কর, অগ্নিক, অগ্নিমুখী, ভল্লী, বীরবৃক্ষ ও শোফকৃৎ এই কয়েকটী ভল্লাতকের প্রসিদ্ধ নাম। ভল্লাতকের পক্কফল—মধুরকষায়রস, মধুরবিপাক, লঘু, পাচক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, ছেদী, ভেদক, মেধাজনক, অগ্নিকারক এবং কফ, বায়ু, ব্রণ, উদর, কুষ্ঠ, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, শোথ, আনাহ জ্বর ও ক্রমিনাশক। ইহার মজ্জা—মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, মাংসবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক। ভল্লাতক—কষায়, মধুরস, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, বায়ু, শ্লেষ্মা, উদরানাহ, কুষ্ঠ, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, জ্বর, শ্বিত্র, অগ্নিমান্দ্য, ক্রমি ও ব্রণনাশক।

এই বৃক্ষ হইতে একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ নির্য্যাস নির্গত হয়। উহা দ্রব্যাদি বার্ণিস্ করিতে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার বীজকোষ তিক্ত ও ধারক গুণবিশিষ্ট। উহাতে যে কৃষ্ণবর্ণ নির্য্যাস পাওয়া যায়, তাহা বস্ত্রে লাগাইয়া তদুপরি চূণের জল দিলে সে চিহ্ন আর কিছুতেই নষ্ট হয় না। ইহার কাল রসে ফট্‌কিরি দিয়া কাপড় রঙ্গ করা হইয়া থাকে। বালেশ্বর জেলায় উপরের হাঁড়িতে ভেলাফল রাখিয়া নিম্নের হাড়িতে জ্বাল দেওয়া হয়। ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া উপরের হাঁড়ির নিম্নস্থ ছিদ্রপথে রস গড়াইয়া নিম্নের হাড়িতে আসিয়া পড়ে। তখন সেই রস লইয়া তাহাতে তৈল ও চূণের জল মিশাইয়া কাপড় রঙ্গ করে। হাজারিবাগে প্রথমে বস্ত্রখানি উত্তমরূপে কাচিয়া ফটকিরির জলে ভিজায়, তৎপরে তাহা শুকাইয়া ভেলার রঙ্গে ডুবাইয়া লয়। এইরূপে বস্ত্রে উপযুক্ত রং ধরিলে বস্ত্রখানি শুকাইয়া কাচিয়া লইতে হয়। সরিসার তৈলে ভেলা চূর্ণ করিয়া চর্ম্মে মাখাইলে চর্ম্ম পচিয়া নষ্ট হয় না। গণ্ডার ও মহিষের চর্ম্ম পরিষ্কার করিতে প্রধানতঃ ভেলার ব্যবহার হইয়া থাকে।

ইহার শাঁস ও বীজকোষ হইতে একপ্রকার সুমিষ্ট তৈল পাওয়া যায়। বায়ুসংযোগে উহা কৃষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পোটাসিয়াম মিশাইলে উহা সবুজ হইয়া যায়। ইহার ফলের শাঁস ঝাল, অগ্নিতে উহা দগ্ধ করিয়া লইলে খাইতে মন্দ লাগে না। ইহার আটা গায় লাগিলে ঘা হয়। হস্ত পদাদির গাঁইটে এই তৈল মর্দ্দন করিয়া সেই স্থানে ধূম লাগাইলে উহা তৎক্ষণাৎ ফুলিয়া উঠে। বাতরোগে স্ফীত স্থানে এবং দন্ত মাড়ীতে লাগাইলে ইহাতে উপকার দর্শে, কিন্তু ব্যথাবিহীন স্থানে লাগাইলে ঘা হইবার সম্ভাবনা। ইহার প্রয়োগে ত্বক্‌দেশ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিলে নারিকেল তৈল বা তেঁতুলের জল দিয়া সেই স্থান ধুইলে যন্ত্রণার আশু উপশম হইয়া থাকে।

ইহার পত্রে ভোজনপাত্র প্রস্তুত হয়। কাষ্ঠ কেবল জ্বালাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইতে পারে।

ভল্লাতকগুড় (পুং) অর্শোরোগাধিকারে পক্ক গুড়ৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—ভেলা ২০০০, জল ৬৪ শরাব, শেষ ১৬ শরাব, গুড় ১২॥ শরাব, ছিন্ন-ভল্লাতক ৫০০, ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুতা ও সৈন্ধব প্রত্যেক ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য যথানিয়মে পাক করিলে গুড় প্রস্তুত হয়। অর্শোরোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সেবনে ঐ রোগ আশু প্রশমিত হয়। (চক্রদত্ত অর্শোরোগাধি০)

ভৈষজ্য-রত্নাবলীতে কুষ্ঠাধিকারে এক মহাভল্লাতক গুড়ৌষধের ব্যবস্থা লিখিত আছে। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—নিমছাল, শ্যামালতা, আতইচ, কট্‌কী, বলাডুমুর, ত্রিফলা, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, হাকুজবীজ, অনন্তমূল, বচ, খদিরকাষ্ঠ,

রক্তচন্দন, আকনাদি, শুঁঠ, শটী, বামুনহাটী, বাসকমূলের ছাল, চিরতা, কুড়চি-মূলের ছাল, বিষ্কড়ক, রাখালশসার মূল, মুরগা-মূল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, বিষ, চিতামূল, হস্তিকর্ণপলাশের ছাল, গুলঞ্চ, ঘোঁড়ানিমের ছাল, পটোলপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, সোঁদাল ফলের মজ্জা, ছাতিমছাল, কালিয়া লতা, ওকৃড়াফল, ওল, চিনাঘাস, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুন্দেবীজ, তালমূলী, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌ফল, শরপুঙ্খ, শিরীশছাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল, ভেলা তিন হাজার, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এই উভয় কাথ ছাঁকিয়া একত্র মিশাইয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ১২॥॰ সের এবং এক হাজার ভেলার মজ্জা দিয়া পাক করিতে হইবে। পরে প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, সৈন্ধব, যমানী, প্রত্যেকে ১ পল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ্, নাগেশ্বর, প্রত্যেকে ২ তোলা এবং গন্ধক ৪ পল। ইহাদিগকে যথাবিধি পাক করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিতে হইবে। ইহা গুলঞ্চের কাথ ও দুগ্ধ অনুপানে সেবনীয়। পথ্য উষ্ণ অন্ন। এই ঔষধ সেবনে কুষ্ঠ, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্য রত্না॰ কুষ্ঠাধি॰)

ভল্লাতকঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধ বিশেষ। চক্রদত্তের চিকিৎসিত স্থানের ৫ম অধ্যায়ে এই ঘৃতের প্রস্তুত প্রণালী লিখিত আছে। ইহা সেবনে গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে অমৃত-ভল্লাতক নামে ঘৃতৌষধের উল্লেখ আছে। ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারক বলিয়া উহা অমৃত ভল্লাতক নামে প্রথিত। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—বৃক্ষ হইতে পতিত ভূ-পক্ক ভেলা ৮ সের ইটের গুঁড়া দিয়া ঘসিয়া পরে জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে। শুষ্ক হইলে ঐ সকল ভেলা দ্বিখণ্ড করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে, ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল কাথ ছাকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার ৮ সের দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। পরে পাদশেষ থাকিতে নামাইয়া ক্ষীর ছাঁকিয়া ফেলিবে এবং ৮ সের ঘৃতের সহিত পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ৪ সের চিনি প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে। চিকিৎসক স্থল বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় ইহা ব্যবহার করিবেন। এই ঘৃত প্রাতে সেবনীয়। এই ঘৃত সেবনাবস্থায় আহারবিহারাদিতে কিছু নিষেধ নাই। মাত্রা ॥॰ আনা হইতে ২ তোলা। ইহা সেবনে কুষ্ঠাদি নানারোগের ধ্বংস হইয়া বল, বীর্য্য ও বুদ্ধিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

(ভৈষজ্যরত্না॰ কুষ্ঠাধিকা॰)

ভল্লাতক তৈল (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত তৈলৌষধভেদ। (সুশ্রুত)

ভল্লাতক বিধান (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত সহস্র ভল্লাতক-ফল সেবন-প্রকার ভেদ। অর্শ প্রভৃতি রোগে উপকারী। সেবন বিধি—পক্ক-ভল্লাতক ফল দুই তিন বা চারিখণ্ড করিয়া কাথপাকের বিধানানুসারে (অর্থাৎ ভল্লাতক সরস থাকিলে অষ্টগুণ এবং শুষ্ক হইলে ষোড়শগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে নামাইবে) পাক করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বাতে ঘৃত মাখাইয়া সেই কাথ শীতল অবস্থায় এক শুক্তি (ঝিনুক) পরিমাণে সেবন করিতে হইবে। তৎপরে অপরাহ্ণে দুগ্ধ, ঘৃত ও অন্ন সেবন বিধেয়। ক্রমে এই ঔষধ এক এক ঝিনুক বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিবে। যখন পাঁচ ঝিনুক পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে, তৎপরে প্রতিদিন পাঁচ পাঁচ ঝিনুক করিয়া বৃদ্ধি করিয়া ৭০ ঝিনুক পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। ৭০ ঝিনুক বৃদ্ধির পরে আবার পাঁচ পাঁচ ঝিনুক কমাইয়া আনিবে। পাঁচ ঝিনুক মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে এক এক করিয়া কমাইতে হইবে। এইরূপে সহস্র ভল্লাতক সেবন করিলে কুষ্ঠ ও অর্শোরোগ নিরাকৃত হয়। ইহাতে শরীর অতিশয় বলবান্, অরোগী ও শত বৎসর পরমায়ু হয়।

ভল্লাতক তৈল প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক ঝিনুক পরিমাণে পান করিয়া এই তৈল জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃতযোগে অন্ন আহার করিতে হইবে, অথবা ভল্লাতকের বীজের মজ্জা হইতে স্নেহ বাহির করিয়া বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ শোধন করিয়া লইবে, পরে বায়ুশূন্য গৃহে যাইয়া সেই স্নেহ প্রসৃতি পরিমাণ অন্নে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধ, ঘৃত ও অন্ন ভোজন বিধেয়। এই নিয়মে এক মাস কাল সেবন করিয়া, আহারের নিয়ম তিন মাস কাল পালন করিবে। ইহাতে রোগী রোগমুক্ত হইয়া বল ও বর্ণবিশিষ্ট এবং শ্রবণ, গ্রহণ ও ধারণাশক্তিসম্পন্ন হইয়া এক শত বর্ষ জীবিত থাকে। ইহা মাসে একবার সেবনে শতবর্ষ পরমায়ু এবং দশমাস নিয়ত সেবন করিলে সহস্র বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।

(সুশ্রুত অর্শচিকি॰)

ভল্লাতকসর্পিস্ (ক্লী) রসায়নঘৃতবিশেষ। (চক্রদ॰ চি ১ অ॰)

ভল্লাতকাস্থি (ক্লী) ভল্লাতকস্য অস্থি। ভল্লাতক ফলের অস্থি। চলিত ভেলার মুটি। (রাজনি॰)

ভল্লাতকাদ্যতৈল (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী,—তৈল ৪ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ ভেলার মুটী, আকন্দের মূল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ও চিতামূল মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই তৈলে বাতশ্লৈষ্মিকনালী ও সকল প্রকার ব্রণ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না॰ নাড়ীব্রণাধি॰)

ভল্লাতকী (স্ত্রী) ভল্লাতক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ভল্লাতকবৃক্ষ

ভল্লাদ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২১।২৬)

ভল্লারী জনৈক প্রাচীন ঋষি। (লিঙ্গপু° ৭।৪৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইহার ভল্লারি নাম পাওয়া যায়।

ভল্লিকা (স্ত্রী) ভল্ল অচ্ স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ভল্লাতক।

ভল্লাল জনৈক গ্রন্থকার। ইনি ভল্লাল-সংগ্রহ রচনা করেন। কমলাকরকৃত নির্ণয়সিন্ধুতে ইঁহার ভল্লাট নাম পাওয়া যায়।

ভল্লী (স্ত্রী) ভল্ল গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্-ভল্লি, ভল্লাতক বৃক্ষ।

ভল্লু (পুং) সন্নিপাত জরবিশেষ। ইহার লক্ষণ অন্তরে দাহ, বাহিরে শীত, অত্যন্ত পিপাসা, দক্ষিণপার্শ্বে বক্ষঃস্থলে, মস্তকে এবং গলদেশে অতিশয় বেদনা, কষ্টের সহিত কফপিত্ত উদ্গিরণ, মলভেদ, শ্বাস ও হিক্কার বৃদ্ধি এবং সর্ব্বদা চক্ষুঃদ্বয় মুদ্রিত হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণে ভল্লু নামক সন্নিপাত জানিবে। ইহাকে ভালুক-জরাও কহে।

(ভাবপ্র° জরাধি°) [জররোগ দেখ]

ভল্লুক (পুং) পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। ভালুক। স্বনামখ্যাত চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ (Bear), চলিত ভাল্লুক। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই প্রাণিদিগকে Plantigrade Mammalia আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মাংসাশী জীব (Carnivora) মধ্যে পরিগণিত হইলেও, ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁহারা ভল্লুকদিগকে Ursidæ শ্রেণীমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

বনমালা-সমাকীর্ণ পর্ব্বতকন্দরে, তুষারাবৃত হিমালয়ে, শীতপ্রধান রুষ-সাম্রাজ্যে এবং সুমেরু-সন্নিকটবর্ত্তী মহাসাগরোপকূলের নিভৃতবক্ষে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া, ইহারা যেন নির্জ্জনতাকেই অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। দিবাভাগে নিবিড় জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া ইহারা নিশীথে নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ সময়ে শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক অথবা কোন ক্ষুদ্রপ্রাণী ইহাদের সম্মুখীন হইলে, ইহারা আততায়ীর ন্যায় আক্রমণ করে এবং পদস্থিত সুদীর্ঘ নখর দ্বারা তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। এরূপ হিংস্র স্বভাববিশিষ্ট হইলেও ইহারা পোষ মানে। পর্ব্বতবাসী নিম্নশ্রেণীর লোকে ভল্লুকশাবক ধরিয়া নানারূপ ক্রীড়া-কৌশল শিক্ষা দেয়, পরে সেই সকল কৌশলে অভ্যস্ত হইলে তাহারা সেই ভল্লুককে নগরে আনিয়া কৌতুকাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহাদের বশ্যতার অদ্ভুত প্রমাণ দিয়া থাকে।

ইহাদের বাহ্য-সৌন্দর্য্য বিশেষ মনোহারী নহে। দেহ খর্ব্বাকার ও স্থূল। পঞ্চ নখবিশিষ্ট চারিপদে ইহারা আপনাদের স্থূলদেহ বহন করিতে সমর্থ। পশ্চাদ্ভাগে অতি ক্ষুদ্র পুচ্ছ আছে। মুখপ্রদেশ শরীর অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি ও ছুঁচাল। মুখবিবর মধ্যে ইহাদের উপর মাড়িতে ৬টী কর্ত্তক, ২টী শৌবন ও ১২টী চর্ব্বণ দন্ত এবং নিম্ন মাড়ীতেও তদনুরূপ দন্তরাজি বিরাজিত আছে। বিশেষের মধ্যে কেবল চোয়ালের নিম্নভাগে আরও দুইটী অধিক চর্ব্বণদন্ত দেখা যায়। একমাত্র সুদীর্ঘ নখযুক্ত থাবাই ইহাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। ইহারা নখদ্বারা একবার কাহাকে ধরিলে,তাহার সহজে নিস্তার নাই। বনমধ্যে থাবা বিস্তারপূর্ব্বক আক্রমণকারী ভল্লুককে অগ্নি দেখাইতে পারিলে রক্ষা পাইবার অধিক সম্ভাবনা। ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে, এইরূপে আক্রান্ত অনেক পথিক গাত্রবস্ত্র জ্বালাইয়া আত্ম-নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে আরও একটী উপায় আছে। অনেক সময় ভল্লুক-শীকারিরা সেই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। দুইটী লাঠী থাকিলেই সহজে ভল্লুককে বশ করা যাইতে পারে। ভল্লুক যখন সম্মুখের দুইপদ উত্তোলন করিয়া মনুষ্য-শত্রুকে আক্রমণ করে, সেই সময় বামহস্তস্থিত যষ্টিদণ্ড সমান্তরাল করিয়া ধরিলে ভল্লুক অগ্রে সেই যষ্টির দুই পার্শ্ব নিজ উত্তোলিত দুই হস্ত বা পদে এরূপ সুদৃঢ় করিয়া ধারণ করে যে, সেই মনুষ্য স্বীয় দক্ষিণ হস্তস্থিত লগুড়াঘাতে তাহার নাসাপ্রদেশ বা মস্তক ভিন্ন করিলেও, ভল্লুক কিছুতেই তাহার বামহস্তধৃত যষ্টি পরিত্যাগ করে না। মৃত্যুমুখে পতিত বা শত্রুকর্তৃক অর্দ্ধমৃতাবস্থায় ধৃত হইলেও তাহারা আপনাদের স্বাভাবিক একগুঁয়েমী পরিত্যাগ করে না।

রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যকারী বানরগণের ন্যায় জাম্ববান্ নামে এক ভল্লুকরাজেরও উল্লেখ আছে। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ৫৬ অধ্যায়ের স্যমন্তকোপাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ঋক্ষরাজ জাম্ববানের পরাভব সূচিত হইয়াছে। আরিষ্টটল্‌কৃত জীবতত্ত্বে (Nat. Hist., VIII. 5) লিখিত আছে যে, ভল্লুকগণ প্রায় সকল দ্রব্যই খাইয়া থাকে। মাংসে তাহাদের বিশেষ রুচি নাই। শরীরের কমনীয়তাবশতঃ তাহারা সহজেই বৃক্ষাদিতে আরোহণ করিতে পারে। বৃক্ষস্থ ফল, কলাই, মধুচক্র প্রভৃতি তাহাদের উপাদেয় খাদ্য। কর্কটক, পিপীলিকা প্রভৃতি পাইলেই তাহারা আহার করে। এতদ্ভিন্ন কখন কখন তাহারা হরিণ, শূকর, গো প্রভৃতি মারিয়া তন্মাংসে উদরপূরণ করিয়া থাকে। ভল্লুকে যদি বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল বা শাঁকালু প্রভৃতির ন্যায় উৎকৃষ্ট মূল পায়, তাহা হইলে মাংস পরিত্যাগ করিয়া তাহারা উহাই ভক্ষণ করে। নিতান্ত অভাব বা ক্ষুধাক্লিষ্ট না হইলে তাহারা উদরান্নের চেষ্টায় জীবহত্যা করে না। তাহাদের ঘ্রাণশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ যে,

মধুর গন্ধ পাইবামাত্রই ইহারা সেই গাছ নিরূপণ করিয়া তদুপরিস্থ চক্র পাড়িয়া খাইয়া থাকে। ইহাদের নখ গাছে উঠিবার বা গর্ত্ত খুড়িবার যত উপযোগী, জীবদেহবিদারণে সেরূপ উপযোগী নহে। শীতকালে ইহারা নিরাহার ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে ভালবাসে। ভল্লুকীগণ শীতকালেই শাবক প্রসব করে।

বিভিন্ন দেশে ভল্লুকজাতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইংলণ্ডে—Bear, চীন—হিউঙ্গ, ইথিওপিয়া—দোব্, আরব—হুব্, ফ্রান্স—Ours, জর্ম্মণি—*Arktos, Bär*, হিন্দী—ভলু, বরফ কা রিখ; ইতালী—Orso, লাটিন—Ursus, সুইডেন—Björn, সংস্কৃত—ঋক্ষ, কাশ্মীর—হরপুত, লাদক—ড্রিন্‌মোর, বাঙ্গালা…ভল্লুক, ভালুক; ভোট—থোম, লেপচা—সোনা, মহারাষ্ট্র…অস্বৈল, তেলগু…ইলেগু, গুড়েলগু; কণাড়ি…কড্ডি, করড়ি; গোঁড়—খেরিদ্, কোল—ভন্ন, পারস্য—দীপ, স্পেন—Oso, তামিল—কড়ড়ি।

ধূসরবর্ণের ভল্লুক Brown-Bear বা *Ursus Arctos* পৃথিবীর সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কামস্কাটকাবাসীরা ভল্লুককে একটী উপভোগ্য-দ্রব্য মধ্যে গণ্য করে। সংসার সুখের আবশ্যকীয় অধিকাংশ পদার্থই তাহাদের ভল্লুক হইতে সংগৃহীত হয়। তাহারা গাত্রবস্ত্র, জামা, দস্তানা, মাথার টুপি, গলাবন্ধ, পায়জামা, জুতা এবং শীত হইতে রক্ষার্থ যাবতীয় উপকরণ এই লোমবহুল চর্ম্মদ্বারাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। বরফের উপর ভ্রমণকালে পাছে পদস্খলিত হয়, এই ভয়ে তাহারা এই চর্ম্মে জুতা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এক প্রকার গাত্রাচ্ছদনী প্রস্তুত করিয়া লয়। ইহার কোমল মাংসপিণ্ড ও চর্ব্বি তাহাদের উপাদেয় খাদ্য। এতদ্ভিন্ন ইহার নাড়ীভুড়ি হইতে তাহারা এক প্রকার মুখোস্ প্রস্তুত করে। উহা বসন্তের প্রখর সূর্য্যরশ্মি ও শীতের প্রভাব হইতে মুখ ও চক্ষুকে রক্ষা করিতে সমর্থ। উহা এরূপ স্বচ্ছ যে তাহাতে দৃষ্টি-শক্তির কোন ব্যাঘাত জন্মে না। কখন কখন কাচের পরিবর্ত্তে উহা জানালায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লাপলণ্ডবাসিগণ ইহাদিগকে ঈশ্বরের কুকুর জানিয়া বিশেষ ভক্তি করে। নরওয়েবাসীদের বিশ্বাস, এক ভল্লুকে ১০ জন মনুষ্যের বল ও ১২ জনের বুদ্ধি ধারণ করে। এই জন্য তাহারা ভুলিয়াও তাহাদের 'গৌঞ্জা' (Guonzhja=ভালুক সংজ্ঞাবাচক) নামে অভিহিত করে না। ভয়—পাছে তাহারা এইরূপ অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ভয়েই হউক, আর ভক্তিতেই হউক, তাহারা ভল্লুক দেখিলেই Moedda Aigja অর্থাৎ রোমাচ্ছাদিত বৃদ্ধ মনুষ্য বলিয়া প্রীতি-সম্বোধন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নির্জ্জনতাপ্রিয় এই ভল্লুক-জাতি সন্তান-প্রসবের সময় বৃক্ষকোটর বা পর্ব্বতকন্দরে আশ্রয় লয়। কিন্তু যখন তাহারা স্বভাবনির্দ্দিষ্ট নিবাস-সন্ধানে অক্ষম হয়, তখন তাহারা স্বীয় করাল নখর দ্বারা মৃত্তিকা মধ্যে গর্ত্ত খুড়িয়া, অথবা ডালাপালা ও শৈবালদল সমাচ্ছাদনে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া শীতের প্রারম্ভেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে ভল্লুকীগণ গর্ভ গ্রহণ করে এবং সেই সময়ে সানন্দচিত্তে বিহার ও আহারাদিতে পুষ্টদেহ হইয়া শীতাগমে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট-নিলয় মধ্যে শয়ান থাকে। তথায় শাবক প্রসবান্তে ভল্লুকী ও ভল্লুকগণ নিশ্চেষ্ট ও নিদ্রিত থাকিয়া অনাহারে দিন যাপন করে, প্রসূতাবস্থায় তাহাদের শাবকগুলি কুকুর ছানার মত দেখায়। ভল্লুকে প্রায় ৩১ হইতে ৪৭ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। স্থূলকায় হইলেও তাহারা বিশেষ সন্তরণপটু।

ভল্লুককে শিক্ষা দিলে সে স্বীয় প্রভুর অভিমত বিষয়-গুলি সহজে অভ্যাস করিতে পারে। ইহাদের বোধশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ যে,একবার কোন কথা তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে, কখনই তাহা ভুলিয়া যায় না। কিন্তু যখন দুর্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ অবাধ্য হয়, তখন তাহার প্রভু লাঠী মারিয়াও তাহাকে সোজা করিতে পারে না। ভল্লুকের ক্রীড়া অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। কঠোর পরিশ্রমের পর ভল্লুকক্রীড়া-সন্দর্শন চিত্তবিনোদের একটী প্রধান উপায়। ইহাদের নৃত্য, ও অপরাপর শিক্ষিত বিষয়ের অনুকরণ এবং প্রতিক্ষণে জ্বর, কম্প প্রভৃতি বড়ই হাস্যকর। কেবল যে বাঙ্গালায় ও ভারতের অন্যান্য স্থানে এইরূপ ভল্লুক-ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা নহে, সুদূর ইংলণ্ডে মহারাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বসময়ে এইরূপ ভল্লুক-ক্রীড়ার সমাদর ছিল। তৎকালে এই ক্রীড়া দেখিবার জন্য লর্ড, আরল্ প্রভৃতি বড়লোকে ভল্লুক পুষিতেন। বিশ্রামের সময় তাঁহারা ক্রীড়াস্থলে উপনীত হইয়া আমোদ উপভোগ করিতেন *।

প্রাচীন রোমানদিগের মধ্যেও ভল্লুকের আদর ছিল। তাহারা দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে বন্যভল্লুকের সহিত যুদ্ধ করিতে দিত। এরূপ কঠোর দণ্ড তৎকালে অপর কোন সভ্যজাতির মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ। ঐ ব্যক্তি যদি পশুটী নিহত করিয়া সুস্থ বা ক্ষতবিক্ষত দেহে ফিরিয়া আসিতে পারিত, তাহা হইলে সে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইত †।

* Eng Cyclo. Nat. Hist. Vol. I. p 403,

† মর্শাল ওজস্বী ভাষায় এই বীভৎস ব্যাপারের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। লৌরেওলাস্ নামক জনৈক দোষী ব্যক্তিকে ভীষণদর্শন এক ভল্লুকের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া একস্থানে রাখা হইয়াছিল।

য়ুরোপের ধূসর বর্ণের ভল্লুক (Ursus niger Europæus) ব্যতীত পিরিনিজ্ ও অষ্টুরিয়াস পর্ব্বতবক্ষে বিচরণকারী হরিদ্রা ও শ্বেতবর্ণের ভল্লুকগণ U. Arctos হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলিয়া বোধ হয়। আমেরিকার কৃষ্ণভল্লুকগণ (U. Americanus) উক্ত শ্রেণীদ্বয় হইতে ক্ষুদ্রাকার। আমেরিকা-মহাদেশের প্রায় প্রত্যেক পর্ব্বতে ও প্রত্যেক জঙ্গলে ইহাদের বাস আছে। আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ান্‌গণ ভল্লুকের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ ইহারা ভল্লুককে বুড়ামা (পিতামহী) বলিয়া সম্বোধন করে *। চিলির সমীপবর্ত্তী আন্দীজ্ পর্ব্বতমালায় U. ornatus বা the Spectacled Bear গুলির গাত্রের লোম অপেক্ষাকৃত কম এবং চক্ষের চারিদিকে অর্দ্ধগোলাকৃতি এরূপ একটী রেখা আছে যে, তাহা দেখিলেই চস্‌মার ন্যায় বোধ হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, স্থানভেদে এই ভল্লুকদিগেরও আকৃতি-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। জলবায়ুর গুণে অথবা স্থানমাহাত্ম্যে কোথাও ইহারা শূকররূপী, কোথাও বা গণ্ডাররূপী, কোথাও গারিলা, কোথাও নেকেড়ে এবং কোথাও বা ভল্লুক মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান দেখা যায়। উপরে যে সকল উপমা প্রদর্শিত হইল, বিভিন্ন দেশের ভল্লুকগুলি যে অবিকল তদনুরূপ, তাহা আমরা বলিতে পারি না, তবে উহার সম্পূর্ণ গঠনপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া এরূপ একটী ক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। সকল ভল্লুকের লোম আছে, কিন্তু আকৃতিভেদে উহার অল্পতা বা আধিক্য হইয়া থাকে। নিম্নে কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর ভল্লুকের নাম প্রদত্ত হইল।

আমেরিকাদেশস্থ U. Ferox বা Grisly Bear নামক ভল্লুক ইন্দুরাকৃতিবিশিষ্ট, ইহাদের সম্মুখপদ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ প্রায় ৩ ইঞ্চি ছোট হয়। সাইবেরিয়ার ভল্লুকে (U. Collaris) ও ভোট দেশীয় ভল্লুক U. Thibetanus অনেকাংশে গণ্ডারাকৃতিবিশিষ্ট ইহাদের অঙ্গদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শ্বেতবর্ণ রোমাবলি বিরাজিত আছে। কাশ্মীরি হরপুৎ (U. Isabellinus) ও মলয় দেশীয় সূর্য্যাক্ষি ভল্লুক (U. Malayanus) বিশেষ মধু ও শাকমূলাদি প্রিয়। সিরিয়াদেশস্থ ভল্লুকগণের (U. Syriacns) বর্ণ শ্বেত বা ধূসর মিশ্রিত শ্বেতকায় হইয়া থাকে। ইহাদের মুখ ও পৃষ্ঠের আকৃতি কতকাংশে শূকরের মত। ভারতীয় কৃষ্ণ ভল্লুক (U. labiatus) লোমবহুল। ইহাদের গলদেশে ও বক্ষে ইংরাজী V চিহ্নের ন্যায় সাদা লোমের ভাঁজ আছে। ইহারা নিরীহ ও আলস্যপ্রিয়। ফলমুল ও পিপীলিকা কর্কটাদি প্রধান খাদ্য। বোর্ণিও দ্বীপস্থ ভল্লুকগণ (U. Euryspilus) দেখিতে প্রায় গরিলাদিগের অনুরূপ। ইহাদের বক্ষঃস্থলে কমলা-নেবুর ন্যায় হরিদ্রাবর্ণের ছাপ আছে। সুমেরু বা পৃথিবীর উত্তরকেন্দ্রে যে শ্বেতবর্ণ ভল্লুকজাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের ভীষণ মূর্ত্তি সমগ্র ভল্লুকজাতি অপেক্ষা ভয়াবহ। ইহাদের মুখদেশ নেকড়েবাঘের মত, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ স্থূলাকার। জনমানব-পরিশূন্য হিমপ্রধান স্থানে বাস হেতু প্রকৃতির গম্ভীরময়ী মূর্ত্তির সহচররূপে তাহাদের আকৃতিও ভীষণতর হইয়াছে। সেই তুহিনরাশি-সমাচ্ছন্ন প্রদেশে বৃক্ষলতাদির অভাবহেতু তাহারা স্থলজ ও জলজ জীব, পক্ষী ও তাহাদের ডিম্ব খাইতে বাধ্য হইয়াছে। বরফাবৃত স্থলভাগে তাহারা যেরূপ দ্রুতপদে শীকারের পশ্চাতে ধাবিত হয়; তদ্রূপই ভীমবেগে ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া তাহারা সিন্ধুঘোটক বা সীল সামন প্রভৃতি অনায়াসে ধৃত করিয়া থাকে। সমুদ্র জলে মৎস্যাদি দেখিয়া তাহারা ধীরে ধীরে জলে অবতরণপূর্ব্বক স্বীয় স্বভাবজাত সন্তরণ-কৌশলে ডুবিয়া ডুবিয়া লক্ষ্যজীবের নিকটবর্ত্তী হয় এবং তাহাকে করতলগত করিয়া কোন বরফ স্তূপের উপর রাখিয়া দেয়। ক্ষুধিত থাকিলে তাহারা হিংস্রজন্তুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ শীকার গলাধঃকৃত করে; কিন্তু উদর পূর্ণ থাকিলে তাহাকে অন্যত্র সঞ্চিত করিয়া রাখে, পরে সময় মত তাহা আহার করিয়া থাকে। গলিত মাংসেও ইহাদের অরুচি নাই। সমুদ্রবক্ষে ভাসমান মৃত তিমি বা জীবদেহাদির পূতিদেহ তাহাদের প্রধান আহার।

শীতকালে ইহারা শাবক প্রসব করে। শীতের প্রারম্ভে গর্ভিণী ভল্লুকী কোন নিম্ন স্থান খুজিয়া লয়। পরে যখন ঘোরতর তুষার পাত হইতে থাকে, তখন সেই গর্ভিণী ভল্লুকী ঐ নিম্নস্থানে যাইয়া শয়ন করে। ক্রমে তুষারপাতে চাপা পড়িয়া গেলে, সে স্বীয় নখরদ্বারা বরফ কাটিয়া একটী গুহা সদৃশ স্থান করিয়া লয় এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত থাকে। বসন্তের সূর্য্যকিরণ সঞ্চার না হইলে সে তাহার মধ্য হইতে বাহির হয় না। ঐ সময় তাহার দুইটী শাবক প্রসূত হয়। যে সকল ভল্লুকী গর্ভবতী না হয়, তাহারা পুরুষদিগের ন্যায় সেই দারুণ শীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে।

* হেন্‌রি সাহেব একটী ভল্লুককে গুলি মারিয়া নষ্ট করেন। তিনি যে বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহার কর্ত্রী একজন ইণ্ডিয়ান্‌-রমণী। ঐ বৃদ্ধা নিহত ভল্লুকের মস্তক ধরিয়া কত শোক ও দুঃখ এবং বারংবার 'grand mother' শব্দে কতই কাকুতিমিনতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশেষে তাহারা সেই ভল্লুকদেহ গৃহে আনিয়া মঞ্চোপরি তাহার মুণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করে এবং পরদিনে সাধারণ কুটুম্বদিগকে, সেই ভল্লুকের প্রেতের মঙ্গল কামনায় ভোজ দেয়। Eng. Cyclo. Nat. Hist vol. I, p 405.

নেপালসমীপবর্ত্তী হিমবৎপ্রদেশে একপ্রকার বিড়ালমুখী ভল্লুক (Ailurus fulgens) দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের গাত্রবর্ণ গেড়ী মাটীর স্থায় লাল, মুখদেশ ও কর্ণকুহর সাদা লোমে আবৃত। কর্ণের বহির্দ্দেশ এবং মুখের নিম্ন হইতে পুচ্ছের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মুখ হইতে সমগ্র দেহভাগ ২২ ইঞ্চি ও পুচ্ছ প্রায় ১৬ ইঞ্চি।

এই সুন্দর পশু নেপালে 'ওয়া' নামে পরিচিত। ইহাদের খাদ্যাদি ভল্লুকের অনুরূপ, কেবলমাত্র জলপান ও মূত্র-ত্যাগ প্রভৃতি বিড়ালের মত; কিন্তু মুখোচ্চারিত শব্দ গুলি ভল্লুকের নাদের স্থায়। দুগ্ধ মিশ্রিত অন্ন ইহাদের একটী উপাদেয় খাদ্য। বসন্তাগমে গর্ভিণীরা দুইটী শাবক প্রসব করে।

ভল্লুকশোর, চতুষ্পদ প্রাণিবিশেষ (Arctonyx Collaris) পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, শ্রীহট্ট, আরাকাণ এবং নেপাল ও সিকি-মের তরাই প্রদেশে ইহাদের বাস আছে। ইহাদের মস্তক, গলা, ও বক্ষস্থল হরিদ্রাভ শ্বেত এবং পশ্চাদ্ভাগ কৃষ্ণাভ ধূসর। একটী বয়ঃপ্রাপ্ত পশু প্রায়, ২৫ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে।

দিবাভাগে ইহারা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকে এবং নৈশান্ধকারে ইহারা ধীরে ধীরে শীকারের জন্ম বহির্গত হয়। স্থূলদেহ হেতু ইহাদের গমন মন্থর। আবশ্যক হইলে ইহারা ভল্লুকের স্থায় পশ্চাৎপদে ভর দিয়া দাঁড়ায়। ইহারা ফলমূল অথবা মাংসাদি খাইতে ভাল বাসে।

ভল্লূক (পুং) ভল্লতে ইতি ভল্ল-(উলুকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৪১) ইতি উকপ্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ জন্তবিশেষ। চলিত ভালুক। পর্য্যায়—ঋক্ষ,ভল্ল, সশল্য,দুর্ঘোষ,ভল্লুক, পৃষ্ঠদৃষ্টি,দ্রাঘিষ্ঠ,চিরায়ু, দুশ্চর, দীর্ঘদর্শী ভালুক, ভালুক, অচ্ছ, ভাল্লুক। (শব্দরত্না॰)

২ কোষস্থ প্রাণি বিশেষ।

"শঙ্খনখশুক্তিশম্বুকভল্লুক প্রভৃতয়ঃ কোষস্থাঃ॥"

(সুশ্রুত সূত্রস্থা॰ ৪৬ অ॰)

৩ শ্যোনাক ভেদ।

"শ্যোনাকো ভূতপুষ্পশ্চ পূতবৃক্ষো মুনিক্রমঃ।

দীর্ঘবৃন্তশ্চ কটূঙ্গো ভল্লুকষ্টুণ্টকোঽরণুঃ॥ (বৈদ্যকরত্না॰)

৪ কুক্কুর। (রাজনি॰)

ভব (পু) ভূয়তে ইতি ভূ-ভাবে অপ্। ১ জন্ম, উৎপত্তি।

"ভবো জাতিসহস্রেষু প্রিয়াপ্রিয়বিপর্য্যয়ঃ।"

(যাজ্ঞবল্ক্য॰ ৩।১৬৪)

ভবত্যস্মাৎ ভূ-অপাদানে অপ্। ২ শিব। (ভা ১৩।১৭।৩১) মহাদেবের জলমূর্ত্তির নাম ভব। "ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ" (পার্থিব শিবপূজা প্র॰) শতপথ ব্রাহ্মণে ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে,—"তমব্রবীদ্ ভবোঽসীতি তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ পর্য্যন্যস্তদ্রূপমভবৎ পর্য্যন্যো বৈ ভবঃ" (শত॰ ব্রা॰ ৬।১।৩।১৫) ভবতি প্রভবত্যনেনেতি ভূ-অপ্। ৩ ক্ষেম। (ভারত ১।২২১।২৮) ভবতি উৎপদ্যতেঽস্মিন্নিতি ভূ-আধারে অপ্। ৪ সংসার। ৫ সত্তা। ৬ প্রাপ্তি। (মেদিনী) ৭ কারণ। (বৈদ্যকনি॰) (ক্লী) ৮ ফলভেদ, চালতা।

(রাজনি॰)

ভবক (পুং) ভবতাদিতি ভূ-বুন্। ১ উৎপন্ন। ২ আশীর্ব্বাচক

(সংক্ষিপ্ত সার)

ভবকল্প (পুং) কল্পভেদ। (বায়ুপুরাণ)

ভবকাণ্ডার (ক্লী) ভবাটবী। সংসাররূপ অরণ্য।

ভবকেতু (পুং) কেতুভেদ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, সিংহের লাঙ্গূলের স্থায় দক্ষিণাবর্ত্ত একটী শিখা দ্বারা উপ-লক্ষিত যে একটী স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম তারা পূর্ব্বদিকে দেখা যায়, তাহাকে ভবকেতু কহে। এই ভবকেতু যত মুহূর্ত্ত দৃষ্টি-গোচর হইবে, তত মাস কাল অতুল সুভিক্ষ হইবে। কিন্তু যদি ঐ কেতু স্নিগ্ধ না হইয়া রূক্ষভাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রাণনাশক রোগ হয়। (বৃহৎ স॰ ১১অ॰)

ভবক্ষিতি (স্ত্রী) ভবস্য জন্মনঃ ক্ষিতিঃ। জন্মভূমি।

"তথাপ্যহং যোষিদতত্ত্ববিচ্চ তে

দীনা দিদৃক্ষে ভব মে ভবক্ষিতিম্।" (ভাগ॰ ৪।৩।১১)

ভবগুপ্ত, চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি ত্রিকলিঙ্গের অধিপতি ছিলেন।

ভবঘস্মর (পুং) ভবস্য বনস্য ঘস্মরঃ ধ্বংসকারকঃ। দাবানল।

ভবচক্র, বৌদ্ধমতে জীবাত্মার জন্মান্তর-পরিগ্রহরূপ চক্র-বিশেষ। জগতে জীবের বিভিন্নরূপে উৎপত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া বৌদ্ধগণ জীবাত্মার রূপান্তরগ্রহণ ও ক্রমবিকাশ-কেই জীবজন্মের উৎকর্ষাপকর্ষবোধক একটী চক্র* রূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জীব কিরূপে মূষিক জন্ম হইতে শূকর তাহা হইতে গো এবং ক্রমে দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম হইতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তাহাই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। তিব্বত-দেশীয় লাসানগরীস্থ 'দ্‌গে-লুগ্‌স্‌-প' নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে, সিকিমের 'তষি-দিঙ্গ' সঙ্ঘারামে এবং অজণ্টার গুহা-

* বৌদ্ধমতে 'চক্র' শব্দে সোপান, স্তর বা ক্রম বলা যাইতে পারে। তাহাদের 'ধর্ম্মচক্র' ও 'সংসারচক্র' হইতে উক্ত অর্থই গৃহীত হয়। এই ভবধামে জীবাত্মা কিরূপে পরিভ্রামি হইয়া থাকেন, ভবচক্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। সংসার-লীলায় প্রবৃত্ত জীবাত্মা কিরূপে কর্ম্মফলে এক দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণ (Transmigratory Existence) করেন, তাহা সাধারণকে জ্ঞাত-করণার্থ এই ভবচক্রের কল্পনা।

মন্দিরে ঐ ভবচক্রের প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে সামান্য প্রভেদ লক্ষিত হইলেও, অর্থানুগতি প্রায়ই একরূপ।

মহাযান-মতাবলম্বীরা বলেন, অহমিকা বা আত্মবাদ পিশাচ সদৃশ। ইহা সর্ব্বদাই মানবের অহিতসাধনে রত, সুতরাং মানবমাত্রেই এই অমঙ্গলকর প্রেতরূপী পিশাচকে পরিত্যাগ করিয়া সাধুপথানুবর্ত্তন করিবে। নির্ব্বাণমোক্ষাভিলাষী মানব সৎকর্ম্মে নিরত থাকিয়া ঈশ্বরোপাসনায় কালাতিপাত করিবেন, তিনি কখনও যেন ভ্রমক্রমে 'আমিত্ব' উপলব্ধি না করেন। একমাত্র কর্ম্মফলেই মানুষের সুগতি ও দুর্গতি হইয়া থাকে। সাধুচেতা দান ধর্ম্ম-নিরত ব্যক্তি মাত্রেই সন্মার্গাবলম্বন জন্য শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবেন এবং দুষ্ক্রিয়াশীল অধার্ম্মিক মাত্রেরই নীচলোকে গতি হইবে।

উক্ত ভবচক্র চিত্রে জীবাত্মার কর্ম্মজন্য বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ ফল যেরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহা যথাসম্ভব নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে :—
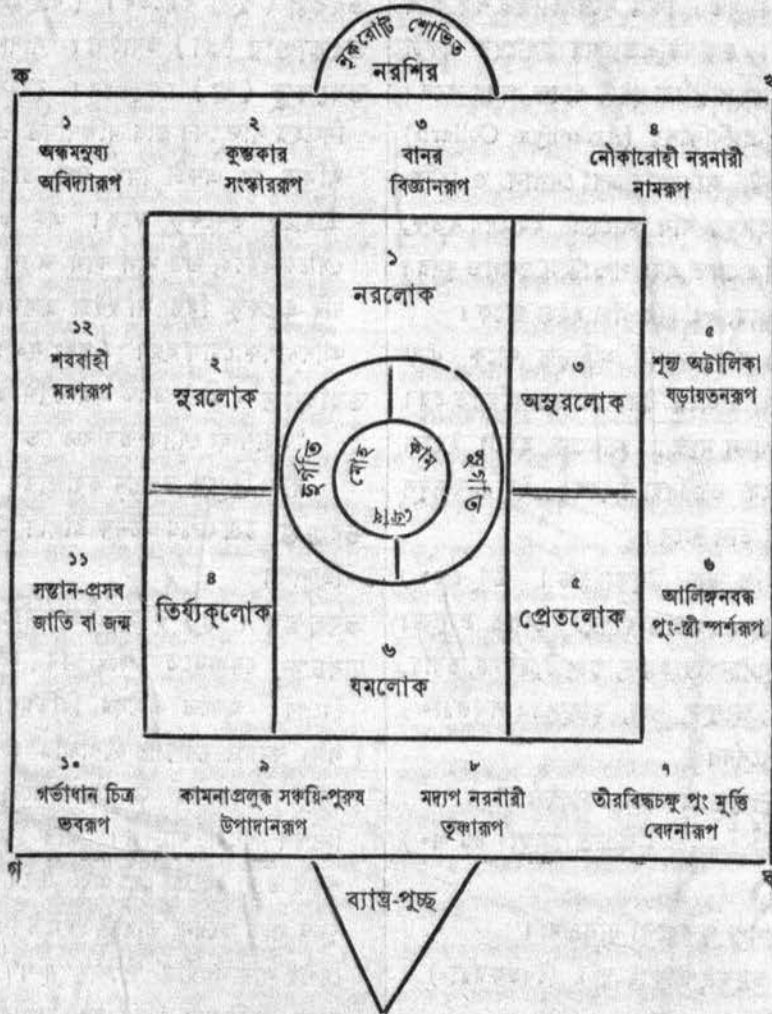
চিত্রখানি একটী চতুষ্কোণ দৃশ্যপট। উহার উপরের ক, খ, কোণ এক ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী পুরুষের দক্ষিণ ও বাম হস্তে এবং নিম্নের গ, ঘ, কোণ পদদ্বয়ের গুল্‌ফাস্থির উপর সংরক্ষিত। সেই ব্যক্তির শিরস্থিত জটামধ্যে নৃকরোটি বিলম্বিত, যেন উহা বীভৎস মৃত্যুরই পরিচায়ক। তাঁহার পরিধৃত ব্যাঘ্রচর্ম্ম সন্ন্যাস, দান, ধর্ম্ম ও ধ্যান যোগের আশ্রয় প্রকাশ করিতেছে। চিত্রপটের মধ্যস্থলে ছয়লোক এবং বহির্ভাগে মানব-জন্মের দ্বাদশ নিদান প্রকল্পিত হইয়াছে। উহার ১ চিত্রে মনুষ্য জন্মের সুখ শান্তি প্রকটিত হইয়াছে এবং ৬ষ্ঠ চিত্রে যম লোকের বীভৎস চিত্র অঙ্কিত আছে। ২য় চিত্রে ব্রহ্মাদি সুরলোক, ৩য় চিত্রে অশান্তিকর অসুরলোক, ৪র্থ চিত্রে পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যকলোক এবং ৫ম চিত্রে প্রেতলোক বিদ্যমান।

অজন্টা-খোদিত ভবচক্রের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র। উহার প্রতিকৃতি একখানি চাকার ন্যায়। চক্রের কেন্দ্রস্থলে বা নাভিদেশে কপোত,

সর্প ও শূকরের মূর্ত্তি—রাগ, দ্বেষ ও মোহের প্রতিকৃতিস্বরূপ অঙ্কিত। এই তিনকে কেন্দ্র করিয়া সংসারচক্র ঘুরিতেছে। তাহার নেমিদেশে ১২টী ঘরে দ্বাদশ নিদানের দ্বাদশ মূর্ত্তি, মনুষ্য-জীবনের ইতিহাস প্রকটিত করিতেছে। ১ম ঘরে এক অন্ধ উষ্ট্রকে চালনা করিতেছে। উষ্ট্র অবিদ্যার প্রতিরূপ, চালক স্বয়ং কর্ম্ম। জন্মের আরম্ভে মনুষ্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম কর্তৃক চালিত হইয়া অন্ধ উষ্ট্রের মত অবিদ্যার ঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায় ও নূতন জন্মের প্রতি ধাবিত হয়। ২য় ঘরে কুম্ভকাররূপী কর্ম্ম সংস্কাররূপ মালসায় বা মৃত্তিকায় মনুষ্যের অন্তঃশরীররূপ ঘটের নির্ম্মাণ করিতেছে। ৩য় ঘরে বানর-মূর্ত্তি অপূর্ণ মনুষ্যের বিজ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝাইতেছে। ৪র্থ ঘরে বৈদ্য, রোগীর নাড়ী টিপিতেছে, অর্থাৎ স্পন্দনশীল মনুষ্যত্ব বা 'নামরূপ' বাহ্যজগতের সহিত স্পর্শলাভের জন্য যেন ব্যাকুল হইয়াছে। ৫ম ঘরে মুখোসের ভিতর হইতে দুইটা চক্ষু উঁকি মারিতেছে, অর্থাৎ 'ষড়ায়তন'-রূপ ইন্দ্রিয়-সমষ্টির মধ্য হইতে মনুষ্যত্ব বাহ্যজগতে চাহিতেছে।

এই অবস্থায় ভ্রূণাবস্থা হইতে মুক্ত মনুষ্যের সহিত বাহ্য-জগতের ক্রিয়া যথারীতি বিকাশ পায়। ৬ষ্ঠ ঘরে আলিঙ্গন-বদ্ধ দম্পতী মনুষ্যের সহিত জগতের—অন্তর্জগতের সহিত বাহ্যজগতের স্পর্শ সূচনা করিতেছে। এই স্পর্শের ফলে বেদনা বা দুঃখাদি অনুভূতির আরম্ভ। ৭ম চিত্রে অপরের নিক্ষিপ্ত তীর একের চক্ষু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনুভূতির পরিচয় দিতেছে। ৮ম ঘরের সুরাপানরত মনুষ্যমূর্ত্তি তৃষ্ণা বা বাসনার বিকাশ করিতেছে। মনুষ্য এখন সংসারে মজিয়াছে; সংসারের গাছ হইতে আগ্রহ ও আসক্তির সহিত ফলসংগ্রহে প্রবৃত্ত। ৯ম ঘরের ফলাকর্ষী মনুষ্য উপাদান বা সংসারশক্তির প্রতিমূর্ত্তি। ১০ম ঘরে নবোঢ়া বধূর মূর্ত্তি 'ভব', অর্থাৎ মনুষ্যের সংসারে গৃহস্থরূপের অস্তিত্ব-পরিচায়ক, মনুষ্য এখন ঘর কন্না পাতিয়া গোটামানুষ হইয়াছে। তারপর ১১শ চিত্রে নবপ্রসূত শিশুসহ জননীমূর্ত্তি। সন্তানের জন্ম 'জাতির' অর্থবোধক—জন্মের পর মনুষ্যের আর কোন কার্য্য নাই। উপসংহারে জরামরণ; ১২শ ঘরে 'বাঁশের দোলার' উপর শয়ান শবমূর্ত্তি।

ভবচক্র-অঙ্কিত চিত্রে ১২টী নিদানের পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে মনুষ্যের ১০ দশার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধগণ মনুষ্যের দ্বাদশ দশা স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রতীত্যসমুৎপাদ সেই দ্বাদশ দশার ধারাবাহিক চিত্র। তিব্বতে প্রসিদ্ধি আছে,—মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জ্জুন এই চিত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

মনুষ্য যদি বোধিসত্ত্বের প্রবর্ত্তিত পন্থার অনুসরণ করিয়া কামক্রোধাদি রিপুগণকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সন্মার্গাচারী হন, অর্থাৎ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া ধ্যানযোগ ও দানধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সাধুকর্ম্মের ফলস্বরূপ সুগতি লাভ হইয়া থাকে। আর যদি তিনি লোভক্রোধাদির বশীভূত হইয়া কুক্রিয়ান্বিত হন, তাহা হইলে তাহার অধোগতি ঘটিয়া থাকে। কর্ম্মবলে ইন্দ্রিয়-বিজয়ী অহংবাদ-পরিশূন্য জীবাত্মা নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে সমর্থ। যে ব্যক্তি মোহ ও মাৎসর্য্যে বিমোহিত থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যভোগ সমাপ্ত হইলে, বর্ত্তমান জন্মের পাপভোগ-নিবন্ধন নিকৃষ্ট লোকে গতি হইয়া থাকে। মানবের এই সুগতি ও দুর্গতি তাহার ইচ্ছাধীন কর্ম্মফলের উপর নির্ভর করিতেছে।

সাধনসিদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে নির্ব্বাণলাভ যেরূপ আয়াস-সাধ্য, ব্যসনাসক্ত ব্যক্তির কামলোকে নিমজ্জনও সেইরূপ অবহেলা-সাপেক্ষ। বৌদ্ধশাস্ত্রে মানবের শোকদুঃখের উপাদানভূত ১২শটী নিদানের উল্লেখ আছে। উক্ত চিত্রে ১ হইতে অঙ্কিত ১২শটী স্থানে তাহাদের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। শাক্যবুদ্ধ মনুষ্য-জন্মে সাধনা দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহারও জীবযোনিভ্রমণের উল্লেখ আছে। ভবচক্রে পরি-ভ্রমণ করিয়া স্বীয় সুকৃতি-বলে তিনি নির্ব্বাণ-মুক্তিরূপ উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। [বুদ্ধ দেখ।]

বুদ্ধ, জীবের দুর্গতি দেখিয়া দয়া-পরবশ হন। তিনি চিত্রবর্ণিত ষড়বিধ অবস্থাতেই জীবের মঙ্গলের জন্য শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ভবচ্ছেদ (পুং) ১ সংসারবন্ধন উন্মোচন; ২ জগতের ধ্বংস। ৩ গ্রামভেদ। (রাজতরঙ্গিণী ৩।৩৮১)

ভবৎ (ত্রি) ভাতি বিদ্যতে ইতি ভা-ডবতু। যুষ্মদর্থ। তুমি। এই শব্দের ত্রিলিঙ্গে 'ভবান্, ভবতী, ভবৎ' এই তিনটী রূপ হইবে।

"ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ।"

(মার্কণ্ডেয়পু০ ৮৫।৫)

২ মান্য, পূজ্য। ভূ-শতৃ। ৩ বর্ত্তমানার্থ, উৎপদ্যমান, এই অর্থে ভবৎ শব্দের ত্রিলিঙ্গে ভবন্, ভবন্তী ও ভবৎ রূপ সাধিতে হইবে।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভবৎ ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি॥"(মনু ১২।৯৭)

৪ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৪)

ভবতী (স্ত্রী) ভবৎ-ঙীপ্। ১ বিষাক্ত বাণভেদ। (শব্দরত্না০) ২ দীপ্তিমতী। ৩ মান্যা, পূজ্যা।

"স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে ॥"
(বাল্মীকিকৃত গঙ্গাস্তোত্র)

ভবত্রাত (পুং) ১ ধর্ম্মোপদেশক, গুরু। সংসার-যন্ত্রণা হইতে ত্রাণকর্ত্তা।

ভবদত্ত, জনৈক গ্রন্থকার। ইনি নৈষধীয়-টীকা ও তত্ত্বকৌমুদী নামে শিশুপালবধ-টীকা রচনা করেন। ইনি দেবদত্তের পুত্র, নারায়ণের পৌত্র এবং দিবাকরের প্রপৌত্র ছিলেন।

ভবদা (স্ত্রী) স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্যপ০ ৪৭অ০)

ভবদারু (পুং ক্লী) ভবপ্রিয়ং দারু। দেবদারুবৃক্ষ। (রাজনি০)

ভবদীয় (ত্রি) ভবৎ-ছস (ভবতষ্ঠকছসৌ। পা ৪।২।১১৫) যুষ্মৎসম্বন্ধীয়, তোমার, তোমার সম্বন্ধি।

"শ্রুত্বাভিবুরে ভবদায়কার্ত্তিং কর্ণৌ চ তুষ্টৌ ন চ চক্ষুষী মে। দ্বয়োর্বিবাদং পরিহর্ত্তু মিচ্ছন্ সমাগতোঽহং তব দর্শনায় ॥"(উদ্ভট)

ভবদেব, পাণ্ডববংশীয় জনৈকরাজা। উদয়নের পুত্র। ইনি রণকেশরী ও চিন্তদুর্গ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

ভবদেব, কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ১ অপরাজিতাপৃচ্ছা-নামে বাস্তুশাস্ত্র প্রণেতা। ২ জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা, মদন পারিজাতে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ৩ কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি-রচয়িতা। ৪ কারকবাদটিপ্পন, তর্কপ্রকাশটিপ্পন ও পঞ্চলক্ষণীটিপ্পন নামে গ্রন্থত্রয়প্রণয়নকর্ত্তা। ৫ তন্ত্রবার্ত্তিক-টীকা-প্রণেতা। ৬ নির্ণয়ামৃত-রচয়িতা। ৭ ব্রহ্মসূত্রটীকা-রচয়িতা। ৮ মদালসাখ্যায়িকা প্রণয়নকর্ত্তা। ৯ ব্যবহারতিলক-প্রণেতা। ১০ সন্নিপাতচন্দ্রিকা নামক বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা। ১১ সাংখ্য-কারিকা বৃত্তি প্রণেতা। ১২ তদ্ধিতকোষ রচয়িতা।

ভবদেবন্যায়ালঙ্কার, স্মৃতিচন্দ্র-প্রণেতা। ইনি হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র।

ভবদেব পণ্ডিতকবি, বৈশেষিকরত্নমালা-প্রণেতা।

ভবদেব ভট্ট, ১ সম্বন্ধ-বিবেকপ্রণেতা। ২ দানধর্ম্মপ্রক্রিয়াকার। ৩ পাতঞ্জলসূত্র-ভাষ্য-রচয়িতা। ইনি মিথিলাবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণদেব মিশ্রের পুত্র। মহামহোপাধ্যায় ইঁহার উপাধি ছিল। ৪ প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ বা নিরূপণ-প্রণেতা জনৈক স্মার্ত্ত। ইনি বঙ্গবাসী ছিলেন। ইঁহার স্মৃতিগ্রন্থ মিথিলাবাসীর বিশেষ আদরের ধন। উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে উৎকীর্ণ কুলপ্রশস্তি হইতে ইঁহার এইরূপ বংশ-পরিচয় পাওয়া যায় ;—

'সাবর্ণগোত্র-সম্ভূত ব্রাহ্মণগণ (রাজা হইতে) শতশাসন গ্রাম লাভ করেন। তন্মধ্যে রাঢ়দেশের সিদ্ধল গ্রাম সর্ব্বপ্রথম। যিনি সিদ্ধল গ্রাম লাভ করেন, তাঁহার উচ্চবংশে মহাদেব, ভবদেব ও অট্টহাস নামে তিন মহাত্মার জন্ম হয়। ভবদেব বিদ্যা ও বুদ্ধিতে গণ্যমান্য হইয়া গৌড়াধিপের নিকট হইতে হস্তিনী গ্রাম প্রাপ্ত হন। এই ভবদেবের রথাঙ্গ প্রভৃতি ৮টী পুত্র জন্মে। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ, তৎপুত্র আদিদেব ; ইনি বঙ্গাধিপের বিশ্রামসচিব, মহামন্ত্রী, মহাপাত্র ও সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। ইঁহার পুত্র গোবর্দ্ধন বন্দ্যঘটী-কুলোদ্ভবা এক ধর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহারই গর্ভে পণ্ডিতপ্রবর ভবদেব ভট্ট জন্ম লইয়া ছিলেন। এই ভবদেবের মন্ত্রণাপ্রভাবে রাজা হরি-বর্ম্মদেব ও তৎপুত্র বহুদিন রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হন। তিনি বৌদ্ধ-শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া পাষণ্ড ও বৈতণ্ডিকদিগের মত খণ্ডন করেন। সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও গণিত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের নিবন্ধসমূহের উদ্ধার ব্যতীত তিনি নবীন হোরাশাস্ত্র, ভট্টোক্ত মীমাংসানীতি ও ন্যায়-শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রেও তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার অপর নাম 'বালবলভীভুজঙ্গ'। তিনি রাঢ়দেশের নানাস্থানে জলাভাব দূর করিবার জন্য জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উক্ত অনন্তবাসুদেবের মন্দির এই মহাত্মার কীর্ত্তি এবং মন্দিরপার্শ্বস্থ সরোবর তাঁহা-রই যত্নে নির্ম্মিত।'

এই ভবদেবভট্ট বালবলভীভুজঙ্গের পদ্ধতি অনুসারে আজও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কারাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে*। ইনি ছন্দোগপদ্ধতিও প্রণয়ন করেন।

ভবদেব মিশ্র, ১ বৃহচ্ছব্দরত্নটীকা-প্রণেতা। ২ সুবোধিনী নাম্নী রঘুবংশটীকা-রচয়িতা। ৩ জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত, কৃষ্ণদেবের পুত্র। ইনি ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে পট্টনে থাকিয়া পাতঞ্জলীয়াভিনব-ভাষ্য, যোগদর্পণটীকা, যোগবিন্দুটীকা, যোগসংগ্রহ, যোগ-সূত্রবৃত্তিটিপ্পন, রামলীলা ও শাণ্ডিল্যসূত্রাভিনবভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভবদ্দেব (পুং) স্মৃতিকৌস্তভবর্ণিত জনৈক পণ্ডিত।

ভবদ্বিধ (ত্রি) ভবতো বিধা এব বিধা যস্য। যুষ্মৎসদৃশ।

ভবন (ক্লী) ভবত্যস্মিন্নিতি, ভূ-অধিকরণে ল্যুট্। ১ গৃহ। (মনু ১১।১৮) ২ প্রাসাদ।

"দেবরাজস্ত ভবনং বিবিশাতে সুপূজিতৌ।" (ভারত৩।৫৪।১৩)

ভূ-ভাবে ল্যুট্। ৩ ভাব। ৪ জন্ম। ৫ সত্তা। (মেদিনী)

* ভবদেবের এই কুলপ্রশস্তি খৃষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতাব্দে উৎকীর্ণ হয়। তাহা হইলে, তাঁহার বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ-পিতামহ ১ম ভবদেব অবশ্যই ৮ম বা ৯ম শতাব্দের লোক হইতেছেন, সুতরাং সিদ্ধল গ্রাম-প্রাপ্তি ও পঞ্চ-ব্রাহ্মণের গৌড়াগমন যে তৎপূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে আর কোন বাধা থাকে না।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,—ব্রাহ্মণকাণ্ডে কুলপ্রশস্তির প্রতিকৃতি ও পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে।

ভবনদ (পুং) ভবসাগর, সংসার-সমুদ্র।

ভবনন্দ (পুং) জনৈক প্রাচীন অভিনেতা। (কথাসরিৎসা ২।৩৫)

ভবনন্দিন্ (পুং) ভবের পুত্র।

ভবনপতি (পুং) ভবনস্য পতিঃ ৬তৎ। ১ গৃহস্বামী ২ রাশ্যধীশ, রাশিচক্রের প্রতিঘরের অধিপতি।

ভবনাগ, ১ আশ্বলায়নসূত্রভাষ্য বা প্রয়োগ-ভাষ্যপ্রণেতা। ২ ভারশিব জাতির জনৈক অধিপতি।

ভবনাথ, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যটীকা-রচয়িতা।

ভবনাথ মিশ্র, ১ অনর্ঘরাঘবটীকা-প্রণেতা। ২ মীমাংসানয়-বিবেকরচয়িতা। ৩ ভাবপ্রকাশ-রচয়িতা ভাবমিশ্রের নামান্তর।

ভবনাধীশ (পুং) ভবনস্য অধীশঃ। ভবনপতি, গৃহস্বামী।

ভবনাশিনী (স্ত্রী) ভবং সংসারং জন্মাদিকং বা নাশয়তি উৎসাদয়তি নাশয়িতুং শীলমস্যেতি বা নশ-ণিচ্-ণিনি। সরযু-নদী, এই নদীতে স্নান করিলে পুনর্বার আর জন্ম হয় না, এই জন্য ইহাকে ভবনাশিনী কহে। (পুরাণ)

ভবনীয় (ত্রি) ভবিতুমর্হামিতি ভূ-অনীয়র্। ভবিতব্য, ভব্য, উৎপত্ত্যর্হ।

ভবন্ত (পুং) ভবত্যত্রেতি ভূ- (তৃ ভূ বহিবসীতি। উণ্ ৩।১২৮) ইতি ঝচ্, স চ ষিদ্‌ভবতি। বর্ত্তমান কাল। (উজ্জ্বল) ভাস্তি ইতি ভা-ডবতু—ভবৎ। ভবৎ শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথমার বহুবচনে 'ভবন্তঃ' হয়।

"কে বৈ ভবন্তঃ কশ্চাসৌ যস্যাহং দূত ঈপ্‌সিতঃ।"

(ভারত ৩।৫৪।২)

উপনয়নের পর ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিবার সময়, ব্রাহ্মণকে ভবৎ-পূর্ব্ব, ক্ষত্রিয়কে ভবন্মধ্য এবং বৈশ্যকে ভবদন্ত সম্বোধন করিয়া ভিক্ষা করিবে।

"ভবৎপূর্ব্বং চরেদ্ভৈক্ষমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ।
ভবন্মধ্যং তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু ভবদুত্তরম্॥" (মনু ২।৪৯)

ভবন্তি (পুং) ভূ (ভুবো ঝিচ্। উণ্ ৩।৫০) ইতি ঝিচ্। বর্ত্তমান কাল। (উজ্জ্বল)

ভবন্নাথ (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪৫)

ভবন্মন্যু (পুং) রাজপুত্রভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

ভবপীঠ, শিবলিঙ্গাধিষ্ঠিত পীঠভেদ। (শিবপুরাণ)

ভবভট্ট, জনৈক গ্রন্থকার। ইনি তত্ত্বকৌমুদী নামে শিশুপালবধ-টীকা ও সুবোধিনীনামে রঘুবংশটীকা প্রণয়ন করেন।

ভবভাবন (পুং) বিষ্ণু।

ভবভূত (ক্লী) ভবরূপ, অবিতথস্বরূপ পরমেশ্বর।

"বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং" (শ্বেতা° উপ°)

ভবভূতি (পুং) ভবেন শিবেন ভূতিরৈশ্বর্য্যাদিকং যস্য ভব এব ভূতির্যস্যেতি বা, শিবোপাসনয়ৈবাস্য বিদ্যা উৎপন্তে স্তথা ত্বং। মালতীমাধবাদি নাটককর্ত্তা, একজন কবি। পর্য্যায়—ভূগর্ভ। (জটাধর)

প্রসিদ্ধ মহাকবি ভবভূতি মালতীমাধব ব্যতীত উত্তররাম-চরিত ও বীরচরিত নামে আরও দুইখানি নাটক প্রণয়ন করিয়া নাট্যজগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তদ্রচিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে নাট্যকারের অত্যদ্ভুত রচনা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি নাটকাঙ্ক মধ্যে অভিনব দৃশ্য-সমূহের অবতারণা করিয়া স্বীয় নাট্যশক্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণ প্রস্ফুরণ সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। নাটকের ভাব-গভীরতা ও অভিনয়-নিপুণতা অনুধাবন করিলে অন্তঃকরণে যুগপৎ বিস্ময় ও অপূর্ব্বত্ব সমুদিত হয়। উত্তরচরিতে শম্বুকনিধন-কামী রামচন্দ্রকে জনস্থানে আনাইয়া কিরূপ কৌশলে কবি সকল দিক্ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পাছে সেই পূর্ব্বস্মৃতিসমূহ সন্দর্শনে তাঁহার চিত্তে অবশ্যম্ভাবী পরিতাপ ও বেদনা সমুপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য ভাবী কোন দুর্ঘটনা সম্পাদিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া কবি অপূর্ব্ব-কৌশলে রামহৃদয়ে শান্তিবিধান জন্য ছায়ারূপী সীতাকে আনয়ন করিয়া নাট্যশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের সপ্তমাঙ্কে, তিনি রাম-চরিত্র অভিনয়ের মধ্যে স্বতন্ত্র সীতাচরিত্রের অভিনয় অবতারণা করিয়া নাট্যশক্তি ও বুদ্ধির অপূর্ব্ব-বিকাশ প্রকটন করিয়া-ছেন। নাট্যাভিনয়ের এই অলৌকিক আলোকরশ্মি তিনিই স্বীয় প্রখর-কুশলী বুদ্ধিপ্রভাবে সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীন সংস্কৃতজগতে প্রদীপিত করিয়া গিয়াছেন *।

গ্রন্থকারের জীবনেতিহাসের কোন বিশিষ্ট ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই কারণে তাঁহার বাল্যজীবন ও বার্দ্ধক্যের কোন অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা পাওয়া যায় না। বীরচরিত ও মালতীমাধবের প্রস্তাবনায় কবি সূত্রধার মুখে এইরূপ আত্ম-পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন;—দক্ষিণাপথের বিদর্ভদেশের অন্তঃপাতি পদ্মপুর নগরে কবির জন্মভূমি। ঐ নগরে যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী, কাশ্যপগোত্রসম্ভূত, ধর্ম্মানুষ্ঠানরত, পংক্তিপাবন, পঞ্চাগ্নিক ও সোমযজ্ঞকারী ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ গণের বাস ছিল। তাঁহাদের বংশে বাজপেয়যজ্ঞসম্পাদনকারী

* উক্ত উত্তরচরিতের অনুবাদক পণ্ডিতবর উইলসন্ লিখিয়াছেন যে, য়ুরোপীয় কবি Shakespear, Beaumont ও Fletcher প্রভৃতি নাট-কাঙ্ক মধ্যে নাটকের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই ভারতীয় মহাকবি ভবভূতির পরবর্ত্তী।

পূজ্য মহাকবি গোপাল ভট্টের জন্ম হয়। এই গোপালের পৌত্র ও পবিত্রকান্তি নীলকণ্ঠের পুত্ররূপে ভবভূতি জন্ম গ্রহণ করেন *।

তাঁহার পিতৃপুরুষগণ বেদবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বংশগত বিদ্যানুশীলন গুণে এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত রচনায় পারদর্শিতার জন্য তিনি অনন্য-সাধারণ শ্রীকণ্ঠ উপাধিতে সমলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতার নাম জাতুকর্ণী ছিল †। বাল্যকালে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞাননিধি নামক জনৈক উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন করেন ‡।

বিদর্ভদেশে $ জন্মগ্রহণের পর, ভবভূতি তাঁহার বাল্য-জীবন কোথাও কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার কোন সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না। মালতীমাধব প্রকরণ পাঠে আমরা এই মাত্র জানিতে পারি যে, তাঁহার সময়ে কুণ্ডিনপুরে বিদর্ভের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল ¶। যে পদ্মপুর তাঁহার জন্মস্থান তাহা এক্ষণে জনশূন্য ঘোর অরণ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিকগণ ভবভূতির আবির্ভাব-কাল-নির্ণয়ে গভীর গবেষণার সহিত যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভবভূতিকে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর লোক বলিয়া কল্পনা করা যায়। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের চরিতাখ্যান লইয়া যতগুলি নাটক রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবির উত্তরচরিত ও বীরচরিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন **। কালিদাস ও ভবভূতিকৃত কাব্যের পরস্পর তুলনায় কালিদাসকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। কালিদাসের কবিতা সরল ও স্বাভাবিক, ভবভূতির কাব্য দীর্ঘসমাস প্রয়োগে জটিল, কিন্তু তাঁহার স্বভাববর্ণনা প্রকৃতির বিশেষ অনুকারী।

তাঁহার রচনাশক্তি ও বর্ণনাশক্তি যুগপৎ বিস্ময়োদ্দীপক। এরূপ ভাষাধিপত্য অপর কোন কবির কাব্যে লক্ষিত হয় না। তাঁহার লেখনীপ্রসূত গুরুপদসমন্বিত দীর্ঘসমাস-বিন্যাস মেঘমন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও চিত্তগ্রাহী। মালতীর প্রণয়ে নিরাশ হইয়া মাধব আত্মবিসর্জ্জনার্থ শ্মশানঘাটে উপনীত হইয়াছেন। কবি বিভীষিকাপূর্ণ সেই ভীষণ শ্মশানের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,তাহা উদাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত হইল ;—

"গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটা
ঘুৎকারসংবল্গিতক্রন্দৎ-ফেরব
চণ্ডতাৎকৃতিভৃতপ্রাগ্ভারভীমৈস্তটৈঃ।
অন্তঃশীর্ণ-করঙ্ক-কর্পরপয়ঃ সংরোধকূলঙ্কষ।
স্রোতোনির্গমঘোরঘর্ঘররবা পারে শ্মশানং সরিৎ।"

নিশীথসময়ে ভীষণ শ্মশানভূমে আগমনকারী মানবের হৃদয়ে স্বভাবতই ভীতিভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার উপর নৈশান্ধকার-বিজড়িত সেই চিতাগ্নির ক্ষীণদীপ্ত প্রভায় গাঢ় অন্ধকারময় শ্মশানপুরীর দৃশ্যসমূহ আরও বিভীষিকাময় হইয়াছে। ভূতসঙ্গপ্রসূত ভয়, ক্ষীণালোক প্রকটিত পিশাচগণের অমানুষিক আকৃতি, সমীরণের সোঁ সোঁ শব্দ, শবকঙ্কাল, প্রতিহতপ্রবাহা শৈবলিনীর ঘোর ঘর্ঘর নাদ, পেচকের উদাস-কারী রব ও শৃগালের দীর্ঘশব্দ—সেই ভীষণ শ্মশান-প্রদেশকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে *। উক্ত শ্লোকের দীর্ঘসমাস

---

* "অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরম্। তত্র কেচিত্তৈত্তিরীয়িণঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনা পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিনঃ উড়ম্বরা ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি। তদামুষ্যায়ণস্য তত্র ভবতো বাজপেয়যাজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমস্সুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্ত্তের্নীলকণ্ঠস্যাত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনো ভবভূতির্নামজাতুকর্ণীপুত্রঃ কবির্নিত্রধেয়মস্মাকমিত্যত্র ভবন্তো বিদাংকুর্ব্বন্তু।"

† ভবভূতির মাতা জাতুকর্ণ-গোত্রসম্ভূতা ছিলেন। 'জাতুকর্ণগোত্রসম্ভবত্বাৎ ভবভূতিজননয়িত্রী জাতুকর্ণী ইত্যভ্যধায়ি।' (উত্তরচ• টীকা)

‡ "শ্রেষ্ঠঃ পরমহংসানাং মহর্ষীণামিবাঙ্গিরাঃ।
যথার্থনামা ভগবান্ যস্য জ্ঞাননিধির্গুরুঃ॥" (বীরচ• ১)

$ বর্ত্তমান বেরার প্রদেশ।

¶ এক্ষণে বিদার নামে খ্যাত।

** অধ্যাপক উইলসন, আনন্দরাম বড়ুয়া প্রভৃতি মনীষিগণ নানাযুক্তি সহকারে একথা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। বালরামায়ণ ও প্রচণ্ডপাণ্ডব-নাটকপ্রণেতা রাজশেখর রামচরিত্র-রচকদিগের এইরূপ পৌর্ব্বাপৌর্য্য লিখিয়া গিয়াছেন—

"বভূব বল্মীকভবঃ কবিঃ পুরা
ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্ত্তৃমেণ্ঠতাম্।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতিরেখয়া
স বর্ত্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ॥" (প্রচণ্ড পাণ্ডব)

* ঐতিহাসিক এল্‌ফিনষ্টোন তাঁহার শ্মশান-বর্ণনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন ;—

'Among the most impressive descriptions is one where his hero repairs at midnight to a field of tombs, scarcely lighted by the flames of the funeral pyres and evokes the demons of the place whose appearance filling the air with shrill cries and unearthly forms is painted in dark and powerful colours, while the solitude, the moaning of the wind, the hoarse sound of the brook, the wailing owl and the longdrawn howling of the jackals which succeed on the sudden disappearance of the spirits, almost surpass in effect, the presence of their supernatural terrors.'

এবং সংবল্লিত, ঘুংকার, চণ্ড, তাংকৃত, ভূত, প্রাগ্‌ভার, ভীম, ঘোর ঘর্ঘর ও শ্মশান প্রভৃতি পদ ভীতি-সঞ্চারের প্রধান সহায় হইয়াছে।

ভবভূতির কাব্যে দীর্ঘ-সমাসের প্রয়োগ দেখিয়া কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ তাঁহাকে বাণভট্ট, দণ্ডী প্রভৃতির সমযুগবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন *। রাজতরঙ্গিণী-পাঠে জানা যায় যে, কবি ভবভূতি কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মার সভায় বিদ্যমান ছিলেন†। বাক্‌পতিরাজকৃত গৌড়বধ-গ্রন্থে ভবভূতিসমুদ্র হইতে কাব্যামৃত-মন্থনের কথা লিখিত হইয়াছে।

শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, প্রচণ্ডপাণ্ডব, বাল-রামায়ণ, ভোজপ্রবন্ধ, প্রৌঢ়মনোরমা, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ও সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে ভবভূতির উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহা হইতে তাহার কাল-নির্ণয়ে বিশেষ সুবিধা নাই।

ভবভূতিকৃত মালতীমাধব-প্রকরণ অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে তৎসাময়িক বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। কুমারিল প্রভৃতি সেই বৌদ্ধ-মত-প্লাবিত ভারতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও বৈদিকক্রিয়াকলাপাদি স্থাপনে যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কবি ভবভূতি স্বীয় নাট্যকাব্যে পরোক্ষভাবে সেই মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। পরিব্রাজিকা কামন্দকীর কার্য্যকলাপ অবলোকন করিলে, তৎকালে বৌদ্ধ-সমাজের ভগ্নাবস্থা বলিয়াই মনে হয়। মালতী-মাধবকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধকরণ এবং মালতীর সৌভাগ্য-বৃদ্ধির জন্য কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে শিবপূজার্থ পুষ্পচয়ন দেখিয়া অনুমান হয় যে,তখন হিন্দুধর্ম্ম পুনরভ্যুদিত হইতেছিল; বস্তুতঃ ঐ সময়ে বৌদ্ধগণ শিবারাধনা করিবেন—কি বুদ্ধমার্গ অনুসরণ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। তৎকালে বৌদ্ধ ও হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বৈরভাব ছিল না। ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী ভূরিবসু ও দেবরাত বৌদ্ধ-কন্যা কামন্দকী ও সৌদামিনী প্রভৃতির সহিত একত্র এক গুরুর পাঠশালে অধ্যয়ন করিতেন। দ্বিতীয় অঙ্কের 'গীতশ্চায়মর্থোঽঙ্গিরসা' ইত্যাদি বাক্যে বৌদ্ধগণের হিন্দু-সংহিতাদি অধ্যয়ন সূচিত হইয়াছে।

ভবভূতির সমসাময়িক তান্ত্রিক-সমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। সৌদামিনী, কপালকুণ্ডলা ও অঘোরঘণ্টের চরিত্রে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। সৌদামিনী-চরিত্রে বৌদ্ধগণের স্বধর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক অঘোরীশৈব বা তান্ত্রিক উপাসনার আভাস আছে। প্রথমে সৌদামিনী বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বিনী ছিলেন, পরে অঘোরঘণ্টের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক গুরুচর্য্যা, তপস্যা, তন্ত্র, মন্ত্র, যোগ, অভিযোগ প্রভৃতির অনু-ষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই তান্ত্রিক ধর্ম্মগ্রহণে বৌদ্ধেরা বিশেষ বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে নাই।

পঞ্চমাঙ্কে চামুণ্ডা সমীপে বলিদানের ব্যবস্থা দেখিয়া অনু-মান করা যায় যে, তৎকালে দাক্ষিণাত্যে নরবলি প্রচলিত ছিল। অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলা এই পিশাচ-প্রকৃতির চরম নিদর্শন *।

তাঁহার বীরচরিত ও উত্তরচরিত পাঠ করিলে বৈদিক সমাজের বিশিষ্টলক্ষণসমূহ অবগত হওয়া যায়। লব ও কুশের জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন এবং

---

* বাণভট্ট, ময়ূর প্রভৃতি সংবৎ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

† "কবির্ব্বাক্‌পতিরাজ শ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্ম্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্॥" (রাজতর০ ৪।১৪৪)

রাজা যশোবর্ম্মা সংবৎ ৬ষ্ঠ শতাব্দের শেষভাগে কান্যকুব্জ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভবভূতি যে তাঁহারই রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন, এ কথার প্রমাণ আমরা কাশিকাবৃত্তির শেষাংশ-রচয়িতা বামনপ্রণীত ধ্বন্যালোক-লোচন হইতে জানিতে পারি, বামন উক্ত গ্রন্থে উত্তরচরিতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, বামন ৭ম শতাব্দের শেষভাগে বা ৮ম শতাব্দের প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন।

ইন্দোর হইতে প্রাপ্ত মালতীমাধবের হস্তলিপির অঙ্কশেষে 'ইতি কুমারিল-শিষ্যকৃতে', 'ইতি কুমারিলস্বামীপ্রসাদপ্রাপ্তবাগ্বৈভব শ্রীমদুম্বেকাচার্য্যবিরচিতে,' ও 'ইতি ভবভূতি বিরচিতে,' পাঠ লিখিত থাকায় কোন পণ্ডিত ভবভূতিকে কুমারিলের শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এ কথা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। কুমারিলকৃত সাংখ্যকারিকাভাষ্য ৫৫৭-৫৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। ভবভূতি যে কুমারিলের মতানুসৃত হইয়া-ছিলেন, তাহা তদ্বিরচিত নাটকের বৌদ্ধবিরোধ হইতে প্রতিপন্ন করা যায়।

মালতীমাধবের ভূমিকায় ডাঃ ভাণ্ডারকর লিখিয়াছেন, 'পণ্ডিতসমাজে ভব-ভূতি কালিদাসের সমসাময়িক বলিয়া প্রবাদ আছে।' উক্ত প্রবাদটী এই—ভবভূতি উত্তররামচরিত রচনা করিয়া কালিদাস সমীপে গ্রন্থসম্বন্ধে মতজিজ্ঞাসা করেন। কালিদাস তৎকালে চতুরঙ্গক্রীড়ায় রত থাকায় ঐ নাটকখানি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে আদেশ করেন। আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া কালিদাস সন্তোষ-সহকারে বলিলেন গ্রন্থখানি উত্তম হইয়াছে, কিন্তু—

'কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা-
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো-
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেবং ব্যরংসীৎ॥' (উত্তর ৬)

এই শ্লোকের ৪র্থ চরণে 'এবং' শব্দে একটী অনুস্বার অধিক হইয়াছে।' তাঁহার উপদেশ মত ভবভূতি 'রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ' পাঠ লিখিয়া লইলেন। এই ক্ষুদ্র প্রবাদবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ভবভূতিকে কালিদাসের সমসাময়িক বলিতে পারা যায় না।

* ভবভূতিবর্ণিত এই নরবলি-প্রথা অনার্য্যরীতি-সমুদ্ভূত বলিয়া য়ুরোপীয়-গণের বিশ্বাস। Asiatic Researches, IX. p 203.

রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ, গোদানমঙ্গল ও বিবাহাদি সংস্কার; ভাণ্ডায়নাদির ব্রহ্মচর্য্য, অতিথিসংকার ও তাহার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বৈদিক-আচার বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ভবভূতি-অঙ্কিত প্রাচীন সমাজ-চিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের অনুমোদিত। কিরূপে উহা প্রতিপালন করিতে হয়, গ্রন্থকার রামচরিতদ্বয়ে তাহারই আভাস দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বেদ, উপনিষদ্, ধর্ম্মসংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হইতে মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি বৈদিক-সমাজের আদর্শ গঠন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকধর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া জনসাধারণে যাহাতে বৈদিক আচারব্যবহারের অনুবর্ত্তন করেন, নাটকত্রয়ে এই গূঢ় উদ্দেশ্য বিমিশ্রিত রহিয়াছে। তাঁহার বর্ণিত বৈদিক-সমাজের পবিত্রতা, মহত্ব এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের ভীষণ নীতিভ্রষ্টতা ও হিংসাপ্রবণতা অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে, তিনি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রের ন্যায় তাঁহার বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রেও বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল *। প্রণিধানপূর্ব্বক উত্তররামচরিত পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ভবভূতি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। † তাঁহার বিদ্যাপ্রভাব চতুর্দ্দিকে প্রতিভাত হইলে, তিনি ক্রমে উজ্জয়িনীরাজের সভাপণ্ডিত-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইখানে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার নাটকত্রয় উজ্জয়িনীর অধিষ্ঠাতৃদেব কালপ্রিয়নাথের সম্মুখে অভিনীত হইয়াছিল *।

ভবময় (ত্রি) ভব-স্বরূপে ময়ট্। ভবস্বরূপ।

ভবমোচন, তীর্থভেদ। (তাপীখণ্ড)

ভবরুৎ (স্ত্রী) ভবে জন্মাদিপ্রদে সংসারে রোদিতি অনেনেতি, ভবে জন্মান্তে রোদিত্যনেনেতি বা রুদ-ক্বিপ্। প্রেতপটহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে বাদনীয় বাদ্যবিশেষ। (ত্রিকা০)

ভবর্গ (পুং) নক্ষত্রবর্গ।

ভবশর্ম্মন্, মিথিলাবাসী জনৈক পণ্ডিত। ইনি মিথিলারাজ নৃসিংহের মন্ত্রী রামদত্তের আদেশে ষোড়শমহাদানপদ্ধতি প্রণয়ন করেন।

ভবসার, গুজরাতবাসী নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। বস্ত্রাদি রং করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা।

ভবস্বামী, ১ কল্পবিবরণ-প্রণেতা। ২ বৌধায়নশ্রৌতসূত্রভাষ্য, অগ্নিষ্টোমপ্রয়োগ, বৌধায়নচাতুর্ম্মাস্যসূত্রভাষ্য ও বৌধায়নদর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। কেশবকৃত প্রয়োগসারে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভবস্থক্ (পুং) ১ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মা। ২ বিষ্ণু।

---

* "বিদ্যাকল্পেন মরুতা মেঘানাং ভূয়সামপি।
ব্রহ্মণীব বিবর্ত্তানাং ক্বাপি বিপ্রলয়ঃ কৃতঃ॥" (উত্তরচ০ ৬)
ইহাতে বিবর্ত্তবাদের কতক আভাস প্রদত্ত হইয়াছে।

† উক্ত গ্রন্থের ৪র্থ অঙ্কের 'অন্ধতমিস্রা হ্যসূর্য্যা নাম তে লোকাঃ তেভ্যঃ প্রতিবিধীয়ন্তে যে আত্মঘাতিন ইত্যেবং ঋষয়ো মন্যন্তে।' বচন-দৃষ্টে অনুমান হয় যে, গ্রন্থকার বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন—

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" (বাজসনেয়উং)

কেবলমাত্র উক্ত শ্লোকটীর শব্দার্থের উপর লক্ষ্য করিয়া ভবভূতি তাহা স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সমাবিষ্ট করিয়াছেন। মহর্ষি শঙ্করাচার্য্য স্বকৃত বাজসনেয়োপনিষদ্-ভাষ্যে উহার এইরূপ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন,—'অথ ইদানীং অবিদ্বন্নিন্দার্থোঽয়ং মন্ত্র আরভ্যতে। অসূর্য্যাঃ পরমাত্মভাবমদ্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়োঽপি অসুরাস্তেষাং চ অসূর্য্যাঃ। নামশব্দোঽনর্থকো নিপাতঃ। তে লোকাঃ কর্ম্মফলানি লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে ভুজ্যন্তে ইতি জন্মানি। অন্ধেন অদর্শনাত্মকেন অজ্ঞানেন তমসা আবৃতাচ্ছাদিতাস্তান্ স্থাবরান্তান্ প্রেত্য ত্যক্ত্বা ইমং দেহং অভিগচ্ছন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্। যে কে চাত্মহনঃ। আত্মানং ঘ্নন্তীতি আত্মহনঃ। কে তে যে অবিদ্বাংসঃ। কথং তে আত্মানং নিত্যং হিংসন্তি। অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানস্য আত্মনস্তিরস্করণাৎ। বিদ্যমানস্য আত্মনো যৎ কার্য্যং ফলং অজরামরত্বাদিসংবেদনাদিলক্ষণং তৎ তস্যৈব তিরোভূতং ভবতীতি প্রাকৃতা অবিদ্বাংসো জনা আত্মহন উচ্যন্তে। তেন হি আত্মহননদোষেণ সংসরন্তি তে।' (শাঙ্করভাষ্য ৩)

ভবভূতির ও শঙ্করের ব্যাখ্যার বৈষম্য দেখিয়া কেহ অনুমান করেন যে, উত্তরচরিত-রচনা-কালে উক্ত উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য ছিল না। শঙ্করের অভিনব ও মনোরম ব্যাখ্যা পাইলে কখনই ভবভূতি উপনিষদ্ বাক্যটির আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিতেন না। ভবভূতি যে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তিত্ব স্বীকার করা কোন মতে অসমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

* ভবভূতি-প্রকটিত কালপ্রিয়নাথ কোন্ দেবমুর্ত্তি এবং কোথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা সবিশেষ জানা যায় না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় জগদ্ধরের মতানুসরণ করিয়া উহাকে পদ্মনগরস্থ দেবমূর্ত্তিবিশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বালরামায়ণ, কথাসরিৎসাগর, রঘুবংশ (৬।৩৪) ও মেঘদূত (১।৩৫) প্রভৃতি গ্রন্থে উজ্জয়িনী নগরীর প্রতিষ্ঠিত শিবমুর্ত্তিই মহাকালনাথ, মহাকাল-নিকেতন, মহাকালবপু প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়াছে। ভবভূতি যখন উজ্জয়িনীপতির সভাপণ্ডিত ছিলেন, তখন তিনি সম্ভবতঃ উজ্জয়িনীর অধিষ্ঠাতৃদেবকে কালপ্রিয়নাথ নামে সম্বোধন করিয়া থাকিবেন। উজ্জয়িনী নগরীর শিপ্রানদীর পূর্ব্বতীরস্থ পিশাচ-মুক্তেশ্বর ঘাটের পূর্ব্বদক্ষিণাংশে মহাকালের প্রকাণ্ড মন্দির অবস্থিত।

ভবাচল (পুং) ভবস্য মহাদেবস্য অচলঃ। মন্দর পর্ব্বতের পূর্ব্ববর্ত্তী শৈলভেদ, কৈলাস পর্ব্বত।

"শীতার্ত্তশ্চক্রমুঞ্জশ্চ কুলীরোঽথ সুকঙ্কবান্।

মণিশৈলোঽথ বৃষবান্ মহানীলো ভবাচলঃ॥"(মার্ক-পু০ ৫৫অ)

ভবাত্মজা (স্ত্রী) ভবস্য শিবস্য আত্মজেতি। মনসাদেবী।

ভবাদৃক্ষ, ভবাদৃশ্, ভবাদৃশ (ত্রি) ভবানিব দৃশ্যতে যঃ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভবচ্ছব্দপূর্ব্বক দৃশ্ ধাতোঃ কর্ম্মণি ক্রমেণ সক্, ক্বিপ্, টক্ প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ। যুষ্মৎসদৃশ।

ভবানন্দ (পুং) একজন নট, ইনি বররুচির পিতার বন্ধু ছিলেন। (কথাসরিৎসাগর)

ভবানন্দ, ১ জনৈক প্রাচীন কবি। পদ্যাবলীতে তাঁহার রচনা উদ্ধৃত হইয়াছে। ২ জনৈক বৈদান্তিক। ইনি কল্পলতা নামে বেদান্তগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ৩ সন্দর্পকন্দর্পকাব্য-প্রণেতা।

ভবানন্দ তর্কবাগীশ, নবদ্বীপবাসী জনৈক পণ্ডিত। ইনি রঘুনাথ শিরোমণিকৃত আখ্যাতবাদের একখানি টিপ্পনী প্রণয়ন করেন।

ভবানন্দপুর, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কুলিকনদীর পশ্চিমতীরে ১ পোয়া পথ অদূরে অবস্থিত। এখানে একটী আম্রকাননের মধ্যে পীর নেকমর্দ্দের সমাধি আছে। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ ঐ পীরের উদ্দেশে একটী মেলা হয়। এই সময় প্রায় ৬।৭ দিন পর্য্যন্ত এখানে মেলা ও দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে।

ভবানন্দ মজুমদার, কৃষ্ণনগর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন বিংশতিতম পুরুষ রামচন্দ্র সমাদ্দারের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি অতিবাল্য-কালেই সংস্কৃতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৪ বর্ষ বয়সে জনৈক মুসলমান ফৌজদারকে হুগলীর পথ প্রদর্শন করায়, ফৌজদার তাহার প্রতি বিশেষ প্রীত হন এবং তাহার সাহস ও সরলতায় সন্তুষ্ট হইয়া ফৌজদার তাহাকে লইয়া সপ্তগ্রামে আগমন করেন। এখানে তিনি পারস্যভাষা ও রাজকার্য্যে শিক্ষালাভ করেন। উক্ত হুগলির ফৌজদারের যত্নে বঙ্গের নবাব তাঁহাকে কাননগোই পদ অর্পণ করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে সনন্দ ও মজুমদার উপাধি আনাইয়া দেন। প্রতাপাদিত্য-বিজয়ের সময় তিনি সসৈন্যে মানসিংহকে সপ্তদিনব্যাপী ঝড়বৃষ্টির সময় আহার্য্য দানে রক্ষা করেন। প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিয়া দিল্লী-গমনকালে মানসিংহ ভবানন্দকে লইয়া যান। এখানে তিনি সম্রাট্ জাহাঙ্গীরকে অনুরোধ করিয়া মহৎপুর, নদীয়া, মারূপদহ, লেপা, সুলতানপুর, কাসিমপুর, বয়সা, মশুণ্ডা প্রভৃতি ১৪ পরগণার ফরমাণ্ ভবানন্দকে দেওয়াইয়াছিলেন। (হিজরী ১০১৫, খৃঃ ১৬০৬ অঃ)

সম্রাটের নিকট হইতে ফরমাণ্-গ্রহণকালে তিনি নহবৎ, ডঙ্কা, ঘড়ি, নিশান প্রভৃতি পাইয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া তিনি মাটিয়ারিতে রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া রাজকার্য্য করিতে থাকেন। তাঁহার কার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া সম্রাট্ পুনরায় তাঁহাকে সাতবৎসর পরে উখ্ড়া প্রভৃতি আর কএকখানি পরগণা দান করেন (খৃঃ ১৬১৩)। শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ নামে তাঁহার তিনটী পুত্র ছিল। গুণ-জ্যেষ্ঠ মধ্যমপুত্র গোপাল পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। (ক্ষিতীশবংশাবলি)

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, নবদ্বীপবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও বৈয়াকরণ। তিনি খ্যাতনামা পণ্ডিত বিদ্যানিবাসের পিতা ও রুদ্র তর্কবাগীশের পিতামহ। ভট্টাচার্য্য শতাবধান রাঘবেন্দ্র ও জগদীশ ভট্টাচার্য্য তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

তিনি তত্ত্বচিন্তামণিব্যাখ্যা, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিগূঢ়ার্থপ্রকাশিকা ভবানন্দী বা শব্দার্থসারমঞ্জরী, অনুমানদীধিতি-সারমঞ্জরী, অবয়ব, অবয়বগ্রন্থরহস্য, আখ্যাতবাদটিপ্পন, উদাহরণলক্ষণটীকা, উপনয়নলক্ষণটীকা, উপাধিসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, কারকবাদ, কারকাদ্যর্থনির্ণয়, কারকার্থ, কারণবাদার্থ, কেবলান্বয়িগ্রন্থটীকা, তৃতীয় চক্রবর্ত্তিলক্ষণটীকা, তৃতীয় প্রগল্‌ভলক্ষণটীকা, দশলকারবিচার, দ্বিতীয়চক্রবর্ত্তিলক্ষণটীকা, দ্বিতীয়স্বলক্ষণটীকা, পক্ষতাগ্রন্থরহস্য, পক্ষতাপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, পরামর্শগ্রন্থরহস্য, পুচ্ছলক্ষণটীকা, পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, প্রতিজ্ঞালক্ষণটীকা, প্রথমপ্রগল্‌ভলক্ষণটীকা, প্রথমস্বলক্ষণটীকা, প্রামাণ্যবাদরহস্য, বাদবুদ্ধিবিচার, মিশ্রলক্ষণ, লড়ার্থবাদ, ব্যাপ্তিবাদ, সঙ্গতিলক্ষণ, সৎপ্রতিপক্ষপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, সৎপ্রতিপক্ষসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, সব্যভিচারপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, সব্যভিচারসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, সহচার, সামান্যনিরুক্তিটীকা, সিদ্ধান্তলক্ষণটীকা ও হেত্বাভাস প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভবানী (স্ত্রী) ভবস্য ভার্য্যা ভব (ইন্দ্রবরুণভবশর্ব্বেতি। পা ৪।১।৪৯) ইতি স্ত্রিয়াং ঙীষ্, ততঃ আনুক্। দুর্গা, ভবপত্নী।

"রুদ্রো ভবঃ সমাখ্যাতো ভবঃ সংসারসাগরঃ।

ভবঃ কামস্তথা সৃষ্টিভবানী পরিকীর্ত্তিতা॥"(দেবীপু০ ৪৫)

ভবানী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নীলগিরি পর্ব্বতের কুন্দশাখাবাহী একটী নদী। অক্ষা০ ১১°৯´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬° ৩৭´ পূর্ব্বে সমতলক্ষেত্রে পতিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে বক্রগতিকে প্রায় ১০৫ মাইল স্থান অতিক্রম করিয়া ভবানী-নগরে কাবেরী নদীতে মিশিয়াছে। মোয়ার প্রভৃতি ক'একটী

শাখানদী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। কাবেরী-সঙ্গম স্থানের ভবানীনগর ব্যতীত ইহার তীরে মেট্টুপালয়ম্, সত্যমঙ্গলম্, অট্টানি, দেনৈকঙ্কোটিয়া প্রভৃতি ক'একটী প্রধান নগর অবস্থিত আছে। ইহার চারিটী আনিকট দিয়া অরকঙ্কোট্টই,তাড়াপল্লী, কোড়িবল্লী ও কলিঙ্গরয়ন নামক স্থানের জলসরবরাহ হইয়া থাকে।

ভবানী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোয়ম্বাতুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ৭২২ বর্গ মাইল। ভবানীনগর ইহার সদর। এতদ্ভিন্ন এখানে আণ্ডিয়ূর, আপ্পকূড়ল, জম্বৈ, কাবেরীপুর, পালমলৈ ও শামবল্লা প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন শিব-মন্দির ও দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিগস্থ পার্ব্বতীয় বন্যপ্রদেশে বন্যজাতির বাস আছে।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর ও সদর, কাবেরী-ভবানী-সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ১১° ২৬´ উঃ দ্রাঘি° ৭৭°৪৪´ পূঃ। পূর্ব্বে এই স্থান মদুরা-রাজের জনৈক সামন্তের অধিকারে ছিল। এখন কাবেরী ও ভবানী নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত আছে। উহার উপর দিয়া মান্দ্রাজ-কোয়ম্বাতুর প্রভৃতি স্থানে যাইবার রাস্তা অবস্থিত। এখানে সঙ্গমেশ্বরের বিখ্যাত শিব-মন্দির বিদ্যমান আছে। প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসে এখানে বহু তীর্থ-যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। নিকটে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে সুন্দর কার্পেট ও কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ভবানী, স্বনামখ্যাতা হিন্দু-দেবী। হিমাচলের কন্যা এবং মহাদেবের স্ত্রী। শক্তিরূপিণী ভবানীর শান্ত ও ভয়াবহ ভেদে দ্বিবিধ প্রকৃতি। সচরাচর তাঁহার শেষোক্ত প্রকৃতিরই পূজা হইয়া থাকে। শান্ত প্রকৃতিতে তিনি উমা, গৌরী, পার্ব্বতী, হৈমবতী, জগন্মাতা ও ভবানী নামে খ্যাত এবং ভীমা প্রকৃতিতে তিনি দুর্গা, কালী, চণ্ডী, চণ্ডিকা ও ভৈরবী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

দক্ষযজ্ঞত্যক্তপ্রাণ সতীদেহ বিষ্ণু কর্ত্তৃক ছিন্ন হইলে তাহার অঙ্গবিশেষে এক একটী দেবীপীঠ স্থাপিত হয়। স্থানেশ্বরে ভবানী পীঠ স্থাপিত হইয়াছিল।

'স্থানেশ্বরে ভবানী তু বিল্বকে বিল্বপত্রিকা।' (মৎস্যপুরাণ)

চৈত্রশুক্লাষ্টমীতে ভবানীর জন্ম হয়। এই উদ্দেশে ঐ দিবস ভবানীব্রত আচরিত হইয়া থাকে। (ব্রতপ্রকাশ)

সেবকসেবিকাগণের বুদ্ধিশক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে হিন্দুর ভবানী দেবী নানারূপে পূজিত হইয়া থাকেন। হিন্দুর ভবানী দেবীর সহিত মিসরদেশীয় আইসিস্ এবং গ্রীক্‌দেবী জুমে, হিকেট, পলোস্ ও ভিনাসের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

পার্ব্বতীরূপে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে প্রসব করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার শক্তিকে ত্রিধা করিয়া তিনি তাঁহাদিগের শক্তিরূপে বিরাজিত আছেন। শৈবগণ লিঙ্গরূপী শিব এবং যোনিরূপিণী ভবানীর যুগলমূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন। নেপাল-রাজধানী ভাতগাঁও নগরে মহাধুমধামে ভবানীর পূজা হয়। দাক্ষিণাত্যেও ভবানী-পূজা-পদ্ধতি বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারকালে ভবানী পূজা অধিকতর বিস্তার পাইয়াছিল। তথাকার তুলজাভবানীর মন্দির সাধারণের নিকট তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। সমগ্র রাজপুতনায় বিশেষতঃ মিবারে মহাসমারোহপূর্ব্বক নয় দিবস ভবানীর পূজা হইয়া থাকে। মহারাণা আপন প্রধান প্রধান অমাত্য ও সামন্তরাজগণে পরিবৃত হইয়া ঐ পূজায় যোগদান করিয়া থাকেন।

এরূপ কথিত আছে যে, ভবানী কর্ত্তৃক আদিষ্ট ও উপদিষ্ট হইয়া মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী বিজয়পুর-.সনাপতি আফ্‌জল খাঁকে 'ভবানী' নামক খড়্গ দ্বারা নিহত করেন*। শিবাজী দেবীদত্ত ঐ অস্ত্রের অর্চ্চনার নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদ মধ্যে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইংরাজ-অভ্যুদয়ের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রপতির সন্ততিগণ উহাঁর পূজা করিতেন।

ভবানী, নাটোর-রাজকুল-লক্ষ্মী। রাজা রামকান্তের মহিষী। 'রাণী ভবানী' নামে সমগ্র বাঙ্গালা রাজ্যে পরিচিতা। তিনি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপিণী ব্রাহ্মণপ্রতিপালিনী ও দীনদুঃখী-জননী ছিলেন। বঙ্গভূমিতে হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যরক্ষার এবং স্বীয় স্নেহাঞ্চলে দীনদরিদ্রের অশ্রুজল মুছাইবার জন্য তিনি প্রকৃত ভবানীরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎকালে উত্তরপশ্চিমবঙ্গে এমন কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, যিনি রাণীভবানীর প্রদত্ত ভূসম্পত্তি বা আর্থিক সাহায্য গ্রহণ না করিয়াছেন। বঙ্গদেশ হইতে সুদূর কাশীধাম পর্য্যন্ত তাঁহার অক্ষয় পুণ্যকীর্ত্তিসমূহ তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে। মুর্শিদাবাদের সমীপবর্ত্তী বড়নগরে আজিও তাঁহার অতুলনীয় দেব-ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাগীরথীতীরে আপন সাধুজীবন অতিবাহিতকরণ-মানসে তিনি স্বীয় প্রিয়তর বাসভূমি বড়নগরেই জীবনের শেষ সময় যাপন করিয়া ছিলেন। এই খানেই দ্রবময়ী গঙ্গার পুণ্যময় সলিলে তাঁহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

* প্রবাদ—ভবানীর প্রসাদে তিনি ঐ খড়্গ লাভ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণের বিশ্বাস ভবানীর নামোচ্চারণপূর্ব্বক ঐ অস্ত্র পর্ব্বতে নিক্ষিপ্ত হইলেও তরবারির দৈবশক্তিপ্রভাবে পর্ব্বত দ্বিখণ্ডিত হইবে।